ভাগবত-সিদ্ধান্ত-গ্রন্থাবলী।

১

শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য
ও
সুবিস্তৃত সূচীপত্রাদি সংবলিত।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসেবাসংরত শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশসম্ভূত
শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী
ও
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা
সিমুলীয়া মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন ১১সংখ্যক ভবন
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে
সম্পাদকদ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, সন ১৩০৪ সাল।

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্॥

কলিকাতা

সিমুলীয়া শুঁড়িপাড়া, ২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা-যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্ত-গ্রন্থাবলীর
অমার্জ্জনীয় অসহ্য অঙ্গবৈগুণ্য
এবং
জগৎপাবক বৈষ্ণবসমাজের
বর্ত্তমান ঘোর অবনতি ও দারুণ দুর্গতি
দর্শন করিয়া যাঁহারা দুঃখিত,

সেই অঙ্গবৈগুণ্য ও অবনতি
অপনোদনের,
সেই মর্ম্মবেদনাদায়িনী দুর্গতি
দূর করিবার,
যে-কোনরূপ আয়োজন হইতেছে দেখিলেও,
যাঁহারা বিপুল আহ্লাদে আয়োজনকারীদিগকে
বিবিধ আশা, আশ্বাস ও উৎসাহপূর্ণ,
অশ্রান্ত, অকাতর ও অযাচিত
সহানুভূতি বিতরণের জন্য
স্বতঃপরত
সর্ব্বদাই উন্মুখ, উদ্যোগী ও সকলের অগ্রবর্ত্তী,

পতিতপাবন প্রেমাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর
যাঁহাদিগের
জীবনসর্ব্বস্ব আরাধ্যদেবতা,

শ্রীরাধাকৃষ্ণের

অতুলনীয় অলৌকিক লীলানন্দে

বিভোর রহিবার জন্য,

যাহারা যার পর নাই ব্যাকুল,

লালসাময়ী সেই ব্যাকুলতার অবিশ্রান্ত তাড়নায়

আপনাদিগের শ্রদ্ধাপূত সুবিশাল হৃদয়ের

অত্যুন্নত বৃত্তিসমুদায় গ্রহণ করিয়া,

প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি উৎসর্গ করিবার উদ্দেশে

যাঁহারা

সর্ব্বজনশরণ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ও

তদীয় দীনদয়াল পার্ষদবর্গের

অমিয়শ্রীচরণসরোজের সন্নিধানে

সততই অতি দীনভাবে দণ্ডায়মান,

সেই সকল

বিশ্বহিতৈষী, বিশালচেতা, উদারলক্ষ্য, উন্নতবুদ্ধি

মহাপুরুষের সুপবিত্র শ্রীকরপদ্মে,

হৃদয়ের আবেগময়ী প্রীতি ও উচ্ছ্বাসপূরিত আদরের

অকৃত্রিম নিদর্শন

এই মহারত্ন

সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক

মহোৎসাহে উৎসর্গীকৃত হইল।



সম্পাদকীয় বক্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদে, শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী-বাসরে, শ্রীমদ্‌বলদেব-বিদ্যাভূষণবিরচিত টীকা, শ্রীমন্মদনগোপাল-গোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত বঙ্গানুবাদ ও তৎকৃত তাৎপর্য্যের সহিত, শ্রীমৎপূজ্যপাদ-রূপগোস্বামি-বিরচিত শ্রীলঘুভাগবতামৃত প্রকাশিত হইল। শ্রীলঘুভাগবতামৃত সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের, সুতরাং সমগ্র বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের, একরূপ পরিভাষাগ্রন্থ। অতএব ইহা শ্রীমদ্ভাগবতপাঠার্থীর—বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পারদর্শিতাভিলাষীর অবশ্যপাঠ্য।

বিশেষত, যাঁহাকে আমি উপাসনা করিব—ভজনা করিব, তিনি কে?—তিনি কিরূপ? আর যাঁহার মত হইয়া আমাকে উপাসনা করিতে হইবে—ভজনা করিতে হইবে, তিনিই বা কে?—তিনিই বা কিরূপ? এইরূপে উপাস্য ও উপাসকের স্বরূপতত্ত্ববিষয়ের বিশিষ্ট উপদেশ ব্যতিরেকে এপর্য্যন্ত জগতের কোনরূপ উপাসনাবিধিই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। উপাস্য ও উপাসকের তত্ত্বালোচনা—উপাস্য ও উপাসকের স্বরূপপরিজ্ঞান, ভগবৎসাধনব্রত মানবমণ্ডলীর একটি সর্ব্বপ্রধান সাধনাঙ্গ—একটি অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য। উপাস্য ও উপাসকের তত্ত্বালোচনা ব্যতীত,—উপাস্য ও উপাসকের স্বরূপচ্ছাবি হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা না করিয়া,—উপাসনা বা সাধনকার্য্য কদাপি সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই লঘুভাগবতামৃতে প্রধানত উপাস্য ও উপাসকের তত্ত্বই নিরূপিত হইয়াছে।

এই অমূল্য গ্রন্থ,—এই মহারত্ন, শ্রীমদ্‌বলদেববিরচিত টীকা এবং শ্রীমন্মদনগোপালকৃত তাৎপর্য্য ও অনুবাদাদির সহিত,—গ্রন্থসম্পাদনে সম্পাদকগণ যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, সেই রীতি অনুসারে সম্পাদিত হইয়া,—এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই।

সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের বলদেবকৃত টীকাগ্রন্থ অতি প্রামাণিক ও

মূলগ্রন্থের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু সেই টীকা যে এতদিন কিরূপ দুর্লভ ছিল, তাহা শাস্ত্রালোচনশীল সুবিজ্ঞ বৈষ্ণবসমাজের আর অবিদিত নাই। সম্পাদকগণ যথেষ্ট পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া, অনেক কষ্টে শ্রীলঘুভাগবতামৃতের দুইখানি হস্তলিখিত পুঁথি, সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দুইখানিই শাস্ত্রসিদ্ধান্তদর্শী বিজ্ঞলোকের পঠিত ও আলোচিত, দুইখানিই অতি প্রাচীন ও অতি বিশুদ্ধ, আবার দুইখানিতেই বলদেবকৃত টীকা আছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা, টীকাকার ও অনুবাদক, সকলেই স্বনামধন্য লোকবিখ্যাত মহাপুরুষ।

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
এই গুরুগণে আগে করি নমস্কার ॥"

"শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥"

এই বলিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে যাঁহাকে শিক্ষাগুরু বলিয়া সর্ব্বাগ্রে নমস্কার করিয়াছেন, আবার প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষেও যাঁহার পাদপদ্মপ্রাপ্তির আশা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—সংসারের শত শত স্নেহ, মমতা, প্রীতি ও সোহাগের সামগ্রী, তাহাদিগের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে যাঁহাকে অধিকদিন বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই—যিনি আপনার নরলোকলোভনীয় অতুল ধনসম্পত্তি ও বিপুল পদবৈভব তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া,—বিষবৎ সুতীব্র-জ্বালাজনক অনুভব করিয়া, সুরলোক-সুদুর্লভ সুধাময় শ্রীগৌরসাগরে অবগাহন করিবার জন্য ব্যাকুল ও লালায়িত হইয়াছিলেন এবং দেখিতে দেখিতে—

"গৌরাঙ্গ অন্তরে, গৌরাঙ্গ বাহিরে,
গৌরাঙ্গ জগৎময়"

হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই বৈরাগ্য, ভক্তি ও প্রেমের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ, বৈষ্ণব-

সিদ্ধান্তাচার্য্য, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ কৃপাপাত্র, অলৌকিক-কবিত্বপ্রতিভা-সম্পন্ন, জগজ্জনবিদিত ভগবৎপূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামীকে কে না জানেন?

বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিচারযুদ্ধে যাঁহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন, সেই সকল মহাত্মার নামনির্দ্দেশ করিতে হইলে, ষট্সন্দর্ভাদি গ্রন্থের প্রণেতা ভগবৎপূজ্যপাদ শ্রীমান্ জীবগোস্বামীর পরেই যাঁহার নামোল্লেখ করিতে হয়, সেই গীতা, দশোপনিষৎ, বেদান্তদর্শন ও বিষ্ণুসহস্রনাম প্রভৃতির ভাষ্যকার, ভাষ্যপীঠক সিদ্ধান্তরত্ন, প্রমেয়রত্নাবলী ও বেদান্ত-স্যমন্তক প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থের প্রণেতা, স্তবমালা ও তত্ত্বসন্দর্ভাদির টীকাকার, সুবিমলবিদ্যাবিভূতিসম্পন্ন, বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভগবৎসেবানিরত, বিশ্বনাথশিষ্য, বঙ্গীয়ব্রাহ্মণপ্রতিভার জ্বলন্ত জ্যোতি শ্রীমদ্বলদেবও এখন অনেকের নিকট—বিশেষতঃ ভক্তিসিদ্ধান্তের দার্শনিকতায় পক্ষপাতী বিদ্বজ্জনের নিকট সুপরিচিত।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যবংশের সমুজ্জ্বল অলঙ্কার শান্তিপুরনিবাসী প্রভুপাদ শ্রীমন্মদনগোপাল গোস্বামীই বা এখন কাহার নিকট অপরিচিত? মধুর-গম্ভীর ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা দেশে দেশে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের প্রচার করিয়া তিনি এখন নিখিলভারতবাসীর হৃদয়ে অহরহ জাগরূক রহিয়াছেন। তিনি নিজ জন্মভূমি শ্রীপাট শান্তিপুরে উপযুক্ত অধ্যাপক প্রভুপাদ ৺ শ্রীরাম গোস্বামীর নিকট পাঠসমাপনের পর, সেই বহুদিনার্জ্জিত বহুশ্রমাধিগত বিদ্যাও তাঁহার অত্যুন্নত জীবনব্রত উদ্যাপনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বিবেচনা করিয়া, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সুগভীর অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে, হৃদয়ের আবেগে স্বদেশ ও স্বজন হইতে বহুদূরে লীলাময়ের নিত্যলীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হন। লীলাভূমির অপরিসীম পুণ্যশক্তির মধ্যে গোস্বামী প্রভু, ৺ সুখালাল গোস্বামী ও কৌলীন্যমর্য্যাদামণ্ডিত ব্রাহ্মণের কুলজাত ৺ জগদানন্দ দাসবাবাজী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়, সিদ্ধকল্প, মহামহোপাধ্যায় মহানুভবগণের স্নেহপ্রীতি অধিকার করিয়া, পুনরধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত সেই অধ্যয়নব্রত সমাধা করিয়া, সিদ্ধান্তসমুদ্রের পারদর্শী হইয়া, বহুকালের পর স্বদেশে ও স্বজনের নিকট ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার শাস্ত্রানুগত সদাচার ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে প্রগাঢ় অধিকার, তাঁহাকে বর্ত্তমান বৈষ্ণবমণ্ডলীর আদর্শস্থানীয় করিয়াছে; তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা তাঁহার সেই প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ঘোষণা করিতেছে; তিনি

এখন ভবিষ্যৎ জগতেরও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। সম্পাদকদিগের প্রতি তাঁহার যে অকপট আন্তরিক স্নেহ ও ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থের প্রতি তাঁহার যে অবিচলিত অনুরাগ, সেই স্নেহ, সেই অনুরাগ এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ অলৌকিক লোক-হিতৈষিতার বশবর্ত্তী হইয়াই, তিনি আপনার ঐহিক-পারত্রিক সহস্র ব্যাপারের মধ্যেও এই লঘুভাগবতামৃতের অনুবাদভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগ্য হস্তেই যোগ্য ভার অর্পিত হইয়াছিল।

যেরূপ ঐকান্তিক যত্ন ও অনুরাগ, যেরূপ কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং যেরূপ অকাতর অর্থব্যয়, সতর্কতা ও মনোযোগের সহিত, এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়বান্ বিচক্ষণমাত্রেই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সম্পাদকগণ স্বয়ং সে বিষয়ের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতে, যে কারণেই হউক, বিশেষ আগ্রহবান্ বা অভিলাষী নহেন। তবে সম্পাদনরীতি-সম্বন্ধেও কতকগুলি কথার উল্লেখ আবশ্যক। সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে সেই সকল কথার উল্লেখ করিতে যাইয়া, হয় ত, অন্যসকল কথাও ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। কথাগুলি এই :—

১ম। অপর লিপিকরের হস্তে লিখনভার ন্যস্ত করিতে, সাহসী হইতে না পারিয়া, সম্পাদকগণ স্বহস্তেই সমস্ত পুঁথিখানি নকল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

২য়। সংগৃহীত দুইখানি পুঁথি অতি সতর্কতার সহিত মিলাইয়া, বিশেষ বিচার-বিতর্ক সহকারে মূলগ্রন্থ ও টীকার পাঠস্থির করা হইয়াছে।

৩য়। মূল বা টীকার মধ্যে যে যে স্থলে দুই, তিন বা তাহা অপেক্ষা অধিক পাঠান্তর পরিলক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে যে পাঠ সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত, সেই পাঠ, মূল বা টীকার মধ্যে বিনিবেশিত করিয়া, অবশিষ্টগুলির মধ্যে যেগুলি রাখিবার যোগ্য, সেইগুলি সর্ব্বনিম্নে 'বর্জাইস্' অক্ষরে রাখা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্যগুলি অসঙ্গত ও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৪র্থ। মূলগ্রন্থ ছোট বড় নানারূপ অক্ষরে অগ্রপশ্চাৎ-ভাবে নানারূপে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের স্বরচিত অংশগুলি 'ইংলিশ্' অক্ষরে, উদ্ধৃত অংশগুলি " " এইরূপ উদ্ধারচিহ্নের মধ্যে 'পাইকা' অক্ষরে, যে সকল শ্রুতি-পুরাণাদি হইতে সেই উদ্ধৃত অংশগুলি সঙ্কলিত, সেই সকল শ্রুতি-পুরাণাদির

নামোল্লেখাংশ 'স্মল্পাইকা' অক্ষরে, আর বিশেষ দ্রষ্টব্য কয়েকটি অংশ 'গ্রেট্' অক্ষরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ সন্নিবেশ-প্রণালীর সাহায্যে পাঠার্থিগণ মূলগ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াবলী অতি সহজে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন।

৫ম। মূল ও টীকার মধ্যে উদ্ধৃত বচনগুলি যে যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, বহু অনুসন্ধানে সেই সেই গ্রন্থের নাম এবং অধ্যায় ও শ্লোকাদির সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া ( ) এইরূপ বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। তদ্দর্শনে পাঠার্থিগণ অনায়াসে সেই সেই উদ্ধৃত বচন বাহির করিয়া, আপনাদিগের আবশ্যকমত ভাষ্য ও টীকাদি দেখিয়া লইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা, বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণের উদ্ধৃত বচনাবলীর অধিকাংশই গঠিত বা কল্পিত, এই কথা বলিয়া মহাজনচরিত্রে অযথা দোষারোপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারাও আপনাদিগের সেই বিদ্বেষবিজৃম্ভিত অসত্য উক্তির প্রত্যাহার করিয়া, অমার্জ্জনীয় মহদপরাধ হইতে মুক্ত হইবার একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ লাভ করিবেন।

৬ষ্ঠ। উক্ত অভিপ্রায়ে গ্রন্থসংক্ষেপার্থ যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে, বর্ণক্রম অনুসারে তাহার একটি স্বতন্ত্র তালিকা সংস্কৃতাংশের অভিধাপত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বে সংযোজিত হইয়াছে।

৭ম। উদ্ধৃত বচনগুলি যে সকল শ্রুতিপুরাণাদি হইতে সঙ্কলিত, সেই সকল শ্রুতিপুরাণাদির মধ্যে যেরূপ পাঠ আছে, সেই পাঠের সহিত অতি সাবধানে উদ্ধৃত বচনগুলির পাঠ মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৮ম। একটি সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ উভয়ের মিলিতাংশের, একটি কেবল সংস্কৃতাংশের, আর একটি কেবল অনুবাদাংশের, এইরূপে তিনটি অভিধাপত্র যথাযথস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

৯ম। সকলের সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য করিবার জন্য সংস্কৃত টীকার মধ্যে সর্ব্বত্রই (,) 'কমা', (;) 'সেমিকোলন', (—) 'ড্যাশ্' প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক পদের অর্থ অনুসরণ করিয়া বিশেষ বিবেচনা সহকারে ব্যবহার করা হইয়াছে। মূলের মধ্যেও স্থানে স্থানে সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। চিহ্ননির্দ্দেশে একটি স্থলও

উপেক্ষিত হয় নাই, সর্ব্বত্রই যথাযথ চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে (।) একদাঁড়ি ও (॥) দুদাঁড়ি ভিন্ন আর কোন চিহ্নের প্রচলন বা ব্যবহার নাই। অতএব নানাকারণে বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া, পাশ্চাত্যভাষায় প্রবর্ত্তিত চিহ্ননির্দ্দেশবিধি অবলম্বিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রচলিতবিধি অনুবর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল দুই এক স্থলে তাহার সামান্য ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে; যেমন—টীকার মধ্যে, মূল হইতে উদ্ধৃত শব্দ ও তাহার প্রতিশব্দ, দুইটিকে পরস্পর পৃথক্‌রূপে স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য, মূলশব্দ ও তাহার প্রতিশব্দ, উভয়ের মধ্যে একটি 'ড্যাশ্‌' দিয়া প্রতিশব্দটির পরেই একটি 'কমা'র ব্যবহার।

১০ম। টীকাকার মূল শ্লোকের দক্ষিণভাগে আপনার প্রয়োজনমত যে অঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অঙ্ক অনুসারে অনুবাদ করিলে, নানাবিধ অসুবিধা ঘটিতে পারে। তজ্জন্য মূলশ্লোকের বামভাগে ( ) এইরূপ বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে সম্পাদকদিগের বিবেচনামত অনুবাদার্থ একটি স্বতন্ত্র অঙ্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১১শ। আবশ্যকমত স্থানে স্থানে দুই একটি টিপ্পনীও সর্ব্বনিম্নে 'বর্জাইস্‌' অক্ষরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১২শ। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলি শ্রীমদ্ভাগবত ও অপরাপর অনেকগুলি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-গ্রন্থের প্রবেশদ্বার। সুতরাং ইহার সিদ্ধান্তগুলি অভ্যাস ও আয়ত্ত করিয়া রাখা শ্রীমদ্ভাগবতাদির পাঠার্থিগণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। অতএব লঘুভাগবতামৃত পাঠ করিবার পূর্ব্বে কি উপায়ে ইহার বিশিষ্টরূপ মর্ম্মাবগতি সংক্ষেপে ও সহজে হইতে পারিবে—অর্থাৎ, পাঠার্থিগণ কালে এই গ্রন্থের কোন একটি বিষয় বিস্মৃত হইলে, সেই বিস্মৃত বিষয়টি কি উপায়ে আবার সহজে স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারিবেন,—এই দুইটি বিষয় ও ইহার আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বিশদ বাঙ্গালাভাষায় দুইটি সুবিস্তৃত সূচীপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। একটি মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব-লঘুত্ব বা অল্পাধিক্য অনুসারে ক্ষুদ্রবৃহৎ নানাপ্রকার অক্ষরে সুসজ্জিত। ইহাতে সংস্কৃতাংশ ও অনুবাদাংশ, একত্র উভয়েরই পৃষ্ঠা ও পংক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়টি টীকাংশের, এটি 'বর্জাইস্‌' অক্ষরে বিন্যস্ত। ইহাতে টীকাংশের পৃষ্ঠা ও পংক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। সম্পাদকীয় বক্তব্যের পর ১মটি, আর ১মটির পর ২য়টি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৩শ। গ্রন্থখানি যে কিরূপ শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত,—কত গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া যে গ্রন্থখানি রচিত, তাহা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, মূলগ্রন্থ ও টীকার মধ্যে ব্যবহৃত গ্রন্থাবলীর একটি স্বতন্ত্র তালিকা বর্ণক্রমানুসারে ২য় সূচীপত্রের অব্যবহিত পরভাগে সংযোজিত হইয়াছে।

১৪শ। সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে যাহাতে একটিও মুদ্রাকরপ্রমাদ না থাকে, সে বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

১৫শ। অনেকানেক মূলসংস্কৃত গ্রন্থের টীকায় অঙ্কসন্নিবেশের যেরূপ পদ্ধতি, বঙ্গানুবাদকে মূলের মত, আর তাহার তাৎপর্য্যকে টীকার মত মনে করিয়া, তদনুসারে তাৎপর্য্যগুলির অঙ্ক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৬শ। গ্রন্থের প্রধান প্রধান বিষয়গুলির প্রতি যাহাতে সহজে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য বঙ্গানুবাদের মধ্যে 'বর্জাইস্' অক্ষরে একটি পার্শ্বসূচী প্রদত্ত হইয়াছে।

এত কথা বলিবার পর উৎকৃষ্ট ও নূতন অক্ষরে এই গ্রন্থের মনোহর মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণাক্ষরে সুশোভিত সুন্দর বিলাতি বাঁধাই, অথবা যথাসম্ভব সুলভ মূল্য, ইত্যাদি কথার উল্লেখ করাই বাহুল্য।

ফলত সম্পাদকগণ গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য চেষ্টা ও যত্নের অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তবে যদি কোনরূপ ত্রুটি হইয়া থাকে, সে ত্রুটি তাঁহাদিগের জ্ঞানকৃত নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষায় শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণপরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই লঘুভাগবতামৃত শ্রীমদ্ভাগবতের,—কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের কেন, সমগ্র পুরাণশাস্ত্রের পরিভাষাগ্রন্থ। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্তগ্রন্থ অধীত, অভ্যস্ত ও আলোচিত না থাকিলে, কদাপি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্মপরিগ্রহ হইতে পারে না। অতএব এতদ্দ্বারা পুরাণপরীক্ষার্থিগণেরও বিলক্ষণ উপকারের আশা আছে।

সম্পাদকগণ ভবিষ্যতে আরও কয়েকখানি অবশ্যপাঠ্য ভাগবতসিদ্ধান্তগ্রন্থের এইরূপ সংস্করণ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কিন্তু সে সঙ্কল্পসিদ্ধির একটি প্রধান কারণ সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ। সাধারণের এই উৎসাহ সংসারে কত শত অসাধ্যসাধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষত সম্পাদকদিগের উপস্থিত সঙ্কল্পসিদ্ধির সহিত তাঁহাদিগের নিজের স্বার্থ যেরূপ জড়িত,

অপর সাধারণের স্বার্থও সেইরূপ জড়িত। এ স্বার্থও আবার যে-সে স্বার্থ নহে. পরমার্থ পর্য্যন্ত ইহার গতি।

পরিশেষে সম্পাদকগণ তাঁহাদিগের নিরতিশয় প্রীতিভাজন পরমকল্যাণীয় শ্রীমান্ রাজেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। গ্রন্থসম্পাদনকালে সম্পাদকদিগের প্রতি তিনি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সম্পাদকগণ তাহা সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। তাঁহারা অকপটহৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, শ্রীমানের স্বাভাবিকী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হউক।

কালিকাযন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানির সুচারু মুদ্রাঙ্কন-বিষয়ে সম্পাদকদিগের ঐকান্তিক যত্ন, আগ্রহ ও একাগ্রতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি যথাসময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সেই মুদ্রণকার্য্যের সুশৃঙ্খলা-রক্ষার প্রতি যেরূপ তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতই নিরতিশয় প্রশংসার্হ। তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রের খ্যাতিপ্রতিপত্তি ক্রমশ আরও দূরদূরান্তরে বিস্তৃত হইতে থাকুক, সম্পাদকগণের ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি বলিয়াছেন :—

> "সুখের যাহা সার, সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য এবং তৃষ্ণার যাহাতে পরমা তৃপ্তি, মনুষ্যের প্রাণ চিরদিনই সেই 'অমৃতের' জন্য লালায়িত।

ভাগবতামৃতের অমৃতই সেই 'অমৃত'। এই 'অমৃত' আস্বাদনের জন্য উন্মুখ হও—অবহেলা করিও না, দেবভোগ্য অমৃত তুচ্ছ বোধ হইবে। ইতি।

কলিকাতা, সিমুলীয়া,
৬৮/ বলরাম দের ষ্ট্রীট্,
ও
১১/ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১২,
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী।

সম্পাদক
শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম সেবা-সংরত
শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী
ও
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

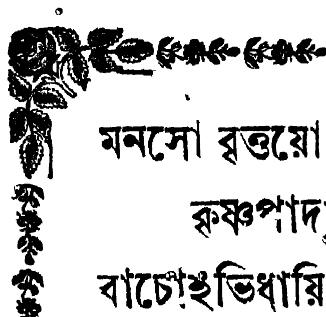
মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার

সূচীপত্র।

বিষয়।	সং০ পৃ০	সং০ পং০	অ০ পৃ০	অ০ পং০
৯। ঋষভ	৫৩	৬	২৬	১৭
ইনি দক্ষসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা আয়ুষ্মান্, মাতা অম্বুধারা। [ইনি নাভি ও মেরুদেবীর পুত্র কল্পাবতার ঋষভ নহেন।] ...	”	”	”	
১০। বিশ্বক্সেন	”	৯	”	২১
ইনি ব্রহ্মসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা বিশ্বজিৎ, মাতা বিষূচী ...	”	”	”	”
১১। ধর্ম্মসেতু	”	১২	”	২৫
ইনি ধর্ম্মসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা আর্য্যক, মাতা বৈধৃতা ..	”	”	”	”
১২। সুধামা	৫৪	১	২৭	১
ইনি রুদ্রসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা সত্যসহা, মাতা সূনৃতা ...	”	”	”	”
১৩। যোগেশ্বর	”	৪	”	৫
ইনি দেবসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা দেবহোত্র, মাতা বৃহতী ...	”	”	”	”
১৪। বৃহদ্ভানু	”	৬	”	৯
ইনি ইন্দ্রসাবর্ণীয়-মন্বন্তর পালক। পিতা সত্রায়ণ, মাতা বিনতা ...	”	”	”	”
মন্বন্তরাবতার-সংখ্যা ১৪—(১ যজ্ঞ+১ বামন)=১২	”	১০	”	১৩
যুগাবতার	”	১৩	”	১৮
চারি যুগের চারিটি যুগাবতার। সত্য-যুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম, কলিতে কৃষ্ণ। 'মন্বন্তরাবতার'ই যুগাবতার হইয়া থাকেন ...	”	১৪	”	”

অবতারসংখ্যা ঃ— ৬

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতের সংক্ষিপ্তসার সূচীপত্র সম্পূর্ণ।



মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ
কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং
কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥

শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-বিরচিত—

টীকার সূচীপত্র।

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতের শ্রীবলদেবকৃত-টীকার

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত ও শ্রীলঘুভাগবতামৃতের বলদেবকৃত টীকার মধ্যে

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী।

১। অনুমানখণ্ড (জগদীশকৃত)।
২। অমরকোষ।
৩। অলঙ্কার-কৌস্তুভ।
৪। আদিপুরাণ।
৫। ঈশোপনিষৎ।
৬। ঋগ্বেদ।
৭। কঠোপনিষৎ।
৮। কূর্ম্মপুরাণ।
৯। কেনোপনিষৎ।
১০। কৈবল্যোপনিষৎ।
১১। গোপালতাপনী।
১২। গোবিন্দভাষ্য (শ্রীবলদেবকৃত)।
১৩। গোসূক্ত।
১৪। চতুর্ব্বেদশিখা।
১৫। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
১৬। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
১৭। ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধান।
১৮। ধনঞ্জয়কোষ।
১৯। নারদপঞ্চরাত্র।
২০। নারায়ণাধ্যাত্ম।
২১। নারায়ণোপনিষৎ।
২২। নারায়ণতন্ত্র।
২৩। নিঘণ্টু।
২৪। পদ্মপুরাণ।
২৫। পাণিনি ব্যাকরণ।
২৬। পুরুষবোধিনী শ্রুতি।
২৭। বৃহৎসংহিতা।
২৮। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
২৯। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র।
৩০। বৃহদ্বামনপুরাণ।
৩১। বৃহন্নারদীয়পুরাণ।
৩২। ব্রহ্মতর্ক।
৩৩। ব্রহ্মসংহিতা।
৩৪। ব্রহ্মসূত্র।
৩৫। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।
৩৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।
৩৭। ভট্টমত।
৩৮। ভার্গবতন্ত্র।
৩৯। মৎস্যপুরাণ।
৪০। মহানারায়ণোপনিষৎ।
৪১। মহাভারত।
৪২। মহাবরাহপুরাণ।

ব্র০ সূ০ ১।৩।২৮ শং০ ভা০ ; ৩।৩।১১ গো৹ ভা০ = ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায় ৩য় পাদ ২৮তম সূত্রের শঙ্করভাষ্য, এবং ৩য় অধ্যায় ৩য় পাদ ১১শ সূত্রের শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত গোবিন্দ ভাষ্য।

ভ০ র০ সি০, দ০ ১।১৮ = ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণবিভাগ ১মা লহরী ১৮শী কারিকা।

ভ০ র০ সি০, পূ০ ২।৩২ = ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ২য়া লহরী ৩২তমা কারিকা।

ভা০ ১০।৮৯ = শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮৯তম অধ্যায়।

ভা০ ১১।৫।৩২ = শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ৩২তম শ্লোক।

ভা০ ১০।৩।৩২ ; ৪১ = শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩২তম শ্লোক ও ৪১তম শ্লোক।

ভা০ ১১।৫।২০—৩২ = শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ২০তম শ্লোক হইতে ৩২তম শ্লোক পর্য্যন্ত।

ভা০ ৪।১৫—২৩ অ০ = শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায় হইতে ২৩তম অধ্যায় পর্য্যন্ত।

ভা০ ৩।৩২।১০ স্বা০ টী০ = শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৩২তম অধ্যায় ১০ম শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায়।

ভা০ ১।৩।১৫, ৮।২৪।৪৬ স্বা০ টী০ = শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ১৫শ শ্লোকের, আর ৮ম স্কন্ধ ২৪তম অধ্যায় ৪৬তম শ্লোকের স্বামিকৃত টীকায়।

ম০ উ০ ২ = মহোপনিষৎ ২য়া শ্রুতি।

ম০ না০ উ০ ২৫।১ = মহানারায়ণোপনিষৎ ২৫তম খণ্ড ১মা শ্রুতি।

ম০ ভা০, ব০ প০ ২২০।২২ = মহাভারত বনপর্ব্ব ২২০তম অধ্যায় ২২তম শ্লোক।

ম০ ভা০, শা০ প০ ৩৪০।২৭—২৮ = মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ৩৪০তম অধ্যায় ২৭তম ও ২৮তম শ্লোক।

মু০ ৩।১।৩ = মুণ্ডকোপনিষৎ ৩য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড ৩য় শ্রুতি।

মু০ উ০ ৩।১।৩ = মুণ্ডকোপনিষৎ ৩য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড ৩য় শ্রুতি।

রা০ চ০ ৫ প০ = রামার্চ্চনচন্দ্রিকা ৫ম পটল।

বা০ উ০ ৩।৫ = বাসুদেবোপনিষৎ ৩য়া গদ্যশ্রুতির অন্তর্গতা ৫মী পদ্যশ্রুতি।

বা০ রা০, যু০ কা০ ১১৯।৭ = বাল্মীকিরামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ১১৯তম সর্গ ৭ম শ্লোক।

বি০ পু০ ৬।৫।৭৪ = বিষ্ণুপুরাণ ৬ষ্ঠ অংশ ৫ম অধ্যায় ৭৪তম শ্লোক।

শি০ ব০ ১।৩ = মাঘকৃত শিশুপালবধ ১ম সর্গ ৩য় শ্লোক।

শ্বে০ ৬।৯ = শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯মী শ্রুতি।

শ্বে০ উ০ ৬।১৬ = শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৬শী শ্রুতি।

হ০ বং০ ১২৭।৩৭ = হরিবংশ ১২৭তম অধ্যায় ৩৭তম শ্লোক।

অন্যান্য স্থল এতদনুসারেই বিবেচ্য।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্।

শ্রীমৎপূজ্যপাদ-রূপগোস্বামি-বিরচিতম্।

শ্রীমদ্ভাগবতমালোকং শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ সহ।
শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ স্বাদ্যং শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্॥

শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত-
টীকাসমেতম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দঃ ৪১২।

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্।

পূর্ব্বখণ্ডম্।

শ্রীকৃষ্ণামৃতম্।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

(১) "নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়া"কুণ্ঠমেধসে।
"যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥" ১॥ *

অথ শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণবিরচিতা টিপ্পনী।

শ্রীগোবিন্দায় নমঃ।

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারিনাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপে তত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমাস্তাং মতির্নঃ॥ ০॥
দেবাচার্য্যং যং বিদুঃ সৎকবিত্বে পারাশর্য্যং তত্ত্ববাদে মহান্তঃ।
শৃঙ্গারার্থব্যঞ্জনে ব্যাসসূনুং স শ্রীরূপঃ পাতু নো ভৃত্যবর্গান্॥ ০॥

অথ সোঽয়ং নিখিলশাস্ত্রার্থসারজ্ঞঃ শ্রীরূপাভিধানঃ শাস্ত্রকৃৎ সংক্ষিপ্তভাগবতামৃতং শাস্ত্রং নির্ম্মিমাণস্তদ্বোধ্যভগবৎপ্রণতিরূপং প্রত্যূহতৃণরাশিবহ্নিমভীষ্টপূর্ত্তিপীযূষ-বলাহকং মঙ্গলং তাবন্নিবধ্নাতি, নমস্তস্মৈ ইতি। ভগবতে—"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য

* "নমস্তস্মৈ" ইত্যেতস্মিন্ দশমস্কন্ধীয়পদ্যে (ভা০ ১০।৮৭।৪৬) "অমলকীর্ত্তয়ে" ইত্যস্যৈব পাঠস্য বিদ্যমানতায়ামপি দুরূহভগবত্তত্ত্বনিরূপণে প্রবর্ত্তমানেন গ্রন্থকৃতা তদুপযোগিস্বমেধস্ব-সিদ্ধয়ে পরিবৃত্ত্যা "অকুণ্ঠমেধসে" ইতি বিশেষিতমিতি সুধীভির্বিধেয়ম্।

(২) "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" ২॥

[ভা০ ১১।৫।৩২]

বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" (বি০ পু০ ৬।৫।৭৪) ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তপূর্ণৈশ্বর্য্যষট্‌কবিশিষ্টায়, নিত্যযোগে মতুপ্। কৃষ্ণায়—যশোদাস্তনন্ধয়ায়। অকুণ্ঠা মেধা যস্মাৎ তস্মৈ, "ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাম্" (ভা০ ১১।২২।২৮) ইতি স্মরণাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়েত্যর্থঃ। ভগবত্তা তস্য স্বয়ংসিদ্ধেতি বোধয়িতুং বিশিনষ্টি, য ইতি। ধত্তে—প্রকটয়তি, সর্ব্বেষাং, ভূতানাং—জীবানাম্, অভবায়—মোক্ষায়। উশতীঃ—কমনীয়াঃ, কলাঃ—ভাগান্ স্বাংশকলাবিভূতিলক্ষণান্, "কলা স্যাৎ মূলবৈবৃদ্ধৌ শিল্পাদাবংশমাত্রকে। ষোড়শাংশে চ চন্দ্রস্য কলনা-কালমানয়োঃ॥" ইতি মেদিনী। যদ্যপি নির্ভাগো ভগবাংস্তথাপি বিশেষাৎ * সভাগঃ প্রতীয়তে ইত্যুত্তরত্র ব্যক্তীভাবি। সনৎসনসংবাদং বেদস্তবং বদরীশাৎ উপশ্রুতবতো নারদস্য তন্নিকর্ষাবেদকমিদং পদ্যং কৃষ্ণস্য মূলবস্তুত্বং স্ফুটয়তি।

আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্‌গ্রন্থবিস্তরে।
ততোঽত্র ক্রিয়তে সূক্ষ্মা টীকা ভাগবতামৃতে॥ ১॥

অথ কৃষ্ণাবির্ভাবস্য স্বসাক্ষাৎকৃতপাদাম্বুজস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য বিজয়ব্যঞ্জনং মঙ্গলম্। নিমিনৃপেণ পৃষ্টঃ করভাজনযোগী সত্যাদিযুগাবতারানুক্ত্বা "কলাবপি তথা শৃণু" (ভা০ ১১।৫।৩১) ইতি তমবধাপয়ন্নাহ, কৃষ্ণেতি। সুমেধসঃ পুরুষাঃ কলাবপি হরিং যজন্তি। কৈঃ? ইত্যাহ, সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ, যজ্ঞৈঃ—অর্চ্চাবিশিভিরিতি। তং কীদৃশম্? ইত্যাহ, কৃষ্ণো বর্ণো রূপং যস্যান্তরিতি শেষঃ; "বর্ণো দ্বিজাদিশুক্লাদিযশোগুণকথাসু চ।" ইতি মেদিনী। ত্বিষা ত্বকৃষ্ণং—"শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।" (ভা০ ১০।৮।১৩) ইতি গর্গোক্তি-

* বিশেষাদিতি—অনেনৈব টীকাকৃতা স্ববিরচিতশ্রীগীতাভূষণভাষ্যস্যোপক্রমণিকায়াং বিশেষলক্ষণং নিরূপিতং, যথা—"বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ন ভেদঃ। স চ ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্য্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাদিব্যবহারস্য হেতুঃ 'সত্তা সতী, ভেদো ভিন্নঃ, কালঃ সর্ব্বদাস্তি' ইত্যাদিষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীতঃ।"

(৩) মুখারবিন্দ-নিস্যন্দ-মরন্দ-ভর-তুন্দিলা।
মমানন্দং মুকুন্দস্য সন্দুগ্ধাং বেণুকাকলী ॥ ৩ ॥

(৪) শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥ ৪ ॥

পাবিশেষ্যাৎ বিদ্যুদগৌরকান্তিকমিত্যর্থঃ। অঙ্গেতি—নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গেতি - শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ, অস্ত্রাণি—অবিদ্যাবনচ্ছেতৃত্বাৎ তৎসমানি ভগবন্নামানি, পার্ষদাঃ—শ্রীগদাধরগোবিন্দাদয়ঃ, তৈঃ সহিতম্, ইতি মহাবলিত্বমস্য ব্যজ্যতে। গর্গবাক্যে পীত ইতি প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়া। অয়মবতারঃ শ্বেতবারাহকল্প গতাষ্টাবিংশতিতমবৈবস্বতমন্বন্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ, তত্রত্যে শ্রীচৈতন্য এব পদ্যোক্ত-লক্ষণানাং দর্শনাৎ; অন্যেষু কলিষু তু কুচিচ্ছ্যামত্বেন, কাপি শুকপত্রাভত্বেন বাবতার শ্রুত্যুক্তেঃ; স চ স চ তদাবিষ্টো জীববিশেষ ইতি "প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।" (বিষ্ণুধর্ম্মে) ইত্যাদিবাক্যং তদ্বিষয়ম্। তদ্যাজিনঃ সুমেধসস্ত "ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ" (ভা° ৭।৯।৩৮) "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ" "কলাবপি তথা শৃণু" ইত্যাদিবাক্যভাববিদো বোধ্যাঃ। ছন্নত্বং প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বম্। বৃহন্নারদীয়ে চৈবমুক্তম্ -"অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা ॥" ইতি। শ্রুতিশ্চৈতমভিপ্রৈতি—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" ইত্যাদিনা মুণ্ডকে (৩।১।৩), "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।" ইতি শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদি চ (৩।১২)। যত্তু দ্বাপরেঽপি কচিৎ স্কান্দে হরিবংশে চ পীতত্বমুক্তং, তদপি কাদাচিৎকমস্ত, হরের্নানাবতারত্বাৎ ॥ ২ ॥

স্বস্য নন্দাত্মজৈকান্তিতাং দ্যোতয়ংস্তদ্বেণুনাদবিজয়ব্যঞ্জনং মঙ্গলমাহ, মুখেতি। সন্দুগ্ধাং—প্রপূরয়তু। বেণোঃ, কাকলী—সুখদঃ সূক্ষ্মো নাদঃ, "কাকলী তু কলে সূক্ষ্মে" ইত্যমরঃ ॥ ৩ ॥

অত্র কলৌ প্রকটিতাতিপ্রভাবত্বাৎ, স্বপ্রভুণা সংপ্রচারিতত্বাৎ, পরমপুমর্থ-দত্বাৎ, তদ্রূপত্বাচ্চ কৃষ্ণনাম্নাং বিজয়ং মঙ্গলমাহ, শ্রীতি। হরে-কৃষ্ণেতি—ইতিশব্দ আদ্যর্থঃ, "ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকাশাদিসমাপ্তিষু।" ইত্যমরোক্তেঃ; তেন দ্বাত্রিংশ দক্ষরো নামমন্ত্রো বোধ্যতে। তদাহ্বয়াঃ—কৃষ্ণনামানি, "হরের্নাম হরের্নাম হরে-

(৫) শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ।
যদ্‌ব্যতানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে ॥ ৫ ॥

(৬) ইদং শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-সম্বন্ধাদমৃতং দ্বিধা ।
আদৌ কৃষ্ণামৃতং তত্র সুহৃদ্ভ্যঃ পরিবেষ্যতে ॥ ৬ ॥

(৭) নির্ব্বন্ধং যুক্তিবিস্তারে ময়াত্র পরিমুঞ্চতা ।
প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে ॥ ৭ ॥

নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" (বৃহন্নারদীয়ে), "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" (ভা০ ১১।৫।৩২), "মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥" (প্রভাসখণ্ডে) ইত্যাদিভ্যঃ ॥ ৪॥

নন্বু ভাগবতামৃতস্য গ্রন্থস্য শ্রীসনাতনচরণৈঃ প্রকাশিতত্বাৎ অলমনেন প্রয়াসেন ইতি চেৎ? তত্রাহ, শ্রীমদিতি। বিস্তৃতস্য তস্য গ্রহণেঽসমর্থানাং বৈষ্ণবানাং কার্য্যাবহমিদং, সংক্ষিপ্তত্বাৎ ইতি ন নিরর্থকো মৎপ্রয়াস ইতি ভাবঃ। নিষেব্যতে—আস্বাদ্যতে ॥ ৫ ॥

নন্বু ভগবতো ভাগবতানাং বা যৎ স্বরূপগুণনিরূপণং, তৎ খলু ভাগবতামৃতং ভবেৎ, তয়োর্মধ্যে কিং প্রথমং নিষেব্যং? তত্রাহ, ইদমিতি। "তৎ কথ্যতাং মহাভাগ! যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্ ॥" (ভা০ ১।১৬।৬) ইতি শ্রীশৌনকপ্রেরণাৎ শ্রীকৃষ্ণামৃতম্ আদৌ পরিবেষ্যতে, তদুত্তরং ভক্তামৃতম্, ইতি নাপূর্ব্বো মৎক্রমঃ ॥ ৬ ॥

নন্বু প্রমাণানি বিনা প্রমেয়াণি ন সিধ্যন্তি, অতঃ প্রমেয়নির্ণেত্রা ভবতা প্রমাণানি গ্রাহ্যাণি, তানি চ কানি কিয়ন্তি চ ইতি চেৎ? তত্রাহ, নির্ব্বন্ধমিতি। শব্দ এবেতি—শ্রুতি-তদনুসারি-স্মৃতিরূপ এবেত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দার্থাপত্ত্যনুপলব্ধিসম্ভবৈতিহ্যান্যষ্টৌ প্রমাণানি তীর্থকারৈরুক্তানি। তেষু অর্থসন্নিকৃষ্টং চক্ষুরাদিকমিন্দ্রিয়ং—প্রত্যক্ষং, যথা 'চক্ষুষা ঘটমহং পশ্যামি' ইত্যাদৌ। অথ অনুমিতিকরণম্ অনুমানং; পরামর্শজন্যজ্ঞানম্—অনুমিতিঃ; ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং—পরামর্শঃ; ব্যাপ্তিশ্চ—সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বং, হেতুসমা-

নাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যং বা ; তদিদমনুমানং 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদৌ বহ্ন্যাদিজ্ঞানে প্রমাণম্। উপমিতিকরণম্—উপমানং, 'গোসদৃশো গবয়ঃ' ইত্যাদৌ ; সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধজ্ঞানম্—উপমিতিঃ, তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানম্। আপ্তবাক্যং—শব্দঃ, যথা 'নদীতীরে পঞ্চ তালাঃ সন্তি' ইত্যাদিঃ ; যস্মাৎ বাক্যাৎ 'নদীতীরং তালপঞ্চকযুক্তম্' ইতি শাব্দী প্রমিতিঃ স্যাৎ, তৎ তু অত্র প্রমাণম্। অসিধ্যদর্থদৃষ্ট্যা সাধকান্যার্থকল্পনম্—অর্থাপত্তিঃ, যথা দিবা অভুঞ্জানস্য পীনত্বং রাত্রিভোজিতাং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে। অভাবগ্রাহিণী বুদ্ধিঃ—অনুপলব্ধিঃ, যথা ভূতলে ঘটানুপলব্ধ্যা ঘটাভাবো গৃহ্যতে। 'শতে দশকং সম্ভবতি' ইতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা—সম্ভবঃ। অজ্ঞাতবক্তৃকং পারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধম্—ঐতিহ্যং ; যথা 'ইহ বটে যক্ষো নিবসতি ইতি ইহ লোকাঃ কথয়ন্তি' ইতি। এষু প্রত্যক্ষমেকং লোকায়তিকস্য চার্ব্বাকস্য দেহাত্মবাদিনঃ ; তচ্চ অনুমানঞ্চ বৈশেষিকস্য ; তে চ শব্দশ্চেতি ত্রীণি সাংখ্যপাতঞ্জলয়োঃ ; তানি চ উপমানঞ্চেতি নৈয়ায়িকস্য ; তানি চ অর্থাপত্ত্যনুপলব্ধী চেতি ষট্ মীমাংসকস্য ; তানি চ সম্ভবৈতিহ্যে চেতি অষ্টৌ পৌরাণিকস্য ইতি। তেষু উপমানং পৃথক্ ন মন্তব্যং, প্রত্যক্ষাদিষ্বন্তর্ভাবত্বাৎ। চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টস্য গবয়স্য গোসদৃশত্বজ্ঞানং প্রত্যক্ষং ; 'গবয়শব্দো গোসদৃশস্যাভিধায়ী' ইতি জ্ঞানম্ অনুমানং ; '"যথা গৌস্তথা গবয়ঃ' ইতি বাক্যন্তু শব্দং নাতিক্রামতীতি। অর্থাপত্তিশ্চ ন পৃথক্, কেবলব্যতিরেকিণ্যনুমানেঽন্তর্ভাবাৎ ; 'এষ রাত্রৌ ভুঙ্ক্তে, দিবা অভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাৎ, যস্তু রাত্রৌ ন ভুঙ্ক্তে, ন স দিবা অভুঞ্জানত্বে সতি পীনঃ, যথাসৌ পীনঃ, ন চায়ং তথা' ইত্যর্থাপত্তিরনুমানমেব। সম্ভবোঽপি ন পৃথক্, 'দশকং শতান্তর্গতং, তদবিনাভূতত্বাৎ' ইত্যনুমানাৎ। ঐতিহ্যঞ্চ প্রত্যক্ষেঽন্তঃ স্যাৎ, আদিমেন দৃষ্টত্বাৎ। অনুপলব্ধিশ্চ ন পৃথক্, ঘটাদ্যভাবস্য বিশেষণতাসন্নিকর্ষেণ চাক্ষুষত্বাৎ। ইত্থঞ্চ প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানি, সম্মতানি চ মধ্বমুনিনাস্মৎপ্রাচা। তানি চ লৌকিকস্যার্থস্য গ্রহে প্রমাণানি, ন ত্বলৌকিকস্য, তেষু ভ্রমাদিপ্রমাতৃদোষসংক্রমাৎ। মায়ামুণ্ডাবলোকে প্রত্যক্ষং, তৎকালবৃষ্টিনির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরং ধূমোদ্গারিণি গিরৌ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যনুমানঞ্চ ব্যভিচরৎ প্রতীতম্ ; আপ্তবাক্যঞ্চ তাদৃগেব, তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতানাং কপিলাদিবাক্যানাং মিথঃ খণ্ডনাৎ। তস্মাদলৌকিকতত্ত্বপ্রমাতুর্ম্মমাপৌরুষং বাক্যং প্রমাণং ; তচ্চ বেদ ঋগাদিঃ, তদ্ভাগশ্চ পুরাণেতিহাসাখ্যা, "এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্‌বেদো

(৮) যতস্তৈঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ইতি ন্যায়প্রদর্শনাৎ।
শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৮ ॥
(৯) কিঞ্চ 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইতি ন্যায়বিধানতঃ।
অমীভিরেব সুব্যক্তং তর্কস্যানাদরঃ কৃতঃ ॥ ৯ ॥"

যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" ইতি বৃহদারণ্যকাৎ (৪।৪।১০)। তথাপি তদ্ভাগে শূদ্রাবিকারঃ, তন্নির্দেশাৎ; যথা "বর্ষাসু রথকারোঽগ্নীনাদধীত" ইতি রথকারস্য সঙ্করস্যাপ্যগ্ন্যাধানাঙ্গে মন্ত্রমাত্রে বিধিসামর্থ্যাৎ সঃ ॥ ৭ ॥

নমু পুংসাং বাঞ্ছিতং ন সিধ্যতি, অবাঞ্ছিতঞ্চাপততীতি তদ্বাধকস্তৎসাধকশ্চ বাঞ্ছিতৃপুংভিন্নঃ কশ্চিৎ ক্ষিত্যঙ্কুরাদীনামস্মদসাধ্যানাং কার্য্যাণাং কর্ত্তা মহাশক্তিরস্তি, স এবেশ্বর উপাসিতঃ ক্লেশানাং হন্তেতি বৈশেষিকাদিভিমুনিভিরনুমিতত্বাৎ অনুমানং হিত্বা শব্দমেব স্বীকুর্ব্বন্ নোপাদেয়বাগ্ভবিষ্যতি ইতি চেৎ? তর্হি, যতস্তৈরিতি দ্বাভ্যাম্। ব্যাসানুযায়িনো হি বয়ং তন্মতমেবানুসরামঃ, ন তু তদ্বিরুদ্ধাবহেলনাদ্বিভীম ইতি ভাবঃ। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি ব্রহ্মসূত্রম্ (১।১।৩)। তস্যায়মর্থঃ—পরতো নেত্যাকর্ষণীয়ম্। পরেশোঽনুমানেন বিদিত্বোপাস্যঃ, উপনিষদা বা? ইতি সন্দেহে, বৈশেষিকাদ্যৈঃ "মন্তব্যঃ" (বৃ০ আ০ ৪।৪।৫) ইতি শ্রুত্যা চাঙ্গীকৃতত্বাদনুমানেনৈবেতি প্রাপ্তে সতি, নানুমানেন বিদিত্বা স উপাস্যঃ। কুতঃ? শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি। শাস্ত্রম্—উপনিষৎ তদ্ভাগশ্চ ভগবদ্গীতং শুকভাষিতঞ্চ, যোনিঃ—জ্ঞানকারণং যস্য, তত্ত্বাৎ। "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ" "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" ইত্যাদিষু তদ্বোধ্যত্বাবগমাদিত্যর্থঃ। "যোনিঃ কারণে ভগতাম্রয়োঃ" ইতি হৈমঃ। তৈঃ খলু শুষ্কেণ তর্কেণ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিকো জড়ো বিভুরীশ্বরঃ কদাচিৎ ভূতাবেশন্যায়েন গৃহীতভৌতিকদেহঃ কৃতকার্য্যস্তং ত্যজেদিত্যনুমিতম্। উপনিষদস্তু বিজ্ঞানানন্দঘনঃ স্বানুবন্ধিজ্ঞানাদিগুণঃ কূটস্থো বিচিত্রানন্তশক্তির্মধ্যমোঽপি বিভুর্নিত্যদিব্যধামা নিত্যলীলাপরিকর ইত্যাহুঃ; তদনুযায়ী ব্যাসঃ পরমর্ষিঃ কথং তদনুমানং স্বীকুর্য্যাদিতি। তথা চ পরতত্ত্বনিরূপণে ব্যাসস্যোপনিষদেব প্রমাণমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৮ ॥

নমু "মন্তব্যঃ" ইতি শ্রুত্যাপি স্বীকৃতত্বাৎ ব্যাসোঽপ্যনুমানং স্বীকুর্য্যাদেবেতি চেৎ? তত্রাহ, কিঞ্চেতি। সাংখ্যেন শুষ্কতর্কমাশ্রিত্য পরেশবিষয়কে বেদান্ত-

(১০) অথোপাস্যেষু মুখ্যত্বং বক্তুমুৎকর্ষভূমতঃ।
কৃষ্ণস্য তৎস্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ক্রমাদিহ ॥ ১০ ॥

(১১) স্বয়ংরূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশনামকঃ।
ইত্যসৌ ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামসু ॥ ১১ ॥ *

সমন্বয়ে বিরোধবো সতীদং সূত্রমাহ, তর্কেতি (ব্র০ সূ০ ২।১।১১)। নেত্যনু বর্ত্ততে। পুরুষবুদ্ধিবৈবিধ্যেন শুষ্কতর্কস্য, অপ্রতিষ্ঠানাৎ— স্থৈর্য্যাভাবাৎ, ন তেন পরমার্থবস্তুনির্ণয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এবমাহ শ্রুতিঃ—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ! ॥" (কঠ০ ২।৯) ইতি। ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ; 'যদ্যয়ং নির্বহ্নিঃ স্যাৎ, তদা নির্ধূমঃ স্যাৎ' ইত্যেবংরূপঃ; স চ ব্যাপ্তিশঙ্কাং নিরস্যন্ অনুমানাঙ্গং ভবেদিতি তর্কশব্দেনানুমানং গ্রাহ্যম্। চেদেবং, তর্হি "মন্তব্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ কা গতিরিতি চেৎ ? স্বানুসারিতর্কপরা সেতি গৃহাণ। "শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিস্মৃতী।" ইতি ভারতবাক্যাৎ। তথাচ বেদ এব ব্যাসস্য প্রমাণং, তর্কশ্চ তদনুসারী ন নিবার্য্যতে, শুষ্কতর্কস্তু প্রহেয় এবেতি তদনুযায়িনো মে তদেব ॥ ৯ ॥

এবং প্রমাণং নিরূপ্য প্রমেয়াণি নিরূপয়িতুং প্রবর্ত্ততে, অথেতি। উপাস্যেষু— ভগবদাবির্ভাবেষু তদাবিষ্টেষু চ মধ্যে, উৎকর্ষভূমতঃ—শক্তি-গুণ-বিভূতি-লীলাহেতুকাৎ পারম্যবাহুল্যাৎ, কৃষ্ণস্য—যশোদাস্তনন্ধয়স্য, মুখ্যত্বং—পারম্যং, বক্তুং তস্য স্বরূপাণি ক্রমাদিহ নিরূপ্যন্তে ॥ ১০ ॥

নন্বু "একমেবাদ্বয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ, "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।" (ভা০ ১।২।১১) ইতি স্মৃতেশ্চ স্বরূপাণীতি বহুত্বং কথং ? তত্রাহ, স্বয়মিতি। অসৌ—কৃষ্ণঃ। একত্বাত্যাগেনৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা নানারূপপ্রাকট্যাৎ তদুক্তির্নাসঙ্গতা। এবঞ্চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।" (গো০ তা০, পূ০ ২০) ইতি, স্মৃতিশ্চ "একানেকস্বরূপায়" (বি০ পু০ ১।২।৩) "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্" (ভা০ ১০।৪০।৭) ইত্যাদ্যা। বৈদূর্য্যমণিবৎ দিব্যাভিনেতৃনটবচ্চৈতদবোধ্যম্। পূর্ব্বপক্ষবাক্যয়োস্তয়োস্তদেকং তত্ত্বং

---

* "ত্রিবিধং ভাতি" ইত্যত্র "ত্রিবিধো ভাতি" ইতি পাঠান্তরম্।

তত্র স্বয়ংরূপঃ।—

(১২) অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

(১৩) "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥" ১৩ ॥ ইতি।

বিশিষ্টমেব মন্তব্যম্, উত্তরত্র বৈশিষ্ট্যস্য ব্যক্তেঃ, তেনাচিন্ত্যশক্তিতো বহুত্বসিদ্ধিঃ। প্রপঞ্চাতীতেষু ধামসু—শ্রীগোকুলাদিষু পরমব্যোমাখ্যেষু বৈকুণ্ঠভেদেষু চ, পরাখ্য-শক্তিবিজৃম্ভিতেষু ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

স্বয়ংরূপস্য লক্ষণমাহ, অনন্যেতি। যস্য; রূপং—স্বরূপম্, অনন্যাপেক্ষি ভবতি, স স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ। 'স্বয়ংদাসাস্তপস্বিনঃ' ইত্যত্র যথা তপস্বিদাস্যম্ অন্যাপেক্ষি ন প্রতীয়তে, কিন্তু স্বমাত্রাপেক্ষ্যেব, স্বেনৈব সিদ্ধমিত্যর্থঃ, তথা চ যস্য স্বরূপং স্বতঃসিদ্ধং, ন তু অন্যতো ব্যক্তং, স স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ। এতস্য লক্ষণস্য মূলন্তু "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্" (ভাঃ ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদিকে শ্রীদশম-বাক্যে "অনন্যসিদ্ধম্" ইত্যেতদবোধ্যম্। ইহ অন্যত্বং ভেদকার্য্যং বিশেষাদেব, ন তু ভেদাৎ, বস্তুনি ভেদবিরহাদিতি বোধ্যম্ ॥ ১২ ॥

তমুদাহরতি, ঈশ্বর ইতি। কৃষ্ণ ইতি বিশেষ্যং, তমাদায় শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তত্বাৎ; স চ যশোদাস্তনন্ধয়ো রূঢ্যর্থোঽত্র গ্রাহ্যঃ, ন তু সত্তাভিন্নানন্দো যোগার্থোঽপি, 'রূঢ়ির্যোগমপহরতি' ইতি ন্যায়াৎ; এবমুক্তং ভট্টৈঃ—"লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ি-র্ভবেদ্‌যোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ ॥" ইতি; নাম-কৌমুদীকৃদ্ভিশ্চ—"কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িঃ" ইতি; যোগার্থস্যান্যতো লাভাচ্চ। পরম ঈশ্বর ইতি বিশেষণাভ্যাম্ অনন্যা-পেক্ষিস্বরূপং তস্য স্বয়ম্বমুক্তম্, অন্যথা ঈশ্বর ইত্যেব ব্রূয়াৎ। ইত্থঞ্চ বিলাস-স্বাংশবর্গেভ্যো বৈলক্ষণ্যম্। স চ কিংধাতুঃ? ইত্যাহ, সচ্চিদিতি। চিদ্রূপো য আনন্দঃ, তদ্রূপো বিগ্রহ ইতি কর্ম্মধারয়ঃ, মূর্ত্তস্বপ্রকাশানন্দ ইত্যর্থঃ। সন্নিতি সৌন্দর্য্যমুক্তম্, অতিরম্যাঙ্গসন্নিবেশ ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ মুক্তজীবেভ্যো বৈলক্ষণ্যং, তেষাং বিগ্রহাত্মভেদসত্ত্বাৎ। সচ্ছব্দেন সর্ব্বত্রানুবৃত্তত্বং নোক্তং, তত্ত্বস্য সর্ব্বকারণ-ত্বোক্ত্যা প্রাপ্তেঃ। লীলামাহ, গোবিন্দ ইতি—"সুরভীরভিপালয়ন্তম্" (ব্রঃসং ৫।২৯)

অথ তদেকাত্মরূপঃ।—

(১৪) যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥
স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ॥ ১৪॥

তত্র বিলাসঃ।—

(১৫) স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥
(১৬) পরমব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথা স্মৃতঃ।
পরমব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ॥ ১৫॥

ইত্যুত্তরপাঠাৎ গোপালনলীল ইত্যর্থঃ। ন চানয়া ন্যূনত্বং, "গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতাঃ। গোভির্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ॥" ইতি গোসূক্তাৎ। নাদীয়তে স্ববিধেয়তয়া ন গৃহ্যতে অয়মিত্যনাদির্যদূনাম্; আদীয়তে স্ববিধেয়তয়েতি আদিঃ উর্জোকসাম্; উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। স্বয়মনাদির্হেতুশূন্যঃ, অন্যেষাং ত্বাদিঃ, ইত্যর্থস্তু নোক্তঃ, তস্য উত্তরতো লাভাৎ। লীলান্তরমাহ, সর্ব্বেতি। "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।" (শ্বে০ ৬।৯) ইতি মন্ত্রবর্ণঃ। এষা লীলা স্বাংশপুরুষদ্বারেতি বোধ্যম্। তথাচ স্বয়ংরূপঃ কৃষ্ণ ইত্যাদ্যুক্তম্॥ ১৩॥

তদেকাত্মরূপস্য লক্ষণং, যদ্রূপমিতি। তদভেদেন—স্বয়ংরূপৈক্যেন। আকৃত্যাদিভিঃ—অঙ্গসন্নিবেশেন চরিতৈশ্চ, অন্যাদৃক্—ততোহন্য ইব দৃশ্যতে, ন তু অন্যঃ; "আকৃতিঃ কথিতা রূপে সামান্য-বপুষোরপি।" ইতি বিশ্বঃ॥ স ইতি—তদেকাত্ম-রূপঃ॥ ১৪॥

বিলাসস্য লক্ষণমাহ, স্বরূপমিতি। অন্যাকারং—বিলক্ষণাঙ্গসন্নিবেশম্। তস্য—মূলরূপস্যাব্যবহিতস্য, বিলাসতঃ—লীলাবিশেষাৎ। আত্মসমং—স্বমূলতুল্যম্। প্রায়েণেতি—কৈশ্চিদ্গুণৈরূনমিত্যর্থঃ। তে চ—"লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণু-রূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥" (ভ০ র০ সি০, দ০ ১।১৮)

স্বাংশঃ ।—

(১৭) তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ ।
সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু ॥ ১৬ ॥

অথ আবেশঃ ।—

(১৮) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ *

(১৯) বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ ।
অক্রূরদৃষ্টাস্তে চামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ †

ইতি ভেদত্রয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ইত্যুক্তা যথা নারায়ণে ন্যূনাঃ । এবমন্যত্র ॥ উদাহরতি, পরমেতি । প্রমাণামিহ "গোলোকনাম্নি" (ব্র০ সং০ ৫।৪৯) ইতি জ্ঞেয়ম্ : যদ্যপি নারায়ণ-বাসুদেবয়ো-রুভয়োরপি চাতুর্ভুজ্যাৎ শ্যামত্বাচ্চাকৃত্যোরৈক্যমিব প্রতীতং, তথাপি সেব্য-সেবক-ভাবতঃ শ্রীরাম-ভরতয়োরিব প্রাগল্ভ্য-সঙ্কোচহেতুকং তদ্বৈলক্ষণ্যমস্তীতি লক্ষণ সঙ্গতিঃ ॥ ১৫ ॥

স্বাংশস্য লক্ষণমাহ, তাদৃশ ইতি—বিলাসসদৃশ ইতি, বিলাসসদৃশঃ স্বয়ংরূপা-দভিন্ন ইত্যর্থঃ । যো বিলাসশক্তিতোঽপি ন্যূনাং শক্তিং, ব্যনক্তি—প্রকাশয়তি, স স্বাংশ ইত্যর্থঃ । নন্বেতদংশাংশিভাবাভিধানং স্বপ্রাচো মধ্বমুনের্বিরুদ্ধং, তেন "স্বাপ্যয়াৎ" (ব্র০ সূ০ ১।১।৯) ইতি সূত্রে সর্ব্বেষাং ভগবদ্রূপাণাং পূর্ণত্বভাষণা-দিতি চেৎ ? ন । তেনৈব "প্রকাশাদিবৎ নৈবং পরঃ" (ব্র০ সূ০ ২।৩।৪৪) "স্মরন্তি চ" (ব্র০ সূ০ ২।৩।৪৭) ইত্যাদ্যধিকরণে তদ্ভাবস্য ‡ স্বীকৃতত্বাৎ । "স্বাপ্যয়াৎ" ইত্যস্য ভাষ্যে তু স্বরূপসৎপূর্ণত্বমিত্যবিরোধঃ । ইহাপ্যাভিধাস্যতে "শক্তের্ব্যক্তিঃ" ইত্যাদিনা ॥ ১৬ ॥

---

* "মহত্তমাঃ" ইত্যত্র "মহোত্তমাঃ" ইতি পাঠান্তরম্ ।

† "দৃষ্টাস্তে" ইত্যত্র "দৃষ্টা তে" ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ তদ্ভাবস্য—অংশাংশিভাবস্য

(২০) প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্ ॥

তথাহি---

(২১) অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥

(২২) দ্বারবত্যাং যথা কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষং প্রতিমন্দিরম্।
'চিত্রং বতৈতৎ' ইত্যাদিপ্রমাণেন স সেৎস্যতি ॥ ১৮ ॥

(২৩) ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্।
অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ ॥ ১৯ ॥

আবেশলক্ষণমাহ, জ্ঞানেতি। কলয়া---ভাগেন ॥ বৈকুণ্ঠেঽপীতি। শেষঃ---শয্যারূপানন্তো বোধ্যঃ ॥ ত্রয়মিতি---স্বয়ংরূপ-তদেকাত্মরূপাবেশরূপং ভেদত্রয়ং নিরূপিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ননু চন্দ্রাবলী-রাধিকাদীনাং রুক্মিণী-সত্যভামাদীনাঞ্চ সদ্মসু বহুতয়া স্থিতঃ কৃষ্ণঃ স্মর্য্যতে, তেষু বহুষু কোঽংশী কস্ত্বংশ ইতি চেৎ? তত্রাহ, প্রকাশস্ত্বিতি। ভেদেষু বিলাসস্বাংশরূপেষু প্রাগুক্তেষু, ন গণ্যতে---নান্তর্ভবেদিত্যর্থঃ। হি---হেতৌ। নো পৃথগিতি---বিশেষবিজাতেনাপ্যন্যত্বেন বিশিষ্টো ন ভবেৎ ॥ প্রকাশলক্ষণমাহ, অনেকত্রেতি। নন্দমন্দিরাৎ বসুদেবমন্দিরাচ্চ নির্গতঃ কৃষ্ণস্তাসাং তাসাঞ্চ মন্দিরেষু যুগপৎ প্রবিষ্টো বিজাতীয়ৈকস্যৈব বিগ্রহস্য যুগপদেব বহুতয়া বিরাজমানতা, স প্রকাশাখ্যো ভেদঃ পূর্ব্বোক্তভেদেভ্যোঽন্য এব। কুতঃ? ইত্যাহ, সর্ব্বথেতি---আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকরূপ্যাদিত্যর্থঃ॥ উদাহৃতিমাহ, দ্বারবত্যাং যথেতি। ইতঃপূর্ব্বং ব্রজেঽপি "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। রেমে ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥" (ভা০ ১০।৩৩।১৯) ইত্যেতজ্জ্ঞেয়ম্। কৃত্বা---প্রকাশ্য। অপি---অবধারণে। পরাখ্যশক্তিরূপাভিস্তাভিঃ সহ রমণমাত্মারামত্বমেবেত্যন্যত্র বিস্তৃতম্। চিত্রমিতি---"একেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥" (ভা০ ১০।৬৯।২) ইতি বাক্যশেষঃ। অত্রত্যানি পদানি বার্ত্তিকার্থগ্রহে সমর্থানি দ্রষ্টব্যানি ॥ ১৮ ॥

নন্বু ত্যাগভীতিমূর্চ্ছিতাং রুক্মিণীং প্রতি চতুর্ভুজত্বস্য প্রাকট্যোনাকৃতিভেদাৎ

(২৪) প্রপঞ্চাতীতধামত্বমেষাং শাস্ত্রে পৃথগ্বিধে।
পাদ্মীয়োত্তরখণ্ডাদৌ ব্যক্তমেব বিরাজতে ॥ ২০ ॥

॥ * ॥ [ইতি স্বয়ংরূপ-বিলাস-স্বাংশাবেশ-প্রকাশলক্ষণভগবত্তত্ত্বনিরূপণম্] ॥ * ॥

বিলাসাদিত্বে তদন্তঃ স্যাদিতি চেৎ? তত্রাহ, ক্বচিদিতি। কৃষ্ণরূপতামিতি—"রূপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যে" ইতি মেদিনীকোষাৎ যশোদাস্তনন্ধয়ত্বস্বভাবং, ন ত্যজেৎ, ইতি তৎস্বভাবস্য তত্র সত্ত্বাৎ ন দোষঃ। তত্রাপি দ্বিভুজমেব তস্য রূপং, "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।" (বিং পুং ৪।১১।২) ইত্যাদিস্মৃতেঃ। তথাপি কদাচিৎ হাসাদিধর্ম্মবৎ চতুর্ভুজত্বস্য প্রকাশেঽপি তৎস্বভাবস্য তত্র স্থিতত্বাৎ ন কাচিৎ বিক্ষতিঃ। এবঞ্চ সূতীগৃহেঽপি তদ্রূপদর্শনং ব্যাখ্যেয়ম্; অত উক্তং "বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" (ভাং ১০।৩।৪৬) ইতি, প্রকৃত্যা স্বভাবেন ব্যক্তঃ প্রাকৃত ইত্যর্থঃ, শেষিকোঽণ্। দ্বিভুজত্বে প্রমাণন্তু, "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥" (গোং তাং, পূং ৫০) ইতি শ্রুতিঃ। ন চ দ্বিভুজাৎ চতুর্ভুজং রূপং বরীয়ঃ, "স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মঞ্চৈব চতুর্ভুজম্। পরন্তু দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতৎ ত্রয়ং যজেৎ ॥" ইতি আনন্দাখ্য-সংহিতোক্তিব্যাকোপাৎ। বস্তুভেদাভাবাৎ 'ত্রয়ং যজেৎ' ইত্যুক্তম্। দ্বিভুজমেবেদমুপাস্য স্রষ্টৃত্বং ব্রহ্মণা লব্ধম্ ইত্যথর্ব্বণ্যুক্তেশ্চ (গোং তাং, পূং ২৬—২৭) শান্তোদিতত্বকল্পনং নিরস্তম্ ॥ ১৯ ॥

প্রভোঃ সর্ব্বাণি রূপাণি নিত্যানীতি কৈমুত্যং ব্যঞ্জয়ন্নাহ, প্রপঞ্চেতি। "যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ ॥" ইতি স্কান্দাৎ, "বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ। অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্য-কূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ ॥" ইতি পাদ্মাচ্চ তেষাং নিত্যত্বং সুব্যক্তম্ ॥ ২০ ॥

॥ * ॥ ইতি স্বয়ংরূপ-বিলাস-স্বাংশাবেশ-প্রকাশলক্ষণং ভগবত্তত্ত্বং নিরূপিতম্ ॥ * ॥

(১) অথাবতারাঃ কথ্যন্তে কৃষ্ণো যেষু চ পুষ্কলঃ ॥

তল্লক্ষণম্।—

(২) পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥ ১ ॥

(৩) তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপস্তদ্ভক্ত এব চ।
শেষশায়্যাদিকো যদ্বদ্বসুদেবাদিকোঽপি চ ॥ ২ ॥

(৪) পুরুষাখ্যা গুণাত্মানো লীলাত্মানশ্চ তে ত্রিধা ॥

(৫) প্রায়ঃ স্বাংশাস্তথাবেশা অবতারা ভবন্ত্যমী।
অত্র যঃ স্যাৎ স্বয়ংরূপঃ সোঽগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

'কৃষ্ণঃ স্বয়ম্' ইত্যুক্ত্যা সর্ব্বাবতারাবতারিত্বং তস্যাভিমতম্, অতস্তদবতারান্ নির্দ্দেষ্টুমুপক্রমতে, অথেতি। ননু কৃষ্ণোঽপ্যবতারেষু কীর্ত্ত্যতে? তত্রাহ, কৃষ্ণো যেষ্বিতি। প্রসঙ্গাৎ তেষু তস্য কীর্ত্তনং, প্রপঞ্চপ্রাকট্যমাত্রসামান্যাৎ; স তু, পুষ্কলঃ—স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ; "পুষ্কলস্তু পূরণে শ্রেষ্ঠে" ইতি হৈমঃ॥ অবতারলক্ষণমাহ, পূর্ব্বোক্তা ইতি—পূর্ব্বত্র কৃতলক্ষণাঃ স্বয়ংরূপাদয়ঃ, চেৎ—যদি, স্বয়ম্—অদ্বারকতয়া, দ্বারান্তরেণ বা জগতি আবিঃস্যুঃ, তদা অবতারাঃ স্মৃতাঃ। অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ। যথা মৎস্যঃ, যথা চ বিধের্হংসোঽদ্বারকতয়াবির্ভূতঃ স্মর্য্যতে ভারতাদিষু। সদ্বারকস্তু যথা শেষশায়িনঃ কারণার্ণবশয়াৎ গর্ভোদকশয়ঃ, যথা বসুদেবাৎ কৃষ্ণঃ, যথা চ দশরথাৎ রামঃ। প্রয়োজনমাহ, বিশ্বেতি। বিশ্বরূপং বিশ্বস্মিন্ বা যৎ, কার্য্যং—প্রকৃতিক্ষোভ-মহদাদ্যুৎপাদনং, দুষ্টবিমর্দ্দনৈ দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিস্তরণং, * বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারণঞ্চ, তদর্থমিত্যর্থঃ। অপূর্ব্বা ইব—নূতনা ইব, ইত্যাশ্চর্য্যত্বং তেষাম্ ॥ ১ ॥

দ্বারমাহ, তচ্চেতি—ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্ ॥ ২ ॥

অবতারান্ বিভজতি, পুরুষাখ্যা ইতি ॥ প্রায় ইতি। স্বাংশাঃ—শেষশায়্যাদয়ঃ।

* "বিস্তরণম্" ইত্যত্র "বিতরণম্" ইতি পাঠান্তরম্।

তত্র পুরুষলক্ষণং, যথা বিষ্ণুপুরাণে (৬।৮।৫৯)—

(৬) "তস্যৈব যোঽনু গুণভুগ্‌বহুধৈক এব
শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ।
জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা
তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায় ॥" ইতি।

"তস্যৈব অনু—পূর্ব্বোক্তাৎ পরমেশ্বরাৎ সমনন্তরম্" ইতি স্বামী

অত্র কারিকা।—

(৭) পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব।
তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥

অস্যাবতারত্বঞ্চ শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে (২।৬।৪০)—

(৮) "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" ॥ ৪ ॥ ইতি।

আবেশাঃ—চতুঃসনাদয়ঃ, পৃথ্বাদয়শ্চ। প্রায়োগ্রহণাৎ কদাচিৎ স্বয়ংরূপশ্চ। অত্র ইতি—এম্ববতারেষু মধ্যে। অগ্রে- পরব্যোমাধীশপক্ষাদনন্তরম্ ॥ ৩ ॥

পুরুষাবতারলক্ষণং বৈষ্ণবোক্ত্যাহ, তস্যেবেতি—"নান্তোঽস্তি যস্য ন চ যস্য সমুদ্ভবোঽস্তি বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামবিবর্জ্জিতস্য। নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্তু যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমীড্যম্ ॥" (বি০ পু০ ৬।৮।৫৮) ইতি পূর্ব্বোক্তস্য পরেশস্য, অনু—অনন্তরং, যঃ—অংশঃ, প্রধানগুণভাক্- প্রকৃতি-প্রাকৃত*বীক্ষণ-নিয়মন প্রবর্ত্তনাদ্যনুর্ভবী, এক এব—একতামজহদেব, মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ বহুধা—স্ববিগ্রহাংশভেদৈঃ নানারূপঃ সন্, সকলসত্ত্ববিভূতেঃ—নিখিলপ্রাণিবিস্তারস্য, কর্ত্তা ভবতি, স পুরুষ ইত্যর্থঃ। চেদেবং তর্হি প্রকৃতি-প্রাকৃতলেপঃ প্রাপ্তঃ? তত্রাহ, শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইবেতি। সঙ্কল্পেনৈব তত্তৎকরণাৎ, তৎপ্রবেশেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা তদস্পর্শাচ্চ শুদ্ধত্বমিত্যর্থঃ ॥ পদ্যার্থং নিষ্কৃষ্যাহ, অত্রেতি। কারিকা—বৃত্তিঃ, † "কারিকা যাতনা-বৃত্ত্যোঃ" ইত্যমরঃ। ইত্থং ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লক্ষণমিদং সিদ্ধম্ ॥ আদ্য ইতি। পরস্য—অবতারিণঃ কৃষ্ণস্য ॥ ৪ ॥

---

* প্রাকৃতেতি—প্রাকৃতং মহদাদয়ঃ।

† বৃত্তিরিতি—"সংক্ষেপেণ শ্লোকৈর্বিবরণং বৃত্তিঃ।" ইত্যমরটীকায়াম্।

অস্য চ ভেদাঃ, সাত্বততন্ত্রে—

(৯) "বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।*
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥" ৫॥ ইতি।

তত্র প্রথমং, যথা একাদশে (১১।৪।৩)—

(১০) "ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥" ৬॥

ব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ (৫।১০—১৩)—

(১১) "তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি
"নারায়ণঃ স ভগবান্ আপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।
আবিরাসন্ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্॥

বিষ্ণোরিতি—স্বয়ংরূপস্যেত্যর্থঃ। একং মহতঃ স্রষ্টৃ—প্রকৃতেরন্তর্যামি সঙ্কর্ষণ-রূপং, দ্বিতীয়ং—চতুর্ম্মুখস্যান্তর্যামি প্রদ্যুম্নরূপং, তৃতীয়ং—সর্ব্বজীবান্তর্যামি অনিরুদ্ধরূপম্॥ ৫॥

ভূতৈরিতি। আদিদেবঃ—নারায়ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, যদা, আত্মনা—সঙ্কর্ষণেন, সৃষ্টৈঃ—উৎপাদিতৈঃ, পঞ্চভির্ভূতৈঃ, বিরাজং—জগদণ্ডরূপং, পুরং নির্ম্মায়, তস্মিন্ প্রদ্যুম্নবপুষা প্রবিষ্টঃ, তদা, পুরুষাভিধানমবাপ—তস্য তত্তদ্রূপং পুরুষাবতারত্বে-নাখ্যায়তে ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

তস্মিন্ লিঙ্গে—স্বধংরূপস্য অঙ্গভূতে গমকে নারায়ণে, তৎসন্নিধাবিত্যর্থঃ, মহাবিষ্ণুঃ—সঙ্কর্ষণঃ, আবিরভূৎ—প্রকৃতিবীক্ষকতয়া প্রকটোঽভূৎ॥ ননু "আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" (বি° পু° ১।৪।৬) ইতি নারায়ণশব্দস্য প্রবৃত্তৌ নিমিত্তং স্মরন্তি, তস্যা-

---

* "একন্তু মহতঃ" ইত্যত্র "প্রথমং মহতঃ" ইতি, "আদ্যন্তু মহতঃ" ইতি চ পাঠান্তরম্।

তদ্‌রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানি তু॥" ইত্যেতদন্তম্।

(১২) লিঙ্গমত্র স্বয়ংরূপস্যাঙ্গভেদ উদীরিতঃ॥ ৭॥

দ্বিতীয়ং, যথা তত্রৈব তদনন্তরং (ব্রং সং ৫।১৪)—

(১৩) "প্রত্যেকমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্‌বিশতি স্বয়ম্॥" ৮॥ ইতি।

(১৪) গর্ভোদকশয়ঃ পদ্মনাভোঽসাবনিরুদ্ধকঃ।
ইতি নারায়ণোপাখ্যানমুক্তং মোক্ষধর্ম্মকে।
সোঽয়ং হিরণ্যগর্ভস্য প্রদ্যুম্নত্বে নিয়ামকঃ॥ ৯॥

স্মিন্ প্রবৃত্তৌ কিং তদস্তি ইতি চেৎ? তত্রাহ, তস্মাৎ সনাতনাৎ আপঃ আবিরাসন্নিতি। তাশ্চাপঃ সঙ্কর্ষণাজ্জাতত্বাৎ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ কারণার্ণোনিধিঃ কথ্যতে। তস্মিন্—অর্ণোনিধৌ, স স্বয়ং শেষপর্য্যঙ্কে যোগনিদ্রাং গতঃ, ইতি তস্যাস্মিন্ প্রবৃত্তৌ তদেব কারণান্তঃশয়ত্বং নিমিত্তমিত্যর্থঃ। সহস্রম্—অসংখ্যাঃ, অংশাঃ, যস্মাৎ প্রদ্যুম্নরূপাদিত্যর্থঃ॥ তস্য কৃত্যমাহ, তস্মিন্ শেষপর্য্যঙ্কে স্থিতঃ স প্রকৃতিম্ ঐক্ষত, তেনেক্ষণেন সঙ্কর্ষণস্য রোমবিলজালেষু নিলীনং জগদ্বীজং, তৎ—জীবাখ্যচিৎপরমাণুবৃন্দং, প্রকৃতিযোনৌ ন্যধাদিতি শেষঃ। ততো হৈমাণ্ডানি জাতানি। স্ফুটমন্যৎ॥ লিঙ্গমত্রেতি—ব্যাখ্যাতমেব॥ ৭॥

প্রত্যেকমিতি। প্রত্যণ্ডমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। স্বয়ংপ্রভুরেব, এবং—প্রকৃতিবীক্ষণ-বীজার্পণ-কর্ম্মবৎ, প্রত্যেকং—নিখিলেষণ্ডেষু, একাংশাদেকাংশাৎ—প্রদ্যুম্নরূপমেকমেকমংশমাবির্ভাব্য, বিশতি, ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী, তদ্রূপৈরংশৈঃ সর্ব্বেষু তেষু প্রবিশতীত্যর্থঃ॥ ৮॥

স্যাদেতৎ। "অস্মন্মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাসৃজচ্ছেষমব্যয়ম্। স হি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নং সোঽপ্যজীজনৎ। প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ॥ অনিরুদ্ধাত্তথা ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।" (মং ভাং, শাং পং, ৩৩৯।৭০—৭২) ইতি, "অনিরুদ্ধো হি লোকানাং মহানাত্মেতি কথ্যতে॥ যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্ম্মমে চ পিতামহম্।" (মং ভাং, শাং পং ৩৪০।২৭—২৮) ইতি চ নারায়ণীয়ে পঠ্যতে। "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং

(১৫) অথ যত্তু তৃতীয়ং স্যাদ্‌রূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত।
'কেচিৎ স্বদেহান্তর্' ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধপদ্যতঃ ॥ ১০ ॥

(১৬) গুণাবতারাস্তত্রাথ কথ্যন্তে পুরুষাদিহ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ স্থিতি-সর্গাদি-কর্ম্মণে ॥

যথা প্রথমে (ভা° ১।২।২৩)—

(১৭) "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
যুর্ক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥" ১১ ॥ ইতি।

পতিঃ ॥ "যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥" (ভা° ১।৩।২—৩) ইতি তু শ্রীভাগবতে। যস্য, অবয়বসংস্থানৈঃ—সাক্ষাৎপাদাদিসন্নিবেশৈঃ, তৎসাদৃশ্যেনেত্যর্থঃ, লোকবিস্তরঃ "পাতালমেতস্য হি পাদমূলম্" (ভা° ২।১।২৬) ইত্যাদিনা, কল্পিতঃ—স্থূলধিয়াং চিত্তস্থৈর্য্যায় খ্যাপিতঃ, তস্য পৌরুষং রূপন্তু, বিশুদ্ধম্—অপ্রাকৃতং, সত্ত্বং, যতঃ, ঊর্জ্জিতং—স্বপ্রকাশ-চিদ্রূপম্, ইতি পদ্যস্যার্থঃ। তথা চ অনিরুদ্ধাৎ প্রদ্যুম্নাৎ বা ব্রহ্মণো জন্মেতি সংশয়ো ন নিবর্ত্ততে ইতি চেৎ? তত্রাহ, গর্ভোদকেতি। যো গর্ভোদকশয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ, স এবানিরুদ্ধঃ, ইত্যভেদমাদায় নারায়ণীয়ে অনিরুদ্ধাৎ তস্য জন্মোক্তং, বস্তুতস্ত প্রদ্যুম্নাদেব জন্ম মন্তব্যং, "যস্যাম্ভসি" ইত্যাদিকাদেব; বক্ষ্যতে চৈবং, "গর্ভোদক-শয়াদস্য" ইত্যাদিনা। এতদেবাহ, স ইতি। স স্বয়ং প্রভুঃ স্বস্য, প্রদ্যুম্নত্বে—গর্ভোদকশয়ত্বে সতি, হিরণ্যগর্ভস্য, নিয়ামকঃ—জনকোঽন্তর্যামী চেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অথ তৃতীয়ং পুরুষং নির্দিশতি, অথ যত্ত্বিতি। তত্র প্রমাণং—"কেচিৎ স্বদেহান্ত-র্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥" (ভা° ২।২।৮) ইতি দ্বিতীয়ে। তথা চ ক্ষীরাব্ধিপতিরনিরুদ্ধস্তৃতীয়ঃ পুরুষঃ প্রাদেশমাত্রতাদৃগ্‌বিগ্রহতয়া সর্ব্বজীবহৃদ্‌গতো ধ্যেয় ইতি। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়ো-র্বিস্তৃতয়োর্যাবদন্তরং, স প্রাদেশঃ কথ্যতে ॥ ১০ ॥

॥ * ॥ ইতি ত্রয়ঃ পুরুষাবতারা উদাহৃতাঃ ॥ * ॥

অত্র কারিকা।—

(১৮) যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে।
অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরস্য যঃ॥ ১২॥

অথ গুণাবতারানাহ, গুণেতি। পুরুষাৎ—স্বয়ংপ্রভোঃ স্বাংশাৎ গর্ভোদকশয়াৎ প্রত্যুম্নাদিত্যর্থঃ॥ সত্ত্বমিতি। পরঃ পুরুষঃ—গর্ভোদকশয়ঃ, এক এব, অস্য জগতঃ, স্থিত্যাদয়ে—পালন-সর্গ-সংহারার্থং, প্রকৃতেগুণৈঃ—সত্ত্বাদিভিঃ, যুক্তঃ—তেষাং পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠাতা সন্, বিভিন্না হরি-বিরিঞ্চি-হরা ইতি সংজ্ঞা ধত্তে; তথাপি ত্রিষু মধ্যে, সত্ত্বতনোঃ—হরেরেব হেতোঃ, নৃণাং, শ্রেয়াংসি—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষলক্ষণানি, স্যুঃ, ন তু বিরিঞ্চি-হরাভ্যাং রজস্তমস্তনুভ্যামিত্যর্থঃ॥ ১১॥

ননু পরস্য পুংসঃ কথং গুণসম্বন্ধঃ, "মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা" (ভাং ২।৭।৪৭) ইত্যাদিবাক্যবিরোধাদিতি চেৎ? তত্রাহ, যোগ ইতি। গুণনিয়ম্যাৎ, ত্রিধাবিভূতঃ পুরুষস্ত নিয়ামক ইতি সম্বন্ধঃ, স ইহ যোগ উচ্যতে, ন তু তৈর্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তত্র—ত্রিষু মধ্যে, যঃ, পরস্য—স্বয়ংপ্রভোঃ, স্বাংশঃ, স তু বিষ্ণুর্নৈব যুজ্যতে, "আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ। রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য ইত্যুদ্ভব-স্থিতি-লয়াঃ সততং প্রজাসু॥" (ভাং ১১।৪।৫) ইতি দ্রবিড়যোগীশবাক্যে তত্র গুণসম্বন্ধানুল্লেখাৎ। স্বাংশত্বং—মূলস্বরূপাবস্থয়া স্থিতত্বম্। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—স্বেচ্ছাগৃহীতেন রজসা তমসা চ যুক্তঃ পরেশো বিরিঞ্চো হরশ্চ ভবতি, পাষণ্ডধর্ম্মেণেব বুদ্ধঃ, কদাচারেণেব ঋষভশ্চ। বস্তুতস্তু তত্তল্লেপো নাস্তি, পরেশত্বাৎ। তথাপি তত্তদ্বেশস্যোপাসনয়া ধর্ম্মাদয়ঃ সম্যক্ ন সিধ্যন্তি, মোক্ষস্তু নৈব জায়তে, "মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।" ইতি হরিবংশে শিবোক্তেঃ। বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ, অতঃ 'শ্রেয়াংসি তস্মাৎ' ইত্যুক্তম্। অতএব বামনপুরাণে—"ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বীশরূপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ। ব্রহ্মণি ব্রহ্মরূপঃ স শিবরূপঃ শিবে স্থিতঃ। পৃথগেব স্থিতো দেবো বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দনঃ॥" ইতি। যদ্যপি গুণাধিষ্ঠাতা পর এক এব, তথাপ্যধিষ্ঠেয়গুণসম্বন্ধকৃতেন আবরণানাবরণরূপেণ তারতম্যেনাধিষ্ঠাতর্যপি তস্মিংস্তদস্তীতি 'সত্ত্বম্' ইত্যাদিপদ্যানন্তরমুক্তং—"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥" (ভাং ১।২।২৪) ইতি।

তত্র ব্রহ্মা।—

(১৯) হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ।
ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা॥
(২০) বৈরাজ এব প্রায়ঃ স্যাৎ সর্গাদ্যর্থং চতুর্ম্মুখঃ।
কদাচিৎ ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সন্ সৃজতি স্বয়ম্॥ ১৩॥

তথা চ পাদ্মে —

(২১) "ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥" ইতি।
(২২) বিষ্ণুর্যত্র মহাকল্পে স্রষ্টৃত্বঞ্চ প্রপদ্যতে। *
তত্র ভুঙ্‌ক্তে তং প্রবিশ্য বৈরাজঃ সৌখ্যসম্পদম্॥
অতো জীবত্বমৈশ্যঞ্চ ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ॥ ১৪॥

ইহ অপ্রবৃত্তি-কিঞ্চিৎপ্রবৃত্তি-পূর্ণপ্রবৃত্তিস্বভাবাঃ কাষ্ঠধূমাগ্নয়ো যথা যজ্ঞানাশা-কিঞ্চিত্তদাশা পূর্ণতদাশাকরাঃ, তথা মূঢ়-চল প্রকাশস্বভাবানি তমোরজঃসত্ত্বানি ব্রহ্মানাশা-কিঞ্চিত্তদাশা-সম্যক্তদাশাকরাণীতি তমোরজোবেশয়োরসাক্ষাত্ত্বং সত্ত্বাবেশস্য তু সাক্ষাত্ত্বমিতি শ্রেয়স্করত্বং যুক্তমুক্তম্॥ ১২॥

নিরূপিতা ব্রহ্মাদয়স্ত্রয় ঈশকোটয় এব। অথ বাক্যবিশেষলাভেন বিশেষ-প্রত্যয়াৎ অবধাবনায় পৃথক্ পৃথক্ তত্তন্নিরূপণং, তত্র ব্রহ্মেতি। ঈশ্বরস্য ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বং নিরূপিতত্বাজ্জীবলক্ষণস্য তস্য † নিরূপণমিদম্॥ হিরণ্যেতি। সূক্ষ্মঃ—মহত্তত্ত্বশরীরঃ, পরেশেনৈব দৃশ্যো দেবাদীনামদৃশ্য ইত্যর্থঃ। স্থূলঃ—সমষ্টিশরীরঃ, স এব সর্গায় চতুর্ম্মুখোঽষ্টনেত্রোঽষ্টবাহুর্দেবাদীনাং দৃশ্যস্তেভ্যো বরদাতা চ। ভোগায় আদ্যঃ, সৃষ্টয়ে তু অন্ত্যঃ॥ আদিনা বেদপ্রচারায়েতি বোধ্যতে, "বেদপ্রচারণার্থায় ব্রহ্মা জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ।" ইতি কৌর্ম্মোক্তেঃ॥ ১৩॥

* "বিষ্ণুর্যত্র" ইত্যস্য পূর্ব্বম্ "অত্র কারিকা" ইত্যতিরিক্তপাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে। স স্বস্মাভি-বনভিমতত্বাৎ ন গৃহীতঃ। "স্রষ্টৃত্বঞ্চ প্রপদ্যতে" ইত্যত্র "ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে" ইতি পাঠান্তরম্।

† তস্যেতি—ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ।

(২৩) ঈশত্বাপেক্ষয়া তস্য শাস্ত্রে প্রোক্তাবতারতা ॥
সমষ্টিত্বেন ভগবৎসন্নিকৃষ্টতয়োচ্যতে।
অস্যাবতারতা কৈশ্চিদাবেশত্বেন কৈশ্চন ॥ ১৫ ॥

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৯)—

(২৪) "ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ১৬ ॥ ইতি

ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্যে প্রমাণং, ভবেদিতি। মহাবিষ্ণুঃ—গর্ভোদশায়ঃ॥ ননু যত্র মহাকল্পে মহাবিষ্ণুঃ ব্রহ্মা স্যাৎ, তত্র জীবলক্ষণঃ স ক্বচিৎ তিষ্ঠেৎ, ন চৈত্যং মুক্তিং প্রাপ্নোতীতি বাচ্যং, তন্মুক্তেস্তচ্ছতবৎসরানন্তরত্বাৎ; এবমাহ সূত্রকারঃ, "যাব দধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" (ব্র° সূ° ৩।৩।৩২) ইতি? তত্রাহ, বিষ্ণুর্যত্রেতি। তং—স্রষ্টারং বিষ্ণুং, প্রবিশ্য, বৈরাজঃ—চতুর্ম্মুখঃ, স চান্তর্গতহিরণ্যগর্ভো বোধ্যঃ। সর্গক্রিয়ায়া বিষ্ণুনাবরুদ্ধত্বাৎ স তস্মিন্ সাযুজ্যমাসাদ্য দেবৈরর্পিতাং ভোগসম্পদং ভুঙ্ক্তে। অবিকারমপনীয়াপি ভোগানপনয়ান্মহোদারত্বং বিষ্ণোর্ব্যঞ্জিতম্ ॥ উক্তং দ্বৈবিধ্যং নিগময়তি, অত ইতি ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মণোঽবতারশব্দবাচ্যতায়াং নির্দ্দেষ্টৄণাং মতভেদানাহ, ঈশত্বেতি— গর্ভোদশয়াবির্ভাবতামপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ। তথাচ ঈশত্বপক্ষে তত্রাবতারশব্দো মুখ্য ইতি ভাবঃ॥ কৈশ্চিৎ—আচার্য্যৈঃ, ব্রহ্মণঃ সমষ্টিত্বেন যা ভগবৎসন্নিকৃষ্টতা তয়া, তস্যাবতারতা উচ্যতে। অয়মর্থঃ—অশূ ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ ধাতুঃ, তস্মাৎ সং-পূর্ব্বাৎ ক্তিনি সমষ্টিরিতি পদসিদ্ধিঃ, সৃষ্টিকার্য্যক্ষমত্ববিয়া ভগবতা স্বয়ং সমশ্যতে—ব্যাপ্যতে, ক্ষীর-নীর-ন্যায়েন সংপৃচ্যতে বা, ইতি সমষ্টিঃ, তথাত্বেন সন্নিকৃষ্টতয়া স তদবতারঃ। কৈশ্চিৎ তু তদাবেশত্বেন তদবতারতোচ্যতে; ভগবান্ ভাস্বৎপ্রভান্যায়েন তমাবিশ্য সৃষ্টিকার্য্যং করোতি, ন তু ক্ষীরন্যায়েন সংপৃচ্যেতি। জীবত্বপক্ষে তত্রাবতারশব্দো গৌণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

আবেশপক্ষমুদাহরতি, ভাস্বানিতি—সূর্য্যঃ, যথা, নিজেষু অশ্মশকলেষু—সূর্য্য-

(২৫) গর্ভোদশায়িনোঽস্যাভূৎ জন্ম নাভিসরোরুহাৎ। *
কদাচিৎ শ্রূয়তে নীরাৎ তেজোবাতাদিকাদপি ॥ ১৭ ॥

শ্রীরুদ্রঃ।—

(২৬) রুদ্র একাদশব্যূহস্তথাষ্টতনুরপ্যসৌ।
প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে ॥ ১৮ ॥
(২৭) ক্বচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব।
তৎ তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ ॥ ১৯ ॥

কান্তমণিখণ্ডেষু, স্বীয়ং কিয়ৎ তেজঃ প্রকটয়তি, অপিনা তৈর্দাহিং প্রকাশঞ্চ কিঞ্চিৎ করোতি। তদ্বৎ, যঃ—গোবিন্দঃ, অত্র—জগতি, কদাচিৎ পুরুপুণ্যে জীবে স্বীয়ং তেজো নিধায়েত্যবশিষ্টম্। জগদণ্ডে যৎ বিধানং—ব্যষ্টিনির্ম্মাণং, তৎকর্ত্তে-অর্থঃ। উরুবাক্যান্তরঞ্চ রুদ্রনিরূপণে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মণো জন্মনি বিশেষান্তরমাহ, গর্ভোদেতি। নীরাদিতি। নীরাৎ—গর্ভোদকাৎ, তেজসো বাতাচ্চ তত্রত্যাৎ, ইতি যথেশসঙ্কল্পমিদং বোধ্যম্ ॥ ১৭ ॥

বাক্যবিশেষলাভাৎ রুদ্রস্যাপি দ্বৈবিধ্যং প্রতিপাদয়িতুমাহ, শ্রীতি ॥ 'সত্ত্বং রজঃ' ইত্যাদিবাক্যে য ঈশ্বরকোটিরুক্তঃ, তং তাবদাহ, রুদ্র একাদশব্যূহ ইতি। অত্র ভারতবাক্যম্—"অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ ॥" ইত্যেতৎ। তথাষ্টতনুরিতি—"পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেব চ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোমযাজী চেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ ॥" ইতি যাদবঃ। প্রায ইতি—জলাবরণস্থকদ্রস্যৈকমুখত্ববীক্ষণাৎ ॥ ১৮ ॥

অথ জীবকোটিত্বং তস্যাহ, ক্বচিদিতি। "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্" ইত্যাদিকমৃক্শ্রুতৌ ; "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়" ইত্যারভ্য, "নারায়ণাদ্‌ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্‌রুদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতির্জায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো

* "গর্ভোদশায়িনোঽস্যাভূৎ" ইত্যত্র "গর্ভোদকশয়াদস্য" ইতি পাঠান্তরম্।

(২৮) হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণঃ প্রায় এব সঃ।
বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে ॥

যথা শ্রীদশমে (১০।৮৮।৩)—

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ॥" ২০ ॥ ইতি।

[জায়ন্তে] নারায়ণাদেকাদশরুদ্রা [জায়ন্তে] নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ" (না০ উ০ ১) ইত্যাদিকং নারায়ণোপনিষদি। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ" ইত্যুপক্রম্য, "তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যম্" (ম০ উ০ ১—২) ইত্যাদিকং মহোপনিষদি; "প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ ॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মে চ; এভির্বাক্যৈর্জন্মোক্তেঃ হরস্য জীবত্বম্। অতঃ প্রলয়শ্চ।—"ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥ জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি বৈ ॥" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে, "একো হ" ইত্যাদিশ্রুতৌ চ। অন্যথা এতানি কুপ্যেয়ুঃ। দৃষ্টান্তোঽত্র, বিধেরিবেতি। শেষবদিতি—শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধারশক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ, ইতি পরত্র ব্যক্তং ভাবি। তদংশত্বেনেতি—তৎস্বাংশত্বেন তদ্বিভিন্নাংশত্বেন চ পুরাণেষ্বভিধানাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যস্তু "সত্ত্বং রজস্তমঃ" ইত্যাদৌ পরস্য পুরুষস্যাবির্ভাবো হরঃ পঠিতঃ, স খলু, পুরুষধামত্বাৎ—তদাত্মভূতত্বাৎ, নির্গুণ এব। প্রায় ইতি—স্বেচ্ছাগৃহীতেন তমসা আবৃতত্বাৎ। অতএব, সর্ব্বৈঃ—অতত্ত্ববিদ্ভিঃ, বিকারবান্, ইহ—গুণাবতারেষু, প্রতীয়তে; বস্তুতস্তু অবিকারী স ইত্যর্থঃ ॥ তমোযোগাদ্বিকারবান্ প্রতীয়তে, ইত্যত্র প্রমাণমাহ, শিবঃ শক্তীতি। শিবঃ—রুদ্রঃ, শশ্বৎ—সর্ব্বদা, শক্ত্যা—স্বেচ্ছাগৃহীতয়া গুণসাম্যাবস্থয়া প্রকৃত্যা, যুতঃ, গুণক্ষোভে সতি, ত্রিলিঙ্গঃ—গুণত্রয়যুক্তঃ, প্রকটৈশ্চ সত্ত্বৈস্তৈর্গুণৈর্দুর্বৃতঃ সংবৃতশ্চেতি। নম্বু তমঃসংবৃতত্বং তস্য খ্যাতং, ত্রিলিঙ্গত্বমিহ কথমুক্তমিতি চেৎ? উচ্যতে, ত্রয়াণাং গুণানাং মিথঃ সংপৃক্তত্বাৎ সত্ত্ব-রজসী চ তত্র স্যাতামেবেত্যবিরোধঃ। এতচ্চ বাক্যং লোকপ্রতীত্যনুবাদরূপং বোধ্যম ॥ ২০ ॥

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৫)—

(২৯) "ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ২১॥

(৩০) বিধের্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি॥ ২২॥

(৩১) সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ংপ্রভোঃ।
বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিতা॥ ২৩॥

পুরুষধামত্বাৎ নির্গুণত্বং, তমোযোগাৎ বিকারবত্ত্বভণিতিঃ, ইত্যত্র প্রমাণং, ক্ষীরং যথেতি। বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং যথা দধি সঞ্জায়তে, ততঃ—ক্ষীরাৎ, হেতোঃ দধি, পৃথক্ -ভিন্নং, ন অস্তি -ন ভবতি, তথা, যঃ—গোবিন্দঃ, তমোযোগাৎ -স্বেচ্ছাগৃহীত-তমঃসম্বন্ধাৎ, শম্ভুর্ভবতি; ন তু গোবিন্দাৎ শম্ভুরন্য ইত্যর্থঃ। তথা চ বিকারস্যাগন্তুকত্বাৎ স্বরূপে ন তৎপ্রসঙ্গ ইতি॥ ২১॥

রুদ্রস্যাবির্ভাবস্থানান্যাহ, বিধেরিতি। বিধের্ললাটাদিতি শতপথাদৌ দৃষ্টং, কমলাপতের্ললাটাদিতি মহোপনিষদি (মং উং ২), পুরাণেষু চ; তদিদং কল্পভেদাৎ সম্ভাব্যম্। কালাগ্নিরুদ্র ইতি—"পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ।" (ভাং ১১।৩।১০) ইত্যেকাদশোক্তের্বোধ্যম্॥ ২২॥

যত্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, নারায়ণাদয়স্তদ্বিলাস-স্বাংশাঃ, তথা আবেশাশ্চ কেচিৎ, তৎস্বাংশাৎ গর্ভোদশয়াৎ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাঃ, তেষামীশত্বং, কাচিৎ ব্রহ্ম-রুদ্রয়োর্জীবত্বঞ্চ, ইতি বচনলাভাৎ শাস্ত্রকৃতা নির্ণীতং, ন তৎ চতুরস্রং; কিন্তু সদাশিবো মূলং তত্ত্বং স্বয়ংপদাভিমতং, তদেব নারায়ণাদিরূপম্, অতঃ ব্রহ্মাদয়স্ত্রয়স্তস্যৈব কার্য্যভূতাঃ; "অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥ উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ আদিশিবকথনে (৫।৮)—

(৩২) "নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ" ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ। স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং চরাচরম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥" (কৈ০ উ০ ৬—৯) ইতি কৈবল্যোপনিষদি শ্রবণাৎ; তস্মাদয়ং পক্ষো বরীয়ান্, শ্রৌতত্বাদিতি চেৎ? তত্রাহ, সদেতি। সা মূর্ত্তিঃ, স্বয়ংপ্রভোঃ—কৃষ্ণস্য, অঙ্গভূতা, নারায়ণস্তদ্বিলাস ইত্যর্থঃ। অতএব তৈত্তিরীয়াঃ শিবমচ্যুতং নারায়ণম্ ইত্যেকাথেন পঠন্তি। শ্রুতৌ, উমা—কীর্ত্তিঃ, তৎসহায়ং, ত্রিলোচনং—ত্রিকালজ্ঞং, নীলকণ্ঠং—নীলমণিভূষিতকণ্ঠম্, ইতি ব্যাখ্যেয়ং; প্রতীতার্থানাং তস্মিন্ শিবে অস্বীকারাৎ। বায়ব্যাদিম্বিতি। শিবলোকে—বৈকুণ্ঠধাম্নি। "অণ্ডোঘস্য সমন্তাৎ তু" ইত্যাদিভির্বায়বীয়বাক্যৈর্নিরূপিতোঽয়ং সদাশিবস্তল্লোকশ্চ সন্দর্ভকৃদ্ভিঃ ॥ ২৩ ॥

স্বয়ংরূপস্য কৃষ্ণস্যৈব মূর্ত্তিঃ সদাশিবঃ, ইত্যত্র নির্ণায়কং বাক্যমাহ, নিয়তিঃ সেতি। আদিপদেনেদং গ্রাহ্যং—"কামো বীজং মহদ্ধরেঃ। লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরীঃ প্রজাঃ ॥ শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ। তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ ॥" (ব্র০ সং০ ৫।৮—১০) ইতি। অস্যার্থঃ—পূর্ব্বং রময়া রমণমুক্তং, রমা সা কীদৃশী? ইত্যাহ, নিয়তিরিতি—নিয়ম্যতে নিয়তা ভবতি রমণে তস্মিন্নিতি, তদনপায়িনী তৎস্বরূপভূতেতি যাবৎ; অত উক্তং—"তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা" ইতি; "ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন বিষ্ণুঃ পদ্মজাং বিনা।" ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রাৎ, "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।" (বি০ পু০ ১।৮।১৫) ইতি বৈষ্ণবাচ্চ। তস্য স্বয়ংরূপস্য ভগবান্ শম্ভুঃ, লিঙ্গং—চিহ্নং, ভবতি, "লিঙ্গং চিহ্নেঽনুমানে চ" ইতি বিশ্বঃ। ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্টঃ পরব্যোমাধীশঃ। শং ভাবয়তি স্বদ্বিতীয়ব্যূহসঙ্কর্ষণাত্মনা প্রকৃতিবিলীনানাং জীবানাং তত্তদ্রূপাবিস্ফুষ্ট্যেতি শম্ভুঃ, মিতভ্বাদিত্বাড্ডুঃ। জ্যোতীরূপঃ—চৈতন্যবিগ্রহঃ। অনেন তদধীশত্বেন কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং পরিচীয়তে, সাম্নাদিনেব গোর্গোত্বম্।

শ্রীবিষ্ণুঃ, যথা শ্রীতৃতীয়ে (ভা° ৩।৮।১৬)—

(৩৩) "তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ংভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ॥" ইতি।

(৩৪) যো বিষ্ণুঃ পঠ্যতে সোঽসৌ ক্ষীরাম্বুধিশয়ো মতঃ
গর্ভোদশায়িনস্তস্য বিলাসত্বাম্মুনীশ্বরৈঃ।
নারায়ণো বিরাড়ন্তর্যামী চায়ং নিগদ্যতে॥ ২৫॥

যস্যাসৌ বিলাসঃ স স্বয়ম্, ইত্যতস্তস্য স লিঙ্গমুচ্যতে। যা খলু, যোনিঃ—মহদাদ্যুপাদানভূতা, সা তৎপরা শক্তিঃ—ত্রিগুণেত্যর্থঃ। হরেঃ—তদংশস্য সঙ্কর্ষণস্য, কামিঃ—তদ্দিদৃক্ষালক্ষণঃ, মহদাদিসৃষ্টিফলকো ভবতি, ততো বীজং মহদিতি। মহৎ—অপরিমিতং জীবতত্ত্বং, তস্যাধাহিতং ভবতি। অত ইমা মাহেশ্বর্য্যঃ প্রজাঃ, লিঙ্গযোন্যাত্মিকাঃ—পুরুষপ্রকৃতিকারণিকাঃ, জাতাঃ কথ্যন্তে। প্রকৃতেরুপসর্জ্জনত্বেন* তাদধীন্যাৎ মাহেশ্বরীরিতি প্রজা-নাম, ইত্যুপপাদয়তি শক্তিমানিত্যর্দ্ধকেন। অথোক্তার্থমেব স্ফুটয়তি, তস্মিন্নিতি। লিঙ্গে—তদধীশে, তৎসন্নিধৌ। মহাবিষ্ণুঃ—সঙ্কর্ষণঃ॥ ২৪॥

অথ সত্ত্বপ্রবর্ত্তকং বিষ্ণুং নির্ণয়তি, শ্রীবিষ্ণুরিতি॥ তল্লোকেতি। স উ এব—গর্ভোদকশয়ঃ, বিষ্ণুঃ—প্রদ্যুম্নঃ, তৎ লোকরূপং পদ্মং, প্রাবীবিশদিতি—স্বার্থিকো ণিচ্, প্রাবিশদিত্যর্থঃ। কীদৃশং তৎ পদ্মম্? ইত্যাহ, সর্ব্বান্ গুণান্—ভোগ্যান্ অর্থান্, অবভাসয়তীতি তৎ, নানাভোগ্যবস্তূপেতমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবৎ রুদ্রবচ্চ বিষ্ণোর্দ্বৈরূপ্যং নাস্তি, অতস্তন্নোক্তম্॥ লোকপদ্মপ্রবিষ্ট এব কিংনামাভূৎ? ইত্যত্রাহ, যো বিষ্ণুরিতি। গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্নঃ সহস্রশীর্ষা অনিরুদ্ধশ্চতুর্ভুজঃ সন্ লোকপদ্মং সংপ্রবিষ্টঃ ক্ষীরাব্ধৌ শয়ানস্তন্নামাভূদিত্যর্থঃ। নন্বস্য পালকস্য বিষ্ণোর্নারায়ণাদিনামতা কুতঃ? তত্রাহ, গর্ভোদেতি। কারণজলাশ্রয়ত্বং হি নারায়ণত্বং, তত্বাশ্রয়ত্বং

* উপসর্জ্জনত্বেনেতি—গৌণত্বেনেত্যর্থঃ।

(৩৫) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদ্যুক্তা যাঃ পুর্য্যোঽণ্ডজাণ্ডমধ্যতঃ।
সন্তি বিষ্ণুপ্রকাশানাং তাঃ কথ্যন্তে সমাসতঃ ॥ ২৬ ॥

যথা—

(৩৬) "রুদ্রোপরিষ্টাদপরঃ পঞ্চাযুতপ্রমাণতঃ।
অগম্যঃ সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণুলোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

(৩৭) তস্যোপরিষ্টাদ্‌ব্রহ্মাণ্ডঃ কাঞ্চনোদ্দীপ্তিসংযুতঃ।
মেরোস্তু পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মধ্যে তু লবণোদধেঃ।
বিষ্ণুলোকো মহান্ প্রোক্তঃ সলিলান্তরসংস্থিতঃ ॥

(৩৮) তত্র স্বপিতি ঘর্ম্মান্তে দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
লক্ষ্মীসহায়ঃ সততং শেষপর্য্যঙ্কমাস্থিতঃ ॥

(৩৯) মেরোশ্চ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবস্য চ।
ক্ষীরাম্বুমধ্যগা শুভ্রা দেবস্যান্যা তথা পুরী ॥

(৪০) লক্ষ্মীসহায়স্তত্রাস্তে শেষাসনগতঃ প্রভুঃ।
তত্রাপি চতুরো মাসান্ সুপ্তস্তিষ্ঠতি বার্ষিকান্ ॥

(৪১) তস্মিন্নবাচি দিগ্‌ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবস্য তু।
যোজনানাং সহস্রাণি মণ্ডলঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
শ্বেতদ্বীপতয়া খ্যাতো দ্বীপঃ পরমশোভনঃ ॥

(৪২) নরাঃ সূর্য্যপ্রভাস্তত্র শীতাংশুসমদর্শনাঃ।
তেজসা দুর্নিরীক্ষ্যাশ্চ দেবনামপি যাদব ! ॥"

বা, তদুভয়ম্ অস্য বল্লিগদ্যতে, তৎ, তস্য—কারণার্ণবশায়িনঃ, গর্ভোদশায়িনঃ সতো বিলাসোঽয়ং ভবতি, তস্মাৎ, তত্তদভেদাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অথাস্য ক্ষীরাব্ধিপতেরস্মিন্ জগদণ্ডে মহত্যো বিভূতয়ঃ সন্তীতি দর্শয়িতুমাহ, বিষ্ণুধর্ম্মেতি ॥ ২৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মবচনম্ উদাহরতি, যথেত্যাদি * ॥ রুদ্রোপরিষ্টাৎ—রুদ্রলোকস্যোপরি ॥

* "উদাহরতি, যথেত্যাদি", ইত্যত্র "উদাহর্ত্তুং, যথেত্যাদি" ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মাণ্ডে চ—

(৪৩) "শ্বেতো নাম মহানস্তি দ্বীপঃ ক্ষীরাব্ধিবেষ্টিতঃ।
লক্ষযোজনবিস্তারঃ সুরম্যঃ সর্ব্বকাঞ্চনঃ॥

(৪৪) কুন্দেন্দুকুমুদপ্রখ্যৈর্লোলকল্লোলরাশিভিঃ।
ধৌতামলশিলোপেতঃ সমন্তাৎ ক্ষীরবারিধেঃ॥" ২৭॥ ইতি।

(৪৫) কিঞ্চ বিষ্ণুপুরাণাদৌ মোক্ষধর্ম্মে চ কীর্ত্তিতম্।
ক্ষীরাব্ধেরুত্তরে তীরে শ্বেতদ্বীপো ভবেদিতি॥

(৪৬) শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপং স্যাৎ পাদ্মসম্মতম্॥ ২৮॥

(৪৭) বিষ্ণুঃ সত্ত্বং তনোতীতি শাস্ত্রে সত্ত্বতনুঃ স্মৃতঃ।
অবতারগণশ্চাস্য ভবেৎ সত্ত্বতনুস্তথা।
বহিরঙ্গমধিষ্ঠানমিতি বা তস্য তৎ তনুঃ॥ ২৯॥

(৪৮) অতো নির্গুণতা সম্যক্ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিধ্যতি॥

তস্যেতি—বিষ্ণুলোকস্য। ব্রহ্মাণ্ড ইতি—ব্রহ্মণা অম্যতে দর্শনায় গম্যতে ইত্যর্থঃ; অম গত্যাদিষু, এমাস্তাড্ডঃ॥ অবাচি—দক্ষিণে॥ কুন্দেন্দ্বিতি। ক্ষীরবারিধের্লোলকল্লোলরাশিভির্ধৌতামলশিলোপেতো দ্বীপ ইত্যন্বয়ঃ॥ ২৭॥

শ্বেতদ্বীপস্য স্থিতৌ মতান্তরে আহ, কিঞ্চেত্যাদিনা। তদিদং কল্পভেদাদবগম্যম্॥ ২৮॥

"শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ" ইত্যুক্তং, তত্র বিষ্ণোঃ সত্ত্বতনুত্বং কিং মায়িকসত্ত্বমূর্ত্তিত্বং বাচ্যং? তথাচ সতি তদুপাসনয়া মুক্তেরভাবঃ, "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (ব্র০ সূ০ ৪।১।৩) ইতি ন্যায়েনাত্মবিগ্রহোপাসনয়া মুক্তেরভিধানাৎ, ইতি চেৎ? তত্রাহ, বিষ্ণুঃ সত্ত্বম্ ইতি—সত্ত্বগুণং বিস্তারয়ন্ বিষ্ণুঃ সত্ত্বতনুরুচ্যতে। অস্য—ক্ষীরোদশয়স্য বিষ্ণোঃ, অবতারগণশ্চ সত্ত্ববিস্তারাৎ সত্ত্বতনুঃ। অথবা, তৎ সত্ত্বং তস্য বহিরঙ্গমধিষ্ঠানং ভবতি, "সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্" (ভা০ ১।২।২৪) ইত্যুক্তেঃ, স্বচ্ছে শান্তে তত্র তৎপ্রকাশস্তদাবির্ভূত-তজ্জ্ঞানদ্বারা ভবতীত্যপেক্ষয়া, তৎ তস্য তনুরুচ্যতে; অন্তরঙ্গমধিষ্ঠানন্তু বৈকুণ্ঠমেবেতি ভাবঃ ২৯॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৮৮।৫)—

(৪৯) "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥" ইতি।

(৫০) তেন সত্ত্বতনোরস্মাৎ শ্রেয়াংসি স্যুরিতীরিতম্॥ ৩০॥ *

(৫১) ইত্যতো বিহিতা শাস্ত্রে তদ্ভক্তেরেব নিত্যতা॥

তথাহি পাদ্মে—

(৫২) "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" ৩১॥

অতএব তত্রৈব (প০ পু, পা০ খ০ ৯৩।২৬)—

(৫৩) "ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি :

অত ইতি—স্ফুটার্থম্॥ হরির্হীতি। হরির্নির্গুণঃ, সঙ্কল্পেনৈব সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তনাৎ অতঃ, সাক্ষাৎ—অনাবৃতঃ, ন তু ব্রহ্মাদিবৎ তদাবৃতঃ ; যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ; ন তু তদ্বদিচ্ছয়া গৃহীতগুণঃ ; অতঃ, সর্ব্বদৃক্—সর্ব্বেষাং দৃক্ মোক্ষহেতুজ্ঞানং যস্মাৎ সঃ। উপদ্রষ্টা—সন্নিধৌ মুক্তান্ পশ্যতি, মুক্তগম্য ইত্যর্থঃ, ন তু তদ্বৎ মুক্তৈস্ত্যাজ্যঃ। অতস্তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ, "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু০ ৩।১।৩) ইতি শ্রুতেঃ॥ যত ঈদৃগ্বিষ্ণুঃ, ততঃ; তেনেত্যাদি—স্ফুটার্থম্॥ ৩০॥

ইত্যত ইতি—উক্তরীতিকেন নির্গুণত্বেন বিষ্ণোরেব পারম্যাৎ, তদ্ভক্তে নিত্যতা বিহিতা। যস্যা অকরণে প্রত্যবায়ঃ, সা নিত্যা॥ অত্র প্রমাণং, স্মর্ত্তব ইতি। এতয়োঃ—বিষ্ণুস্মরণ-বিস্মরণয়োঃ। সন্ধ্যোপাসনাদের্নিত্যত্বেঽপি যথা পিতৃলোকঃ ফলমস্তি, এবং ভক্তেস্তত্ত্বেঽপি বিষ্ণুলোকস্তদ্বিতি বোধ্যম্॥ ৩১॥

নন্বেবং বিষ্ণোরেব পারম্যেণ নির্ণয়ো ন সম্ভবেৎ, বাদিবিপ্রতিপত্তের্জাগরূকত্বাৎ তত্তৎপুরাণেষু ব্যাসোক্তেষ্বের ব্রহ্মরুদ্রাদীনামপি পারম্যদর্শনাৎ, ইতি চেৎ? তত্রাহ অতএবেতি—বিষ্ণোরেব উক্তৈঃ প্রমাণৈঃ পারম্যস্য সিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ॥ ব্যামোহায়েতি। চরাঃ—দেব-মানবাদয়ঃ, অচরাঃ—শৈলাদয়স্তদধিষ্ঠাতারঃ, তদ্রূপস্য জগতঃ

* "স্যুরিতীরিতম্" ইত্যত্র "স্যুরুদীরিতম" ইতি পাঠান্তরম্।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥"

শ্রীপ্রথমস্কন্ধে (ভা০ ১।২।২৬)—

(৫৪) "মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥" ইতি।

(৫৫) অত্র স্বাংশা হরেরেব কলা-শব্দেন কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩২ ॥

(৫৬) অতো বিধি-হরাদীনাং নিখিলানাং সুপর্ব্বণাম্।
শ্রীবিষ্ণোঃ স্বাংশবর্গেভ্যো ন্যূনতাভিপ্রকাশিতা ॥ ৩৩ ॥

যথা তত্রৈব (ভা০ ১।১৮।২১)—

(৫৭) "অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥" ইতি।

তাং তাং—ব্রহ্মরুদ্রাদিকাম্। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রৈস্তদ্ভাষ্যেণ চ শ্রীভাগবতেন সিদ্ধান্তে সতি, তেন সমস্তাগমব্যাপারেষু অভিধালক্ষণাদিষু বিবেকসঙ্গতিং নীতেষু, বিষ্ণুরেব অনাবৃতবিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিঃ পারম্যবান্ নিশ্চীয়তে॥ পারম্যাৎ বিষ্ণুরেব ভজনীয় ইত্যত্র সদাচারমাহ, মুমুক্ষব ইতি। ভূতপতীন্—ব্রহ্মরুদ্রাদীন্। তেষাং হানে তাসাং ভজনে চ হেতূ, ঘোররূপানিতি, শান্তা ইতি চ। অনসূয়ব ইতি—"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥" (পদ্মপুরাণে) ইতি স্মৃতেঃ ॥ অত্রেতি। স্বাংশাঃ—অনাবৃতজ্ঞানানন্দবিগ্রহত্বাৎ স্বয়ংপ্রভুতুল্যা মৎস্যকূর্ম্মাদয়ঃ॥ ৩২ ॥

এবং বিষ্ণোর্ভক্তির্ব্রহ্মাদ্যৈরপ্যনুষ্ঠেয়েতি ভাবেনাহ, অত ইতি—বিষ্ণোর্মায়ানাবৃতবিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিত্বাদিত্যর্থঃ। স্বাংশবর্গেভ্যঃ—মৎস্যাদিভ্যঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মাদ্যোরীশ্বরকোটিত্বেঽপি রজস্তমোবৃতত্বেন তাদৃশমূর্ত্তিত্বাভাবাৎ তাদৃশানবরদ্দেবান্ শিক্ষয়ন্তৌ তৌ তাদৃশমূর্ত্তিং বিষ্ণুং ভজতঃ, জীবকোটিত্বে তু সুতরামিত্যাহরতি, অথাপীতি। বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ, যস্য—মুকুন্দস্য, পাদনখাবসৃষ্টং

মহাবারাহে চ

(৫৮) "মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বসমাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্তু সমাসমা ॥" ৩৪ ॥ ইতি।

(৫৯) অত্র প্রকৃতি-শব্দেন চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে।
অভিন্ন-ভিন্নরূপত্বাদস্যৈবোক্তা সমাসমা ॥ ৩৫ ॥

॥ * ॥ [ইতি পুরুষাবতার-গুণাবতার নিরূপণম্] ॥ * ॥

সৎ, সেশং —সশিবং, জগৎ পুনাতি, ততোঽন্যো ভগবৎপদার্থঃ কো নাম ভবেৎ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। তথা চ সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিষট্কবান্ স এব ব্রহ্মাদিসেব্যত্বাৎ সর্ব্বেষাং সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বসমা ইতি —স্বভাবভেদাদিতি ভাবঃ। এবমত্রোক্তং রামচন্দ্রকবিরাজৈঃ—"প্রহ্লাদ-ধ্রুব-রবিণাত্মজ বলি-ব্যাসাম্বরীষাদিযে বিষ্ণূপাসনয়ৈব পদ্মজ-ভবাদীনাং * প্রিয়া জজ্ঞিরে। যেঽন্যে রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্রক-বৃকাঃ ক্রৌঞ্চান্ধকাদ্যা অমী যদ্ভক্তা ন + চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ ॥ শম্ভুর্বা ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্। তর্হি সমতয়াস্তু বা বিবিহরাদিমূর্ত্তিত্রয়ম্। বিলোক্য ভব-বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমং প্রণম্য শিরসাপি তান্ বয়মুপেন্দ্রদাসান্ শ্রিতাঃ ॥" ইতি ॥ ৩৪ ॥

প্রকৃতিপদার্থং নিশ্চেতুমাহ, অত্রেতি। প্রকৃতিশব্দেনাত্র, চিচ্ছক্তিঃ—পরাখ্যা স্বরূপশক্তিঃ। যা খলু—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" (শ্বে০ ৬।৮) ইতি শ্রুত্যা, "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥" (বি০ পু০ ৬।৭।৬১) ইতি বিষ্ণুপুরাণেন চাভিধীয়তে। সা তু, অস্যৈব —বিষ্ণোঃ, অভিন্নভিন্নরূপত্বাৎ সমাসমা উক্তা, বারাহবচনেন। এতদত্র বোধ্যম্ —অগ্নেরুষ্ণতেব বিষ্ণোরনিতরা ভবতি, পরা স্বাভাবিকীতি তদ্বিশেষণাৎ, "স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ নিসর্গশ্চ" (অ০ কো০) ইতি পর্য্যায়শব্দাঃ। তথাপি 'অস্য শক্তিঃ' ইতি বিশেষবলাৎ ব্যপদিশ্যতে, যথা 'সত্তা সতী, ভেদো ভিন্নঃ, কালঃ সর্ব্বদাস্তি' ইত্যাদিষু সত্তাদীনাং সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি তদ্বত্ত্বং বিদ্বদ্ভিরুদ্ঘোষ্যতে। ননু তেষু সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি বস্তুস্বভাবাদেব তথোক্তিরিতি চেৎ? ন,

---

* "পদ্মজ" ইত্যত্র "তেঽপি চ" ইতি পাঠান্তরম্।

+ "যদ্ভক্তা ন" ইত্যত্র "যদ্ভক্ত্যা ন" ইতি পাঠান্তরম্।

(১) অথ লীলাবতারাশ্চ বিলিখ্যন্তে যথামতি।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যানুসারেণ প্রায়শস্ত্বমী॥

তত্র শ্রীচতুঃসনঃ ॥ ১ ॥ শ্রীপ্রথমে (ভা০ ১।৩।৬)—

(২) "স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্॥" ইতি।

(৩) চতুর্ভিরবতারোঽয়মেক এব সতাং মতঃ।
সন-শব্দাৎ চতুর্ষ্বেব চতুঃসন ইতি স্মৃতঃ॥

(৪) শুদ্ধজ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ প্রচারার্থমবাতরৎ।
পঞ্চবার্ষিকবালাভো গৌরঃ কমলযোনিতঃ॥

শ্রীনারদঃ ॥ ২ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১।৩।৮)—

(৫) "তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥" ইতি।

স্বভাবস্যৈবেহ বিশেষশব্দিতত্বাৎ। বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধিঃ, ন তু ভেদঃ, তং বিনা বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাদি ন স্যাৎ। ন চ 'সত্তা সতী' ইত্যাদিবুদ্ধিভ্রম এব, 'সন্ ঘটঃ' ইত্যাদিবদবাধাৎ। ন চারোপঃ, 'সিংহো দেবদত্তো ন' ইতিবৎ 'সত্তা সতী ন' ইতি কদাচিদপ্যব্যবহারাৎ। স চ বস্তুভিন্নঃ স্বনির্ব্বাহী চেতি নানবস্থা। তস্য তাদৃশত্বঞ্চ ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধং জগৎকর্ত্তুরিচ্ছাজ্ঞানকৃতিমত্ত্বম্। অস্মাদেব বিশেষাৎ গুণগুণিভাবো দেহদেহিভাবোঽবতারাবতারিভাবশ্চৈকস্য বিষ্ণোরুল্লসতি। অভেদেঽপি সতি ভেদকার্য্যপ্রত্যায়কো ধর্ম্মো বিশেষঃ। অধিকন্ত্বাকরগ্রন্থাদ্জ্ঞেয়ম্॥ ৩৫

॥ * ॥ ইতি পুরুষাবতারাণাং গুণাবতারাণাঞ্চ নিরূপণম্॥ * ॥

লীলাবতারান্ বক্তুমাহ, অথেতি॥ তানাহ, তত্র শ্রীচতুঃসন ইত্যাদিভিঃ। অত্র প্রকরণে সংখ্যেয়াবতার-নাম-নির্দ্দেশোত্তরাঃ পঞ্চবিংশতিরঙ্কাঃ, তে দ্বিবিন্দবঃ পুরাতনাঃ, টীকাক্রমলাভায় নবীনাস্তু নির্বিন্দবো জ্ঞেয়াঃ॥ স এবেতি। সঃ—গর্ভোদকশয়ঃ কৃষ্ণস্য স্বাংশঃ। কৌমারং—চতুঃসনরূপং, সর্গম্। ব্রহ্মা—বিপ্রঃ, ভূত্বা।

(৬) প্রবর্ত্তনায় লোকেঽস্মিন্ স্বভক্তেরেব সর্ব্বতঃ।
হরিদেবর্ষিরূপেণ চন্দ্রশুভ্রো বিধেরভূৎ ॥
(৭) আবির্ভূয়াদিমে ব্রাহ্মে কল্প এব চতুঃসনঃ।
নারদশ্চানুবর্ত্তেতে কল্পেষু সকলেষ্বপি ॥ ১ ॥

শ্রীবরাহঃ ॥ ৩ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১।৩।৭)—

(৮) "দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥" *
শ্রীদ্বিতীয়ে চ (ভা০ ২।৭।১)—
(৯) "যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং
তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার ॥" ইতি।
(১০) দ্বিরাবিরাসীৎ কল্পেঽস্মিন্নাদ্যে স্বায়ম্ভুবান্তরে।
ঘ্রাণাদ্বিধের্ধরোদ্ধৃত্যৈ চাক্ষুষীয়ে তু নীরতঃ ॥

ইহ প্রথম-দ্বিতীয়াদিশব্দাঃ সংখ্যাপূর্ত্ত্যপেক্ষা, ন তু ক্রমাপেক্ষা। সাময়িকঃ ক্রমস্ত্বেতদ্গ্রন্থরচিত ইতি বোধ্যম্ ॥ তৃতীয়মিতি। ঋষিসর্গমুপেত্য, তত্রৈব, দেবর্ষিত্বং—নারদত্বঞ্চ, উপেত্যেতি, যোজ্যম্। সাত্বতং তন্ত্রং—নারদপঞ্চরাত্রম্। যতঃ—তন্ত্রাৎ, কর্ম্মণাং, নৈষ্কর্ম্ম্যং—ভগবদর্পণগুণযোগাৎ পরিশোধিতবিষপারদন্যায়েন কর্ম্মবন্ধহারিত্বং, ভবতি ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়মিতি। অস্য—বিশ্বস্য, ভবায়—উদ্ভবায়, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরনির্ণয়াৎ প্রলয়ে রসাতলগতাং মহীমুদ্ধরিষ্যন্, স দেবঃ শৌকরং বপুঃ, উপাদত্ত—প্রকটিতবান্। স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরীয়োঽয়মবতারঃ ॥ চাক্ষুষমন্বন্তরীয়ং তমাহ, যত্রেতি। ক্রৌড়ীং—শৌকরীং, তনুং, বিভ্রৎ—প্রকটয়ন্, উপাগতং—মিলিতম্, আদিদৈত্যং—হির-

---

* মুদ্রিতামুদ্রিতেষু বহুষ্বেব শ্রীমদ্ভাগবতেষু "যজ্ঞেশঃ" ইতি পাঠো দৃশ্যতে। টীকাকৃদ্ভিস্তু "যজ্ঞেশঃ" ইত্যত্র "স দেবঃ" ইত্যেব পাঠঃ পরিগৃহীত ইতি বিদ্বদ্ভিরবধেয়ম্।

(১১) হিরণ্যাক্ষং ধরোদ্ধারে নিহন্তুং দংষ্ট্রিপুঙ্গবঃ।
চতুষ্পাৎ শ্রীবরাহোঽসৌ নৃবরাহঃ ক্বচিন্মতঃ ॥ ২ ॥ *

(১২) কদাচিজ্জলদশ্যামঃ কদাচিচ্চন্দ্রপাণ্ডরঃ। †
যজ্ঞমূর্ত্তিঃ স্থবিষ্ঠোঽয়ং বর্ণদ্বয়যুতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

(১৩) দক্ষাৎ প্রাচেতসাৎ সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে চাক্ষুষেঽন্তরে।
অতস্তত্রৈব জন্মাস্য হিরণ্যাক্ষস্য যুজ্যতে ॥

তথাহি শ্রীচতুর্থে (ভা০ ৪।৩০।৪৯)—

(১৪) "চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কালবিদ্রুতে।
যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ ॥" ইতি।

(১৫) উত্তানপাদবংশ্যানাং তনয়স্য প্রচেতসাম্।
দক্ষস্যৈব দিতিঃ পুত্রী হিরণ্যাক্ষো দিতেঃ সুতঃ ॥

ণ্যাক্ষং, দংষ্ট্রয়া, দদর্শ বিদীর্ণং চকার ॥ ননু প্রথমস্কন্ধবাক্যে ধরোদ্ধারায় বরাহো যঃ, স কস্মাৎ কদা অভূৎ? দ্বিতীয়স্কন্ধবাক্যে চ ধরামুদ্ধর্ত্তুং জাতঃ সন্ হিরণ্যাক্ষং ন্যবধীৎ, স চ কস্মাৎ কদা অভূৎ? তত্র তত্র চ কিংবর্ণঃ কিমাকারশ্চ সঃ? ইতি সন্দেহং ছেত্তুমাহ, দ্বিরিতি। যাবন্মৎস্যাবতারম্, অস্মিন্—ব্রাহ্মে, কল্পে বরাহো দ্বিরাবিরাসীৎ। তত্রাদ্যে স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে বিধের্ঘ্রাণাজ্জাতো ধরামুদ্দধার, যঃ প্রথমবাক্যেনোক্তঃ; যস্তু দ্বিতীয়বাক্যেনোক্তঃ, স তু চাক্ষুষীয়ে ষষ্ঠেঽন্তরে নীরাজ্জাতঃ সন্ ধরামুদ্দধার হিরণ্যাক্ষঞ্চ জঘানেতি। নীরত ইত্যপূর্ব্বত্বম্ ॥ ক্বচিৎ-পাদ্মাদৌ ॥ ২ ॥

কদাচিদিতি—আদৌ আদ্যতা, দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়তা ‡ ॥ ৩ ॥

ননু চাক্ষুষেঽন্তরে বরাহো নীরাদাবির্ভূয় আদিদৈত্যং জঘানেত্যেতৎ 'যত্র' ইতি বাক্যাৎ ন প্রতীতমিতি চেৎ? তত্রাহ, দক্ষাদিতি ॥ অত্র প্রমাণং, চাক্ষুষে ত্বিতি। দৈবেন—পরেশেন, চোদিতঃ—প্রেরিতঃ ॥ ননু তত্রৈব চাক্ষুষেঽন্তরে হিরণ্যাক্ষস্য

* "শ্রীবরাহোঽসৌ" ইত্যত্র "শ্রীবরাহোঽভূৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

† "পাণ্ডরঃ" ইত্যত্র "পাণ্ডুরঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

‡ "আদ্যতা" ইত্যত্র "আদ্যস্য" ইতি, "দ্বিতীয়তা" ইত্যত্র "দ্বিতীয়স্য" ইতি চ পাঠান্তরম্।

(১৬) কল্পারম্ভে তদা নাস্তি স্বতোৎপত্তির্মনোরপি।
ক্কাসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ ক্ব দিতিঃ ক্ব দিতেঃ সুতঃ॥
(১৭) অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং শ্রীবরাহস্য চেষ্টিতম্।
একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষত্তুঃ প্রশ্নানুরোধতঃ॥ ৪ ॥
(১৮) মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব মুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি।
প্রলয়োঽসৌ বভূবেতি পুরাণে ক্বচিদীর্য্যতে॥
(১৯) অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলয়েতি চ কুত্রচিৎ॥ ৫ ॥

জন্মেতি কথং মন্তব্যং? তত্রাহ, উত্তানপাদেতি॥ নন্ু স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে প্রাদুর্ভূতো বরাহো হিরণ্যাক্ষং জঘানেতি কুতো ন মন্যতে? তত্রাহ, কল্পারম্ভে তদেতি। কল্পস্য—ব্রাহ্মস্য, আরম্ভে—স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে, মনোরপি স্বায়ম্ভুবস্য সুতোৎপত্তি-র্নাস্তি—মনোঃ সুতাভ্যাং সুতাসু চ উৎপত্তিস্তদা ন; কেবলং মনোঃ কন্যাপুত্রা-দীনামুৎপত্তিদর্শনাৎ। এবঞ্চেৎ ক্কাসাবিত্যাদি। এতদুক্তং ভবতি—স্বায়ম্ভুবস্য মনোরুত্তানপাদঃ পুত্রঃ, তদ্বংশোদ্ভবাঃ প্রচেতসঃ, তেষাং তনয়ো দক্ষঃ, তৎপুত্র্যাং দিত্যাং কশ্যপাৎ হিরণ্যাক্ষোঽভূদিতি কথাস্তি; ততশ্চাতিচিরকালোত্তরজাতং হিরণ্যাক্ষং স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে জাতো বরাহো জঘানেতি ন সম্ভবতি। তস্মাৎ তত্র জাতোঽসৌ ধরোদ্ধারমাত্রং চকার, ইত্যেব বক্তব্যম্॥ নন্ু স্বায়ম্ভুবীয়ে ধরোদ্ধার-মাত্রং চকার, চাক্ষুষীয়ে তু ধরোদ্ধার-দৈত্যবধৌ ইতি বিবেকস্তৃতীয়স্কন্ধে নোপ-লভ্যতে? তত্রাহ, অত ইতি—বিবেকস্য সাধিতত্বাদেব, কালদ্বয়োদ্ভূতং বরাহ চেষ্টিতং মিথো বিবিক্তমপি তদবতারত্বসামান্যাৎ একীকৃত্য, ক্ষত্তুঃ—বিদুরস্য, প্রশ্নানুরোধাৎ মৈত্রেয়োঽব্রবীৎ, ইতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ॥ ৪ ॥

নন্ু প্রলয়ং বিনা ধরায়া মজ্জনং ন স্যাৎ, ততঃ প্রলয়শূন্যে স্বায়ম্ভুবীয়ে তস্যা অমজ্জনাৎ কিমর্থং তত্র বরাহোঽভূদিতি চেৎ? তত্রাহ, মধ্যে ইতি। মনুং—স্বায়ম্ভুবং, প্রতি, মুনেঃ—অগস্ত্যস্য, শাপাৎ তন্মধ্যে প্রলয়ো বভূব, তেন মগ্নায়া ধরায়া উদ্ধারায় বরাহাবির্ভাবঃ। পুরাণে—মাৎস্যে॥ নন্ু চাক্ষুষীয়ে কেন হেতুনা প্রলয়োঽভূৎ, যেন ধরায়া মজ্জনং? তত্রাহ, অয়মিতি। ভগবদিচ্ছয়া অকস্মাৎ

(২০) সর্ব্বমন্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো নিশ্চিতং ভবেৎ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ত্বেতৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্ ॥ ৬ ॥

তথাহি —

(২১) "মন্বন্তরে পরিক্ষীণে দেবা মন্বন্তরেশ্বরাঃ।
মহর্লোকমথাসাদ্য তিষ্ঠন্তি গতকল্মষাঃ ॥

(২২) মনুশ্চ সহ শক্রেণ দেবাশ্চ যদুনন্দন!।
ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যন্তে পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥

(২৩) ভূতলং সতলং, বজ্র! তোয়রূপী মহেশ্বরঃ।
ঊর্ম্মিমালী মহাবেগঃ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

(২৪) ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং তদা নশ্যতি যাদব!।
ন বিনশ্যন্তি বাজেন্দ্র! বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ ॥

প্রলয়োঽভূৎ, যেন তস্যা মজ্জনং, তদুদ্ধারায় তদাবির্ভাব ইতি। কুত্রচিৎ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ। পুরাণদ্বয়বচনানি তু মৃগ্যাণি ॥ ৫ ॥

স্বায়ম্ভুবীয়ে, চাক্ষুষীয়ে চ অন্তরে ধরা প্রলয়াম্ভসি মগ্না অভূৎ, তদুদ্ধারায় বরাহো দ্বিঃ আবির্বভূব। বস্তুতস্তু সর্ব্বেষাং মন্বন্তরাণামবসানে প্রলয়ো ভবেদেব, তত্র তত্র ধরা প্রলয়াম্ভসা অদৃশ্যা তিষ্ঠেৎ, ন তু প্রলয়াম্ভসি নিমজ্জেৎ, ইতি মুখ্যং মতং দর্শয়িতুমাহ, সর্ব্বেতি ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোক্তিং দর্শয়িতুং, তথাহীতি ॥ মন্বন্তরেঽতীতে শক্রাদীনামধিকারে পরিক্ষীণে সতি, মন্বন্তরেশ্বরা দেবাঃ মহর্লোকমাসাদ্য, প্রলয়োদধিং পশ্যন্তস্তিষ্ঠন্তি ॥ ততঃ, ব্রহ্মলোকং—সত্যং, প্রপদ্যন্তে। কীদৃশমিত্যাহ, পুনরাবৃত্তিভিঃ—সম্মুখযুদ্ধমৃতৈঃ, দুর্ল্লভং—দুঃখেন লভ্যম্। তে তত্র চিরং ন বসন্তি, পুণ্যক্ষয়ে তস্মাৎ পতন্তি, "আব্রহ্মভবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" (গী০ ৮।১৬) ইতি স্মৃতেঃ। অধিকারিণস্তু তত্রৈব নিবসন্তঃ ব্রহ্মণা সহ বিমুচ্যন্তে, "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥" (গী০ ৮।১৬, ভা০ ৩।৩২।১০ স্বা০টী০) ইতি স্মৃতেঃ। প্রতিসঞ্চরঃ—প্রাকৃতিকঃ প্রলয়ঃ ॥ ভূতলং—পৃথিবীং, তলেন—পৃথিব্যাধোভাগেন পাতালসপ্তকেন, সহিতমিত্যর্থঃ। বজ্রেতি—কৃষ্ণপ্রপৌত্রস্য সম্বোধনম্ ॥ সর্ব্বং বস্তু, নশ্যতি। কুলপর্ব্বতাঃ—হিমালয়াদয়োঽষ্টৌ, ন

(২৫) নৌর্ভূত্বা তু তদা দেবী মহী যদুকুলোদ্বহ !।
ধারয়ত্যথ বীজানি সর্ব্বাণ্যেবাবিশেষতঃ ॥
(২৬) ভবিষ্যশ্চ মনুস্তত্র ভবিষ্যা ঋষয়স্তথা।
তিষ্ঠন্তি রাজশার্দ্দূল ! সপ্ত তে প্রথিতা ভুবি ॥
(২৭) মৎস্যরূপধরো বিষ্ণুঃ শৃঙ্গী ভূত্বা জগৎপতিঃ। *
আকর্ষতি তু তাং নাবং স্থানাৎ স্থানন্তু লীলয়া ॥
(২৮) হিমাদ্রিশিখরে নাবং বদ্ধা দেবো জগৎপতিঃ।
মৎস্যস্তদৃশ্যো ভবতি তে চ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ ॥
(২৯) কৃততুল্যং ততঃ কালং যাবৎ প্রক্ষালনং স্মৃতম্।
আপঃ শমমথো যান্তি যথাপূর্ব্বং নরাধিপ !।
ঋষয়শ্চ মনুশ্চৈব সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি তে তদা ॥" ৭ ॥ † ইতি।
(৩০) মনোরন্তে লয়ো নাস্তি মনবেঽদর্শি মায়য়া।
বিষ্ণুনেতি ব্রুবাণৈস্তু স্বামিভির্নৈষ মন্যতে ॥ ৮॥

শ্রীমৎস্যঃ ॥ ১ ॥ শ্রীপ্রথমে (ভা০ ১।৩।১৫) —

(৩১) "রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥"

বিনশ্যন্তি, কিন্তু দেবৈর্দৃশ্যমানা তিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ।" মহী দেবী—ধরাধিষ্ঠাত্রী বরাহপত্নী ॥ ঋষয়ঃ সপ্তেত্যন্বয়ঃ। তত্র 'নাবি'॥ তত্রগা ইতি -নাবি স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ কৃততুল্যং—সত্যযুগসমম্। 'সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি- প্রজাসর্জ্জন-তৎপালনাদিকার্য্যং প্রবর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অত্র শ্রীধরস্বামিনাং মতমাহ, (ভা০ ১।৩।১৫, ৮।২৪।৪৬ স্বা০ টী০) মনোরিতি। মনোরন্তে লয়ো নাস্তি, কিন্তু কল্পান্ত এবেত্যর্থঃ। মায়য়েতি—স্বাপ্নিকবৎ প্রাতীতিক ইত্যর্থঃ। এষঃ—মন্বন্তরপ্রলয়ঃ। ইদং বিষ্ণুধর্ম্মেণ বিরুধ্যতে ॥ ৮ ॥

---

* "বিষ্ণুঃ" ইত্যত্র "দেবঃ" ইতি পাঠান্তরম্।
† "তে তদা" ইত্যত্র 'পূর্ব্ববৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীদ্বিতীয়ে চ (ভা০ ২।৭।১২)—

(৩২) "মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ
ক্ষৌণীময়ো নিখিল-জীব-নিকায়-কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে
আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্॥"

পাদ্মে চ—

(৩৩) "এবমুক্তস্তু হৃষীকেশো ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ।
মৎস্যরূপং সমাস্থায় প্রবিবেশ মহোদধিম্॥" ৯॥ ইতি।

(৩৪) মৎস্যোঽপি প্রাদুরভবদ্দ্বিঃ কল্পেঽস্মিন্ বরাহবৎ।
আদৌ স্বায়ম্ভুবীয়স্য দৈত্যং ঘ্নন্নাহরচ্ছ্রুতীঃ।
অন্তে তু চাক্ষুষীয়স্য কৃপাং সত্যব্রতেঽকরোৎ॥ ১০॥

(৩৫) অন্ত্যেন সার্দ্ধপদ্যেন প্রোক্তমাদ্যস্য চেষ্টিতম্।
পূর্ব্বসার্দ্ধেন চান্ত্যস্য মৎস্যো জ্ঞেয়ো বরাহবৎ॥ ১১॥ *

এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতমবতারমুদাহরতি, শ্রীমৎস্য ইত্যাদিনা॥ রূপং স ইতি। চাক্ষুষমন্বন্তরান্তে য উদধিসংপ্লবস্তস্মিন্ মাৎস্যং রূপং সঃ, জগৃহে—প্রকটিতবান্। বৈবস্বতং ভাবি-তন্নামানং সত্যব্রতম্, অপাৎ—পালিতবান্॥ মৎস্যো যুগান্তেতি। মনুনা—সত্যব্রতেন, দৃষ্টো মৎস্যঃ। ক্ষৌণীময়ঃ—পৃথ্বীপ্রধানঃ, তৎসমাশ্রয় ইত্যর্থঃ; অতএব নিখিলানাং জীবনিকায়ানাং, কেতঃ—নিবাসভূতঃ। মে—মম ব্রহ্মণঃ, মুখাৎ, বিস্রংসিতান্—স্খলিতান্, বেদরূপান্ মার্গান্ আদায়, তত্র—যুগান্তসলিলে, বিজহার॥ এবমিতি—'মম মুখাদ্বেদা দৈত্যেন হৃতাঃ, বেদপালক! রক্ষ' ইত্যাদ্যুক্ত ইত্যর্থঃ। অন্যৎ স্ফুটার্থম্॥ ৯॥

সঙ্কীর্ণং মৎস্যচরিতং বিভজতি, মৎস্যোঽপীতি। অস্মিন্—ব্রাহ্মে, কল্পে, মৎস্যো দ্বিঃ প্রাদুরভূৎ। স্বায়ম্ভুবীয়স্য মন্বন্তরস্য আদৌ, শ্রুতিচৌরং দৈত্যং—হয়গ্রীবং, ঘ্নন্—বিনাশয়ন্, শ্রুতীঃ, আহরৎ—আনীতবান্। চাক্ষুষীয়স্য তু তস্য অন্তে, সত্যব্রতে কৃপামকরোৎ—নাবি তৎপ্রভৃতীন্ নিধায় পালিতবানিত্যর্থঃ॥ ১০॥

* "মৎস্যো জ্ঞেয়ো বরাহবৎ" ইত্যত্র "মৎস্যৌ জ্ঞেয়ৌ বরাহবৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

(৩৬) উপলক্ষণমেবৈতৎ অন্যমন্বন্তরস্য চ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তিরাজ্জ্ঞেয়াঃ প্রাদুর্ভাবাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১২ ॥

শ্রীযজ্ঞঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীপ্রথমে (ভা০ ১।৩।১২)--

(৩৭) "ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্ ॥" ইতি।

(৩৮) ত্রয়াণামেব লোকানাং মহার্ত্তিহরণাদসৌ।
মাতামহেন মনুনা হরিরিত্যপি শব্দিতঃ ॥ ১৩ ॥ *

শ্রীনর-নারায়ণৌ ॥ ৬ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১।৩।৯)

(৩৯) "তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ ॥" ইতি।

মৎস্যচরিতং বিভজ্য তদ্বিষয়কং প্রমাণং বিতজতি, অন্ত্যে নত্যাদিনা। "রূপং সঃ" ইত্যাদীনাং ত্রয়াণাং পদ্যানাং মধ্যে, অন্ত্যেন 'বিস্রংসিতান্' ইত্যাদিকেন. সার্দ্ধপদ্যেন, আদ্যস্যি-স্বায়ম্ভুবীয়ান্তরজাতস্য মৎস্যস্য, দৈত্যহনন-বেদানয়নং চেষ্টিতমুক্তং; তৎসার্দ্ধকং তত্র প্রমাণম্। পূর্ব্বসার্দ্ধকেন তু—'রূপং সঃ' ইত্যাদিকেন, চাক্ষুষীয়ান্তরজাতস্য তস্য সত্যব্রতে কৃপালোস্তৎপালনং চেষ্টিতমুক্তং; তৎসার্দ্ধকং তত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন চৈতৎপদ্যত্রয়াৎ মৎস্যস্য দ্বিরেব ব্যক্তিঃ। কিন্তু সর্ব্বমন্বন্তরান্তে তদ্ব্যক্তিরিতি মন্তব্যং, তত্রয়স্য তদুপলক্ষণত্বাদিত্যাহ, উপলক্ষণমিতি। বাচনিকমাহ, বিষ্ণুধর্ম্মেতি। তথাচ মৎস্যস্য প্রতিকল্পং চতুর্দ্দশকৃত্বো ব্যক্তিরিতি ॥ ১২ ॥

তত ইতি। রুচেঃ—পিতুঃ, আকূত্যাং—মাতরি, যজ্ঞোঽজায়ত। সঃ—যজ্ঞঃ, যামাদ্যৈঃ—স্বপুত্রৈঃ, সুরগণৈঃ, স্বায়ম্ভুবং মন্বন্তরম্ অপাৎ—তদা স্বয়মিন্দ্রোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ মনুনা—স্বায়ম্ভুবেন ॥ ১৩ ॥

তুর্য্যে ইতি। ধর্ম্মস্য, কলা—ভাগঃ, তস্যার্য্যেত্যর্থঃ, "অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নী" ইতি শ্রবণাৎ, তস্যাঃ সর্গে, স দেবো নরনারায়ণাবৃষী ভূত্বেতি। অন্যৎ

---

* "হরিরিত্যপি শব্দিতঃ" ইত্যত্র "হরিরিত্যভিশব্দিতঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

(৪০) শাস্ত্রেঽন্যৌ হরি-কৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ।
এভিরেকোঽবতারঃ স্যাৎ চতুর্ভিঃ সনকাদিবৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীকপিলঃ ॥ ৭ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১০) -

(৪১) "পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥" ইতি।

(৪২) দেবহূত্যাং কর্দ্দমতঃ প্রাদুর্ভাবমসৌ গতঃ।
প্রোক্তঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিঞ্চিনা ॥

পাদ্মে -

(৪৩) "কপিলো বাসুদেবাংশস্তত্ত্বং সাংখ্যং জগাদ হ। *
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ।
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্ ॥

(৪৪) সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্ ॥" ১৫ ॥

শ্রীদত্তঃ ॥ ৮ ॥ শ্রীদ্বিতীয়ে (ভাঃ ২।৭।৪)—

(৪৫) "অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো
দত্তো ময়াহমিতি যদ্ভগবান্ স দত্তঃ।

প্রকটার্থম্ ॥ বিষয়ান্তরমাহ, শাস্ত্রে ইতি - নারায়ণীয়ে ইতি বোধ্যম্। এতৌ গৃহিণৌ বভূবতুরিতি তত্রৈবোচ্যতে ॥ ১৪ ॥

পঞ্চম ইতি। তত্ত্বগ্রামস্য—প্রকৃত্যাদিতত্ত্ববর্গস্য সপুরুষস্য, বিবেকেন নির্ণয়ো যত্র তৎ, সাংখ্যম্, আসুরয়ে—তন্নাম্নে বিপ্রায়, প্রোবাচ ॥ ননু শ্রীভাগবতোক্তঃ কপিলঃ সেশ্বরঃ, স কথং নিরীশ্বরং সাংখ্যমকরোৎ? ইতি সন্দেহং ছেত্তুমাহ, কপিল ইতি। বাসুদেবঃ কার্দ্দমিঃ ॥ কপিলঃ অন্যস্তু জীবোঽগ্নিবংশজঃ; যদুক্তং বনপর্ব্বণি অগ্নিবংশবর্ণনে মার্কণ্ডেয়েন—"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ ॥" (মঃ ভাঃ, বঃ পঃ ২২০।২২) ইতি। তথাচ নামমাত্রেণ ন ভ্রমিতব্যমিতি ॥ ১৫ ॥

---

* "বাসুদেবাংশ" ইত্যত্র "বাসুদেবাখ্য" ইতি পাঠান্তরম্।

যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-পবিত্রদেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদু-হৈহয়াদ্যাঃ ॥"

শ্রীপ্রথমে (ভা০ ১।৩।১১)—

(৪৬) "ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্ ॥" ১৬ ॥ ইতি।

(৪৭) শ্রীব্রহ্মাণ্ডে তু কথিতমত্রিপত্ন্যানসূয়য়া।
প্রার্থিতো ভগবানত্রেরপত্যত্বমুপেয়িবান্ ॥

তথাহি—

(৪৮) "বরং দত্ত্বানসূয়ায়ৈ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজগন্ময়ঃ।
অত্রেঃ পুত্রোঽভবৎ তস্যাং স্বেচ্ছামানুষবিগ্রহঃ।
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতো যতিবেশবিভূষিতঃ ॥" ১৭ ॥

শ্রীহয়শীর্ষা ॥ ৯ ॥ শ্রীদ্বিতীয়ে (ভা০ ২।৭।১১)—

(৪৯) "সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ ॥" ইতি।

অত্রেরিতি। ময়া অহমেব তুভ্যং দত্ত ইতি যৎ ভগবান্ আহ, ততঃ স নাম্না দত্তোঽভবৎ। উভয়ীং—ভোগ-মোক্ষরূপাম্। হৈহয়ঃ—কার্ত্তবীর্য্যঃ ॥ ষষ্ঠমিতি। অনসূয়য়া—অত্রিপত্ন্যা, বৃতঃ সন্, অত্রেরপত্যত্বং প্রাপ্তঃ। চরিতমাহ, আন্বীক্ষিকীম্—আত্মবিদ্যাম্ ॥ ১৬ ॥

প্রথমস্কন্ধবচনার্থং পুষ্ণাতি, শ্রীব্রহ্মাণ্ডে ত্বিতি ॥ স্বেচ্ছয়া মানুষাকারো বিগ্রহো যস্য সঃ, অভেদেঽপি ভেদব্যপদেশো বিশেষাদবোধ্যঃ। অত্রিণা তৎসদৃশপুত্রোৎপত্তিমাত্রং প্রকটং প্রার্থিতমিতি চতুর্থাদ্যভিপ্রায়ঃ। প্রথমবাক্যে তু অনসূয়য়া সাক্ষাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতমিতি লব্ধং, তৎপোষকন্তু ব্রহ্মাণ্ডবাক্যম্ ॥ ১৭ ॥

সত্রে ইতি। মম—ব্রহ্মণঃ। শ্বসতঃ, অস্য—হয়শীর্ষ্ণঃ, নস্তঃ—নাসিকাতঃ, বাচঃ—বেদলক্ষণাঃ, বভূবুঃ—জাতাঃ। উশতীঃ—উশত্যঃ, কমনীয়া ইত্যর্থঃ।

(৫০) প্রাদুর্ভূর্তৈর্যস্য যজ্ঞাগ্নের্দানবৌ মধু-কৈটভৌ।
হত্বা প্রত্যানয়দ্বেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ ॥

শ্রীহংসঃ ॥ ১০ ॥ শ্রীদ্বিতীয়ে (ভা০ ২।৭।১৯)—

(৫১) "তুভ্যঞ্চ নারদ! ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
ভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব ॥" ইতি।

(৫২) শক্তোঽখিলবিবেকেঽহং ক্ষীর-নীরবিভাগবৎ।
ইতি ব্যঞ্জয়ং রাজহংসো ব্যক্তিং জলাদ্গতঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধ্রুবপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥ তত্রৈব (ভা০ ২।৭।৮)—

(৫৩) "বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো
বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি।
তস্মা অদাদ্ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো
দিব্যাঃ স্তুবন্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাৎ ॥" ইতি।

(৫৪) স্বায়ম্ভুবেঽবতারোক্তের্নাম্নশ্চাকথনাদিহ।
যজ্ঞাদীনাঞ্চ তত্রোক্ত্যা পারিশেষ্যপ্রমাণতঃ ॥

তুভ্যঞ্চেতি—চাৎ সনকাদিভ্যঃ। হে নারদ! বিবৃদ্ধেন, ভাবেন—প্রেম্ণা, যোগং—ভক্তিলক্ষণম্, উবাচ, জ্ঞানঞ্চ। কীদৃশং? ভাগবতং—ভগবদ্বিষয়কম্; আত্মনঃ—জীবস্য, যৎ, সতত্ত্বং—স্বরূপং, তস্য দীপং, তদ্বিষয়কঞ্চ। যৎ বাসুদেবশরণাঃ, অঞ্জসৈব—আয়াসং বিনৈব, বিদুঃ, অন্যে তু কষ্টেনাপি সম্যক্ ন বুদ্ধ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

বিদ্ধ ইতি। বালোঽপি ধ্রুবঃ, রাজ্ঞঃ—উত্তানপাদস্য পিতুঃ, অন্তি—সমীপে, মাতুঃ সপত্ন্যাঃ—সুরুচ্যাঃ, উদিতপত্রিভিঃ—বাগ্বাণৈঃ, বিদ্ধঃ সন্, ক্ষাত্রত্বাৎ অসহিষ্ণুঃ, তপসে—তপঃ কর্ত্তুং, বনান্যুপগতঃ। গৃণতে—স্তুবতে, তস্মৈ ভগবান্

প্রসিদ্ধ্যা পৃশ্নিগর্ভেতি তদাখ্যাস্য নিগদ্যতে।
হন্তায়মদ্রিরিত্যাদৌ পদ্যে গোবর্দ্ধনাদ্রিবৎ ॥

তথা শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৩।৩২ ; ৪১)—

(৫৫) "ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি ! ।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥"
"অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি স্মৃতঃ ॥" ইতি ।

(৫৬) অস্যাত্র চরিতানুক্ত্যা নামানুক্ত্যা চ তত্র বৈ ।
পরস্পরমপেক্ষিত্বাদ্‌যুক্তা চৈকত্র সঙ্গতিঃ ॥

(৫৭) অত্রাগমনমাত্রেণ যদি স্যাদবতারতা ।
অন্যত্রাপি প্রসজ্যেত যথেষ্টং তৎপ্রকল্পনা ॥ ১৯ ॥

শ্রীঋষভঃ ॥ ১২ ॥ শ্রীপ্রথমে (ভা০ ১।৩।১৩)—

(৫৮) "অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥" ইতি ।

প্রসন্নঃ সন্ ধ্রুবগতিম্ অদাৎ। যৎ—যাং গতিম্, উপরিস্থিতা ভৃগ্বাদয়ো দিব্যাঃ স্তুবন্তি, অধঃস্থিতাস্তু সপ্তর্ষয়ঃ ॥ নন্বেষ কিমকস্মাৎ বৈকুণ্ঠাদাগত্য ধ্রুবায় বরং দত্ত্বা তমগাৎ, কিংবা মাতাপিতৃভ্যামস্যাভিব্যক্তিরস্তি ? ইতি সন্দেহো ন নিবর্ত্ততে, বাক্যাৎ বিশেষালাভাৎ. ইত্যত্রাহ, স্বায়ম্ভুবে ইতি। এতদুক্তং ভবতি—স্বায়ম্ভুবীয়ে যজ্ঞাদয়ঃ সচরিত্রা উক্তাঃ, তত্রৈব পৃশ্নিগর্ভোঽচরিত্র উক্তঃ, ধ্রুবপ্রিয়োঽপি তত্রৈবাভাণি, ন চ তন্নাম, ধ্রুবায় বরপ্রদানং চরিতন্তু উক্তং, ন চায়ং ধ্রুবপ্রদানকৃৎ যজ্ঞাদিষ্বন্তর্ভাব্যঃ, স্বায়ম্ভুবান্তরপালনস্য তচ্চরিতস্যোক্তত্বাৎ, তস্মাৎ পৃশ্নিগর্ভোঽয়ং তদ্দানচরিতকৃদিতি সিদ্ধম্। সামান্যস্য বিশেষপরত্বে দৃষ্টান্তঃ, হন্তায়মিতি (ভা০ ১০। ২১।১৮)। তত্র প্রকরণাৎ, ইহ তু পারিশেষ্যাদিতি বোধ্যম্ ॥ ত্বমেবেতি কৃষ্ণবাক্যম্। হে সতি !—দেবকি ! মাতঃ ।। অয়ং —বসুদেবঃ ॥ অস্যাত্রেতি। অস্য—পৃশ্নিগর্ভস্য। অত্র—শ্রীদশমে। তত্র—শ্রীদ্বিতীয়ে ॥ ননু পৃশ্নিগর্ভো ধ্রুবমাগত্য বরং তস্মৈ প্রাদাদিতি পৃথগয়মবতারোঽস্তু ? নৈবং, তথা সতি দাশরথিঃ কৃষ্ণশ্চ বহূন্ প্রতি গত ইতি তত্র তত্রাপি পৃথগবতারতা বক্তব্যা স্যাদিতি ॥ ১৯ ॥

(৫৯) শুক্লঃ পরমহংসানাং ধর্ম্মং জ্ঞাপয়িতুং প্রভুঃ।
ব্যক্তো গুণৈর্ব্বরিষ্ঠত্বাদ্‌বিখ্যাত ঋষভাখ্যয়া ॥

শ্রীপৃথুঃ ॥ ১৩ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১।৩।১৪)—

(৬০) "ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমাং হ্যোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ ॥" ইতি।

(৬১) মথ্যমানান্মুনিগণৈরসব্যাদ্‌বেণবাহুতঃ।
প্রাদুর্ভূতো মহারাজঃ শুদ্ধস্বর্ণরুচিঃ পৃথুঃ ॥ ২০ ॥

(৬২) আদ্যে ব্যক্তাঃ কুমারাদ্যাঃ পৃথ্বন্তাশ্চ ত্রয়োদশ।
কোল-মৎস্যৌ পুনর্ব্যক্তিং চাক্ষুষীয়ে তু জগ্মতুঃ ॥ ২১ ॥

অথ শ্রীনৃসিংহঃ ॥ ১৪ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১।৩।১৮)—

(৬৩) "চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্‌দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্।
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা ॥" ইতি।

(৬৪) অস্য লক্ষ্মীনৃসিংহাদ্যা বিলাসা বহবঃ স্মৃতাঃ।
তত্র পদ্মপুরাণাদৌ নানাবর্ণবিচেষ্টিতাঃ ॥

ঋষভাবতারমাহ, অষ্টমে ইতি। উরুক্রমঃ—হরিঃ, নাভেঃ—আগ্নীধ্রপুত্রাৎ, মেরুদেব্যাং জাতোঽভূৎ। চরিতমাহ, সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতং ধীরাণাং বর্ত্ম—পারমহংস্যাশ্রমং, দর্শয়ন্নিতি ॥ অস্য নাম ব্যঞ্জয়ন্নাহ, শুক্ল ইতি ॥ ঋষিভিরিতি। সঃ হরিঃ ঋষিভির্যাচিতঃ সন্, পার্থিবং বপুঃ—রাজদেহং, ভেজে। চরিতমাহ, ইমাং—পৃথিবীম্, ওষধীঃ—নিখিলানি বস্তূনি, অদুগ্ধ, অড়ভাব আর্ষঃ। হে বিপ্রাঃ!—শৌনকাদয়ঃ! তেন—পৃথিবীদোহনেন কর্ম্মণা, সঃ—পৃথ্ববতারঃ, উশত্তমঃ—অতিরম্যঃ ॥ নামাস্য ব্যনক্তি, মথ্যমানাদিতি। অসব্যাৎ—দক্ষিণাৎ। চতুর্থে (ভা০ ৪। ১৫—২৩ অ০) খ্যাতমস্য চরিতম্ ॥ ২০ ॥

কোল-মৎস্যাবিতি—আপাততঃ। প্রতিমন্বন্তরং মৎস্যস্য ব্যক্তেঃ ॥ ২১ ॥

চতুর্দ্দশমিতি। দৈত্যেন্দ্রং—হিরণ্যকশিপুম্, ঊরৌ নিপাত্য দদার। এরকাং—নিগ্রন্থিতৃণবিশেষং, যথা কটকৃৎ দারয়তি ॥ অস্যেতি নৃসিংহস্য। কথাস্ত পাদ্মাদৌ

(৬৫) ষষ্ঠেঽন্তরেঽব্ধিমথনান্নৃহরেঃ পূর্ব্বভাবিতা ।
অতঃ প্রাগেষ কূর্ম্মাদের্ব্যক্তিং ষষ্ঠেঽন্তরে গতঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীকূর্ম্মঃ ॥ ১৫ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৬) –

(৬৬) "সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্ ।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥" ইতি ।

(৬৭) পাদ্মে প্রোক্তং দধে ক্ষৌণীময়মেবার্থিতঃ সুরৈঃ ।
শাস্ত্রান্তরে তু ভূধারী কল্পাদৌ প্রকটোঽভবৎ ॥

শ্রীধন্বন্তরি-মোহিন্যৌ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৭)—

(৬৮) "ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥" ইতি ।

তত্র শ্রীধন্বন্তরিঃ ॥ ১৬ ॥

(৬৯) ষষ্ঠে চ সপ্তমে চায়ং দ্বিরাবির্ভাবমাগতঃ ॥

(৭০) ষষ্ঠেঽন্তরেঽব্ধিমথনাদ্ধৃতামৃতকমণ্ডলুঃ ।
উদ্গতো দ্বিভুজঃ শ্যাম আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ ॥
সপ্তমে চ তথারূপঃ কাশীরাজসুতোঽভবৎ ॥

দ্রষ্টব্যাঃ । "নানাকারা নৃসিংহাস্তে নানাচেষ্টাসমন্বিতাঃ । জনলোকে চ বৈকুণ্ঠে নিত্যধাম্নি চকাসতি ॥" ইতি । তত্রত্যস্থ বাক্যমেতৎ ॥ ব্যক্তিসময়ং তস্যাহ, ষষ্ঠেঽন্তরে ইতি । অব্ধিমথনাৎ, পূর্ব্বং নৃসিংহো জাতঃ । স্ফুটমন্যৎ ॥ ২২ ॥

সুরাসুরাণামিতি । কমঠঃ-- কূর্ম্মঃ, তদ্রূপেণ পৃষ্ঠে মন্দরাচলং দধ্রে । বিভুঃ- অজিতঃ ॥ পাদ্মে ইতি । অয়ং --পৃষ্ঠধৃতমন্দরঃ, সুরৈরর্থিতোঽধস্তাৎ ক্ষৌণীং দধে ইতি পাদ্মমতম্ । শাস্ত্রান্তরে--বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ তু, কল্পাদৌ যো ভূধারী কূর্ম্মঃ, স এব মন্দরং ধর্ত্তুং প্রকটোঽভূৎ । এষ পক্ষঃ স্থূলগ্রস্থাৎ উত্তরত্বাচ্চ সিদ্ধান্তো বোধ্যঃ ॥ ধান্বন্তরমিতি । দ্বাদশমং ধান্বন্তররূপং, ত্রয়োদশমঞ্চ হরে রূপমভূৎ । চরিতমাহ, অপায়য়দিতি --সুধামিতি শেষঃ । মোহিন্যা স্ত্রিয়া---তদ্বপুষা, অন্যান্-- অসুরান, মোহয়ন্নিতি । ধন্বন্তরিবপুষা সুধামানীয় মোহিনীবপুষা অসুরান্ মোহয়ন্

শ্রীমোহিনী ॥ ১৭ ॥

(৭১) দৈত্যানাং মোহনায়াসৌ প্রমোদায় চ ধূর্জ্জটেঃ।
অজিতো মোহিনীমূর্ত্ত্যা দ্বিরাবির্ভাবমাগতঃ ॥
(৭২) ইতি ষষ্ঠেঽত্র চত্বারো নৃসিংহাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবামনঃ ॥ ১৮ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৯)—

(৭৩) "পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥" ইতি।
(৭৪) বামনস্ত্রিরভিব্যক্তিং কল্পেঽস্মিন্ প্রতিপেদিবান্।
তত্রাদৌ দানবেন্দ্রস্য বাস্কলেরধ্বরং যযৌ ॥
ততো বৈবস্বতীয়েঽস্মিন্ ধুন্ধোর্মখমসৌ গতঃ।
অদিতৌ কশ্যপাজ্জাতঃ সপ্তমেঽস্য চতুর্যুগে ॥ *
প্রতিগ্রহকৃতে জাতাস্ত্রয় এব ত্রিবিক্রমাঃ ॥ ২৪ ॥

তাং সুরান্ অপায়য়দিত্যর্থঃ॥ তয়োঽবতারয়োর্বিশেষধর্ম্মানভিধাতুং তৌ বিবিচ্য দর্শয়তি, তত্র শ্রীধন্বন্তরিরিত্যাদিনা॥ ষষ্ঠে—চাক্ষুষীয়ে। সপ্তমে—বৈবস্বতীয়ে॥ তথারূপঃ—দ্বিভুজাদিলক্ষণঃ॥ দৈত্যানামিতি। ধূর্জ্জটেঃ—শিবস্য। অজিতঃ—ভগবান্। কূর্ম্মাদয়স্ত্রয়োঽজিতস্যাবতারাঃ॥ চত্বার ইতি—নৃসিংহ-কূর্ম্ম-ধন্বন্তরি-মোহিন্যঃ, চাক্ষুষীয়ে বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

পঞ্চদশমিতি। বামনকং—হ্রস্বরূপং, কৃত্বা—প্রকটয্য, বলেঃ, অধ্বরং—যজ্ঞম্, অগাৎ। পদত্রয়ং যাচমানঃ সন্, ত্রিপিষ্টপং—স্বর্গং, তস্মাৎ,প্রত্যাদিৎসুঃ—আচ্ছিদ্য শক্রায় দাতুমিচ্ছুঃ, ইতি ছলিত্বং ব্যজ্যতে॥ বামনস্য বিশেষধর্ম্মান্ বক্তুং, বামনস্ত্রিরিত্যাদি। অস্মিন্—ব্রাহ্মে, কল্পে। তত্র ব্রাহ্মকল্পে, আদৌ—স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে॥ অস্মিন্ বৈবস্বতীয়ে—বর্ত্তমানেঽন্তরে, ধুন্ধোঃ—তন্নাম্নোঽসুরস্য। যদুক্তং বামনে—"ধুন্ধোর্যজ্ঞে বরারোহে! ভগবান্ মধুসূদনঃ। দেহং বামনকং কৃত্বা গত্বা-

---

* "কশ্যপাজ্জাতঃ" ইত্যত্র "কশ্যপাদধিতিঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীভার্গবঃ ॥ ১৯ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১।৩।২০)—

(৭৫) "অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥" ইতি।

(৭৬) রেণুকা-জমদগ্নিভ্যাং গৌরো ব্যক্তিমসৌ গতঃ।
প্রাহুঃ সপ্তদশে কেচিদ্দ্বাবিংশেঽন্যে চতুর্যুগে ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ ॥ ২০ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১।৩।২২)—

(৭৭) "নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥" ইতি।

(৭৮) কৌশল্যায়াং দশরথান্নবদূর্ব্বাদলদ্যুতিঃ।
ত্রেতায়ামাবিরভবৎ চতুর্বিংশে চতুর্যুগে।
ভরতেন সুমিত্রায়া নন্দনাভ্যাঞ্চ সংযুতঃ ॥

(৭৯) অস্য শাস্ত্রে ত্রয়ো ব্যূহা লক্ষ্মণাদ্যা অমী স্মৃতাঃ।
ভরতোঽত্র ঘনশ্যামঃ সৌমিত্রী কনকপ্রভৌ ॥

(৮০) পাদ্মে ভরত-শত্রুঘ্নৌ শঙ্খ-চক্রতয়োদিতৌ।
শ্রীলক্ষ্মণস্তু তত্রৈব শেষ ইত্যভিশব্দিতঃ ॥ ২৬ ॥

যাচৎ ত্রিপিষ্টপম্ ॥" ইতি। অস্য—বৈবস্বতীয়স্য,সপ্তমে চতুর্যুগে কশ্যপাৎ অদিত্যাং জাতঃ ॥ ত্রয়োঽপি বামনাঃ প্রতিগ্রাহিণোঽভূবন্নিত্যাহ, প্রতিগ্রহেতি ॥ ২৪ ॥

অবতারে ইতি। নৃপান্,ব্রহ্মদ্রুহঃ—বিপ্রদ্বিষঃ, পশ্যন্ কুপিতো ভগবান্ পরশুরামঃ সন্, ত্রিঃ—ত্রিগুণং যথা স্যাৎ তথা, সপ্তকৃত্বঃ—সপ্তবারান্, একবিংশতিবারানিত্যর্থঃ, মহীং নিঃক্ষত্রামকরোৎ ॥ অস্য মাতাপিতরৌ জন্মকালঞ্চাহ, রেণুকেতি। প্রাহুরিতি—বৈবস্বতীয়স্যেতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

নরেতি। নরদেবত্বং—রাজেন্দ্রত্বং, শ্রীরামবপুষা প্রাপ্তঃ সন্। অতঃ পরম্—অষ্টাদশে অবতারে ॥ অস্য মাতাপিতরৌ জন্মকালং পার্ষদাংশ্চাহ, কৌশল্যায়ামিতি। চতুর্বিংশে চতুর্যুগে ইতি—বৈবস্বতীয়স্যেতি বোধ্যম্ ॥ শাস্ত্রে ইতি— স্কান্দে শ্রীরাম

শ্রীব্যাসঃ ॥ ২১ ॥ তত্রৈব (ভা° ১।৩।২১)—

(৮১) "ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥" ইতি।

(৮২) 'দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাম্' ইতি শৌরির্যদূচিবান্।
অতো বিষ্ণুপুরাণাদৌ বিশেষেণৈব বর্ণিতঃ॥

যথা (বি° পু° ৩।৪।৫ ; ম° ভা°, শা° প° ৩৪৬।১১)—

(৮৩) "কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্।
কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ভবেৎ॥" ইতি।

(৮৪) শ্রূয়তেঽপান্তরতমা দ্বৈপায়নমগাদিতি।
কিং সাযুজ্যং গতঃ সোঽত্র বিষ্ণ্বংশঃ সোঽপি বা ভবেৎ।
তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্বদন্তি চ॥ ২৭ ॥

অথ শ্রীরাম-কৃষ্ণৌ॥ শ্রীপ্রথমে (ভা° ১।৩।২৩)—

(৮৫) "একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রাম-কৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্॥" ইতি।

গীতায়ামিত্যর্থঃ। তত্র শ্রীরামস্য বাসুদেবত্বেন নির্ণীতত্বাৎ, লক্ষণাদ্যাস্ত্রয়ঃ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ ক্রমাদ্বোধ্যাঃ॥ পাদ্মে ইতি, পাদ্মে রামো নারায়ণ উক্তঃ, ভরতাদয়স্তু শঙ্খাদয় ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥

তত ইতি। পরাশরাৎ সত্যবত্যাং জাতঃ স দেবো বেদতরোঃ শাখাশ্চক্রে ; পুংসঃ—দ্বিজান্, অল্পমেধসঃ—মন্দপ্রজ্ঞান্, দৃষ্ট্বা॥ স্বমতং তৎস্বরূপমাহ, দ্বৈপায়নোঽস্মীতি, শৌরিঃ—কৃষ্ণঃ, ঊচিবান্ একাদশে (ভা° ১১।১৬।২৯)। বিশেষেণ—সাক্ষাদীশ্বরত্বেন॥ শ্রূয়তে নারায়ণীয়ে। অপগতম্ আন্তর-তমো যস্য স কশ্চিৎ তপস্বী বিপ্রঃ। অত্র—সাক্ষাদীশ্বরে দ্বৈপায়নে। সোঽপি—অপান্তরতমাঃ। তস্মাদিতি। সনকাদিবৎ আবেশোঽয়মিতি কেচিদাহুঃ॥ ২৭॥

একোনেতি। ভগবানিতি—স্বয়ংভগবত এব গোকুলাদিধাম্নোঽয়মবতারঃ, ন তু প্রদ্যুম্নস্যেত্যর্থঃ। এতেন বলদেবস্যাপি প্রদ্যুম্নাবতারত্বং নিরস্তং, শ্রীকৃষ্ণ-

তত্র শ্রীরামঃ ॥ ২২ ॥

(৮৬) এষ মাতৃদ্বয়ে ব্যক্তো জনকাদ্বসুদেবতঃ ।
যো নব্যঘনসারাভো ঘনশ্যামাম্বরঃ সদা ॥

(৮৭) সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি ।
পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্ ॥

(৮৮) শেষো দ্বিধা মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ ।
তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ ॥
শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাভিমানবান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ২৩ ॥

(৮৯) এষ মাতরি দেবক্যাং পিতুরানকদুন্দুভেঃ ।
প্রাদুর্ভূতো ঘনশ্যামো দ্বিভুজোঽপি চতুর্ভুজঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীবুদ্ধঃ ॥ ২৪ ॥ তত্রৈব (ভা০ ১।৩।২৪)

(৯০) "ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥" ২৯ ॥ ইতি।

ব্যূহস্য তদংশত্বাসম্ভবাদিতি বক্ষ্যতীভাবিঃ॥ অথ বিবিচ্য তৌ দর্শয়তি, তত্র শ্রীরাম ইত্যাদিনা॥ মাতৃদ্বয়ে ইতি—আদৌ দেবক্যা গর্ভে অভূৎ, ততো রোহিণীগর্ভে যোগমায়য়া নীত ইতি দ্বৈমাতুরো রাম ইত্যর্থঃ। ঘনসারঃ—কর্পূরঃ, তদাভঃ ॥ নন্ সঙ্কর্ষণঃ শেষঃ কথ্যতে ? তত্রাহ, পৃথ্বীধরেণেতি—ভূধারী শেষস্তং প্রবিষ্টঃ, অতস্তথোচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ শেষো দ্বিধেত্যাহ, শেষো দ্বিধেতি—আদ্যো জীবকোটিঃ, অন্ত্যস্তীশ্বরকোটিরিত্যর্থঃ॥ এষ ইতি—স্ফুটম্। যদ্যপ্যয়ং যশোদায়াঞ্চ জাতঃ, তথৈব প্রমাণসম্ভাবাচ্চ, তথাপি বহস্যত্বাৎ শাস্ত্রকৃতা ন স্ফুটীকৃত ইত্যুপরি নিবেদয়িষ্যামঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ ইতি। অজিনস্য সুতঃ, নাম্না বুদ্ধঃ। কীকটেষু—ধর্ম্মারণ্যাখ্যেষু গয়াপ্রদেশেষু ॥ ২৯ ॥

(৯১) অসৌ ব্যক্তঃ কলেরব্দসহস্রদ্বিতয়ে গতে।
মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণাস্য দ্বিভুজা চিকুরোজ্ঝিতা ॥ *

(৯২) যদা সূতঃ কথামাহ তদা বুদ্ধস্য ভাবিতা।
অধুনা বৃত্ত এবায়ং ধর্ম্মারণ্যে যদুদ্গতঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীকল্কী ॥ ২৫ ॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।২৫)—

(৯৩) "অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥" ইতি।

(৯৪) পূর্ব্বং মনুর্দশরথো বসুদেবোহপ্যসাবভূৎ।
ভাবী বিষ্ণুযশাশ্চায়মিতি পাদ্মে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

(৯৫) ঐশ্বর্য্যং কল্কিনস্তস্য ব্রহ্মাণ্ডে সুষ্ঠু বর্ণিতম্।
কৈশ্চিৎ কলৌ কলৌ বুদ্ধঃ স্যাৎ কল্কী চেত্যুদীর্য্যতে ॥

(৯৬) অষ্টৌ বৈবস্বতীয়েহমী কথিতা বামনাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

(৯৭) কল্পাবতারা ইত্যেতে কথিতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
প্রতিকল্পং যতঃ প্রায়ঃ সকৃৎ প্রাদুর্ভবন্ত্যমী ॥ ৩২ ॥

॥ * ॥ [ইতি লীলাবতারনিরূপণম্] ॥ * ॥

বুদ্ধস্যাবির্ভাবকালং রূপঞ্চাহ, অসাবিতি বিস্পষ্টার্থম্ ॥ ধর্ম্মারণ্যে গ্রামে ॥৩০॥

অথেতি। অসৌ—দেবো হরিঃ, বিষ্ণুযশসঃ—তন্নাম্নো বিপ্রাৎ, জনিতা—ভবিষ্যতি ॥ কোহয়ং বিষ্ণুযশাঃ ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, পূর্ব্বং মনুরিতি। অসৌ বসুদেবঃ পূর্ব্বং মনুঃ দশরথশ্চ অভূৎ, পরত্র, অয়মপি—বসুদেবোহপি, বিষ্ণুযশা ভাবী-ত্যন্বয়ঃ, স্বয়ংভগবৎপিতৃত্বাদিতি তদভিপ্রায়ঃ ॥ কৈশ্চিদিতি—বুদ্ধ-কল্কিনৌ প্রতিকলৌ স্যাতামিতি কৈশ্চিন্মতম্, অন্যেস্বষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয়কলাবেবেতি ভাবঃ ॥ অষ্টাবিতি—বামনাদয়োহষ্টৌ কল্কান্তা বৈবস্বতীয়ে স্যুঃ ॥ ৩১ ॥

কল্পাবতারা ইতি। সর্ব্বেষু ব্রাহ্মাদিকল্পেষু যদেতে, সকৃৎ—একবারং, ভবন্তঃ কল্পাবতারাঃ পঞ্চবিংশতিরেতে কথিতাঃ। প্রায় ইতি—বরাহো দ্বিরাবিঃ স্যাৎ,

---

* "চিকুরোজ্ঝিতা" ইত্যত্র 'শিখরোজ্ঝিতা" ইতি পাঠান্তরম্।

অথ মন্বন্তরাবতারাঃ।—

(১) মন্বন্তরাবতারোঽসৌ প্রায়ঃ শক্রারিহত্যয়া।
তৎসহায়ো মুকুন্দস্য প্রাদুর্ভাবঃ স্বরেষু যঃ॥

মৎস্যস্তু চতুর্দ্দশকৃত্ব ইতি ভাবঃ। ব্রহ্মণো মাসস্য ত্রিংশদ্‌বাসরান্তে ত্রিংশৎ কল্পাঃ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে উক্তাঃ—"প্রথমঃ শ্বেতকল্পস্তু দ্বিতীয়ো নীললোহিতঃ। বামদেবস্তৃতীয়স্তু ততো গাথান্তরোঽপরঃ॥ রৌরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠঃ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ। সপ্তমোঽথ বৃহৎকল্পঃ কন্দর্পোঽষ্টম উচ্যতে॥ সদ্যোঽথ নবমঃ প্রোক্তঃ * ঈশানো দশমঃ স্মৃতঃ। ধ্যান একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতোঽপরঃ॥ ত্রয়োদশ উদানস্তু গরুড়োঽথ চতুর্দ্দশঃ। কৌর্ম্মঃ পঞ্চদশো জ্ঞেয়ঃ পৌর্ণমাসী প্রজাপতেঃ॥ ষোড়শো নারসিংহস্তু সমাধিস্তু ততোঽপরঃ। আগ্নেয়ো বিষ্ণুজঃ সৌরঃ সোমকল্প স্ততোঽপরঃ †॥ দ্বাবিংশো ভাবনঃ প্রোক্তঃ সুপুমানিতি চাপরঃ ‡। বৈকুণ্ঠশ্চার্চ্চিসস্তদ্বৎ বল্মীকল্পস্ততোঽপরঃ §॥ সপ্তবিংশোঽথ বৈরাজো গৌরীকল্পস্তথাপরঃ। মাহেশ্বরস্তথা প্রোক্তস্ত্রিপুরো যত্র ঘাতিতঃ॥ পিতৃকল্পস্তথান্তে চ যঃ কুহূর্ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ। ত্রিংশৎ কল্পাঃ সমাখ্যাতা ব্রহ্মণো দিবসৈঃ সদা॥ অতীতাশ্চ ভবিষ্যাশ্চ বারাহো বর্ত্ততেঽধুনা। প্রতিপৎ ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা দ্বিতীয়ার্দ্ধস্য সাম্প্রতম্॥" ইতি। ইহ শ্বেতঃ—শ্বেতবারাহঃ, অয়মেব ব্রহ্মোৎপত্তিসময়ত্বাদ্‌ব্রাহ্মঃ; এবং পিতৃকল্প এব প্রথমপরার্দ্ধাবসানে পদ্মনির্ম্মিতলোকত্বাৎ পাদ্মঃ কথ্যতে। একস্য কল্পস্য মন্বন্তরাণি চতুর্দ্দশ ভবন্তি, একস্য মন্বন্তরস্য একসপ্ততিশ্চতুর্যুগাণি, চতুর্দ্দশমন্বন্তরাত্মকস্য তু সহস্রং চতুর্যুগাণীতি॥ ৩২॥

॥ * ॥ লীলাবতারা নিরূপিতাঃ॥ * ॥

মন্বন্তরাবতারান্ নির্দ্দেষ্টুমাহ, অথেতি। মনোঃ, অন্তরং—সময়ঃ, তত্র যোঽবতারঃ, স মন্বন্তরাবতারঃ। "বস্তুমধ্যে তথা ছিদ্রে ব্যবসায়েঽন্তরাত্মনি। অবকাশে বহির্যোগে বিশেষেঽবসরেঽন্তরম্॥" ইতি হলায়ুধঃ॥ তল্লক্ষণমাহ, মন্বন্তরেতি।

* "সদ্যোঽথ নবমঃ প্রোক্তঃ" ইত্যত্র "সত্যোঽথ নবমঃ কল্পঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

† "বিষ্ণুজঃ সৌরঃ সোমকল্প" ইত্যত্র "বিষ্ণুজো বংশঃ সোমবংশ" ইতি পাঠান্তরম্।

‡ "সুপুমানিতি" ইত্যত্র "সুপ্তবানিতি" ইতি, "সুপ্তমালীতি" ইতি চ পাঠান্তরম্।

§ "বল্মীকল্পস্ততোঽপরঃ" ইত্যত্র "বল্মীকল্পো যথান্তরঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

(২) যুক্তে কল্পাবতারত্বে যজ্ঞাদীনামপি স্ফুটম্।
মন্বন্তরাবতারত্বং তত্তৎপর্য্যন্তপালনাৎ ॥
(৩) মন্বন্তরেষমী স্বায়ম্ভুবীয়াদিষনুক্রমাৎ।
অবতারাস্তু যজ্ঞাদ্যা বৃহদ্ভান্বন্তিমা মতাঃ ॥
(৪) যজ্ঞস্তু পূর্ব্বমেবোক্তস্তেনাত্র ন বিলিখ্যতে ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ে স্বারোচিষীয়ে **বিভুঃ**। যথা অষ্টমস্কন্ধে (ভাঃ ৮।১।২১—২২)—

(৫) "ঋষেস্তু বেদশিরসস্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ।
তস্যাং জাতস্ততো দেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ ॥
(৬) অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ।
অন্বশিক্ষন্ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥" ২ ॥

তৃতীয়ে ঔত্তমীয়ে **সত্যসেনঃ**। (ভাঃ ৮।১।২৫—২৬)—

(৭) "ধর্ম্মস্য সূনৃতায়াস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ ॥
(৮) সোঽনৃতব্রত-দুঃশীলান্ অসতো যক্ষ-রাক্ষসান্।
ভূতদ্রুহো ভূতগণানবধীৎ সত্যজিৎসখঃ ॥" ৩ ॥

তত্তন্মন্বন্তরীয়-তত্তদিন্দ্রশত্রুহননেন তত্তদিন্দ্রসাহায্যকর-ভগবদবতারত্বম্ ॥ নন্থ মন্বন্তরাণাং কল্পানতিরেকাৎ এষাং কল্পাবতারতা বাঢ়ম্? তত্রাহ, যুক্তে ইতি। তথাপি মন্বন্তরপর্য্যন্তপালনাৎ তত্ত্বমুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ক্রমেণ তানাহ। যজ্ঞঃ—স্বায়ম্ভুবীয়ান্তরাবতারঃ, স তু লীলাবতারে প্রোক্তত্বাদিহ নোচ্যতে ॥ ১ ॥

স্বরোচিষোঽগ্নেঃ পুত্রঃ স্বারোচিষঃ,স এব মনুঃ, তদীয়েঽন্তরে,বিভুঃ—অবতারঃ। অবতারস্য পরিকরাস্ত্বমী বোধ্যাঃ। এবং সর্ব্বত্র ॥ ঋষেরিতি। বেদশিরসঃ—পিতুঃ সকাশাৎ, তুষিতায়াং—মাতরি, জাতো বিভুনামা ॥ ২ ॥

তৃতীয়ে ইতি। উত্তমঃ—প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ, তদীয়েঽন্তরে ইত্যর্থঃ ॥ ধর্ম্মস্যেতি—ধর্ম্মনাম্নঃ পিতুঃ সকাশাৎ, সূনৃতায়াং মাতরি, সত্যব্রতৈঃ—ভ্রাতৃভিঃ সহ, জাতো ভগবান্ সত্যসেননামা ॥ ভূতদ্রুহঃ—প্রাণিপীড়কান্। সত্যজিতঃ—ইন্দ্রস্য, সখা সন্ ॥ ৩ ॥

চতুর্থে তামসীয়ে **হরিঃ।** (ভাঃ ৮।১।৩০)—

(৯) "তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ।
হরিরিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ ॥" ইতি।

(১০) স্মর্য্যতেঽসৌ সদা প্রাতঃ সদাচারপরায়ণৈঃ।
সর্ব্বানিষ্টবিনাশায় হরির্দন্তীন্দ্রমোচনঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমে রৈবতীয়ে **বৈকুণ্ঠঃ।** (ভাঃ ৮।৫।৪—৫)

(১১) "পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥

(১২) বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ।
রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥" ইতি।

(১৩) মহাবৈকুণ্ঠলোকস্য ব্যাপকস্যাব্যয়াত্মনঃ।
প্রকটীকরণং সত্যোপরি কল্পনমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়ে **অজিতঃ।** (ভাঃ ৮।৫।৯—১০)—

(১৪) "তত্রাপি দেবঃ সম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ।
অজিতো নাম ভগবান্ অংশেন জগতীপতিঃ ॥

(১৫) পয়োধিং যেন নির্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা।
ভ্রমমাণোঽম্ভসি ধৃতঃ কূর্ম্মরূপেণ মন্দরঃ ॥" ৬ ॥ ইতি।

উত্তমভ্রাতা তামসঃ, তদীয়ান্তরে ॥ তত্রাপীতি। হরিমেধসঃ—পিতুঃ সকাশাৎ, হরিণ্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ হরিনামা ॥ ৪ ॥

রৈবতঃ—তামস-সোদরঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ পত্নীতি। শুভ্রাৎ—পিতুঃ, বিকুণ্ঠায়াং—মাতরি, বৈকুণ্ঠৈঃ—ভ্রাতৃভিঃ সহ, জাতো ভগবান্ বৈকুণ্ঠনামা ॥ বৈকুণ্ঠো যেন কল্পিত ইত্যর্থঃ ॥ তদ্ব্যাচষ্টে, মহাবৈকুণ্ঠেতি। কল্পিতঃ—কৢপ্ সামর্থ্যে ধাতুরিত্যর্থাৎ স্বসামর্থ্যেন সত্যলোকোপরি প্রকাশিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

চক্ষুষঃ পুত্রঃ চাক্ষুষঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ তত্রাপি দেব ইতি। বৈরাজাৎ—পিতুঃ, সম্ভূত্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ অজিতনামা ॥ ৬ ॥

(১৬) বৈবস্বতান্তরে ব্যক্তঃ পুরৈবোক্তঃ স বামনঃ ॥ ৭॥

ভবিষ্যাঃ সপ্ত কথ্যন্তে তে সাবর্ণ্যন্তরাদিষু ॥

অষ্টমে সাবর্ণীয়ে **সার্ব্বভৌমঃ।** (ভা০ ৮।১৩।১৭)—

(১৭) "দেবগুহ্যাৎ সরস্বত্যাং সার্ব্বভৌম ইতি প্রভুঃ।

স্থানং পুরন্দরাৎ হৃত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ ॥" ৮ ॥

নবমে দক্ষসাবর্ণীয়ে **ঋষভঃ।** (ভা০ ৮।১৩।২০)—

(১৮) "আয়ুষ্মতোঽম্বুধারায়াম্ ঋষভো ভগবান্ কিল।

ভবিতা যেন সংরাদ্ধাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতেঽদ্ভুতঃ ॥" ৯ ॥

দশমে ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে **বিষ্বক্সেনঃ।** (ভা০ ৮।১৩।২৩)—

(১৯) "বিষ্বক্সেনো বিষূচ্যাস্তু শম্ভোঃ সখ্যং করিষ্যতি।

জাতঃ স্বাংশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বজিতো বিভুঃ ॥" ১০ ॥

একাদশে ধর্ম্মসাবর্ণীয়ে **ধর্ম্মসেতুঃ।** (ভা০ ৮।১৩।২৬)—

(২০) "আর্য্যকস্য সুতস্তত্র ধর্ম্মসেতুরিতি স্মৃতঃ।

বৈধৃতায়াং হরেরংশস্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥" ১১ ॥

বৈবস্বতীয়ান্তরাবতারো বামনঃ, স তু পূর্ব্বমুক্তঃ, ইতি নাত্রোচ্যতে। বিবস্বতঃ সূর্য্যস্য পুত্রো বৈবস্বতঃ—শ্রাদ্ধদেবো মনুঃ, তদীয়েঽন্তরে বামন ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সূর্য্যাচ্ছায়ায়াং জাতঃ সাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ দেবেতি। দেবগুহ্যাৎ—পিতুঃ, সরস্বত্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ সার্ব্বভৌমনামা ॥ ৮ ॥

দক্ষসাবর্ণিঃ—বরুণপুত্রো মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ আয়ুষ্মতঃ—পিতুঃ সকাশাৎ, অম্বুধারায়াং—মাতরি, জাতো ভগবান্ ঋষভনামা। যেন সংরাদ্ধাম্—অর্জ্জিতাং, ত্রিলোকীম্, অদ্ভুতঃ—ইন্দ্রঃ, ভোক্ষ্যতে ॥ ৯ ॥

উপশ্লোকপুত্রঃ ব্রহ্মসাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ বিষ্বগিতি। বিশ্বজিতঃ—পিতুঃ, বিষূচ্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ বিষ্বক্সেননামা, শম্ভুনাম্নঃ ইন্দ্রস্য সখ্যং করিষ্যতি ॥ ১০ ॥

ধর্ম্মসাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ আর্য্যকেতি। আর্য্যকাৎ—পিতুঃ, বৈধৃতায়াং—মাতরি, জাতো ভগবান্ ধর্ম্মসেতুনামা, ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥ ১১ ॥

দ্বাদশে রুদ্রসাবর্ণীয়ে **সুধামা** । (ভা০ ৮।১৩।২৯)—

(২১) "সুধামাখ্যো হরেরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ।
অন্তরং সত্যসহসঃ সূনৃতায়াঃ সুতো বিভুঃ॥" ১২॥

ত্রয়োদশে দেবসাবর্ণীয়ে **যোগেশ্বরঃ** । (ভা০ ৮।১৩।৩২)—

(২২) "দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্ত্তা দিবস্পতেঃ।
যোগেশ্বরো হরেরংশো বৃহত্যাং সম্ভবিষ্যতি॥" ১৩॥

চতুর্দ্দশে ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে **বৃহদ্ভানুঃ** । (ভা০ ৮।১৩।৩৫)—

(২৩) "সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তথা হরিঃ।
বিনতায়াং মহারাজ ক্রিয়াতন্তূন্ বিতায়িতা॥" ১৪॥ ইতি।

(২৪) যজ্ঞ-বামনয়োস্তত্র পুনরুক্তিতয়া দ্বয়োঃ।
মন্বন্তরাবতারাস্তু সংখ্যায়াং দ্বাদশোদিতাঃ॥ ১৫॥

॥ * ॥ [ইতি মন্বন্তরাবতারাঃ] ॥ * ॥

অথ যুগাবতারাঃ।—

(২৫) কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥

রুদ্রসাবর্ণিঃ—মনুঃ তদীয়ে ইত্যর্থঃ॥ সুধামেতি। সত্যসহসঃ—পিতুঃ, সূনৃতায়াশ্চ—মাতুঃ, সুতঃ সন্, সুধামাখ্যো ভগবান্ তস্য মনোরন্তরং সাধয়িষ্যতি॥১২॥

দেবসাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ॥ দেবেতি। দেবহোত্রাৎ—পিতুঃ, বৃহত্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ যোগেশ্বরনামা, দিবস্পতেঃ—ইন্দ্রস্য, উপহর্ত্তা—কার্য্যসাধকঃ, ভবিষ্যতি॥ ১৩॥

ইন্দ্রসাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ॥ সত্রেতি। সত্রায়ণাৎ—পিতুঃ, বিনতায়াং—মাতরি, জাতো হরির্বৃহদ্ভানুনামা, ক্রিয়াতন্তূন্—কর্ম্মসন্ততীঃ, বিস্তারয়িষ্যতি॥ ১৪॥

যজ্ঞেতি। পূর্ব্বসংখ্যায়াং দ্বাদশৈব মিশ্রণীয়া ইতি ভাবঃ॥ ১৫॥

॥ * ॥ এতেন মন্বন্তরাবতারা নিরূপিতাঃ॥ * ॥

(২৬) উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ।
মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ ॥ ১৬ ॥

(২৭) কল্প-মন্বন্তর-যুগ-প্রাদুর্ভাববিধায়িনঃ।
অবতারা ইমে ত্বেকচত্বারিংশদুদীরিতাঃ ॥ ১৭ ॥

(২৮) বৃত্তা ব্রাহ্মাদয়ঃ কল্পাঃ পাদ্মান্তাস্তে সহস্রশঃ।
বর্ত্তমানস্তু কল্পোঽয়ং শ্বেতবারাহ উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

(২৯) ব্রাহ্মকল্পপ্রথমজে ব্যক্তাঃ স্বায়ম্ভুবান্তরে।
কুমার-নারদাদ্যাশ্চ চাক্ষুষীয়াদিষন্তরে ॥ ১৯ ॥

(৩০) প্রায়ঃ স্বায়ম্ভুবাদ্যাখ্যাঃ কল্পে কল্পে ভবন্ত্যমী।
মনবস্তেঽবতারাশ্চ তথা যজ্ঞাদিনামকাঃ ॥ ২০ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবজ্রপ্রশ্নঃ—

(৩১) "য এতে ভবতা প্রোক্তা মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।

যুগাবতারান্ বক্তুম্, অথেতি ॥ বর্ণ-নামভ্যাম্ ইতি চতুর্ষু যোজ্যম্। কলৌ কৃষ্ণ ইতি সামান্যতঃ সর্ব্বেষু কলিষু; "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ" ইতি শ্রীহরিবংশাৎ। যস্মিন্ কলৌ স্বর্ণগৌরঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্যাৎ, তদা কৃষ্ণঃ স তত্রান্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্। এতে চৈকাদশে (ভা° ১১।৫।২০—৩১) করভাজনেনোক্তা দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ননু যুগাবতারঃ কস্মাৎ আবিঃ স্যাৎ? তত্রাহ, উপাসনেতি। যো হি মন্বন্তরাবতারঃ, স এব মন্বন্তরস্য তত্তদ্যুগেষু তথা তথা আবিঃ স্যাৎ, ন তু গর্ভোদকশয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বান্ অবতারান্ সংখ্যাতি, কল্পেতি। কল্পাবতারাঃ পঞ্চবিংশতিঃ, মন্বন্তরাবতারা দ্বাদশ, যুগাবতারাস্তু চত্বারঃ, ইতি মিলিতাস্ত্বেকচত্বারিংশৎ ॥ ১৭ ॥

বৃত্তা ইতি—অতীতা ইত্যর্থঃ। শ্বেতবারাহঃ—দ্বিতীয়পরার্দ্ধগতো বোধ্যঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মেতি। ব্রাহ্মকল্পস্য আদ্যৌ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে কুমারাদ্যাস্ত্রয়োদশ বভূবুঃ, চাক্ষুষীয়ে তু নৃসিংহাদয়ো দ্বাদশ, বরাহ-মৎস্যৌ চ অত্রাপি বভূবতুঃ, "আদ্যে ব্যক্তাঃ কুমারাদ্যাঃ" (৪৩ পৃ°) ইতি প্রাগুক্তেঃ। অন্যস্মিন্ অন্যে ॥ ১৯ ॥

মনূনাং মন্বন্তরাবতারাণাঞ্চ প্রতিকল্পং তুল্যনামতামাহ, প্রায় ইতি—অগূঢ়ার্থম্ ॥ ২০ ॥

নিত্যং ব্রহ্মদিনে প্রাপ্তে এত এব ক্রমাদ্‌দ্বিজ ! ।
ভবন্ত্যতান্যে ধর্ম্মজ্ঞ ! এতং মে ছিন্ধি সংশয়ম্‌ ॥”

শ্রীমার্কণ্ডেয়োত্তরম্‌—

(৩২) “এত এব মহারাজ ! মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ।
কল্পে কল্পে ত্বয়া জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

(৩৩) একরূপাস্ত্বয়া প্রোক্তা জ্ঞাতব্যাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ *
কেচিৎ কিঞ্চিদ্‌বিভিন্নাশ্চ মায়য়া পরমেশিতুঃ ॥” ২১ ॥ ইতি ।

(৩৪) অবতারাশ্চতুর্দ্ধা স্যুরাবেশাঃ প্রাভবা অপি ।
অথৈব বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থাশ্চ তত্র তে ॥ ২২ ॥

(৩৫) তত্রাবেশাবতারাস্তু জ্ঞেয়াঃ পূর্ব্বোক্তরীতিতঃ ।
যথা কুমার-দেবর্ষি-বেণাঙ্গপ্রভবাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥

যথা পাদ্মে—

(৩৬) “আবিষ্টোঽভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরির্বিভুঃ ॥”

যথা তত্রৈব—

(৩৭) “আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শঙ্খী চক্রী চতুর্ভুজঃ ।” ইতি ।

(৩৮) আবিষ্টো ভার্গবে চাভূদিতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্‌ ॥

তথাহি—

(৩৯) “এতৎ তে কথিতং দেবি ! জামদগ্নের্মহাত্মনঃ ।
শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোঃ ॥” ২৪ ॥ ইতি ।

অত্রার্থে প্রমাণং দর্শয়িতুং, তথাহীতি ॥ য এতে ইত্যাদিকম্‌ অগূঢ়ার্থম্‌ ॥ ২১ ॥

উক্তান্‌ অবতারান্‌ বিধান্তরেণ বিভজতি, অবতারা ইতি ॥ ২২ ॥

যথেতি । কুমারেষু নারদে চ জ্ঞানকলয়া ভক্তিকলয়া চ, পৃথৌ পরশুরামে কল্কিনি চ শক্তিকলয়া হরেরাবেশঃ ॥ ২৩ ॥

আবিষ্টোঽভূদিত্যাদিকং স্ফুটার্থম্‌ ॥ ভার্গবে—পরশুরামে ॥ তত্রৈব—পাদ্মে এব ॥ তদ্দর্শয়তি, তথাহীতি ॥ এতৎ—কার্ত্তবীর্য্যবধাদিকম্‌ ॥ ২৪ ॥

---

* “প্রোক্তা” ইত্যত্র “কল্পা” ইতি পাঠান্তরম্‌ ।

(৪০) আবেশত্বং কল্কিনোঽপি বিষ্ণুধর্ম্মে বিলোক্যতে ॥

যথা—

(৪১) "প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ ।
কৃতাদিম্বিব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥ *
(৪২) কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্ ।
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥
(৪৩) পূর্ব্বোৎপন্নেষু ভূতেষু তেষু তেষু কলৌ প্রভুঃ । †
কৃত্বা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥" ইতি ।
(৪৪) অতোঽমীম্ববতারত্বং পরং স্যাদৌপচারিকম্ ॥ ২৫ ॥

অথ প্রাভব-বৈভবাঃ ।—

(৪৫) হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থেভ্য ঊনকাঃ ।
শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাৎ তে তত্তদাখ্যকাঃ ॥ ২৬ ॥
(৪৬) প্রাভবাশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্রচক্ষুষা ।
একে নাতিচিরব্যক্তা নাতিবিস্তৃতকীর্ত্তয়ঃ ॥

প্রত্যক্ষেতি । কৃতাদিম্বেব ত্রিষু যুগেষু দেবঃ প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দৃশ্যতে, ন তু কলৌ, অতোঽসৌ ত্রিযুগঃ কথ্যতে। ন চৈবং কৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রত্যক্ষরূপত্বং ন স্যাদিতি বাচ্যং, তস্য কলিযুগাবতারত্বাভাবাৎ ; প্রতিকলি কৃষ্ণবর্ণোঽবতারঃ স্মর্য্যতে, স চ জীববিশেষ এব, কলিবিশেষে তু গর্গোক্তঃ পীতঃ সাক্ষাৎ ঈশ্বর এব, তদা কৃষ্ণবর্ণস্তত্র প্রবিষ্ট ইতি সর্ব্বং সুস্থম্ ॥ অত ইতি। অমীষু—কুমারাদিষু কল্ক্যন্তেষু পঞ্চসু ॥ ২৫ ॥

অথেতি ॥ প্রাভব-বৈভবানামুভয়েষাং সামান্যলক্ষণং, হরীতি। তেষাং ভেদকমাহ,শক্তীতি। প্রাভবেষু অল্পাঃ শক্তয়ঃ, বৈভবেষু তেভ্যোঽধিকাস্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬॥

প্রাভবান্ বিভজতি, প্রাভবাশ্চেতি। বিভাজকান্ ধর্ম্মান্ আহ, একে নাতি-

* "তেনৈব" ইত্যত্র "তেনাসৌ" ইতি পাঠান্তরম্ ।
† "প্রভুঃ" ইত্যত্র "হরিঃ" ইতি পাঠান্তরম্ ।

তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ ॥
(৪৭) অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যুর্মুনিচেষ্টিতাঃ।
ধন্বন্তর্য্যৃষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে ॥ ২৭ ॥
(৪৮) অথ স্যুর্বৈভবাবস্থাস্তে চ কূর্ম্মো ঝষাধিপঃ।
নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহ-হয়াননৌ ॥
(৪৯) পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
ইত্যমী বৈভবাবস্থা একবিংশতিরীরিতাঃ ॥ ২৮ ॥
(৫০) তত্র ক্রোড়-হয়গ্রীবৌ নবব্যূহান্তরোদিতৌ।
মন্বন্তরাবতারেষু চত্বারঃ প্রবরাস্তথা ॥
(৫১) তে তু শ্রীহরি-বৈকুণ্ঠৌ তথৈবাজিত-বামনৌ ॥
ষড়মী বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থোপমা মতাঃ ॥ ২৯ ॥
(৫২) কেষাঞ্চিদেষাং স্থানানি লিখ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ।
যত্র যত্র বিরাজন্তে যানি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদীনাং বাক্যং তত্র প্রমাণ্যতে ॥ ৩০ ॥

চিরস্থিতয়ঃ মোহিন্যাদয়ঃ ষট্ ॥ চিরস্থিতয়ো মুনিচেষ্টিতাস্তু ধন্বন্তর্য্যাদয়ঃ পঞ্চ। ইত্যুভয়েঽমী একাদশ প্রাভবাঃ ॥ ২৭ ॥

সামান্যতো লক্ষিতান্ বৈভবান্ বিশিষ্যাহ, অথ স্যুরিতি। নারায়ণ-নরসখয়োঃ ঐক্যাৎ একবিংশতিরিত্যুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। যজ্ঞাদ্যাঃ—মন্বন্তরাবতারাঃ ॥ ২৮ ॥

একবিংশতিসংখ্যেষু বৈভবেষু মধ্যে বরাহাদীনাং বিশেষমাহ, তত্রেতি—একবিংশত্যাবিত্যর্থঃ। নবেতি—"চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ। হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥" ইতি যে নবব্যূহাঃ, তন্মধ্যোদিতৌ ক্রোড়-হয়গ্রীবৌ, মন্বন্তরাবতারেষু হরিবৈকুণ্ঠাজিতবামনাঃ চত্বারঃ, অমী ষট্ বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থতুল্যা ভবন্তি, ইতি একবিংশতৌ এষাং ষণ্ণাং বৈশিষ্ট্যং, শক্ত্যাধিক্য-প্রকটনাৎ ॥ ২৯ ॥

কেষাঞ্চিৎ ধামানি বৈশিষ্ট্যাববোধায় বাচ্যানীত্যাহ, কেষাঞ্চিদিতি ॥ ৩০ ॥

তথাহি—

(৫৩) "তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ।
মহাতলেতি বিখ্যাতো রক্তভৌমশ্চ পঞ্চমঃ॥
সরো বরং ভবেৎ তত্র যোজনানাং দশাযুতম্।
স্বয়ঞ্চ তত্র বসতি কূর্ম্মরূপধরো হরিঃ॥ ৩১॥

(৫৪) তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ।
তত্রাস্তে সরসী দিব্যা যোজনানাং শতত্রয়ম্॥
তস্যাং স বসতে দেবো মৎস্যরূপধরো হরিঃ॥ ৩২॥

(৫৫) নারায়ণো নরসখো বসতে বদরীপদে॥ ৩৩॥

(৫৬) নৃবরাহস্য বসতির্মহর্লোকে প্রকীর্ত্তিতা।
যোজনানাং প্রমাণেন অযুতানাং শতত্রয়ম্॥ ৩৪॥

(৫৭) অযুতানি চ পঞ্চাশৎ শেষস্থানং মনোহরম্॥ ৩৫॥

(৫৮) স এব লোকো বারাহঃ কথিতস্তু স্বয়ংপ্রভঃ॥ *
লোকোঽহয়মসংলগ্নঃ সর্ব্বাধস্তান্মনোহরঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ শ্বেতরূপধরো বসেৎ॥ ৩৬॥ †

(৫৯) তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ।
পীতভৌমশ্চতুর্থস্তু গভস্তিতলসংজ্ঞকঃ॥

কূর্ম্মস্য তাবদাহ, তস্যোপরীতি দ্বাভ্যাম্। তস্য—তলাতলস্য॥ ৩১॥

মৎস্যস্যাহ, তস্যেতি সার্দ্ধকেন। অপরঃ—রসাতলঃ॥ ৩২॥

নারায়ণস্যাহ, নারায়ণ ইত্যর্দ্ধকেন॥ ৩৩॥

নরাকারি-বরাহস্যাহ, নৃবরাহস্যেত্যেকেন। কীদৃশং তৎ? ইত্যাহ, যোজনানামিতি—প্রমাণেনাযুতানাং যোজনানাং শতত্রয়ং, তৎপরিমিতং তদিত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

অথ শেষস্যাহ, অযুতানি চেত্যর্দ্ধকেন॥ ৩৫॥

চতুষ্পাদবরাহস্যাহ, স এবেতি সার্দ্ধকেন। শেষস্থানসম ইত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

---

* "স্বয়ংপ্রভঃ" ইত্যত্র "স্বয়ংপ্রভুঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

† "শ্বেতরূপধরো বসেৎ" ইত্যত্র "শতরূপধরোঽবসৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবো হয়শিরোধরঃ।
শশাঙ্কশতসঙ্কাশঃ শাতকুম্ভবিভূষণঃ ॥ ৩৭ ॥
(৬০) পৃশ্নিগর্ভস্য বসতির্ব্রহ্মণো ভুবনোপরি ॥ ৩৮ ॥
(৬১) বাসস্তত্র প্রলম্বারের্যত্রৈবাঘরিপোর্ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥
(৬২) এতস্যৈবাংশভূতোঽয়ং পাতালে বসতি স্বয়ম্।
নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালাবিভূষিতঃ ॥
ধারয়ন্ শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাং ফণাবলীম্।
লাঙ্গলী মুষলী খড়্গী নীলাম্বরবিভূষিতঃ ॥ ৪০ ॥
(৬৩) ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ হরের্লোকো বিরাজতে ॥
(৬৪) স্বর্লোকে বসতির্বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
তথা বৈকুণ্ঠলোকে চ স্বয়মাবিষ্কৃতো হি সঃ ॥
(৬৫) অজিতস্য নিবাসস্তু ধ্রুবলোকে সমর্থিতঃ ॥
ভুবর্লোকে তু বসতির্বামনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥
(৬৬) ত্রিবিক্রমস্য বসতিস্তপোলোকে প্রকীর্ত্তিতা।
তথাস্য ব্রহ্মলোকস্থো দিব্যো নারায়ণাশ্রমঃ ॥
ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ নিবাসোঽনেন নির্ম্মিতঃ ॥”
(৬৭) হরিবংশে সুরেন্দ্রেণ কথিতো সঃ সুরর্ষয়ে ॥

হয়গ্রীবস্যাহ, তত্রাস্তেতি দ্বয়েন ॥ ৩৭ ॥

পৃশ্নিগর্ভস্যাহ, পৃশ্নীত্যর্দ্ধকেন ॥ ৩৮ ॥

বলদেবস্যাহ, বাসস্তত্রেত্যর্দ্ধকেন। যত্র—গোকুলাদৌ, কৃষ্ণস্য বাসঃ, তত্রৈব, ইতি দ্বয়োর্নিত্যসংযোগ উক্তঃ ॥ ৩৯ ॥

নন্বু মহীধারিণঃ শেষস্য ক্ব ধাম ? ইত্যত্রাহ, এতস্যেতি। প্রলম্বার্য্যংশো ভূধারী শেষস্তদাবেশীত্যর্থঃ। বাগ্মী—সনকাদীন্ প্রতি শ্রীভাগবতং কথয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মন্বন্তরাবতারেষু যে চত্বারো বিশিষ্টা হর্য্যাদয়ঃ, তেষাং ধামান্যাহ, ব্রহ্মলোকেতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্ ॥ ৪১ ॥

ত্রিবিক্রমস্যাহ, ত্রিবিক্রমস্যেত্যাদিত্রয়েণ। অনেন—ত্রিবিক্রমেণ ॥ হরিবংশে ইতি।

তথাহি (হ০ বং০ ১২৭।৩৭)—

(৬৮) "ইদং ভঙ্‌ক্ত্বা মদীয়স্তু ভগবন্! বিষ্ণুনা কৃতম্।
উপর্য্যুপরিলোকানামধিকং ভুবনং মুনে!॥" ৪২॥ ইতি।

(৬৯) সর্ব্বেষামবতারাণাং পরব্যোম্নি চকাসতি।
নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে॥

তথাহি পাদ্মে—

(৭০) "বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ।
অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্য-কূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ॥" ৪৩॥ ইতি।

॥ * ॥ [ইতি অবতার-তৎস্থাননিরূপণম্] ॥ * ॥

(১) অথ কৃষ্ণো নরভ্রাতুরবতার ইতি ক্বচিৎ।
উপেন্দ্রস্যেতি চ ক্বাপি ভাত্যসৌ নাতিকোবিদাম্॥ ১॥

যথা স্কান্দে—

(২) "ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাভিধৌ।
চন্দ্রবংশমনু প্রাপ্য জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনাবুভৌ॥"

যঃ—ব্রহ্মলোকোপরি স্থিতঃ ত্রিবিক্রমস্য নিবাসঃ॥ ইদমিতি। ইদং মদীয়ং—স্বর্গাখ্যং স্থানং, ভঙ্‌ক্ত্বা—পাদপ্রহারেণ ভগ্নং কৃত্বেত্যর্থঃ। মুনে!—হে নারদ!। উপরিলোকানামুপরীতি যোজ্যম্, অন্যথা লোকান্ ইতি দ্বিতীয়য়া ভাব্যম্। স্বর্গোপরিতলেষু লোকেষু সত্যপর্য্যন্তেষু ত্রিবিক্রমেণ ভুবনানি দিব্যানি কৃতানীতি॥ ৪২॥

অথ পরব্যোম্নি সর্ব্বেষাম্ অবতারাণাং ধামানি সন্তীতি জ্ঞাপয়িতুমাহ, সর্ব্বেষামিতি॥ তত্র প্রমাণং, বৈকুণ্ঠেতি—স্ফুটার্থঃ॥ ৪৩॥

॥ * ॥ ইতি অবতারাস্তেষাং স্থানানি চ নিরূপিতাঃ॥ * ॥

এতাবতা প্রবন্ধকেন কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং, শ্রীশাদীনাং তদ্বিলাসাদিত্বঞ্চ উক্তং; তদসহিষ্ণোঃ বিষ্বক্‌সেনানুযায়িনঃ বাক্যম্ অনুবদন্ নিরস্যতি, অথেতি। নরভ্রাতুঃ—বদরীপতেঃ, উপেন্দ্রস্য—বামনস্য, অবতারঃ, অসৌ—কৃষ্ণঃ, নাতিকোবিদাম্—অবিচারিতশাস্ত্রানাম্ আপাতার্থগ্রাহিণাং, ভাতি—তত্তদবতারতয়া প্রতীতো ভবতি; সুকোবিদাস্তু স্বয়ংরূপতয়া নিশ্চিতোঽসাবিত্যর্থঃ॥ ১॥

শ্রীচতুর্থে চ (ভা০ ৪৮।৪৯)—

(৩) "তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদু-কুরূদ্বহৌ॥"

এতদুপোদ্বলকং শ্রীদশমে(ভা০ ১০।৬৯।১৬)—

(৪) "সংপূজ্য দেব ঋষিবর্য্যমৃষিঃ পুরাণো
নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।
বাণ্যাভিভাষ্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং
প্রাহ প্রভো! ভগবতে করবাম হে কিম্॥" ২॥ ইতি।

উপেন্দ্রাবতারত্বঞ্চ যথা হরিবংশে শক্রবচনে (হ০ বং০ ১২৭।৩৪)—

(৫) "ঐন্দ্রং বৈষ্ণবমংশ্যৈব মুনে! ভাগমহং দদৌ।
যবীয়াংসমহং প্রেম্ণা কৃষ্ণং পশ্যামি নারদ!॥" ৩॥ ইতি।

তদনুযায়িনো ভ্রামকাণি বাক্যান্যাহ, ধর্ম্মেতি। পূর্ব্বপক্ষার্থঃ স্ফুটঃ। বস্তুর্থস্তু কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কর্ত্তারৌ, ধর্ম্মপুত্রৌ নর-নারায়ণৌ কর্ম্মণী, প্রাপ্য—আত্মসাৎকৃত্য, চন্দ্রবংশম্ অনু জাতাবিতি। স্বয়ংভগবত্যবতীর্ণে তৎস্বাংশাঃ তস্মিন্ প্রবিশন্তীতি নির্ণয়াৎ॥ তাবিতি। হরেঃ—ক্ষীরাব্ধিপতেঃ, অংশৌ নর-নারায়ণৌ, ইহ—ভূর্লোকে, আগতৌ, তস্যা ভারব্যয়ায়, কৃষ্ণৌ—বাসুদেবার্জ্জুনৌ, অভূতামিতি পূর্ব্বপক্ষেঽর্থঃ। বস্তুর্থস্তু তৌ হরেরংশৌ নরনারায়ণৌ কর্ত্তারৌ, ইহ—দ্বাপরান্তে, কৃষ্ণৌ, আগতৌ—প্রবিষ্টৌ; বাসুদেবে নারায়ণঃ, অর্জ্জুনে তু নরঃ প্রাবিশদিত্যর্থঃ॥ এতদিতি। উপোদ্বলকং—পোষকম্॥ সংপূজ্যেতি। পূর্ব্বপক্ষার্থঃ স্ফুটঃ। বস্তুর্থস্তু, সর্ব্বতত্ত্বাশ্রয়ত্বাৎ নারায়ণঃ, কল্পাদৌ ব্রহ্মণোঽপি উপদেষ্টৃত্বাৎ পুরাণ ঋষিঃ, নরৈঃ সার্দ্ধং বিহারিত্বাৎ নরসখঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ, দেবঃ—ক্ষত্রলীলত্বাৎ, ঋষিবর্য্যং—নারদম্, উদিতেন বিধিনা সংপূজ্যেতি। অন্যৎ প্রকটার্থম্॥ ২॥

এবং বদরীপত্যবতারত্বং কৃষ্ণস্যোক্ত্বা উপেন্দ্রাবতারত্বমাহ, ঐন্দ্রমিতি—পারিজাতপ্রসঙ্গে শক্রবাক্যম্। মুনে!—হে নারদ!, বৈষ্ণবং ভাগম্ অহম্ অস্যৈব দদৌ ইতি—উত্তম-গলি রূপম্। ভাগং বিশিনষ্টি, ঐন্দ্রম্—ইন্দ্রেণ ময়া রচিতম্। যো যজ্ঞভাগো ময়া বিষ্ণোঃ পূর্ব্বং কল্পিতঃ, সঃ, অস্য—কৃষ্ণস্যৈব, বামনস্য সতো ময়া দত্তঃ, ইতি মহদানুকূল্যাং মৎকৃতমভূৎ। অথ প্রতিকূলধিয়মপি তমহং ন দ্বেষ্মি,

(৬) তদেতদুভয়ত্বং ন ভবেৎ কৃষ্ণে বিরোধতঃ।
অংশত্বং হি তয়োরুক্তং পরাবস্থত্বমস্য তু ॥ ৪ ॥

(৭) নরভ্রাতুরিহাংশত্বম্ এতে চাংশেতি বক্ষ্যতে।
উপেন্দ্রস্য তথাত্বঞ্চ হরিবংশেঽপি দৃশ্যতে ॥

তথাহি দেবর্ষিবচনম্ (হ০ বং০ ১২৮।২১—২৩)—

(৮) "অদিত্যা তপসা বিষ্ণুর্মহাত্মারাধিতঃ পুরা।
বরেণচ্ছন্দিতা তেন পরিতুষ্টেন চাদিতিঃ।
তয়োক্তস্ত্বাদৃশং পুত্রমিচ্ছামীতি সুরোত্তম ! ॥

(৯) তেনোক্তং ভুবনে নাস্তি মৎসমঃ পুরুষোঽপরঃ।
অংশেন তু ভবিষ্যামি পুত্রঃ খল্বহমেব তে ॥" ৫ ॥ ইতি।

(১০) অথ কৃষ্ণে পরাবস্থভাবোঽগ্রে বক্ষ্যতে স্ফুটম্।
পরাবস্থশ্চ সম্পূর্ণাবস্থঃ শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
তস্মাদংশত্বমেবাস্য বিরুদ্ধং স্ফুটমীক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥

(১১) অর্থগত্যন্তরং তেষাং বচনানাঞ্চ দৃশ্যতে।

যবীয়াংসম্—উপেন্দ্রং, কৃষ্ণং প্রেম্ণা পশ্যামি, জ্যেষ্ঠস্য কনিষ্ঠে প্রেমদৃষ্টিরেব যুক্তেতি। পারিজাতস্য দেবতরুত্বাদ্ভূর্লোকে তস্য প্রদানং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। অস্য অগ্রহণাদিবস্ত্বর্থো নোক্তঃ ॥ ৩ ॥

ইদং স্থূলধিয়াং মতং নিরাকরোতি,তদেতদিতি। উভয়ত্বং—বদরীশাবতারত্বম্, উপেন্দ্রাবতারত্বঞ্চ। কুতো ন ভবেৎ ? তত্রাহ, অংশত্বং হীতি। তয়োঃ—বদরীশোপেন্দ্রয়োঃ। অস্য—কৃষ্ণস্য ॥ ৪ ॥

তয়োরংশত্বমাহ, নরেত্যাদিনা। তথাত্বম্—অংশত্বম্ ॥ অদিত্যেতি তৎ-প্রসঙ্গে। সুরোত্তম !—হে শক্র ! এতেনৈব তন্নিরস্তম্, এতস্য বিজ্ঞবাক্যত্বেন ততো বলিষ্ঠত্বাৎ ॥ ৫ ॥

নন্বংশাংশঃ কৃষ্ণোঽস্ত্বিতি চেৎ ? তত্রাহ, অথেতি। তস্মাৎ—পরাবস্থত্বাৎ এব, অস্য—কৃষ্ণস্য, তদুভয়াংশত্বং, বিরুদ্ধম্—অসঙ্গতমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তত্র ধর্ম্মপুত্রাবিত্যাদৌ কারিকা।—

(১২) নরনারায়ণৌ প্রাপ্যেত্যাত্মসাৎকৃত্য তৌ স্বয়ম্।
কৃষ্ণার্জ্জুনৌ চন্দ্রবংশমনু প্রকটতাং গতৌ॥

তাবিমাবিত্যাদৌ কারিকা।—

(১৩) কর্ত্তারৌ তৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাবিহ। *
দ্বাপরান্তে কর্ম্মভূতৌ আয়াতৌ কৃষ্ণ-ফাল্গুনৌ॥

সংপূজ্যেত্যাদৌ কারিকাঃ।—

(১৪) সর্ব্বাদাবুপদেষ্টৃত্বাদ্যঃ পুরাণর্ষিরুচ্যতে।
নারাণাং পুরুষাণাং যস্ত্রয়াণামাশ্রয়ঃ স তু॥
নরেষু মর্ত্ত্যলোকেষু সহচারী ভবন্ স্বয়ম্।
তদ্ধর্ম্মমনুকৃত্যাত্র পূজয়ামাস তং মুনিম্॥
নারায়ণাখ্যেনাংশেন কৃষ্ণো যদ্যপি তদ্গুরুঃ।
নারদং পূজয়ামাস তথাপি ক্ষত্রলীলয়া॥

ঐন্দ্রমিত্যাদৌ কারিকা।—

(১৫) ইন্দ্রস্তু নাতিকোবিদ্যান্মৎসরাচ্চোক্তবানিদম্।
তস্মাৎ কৃষ্ণস্য নো তত্তদ্রূপত্বং ঘটতে ক্বচিৎ॥ ৭॥

অথ কৃষ্ণপরাবস্থর্থে বহুবাক্যসত্ত্বেন ধর্ম্মপুত্রাবিত্যাদীনাং প্রাতীতিকার্থবাধাৎ, তেষাং তৎপরাবস্থানুযায়িনীর্গতীর্দর্শয়তি, ধর্ম্মপুত্রাবিত্যাদৌ কারিকেত্যাদিভিঃ॥ প্রাপ্যেতি—অস্য আত্মসাৎকৃত্য ইতি ব্যাখ্যানং, তৌ আত্মতাং প্রাপয্যেত্যর্থঃ; অস্থানপদত্বদোষস্য পুরাণে অসত্ত্বাৎ, এবং ব্যাখ্যানং নাসঙ্গতম্॥ কর্ত্তারাবিতি—বিবৃতং প্রাক্॥ সর্ব্বাদাবিতি—গোপালোপনিষদি কল্পাদৌ বিরিঞ্চিং কৃষ্ণ উপাদিশৎ, ইতি পুরাণর্ষিত্বম্। নরশব্দস্য পুরুষপর্য্যায়ত্বাৎ, নরাণাং ত্রয়াণাং পুরুষাণাং সমূহো নারং, তদাশ্রয়ত্বং কৃষ্ণস্য ব্রহ্মসংহিতায়ামুক্তম্, অতস্তস্য নারায়ণত্বং; নরৈঃ মনুষ্যৈঃ সহ বিহারাৎ নরসখত্বং, নরধর্ম্মানুকারাৎ নারদপূজকত্বম্। নারায়ণাখ্যেন—

* "তৌ" ইত্যত্র "তু" ইতি পাঠান্তরম্।

অথ পরাবস্থাঃ। যথা পাদ্মে—

(১৬) "নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্।
পরাবস্থাস্তু তে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ॥" ৮॥ ইতি।

তত্র শ্রীনৃসিংহঃ।—

(১৭) "প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্॥"

(১৮) "বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥"
[ভা০ ১।১।১, ১০।৮৭।১ স্বা০ টী০]

(১৯) "গম্ভীরগর্জ্জিতারম্ভ-স্তম্ভিতাম্ভোজসম্ভবঃ।
সংরম্ভঃ স্তম্ভপুত্রস্য মুনিনোজ্জৃম্ভিতো নৃপে॥" ৯॥

যথা শ্রীসপ্তমে (ভা০ ৭।৮।৩২—৩৩)—

(২০) "শটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্
গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ।

বদরীশরূপেণ, তদ্গুরুঃ—নারদস্যোপদেষ্টা॥ ইন্দ্রস্থিতি। নন্ন কেনোপনিষদি (৪।২) ইন্দ্রাগ্নিবায়ূনাং ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাৎ কথমিন্দ্রস্য নাতিকোবিদত্বম্? উচ্যতে। লীলার্থং তজ্জ্ঞানাচ্ছাদনাৎ তত্ত্বমিতি। মৎসরাৎ—কৃষ্ণোৎকর্ষাসহনাৎ। তত্তদ্রূপত্বং—বদরীশোপেন্দ্রাংশত্বমিত্যর্থঃ॥ ৭॥

কৃষ্ণস্য পরাবস্থত্বাৎ বদরীশাদ্যংশত্বোক্তির্বিরুদ্ধেত্যুক্তং, তদবস্থত্বং বক্তুম্, অথেতি। তত্ত্বঞ্চ কৃষ্ণে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণত্বম্॥ নৃসিংহেতি—যথোত্তরং পরিপূর্ত্তিরিহ ব্যজ্যতে। তস্য—ষাড়্গুণ্যস্য; ইতি প্রাতীতিকমিদং বোধ্যম্॥ ৮॥

ত্রয়াণাং পৃথক্ তথাত্বং দর্শয়তি। তত্র শ্রীনৃসিংহস্যাহ, প্রহ্লাদেতি। পারীন্দ্রবদনং—সিংহাস্যম্॥ বাগীশা—সরস্বতী। সংবিৎ—সার্ব্বজ্ঞশক্তিঃ॥ গম্ভীরেতি। স্তম্ভপুত্রস্য—শ্রীনৃসিংহস্য, সংরম্ভঃ—ক্রোধঃ, মুনিনা—নারদেন, নৃপে—যুধিষ্ঠিরে, উজ্জৃম্ভিতঃ—তং প্রতি বর্ণিত ইত্যর্থঃ। এতে ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ শ্রীধরস্বামিনাং বোধ্যাঃ॥ ৯॥

অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভু-
র্নির্হ্রাদভীতা দিগিভা জহুর্দিশঃ ॥
(২১) দ্যৌস্তচ্ছটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কুলা
প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাভিপীড়িতা।
শৈলাঃ সমুৎপেতুরমুষ্য রংহসা
তত্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে ॥" ১০ ॥ ইতি।

(২২) "উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিগ্রহঃ ॥" ১১ ॥
[ভাঃ ৭।৯।১ স্বাঃ টীঃ]

(২৩) অস্য শ্রীদিব্যসিংহস্য পরমানন্দ-তুন্দিলঃ।
শ্রীমন্নৃসিংহতাপন্যাং মহিমা প্রকটীকৃতঃ ॥ ১২ ॥

(২৪) নৃসিংহস্য ভবেদ্বাসো জনলোকে মহাত্মনঃ।
সর্ব্বোপরিষ্টাচ্চ তথা বিষ্ণুলোকে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ।—

দৈত্যবধব্যগ্রস্য নৃহরেরাটোপমাহ, শটেতি। তদিতি- -অব্যয়ং ষষ্ঠ্যন্তং, তেন চতুর্ণামন্বয়ঃ। তস্য, শটাভিঃ—স্কন্ধরোমভিঃ, অবধূতা জলদাঃ, পরাপতন্ -ব্যশীর্য্যন্ত। গ্রহাস্তদ্দৃষ্টিভিঃ, বিমুষ্টরোচিষঃ—প্রনষ্টপ্রভাঃ, জাতাঃ। দিগিভাঃ—দিগ্‌গজাঃ ॥ তস্য শটাভিরুৎক্ষিপ্তানি বিমানানি তৈঃ, সঙ্কুলা—ব্যাপ্তা সতী, দ্যৌঃ, প্রোৎসর্পত—স্বস্থানাৎ অচলৎ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১০ ॥

নন্বেবং সংরম্ভবাংশ্চেৎ শ্রীনৃসিংহস্তর্হি তৎসেবা দুষ্করেতি চেৎ? তত্রাহ, উগ্রোঽপীতি। স্বভক্তানান্তু চন্দ্রশীতল ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

নন্থু পরাবস্থশ্চেৎ শ্রীনৃসিংহস্তর্হি তদসুগুণমহিমা বাচ্যঃ? তত্রাহ, অস্য শ্রীতি ॥ ১২ ॥

তস্য নিবাসমাহ, নৃসিংহস্যেতি। সর্ব্বোপরিষ্টাৎ বিষ্ণুলোকে—পরব্যোম্নীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

(২৫) পূর্ব্বতোঽপ্যেষ নিঃশেষমাধুর্য্যামৃতচন্দ্রমাঃ।
ভাতি সদ্গুণসঙ্ঘেন তুঙ্গঃ শ্রীরঘুপুঙ্গবঃ ॥ ১৪ ॥ *

পাদ্মে—

(২৬) "বন্দামহে মহেশানং হরকোদণ্ড-খণ্ডনম্।
জানকী-হৃদয়ানন্দ-চন্দনং রঘুনন্দনম্ ॥" ১৫ ॥

(২৭) অস্য জন্মোৎসবং ব্রূতে শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকা ॥

যথা (রা০ চ০ ৫ প০)—

(২৮) "উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসুযুতে মেষং গতে পূষণি।
নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-
রাবির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ ॥" ১৬ ॥

অথ শ্রীরামচন্দ্রস্য পরাবস্থত্বমাহ, পূর্ব্বতোঽপীতি—শ্রীনৃসিংহাদপীত্যর্থঃ। তত্র প্রভাবভূমা, ইহ তু মাধুর্য্যভূমাপীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

মহেশানং—সর্ব্বেশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥

অস্য ইতি—শ্রীরামস্য। জন্মোৎসবোঽপি তত্ত্বমস্য ব্যঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ উচ্চস্থে ইতি—জন্মপত্রীয়ম্। মেধ্যাৎ—পবিত্রাৎ, অযোধ্যারূপাৎ অরণেঃ সকাশাৎ, একং—মুখ্যং, মহঃ—তেজঃ, আবির্ভূতং—প্রকটম্, অভূৎ। কীদৃশং তৎ? ইত্যাহ, যৎকিঞ্চিৎ—নির্ব্বক্তুমশক্যং, যতঃ, অপূর্ব্ববিভবম্—আশ্চর্য্যগুণরূপবিভূতিকম্। কিমর্থমুদভূৎ? ইত্যত্রাহ, নিখিলাঃ—সর্ব্বাঃ, পলাশসমিধো নির্দগ্ধুং; পলাশাঃ—মাংসাশিনো রাক্ষসাঃ, তদ্রূপাঃ, সমিধঃ—কাষ্ঠানি ইত্যর্থঃ। কদেদমভূৎ? ইত্যত্রাহ, চৈত্রশুক্লনবম্যাং তিথৌ, গ্রহপঞ্চকে—সূর্য্য-মঙ্গল-বৃহস্পতি-শুক্র-শনিরূপে, উচ্চস্থে—মেষ-মকর-কর্কট-মীন-তুলাসু ক্রমেণ স্থিতে সতীত্যর্থঃ; মেষস্য দশমেঽংশে সূর্য্যে, মকরস্য তৃতীয়েঽংশে ভৌমে, কর্কটস্য অষ্টাবিংশেঽংশে গুরৌ, মীনস্য সপ্তবিংশেঽংশে শুক্রে, তুলায়াঃ বিংশেঽংশে শনৌ চ স্থিতে সতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ কর্কটে লগ্নে, সেন্দৌ গুরাবিতি গুণবিশেষঃ ॥ ১৬ ॥

---

* "শ্রীরঘুপুঙ্গবঃ" ইত্যত্র "শ্রীরঘুনন্দনঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

একাদশে (ভাঃ ১১।৫।৩৪)—

(২৯) "ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ ! তে চরণারবিন্দম্ ॥" ১৭ ॥

শ্রীনবমে (ভাঃ ৯।১১।২০—২১)—

(৩০) "নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত-
লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ।
রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ
কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ ॥

(৩১) যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোঽধুনাপি
গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্।
তন্নাকপাল-বসুপাল-কিরীটজুষ্ট-
পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ॥" ১৮ ॥ ইতি।

করভাজনঃ শ্রীরামপাদাব্জং প্রণমতি, ত্যক্ত্বেতি। হে মহাপুরুষ !—শ্রীদাশরথে !, যৎ তে চরণারবিন্দং কর্ত্তৃ, অন্যৈঃ সুদুস্ত্যজাং সুরৈরীপ্সিতাং রাজ্যলক্ষ্মীম্, আর্য্যবচসা—পিত্রাজ্ঞয়া, ত্যক্ত্বা অরণ্যম্ অগাৎ। যচ্চ, দয়িতয়া—জানক্যা, ঈপ্সিতং মায়ামৃগং কণকহরিণম্ অন্বধাবৎ, তদহং বন্দে। ধর্ম্মিষ্ঠেতি— নিমিং প্রতি সম্বোধনম্, অসন্ধিরার্ষঃ ॥ ১৭ ॥

নেদমিতি শুকবাক্যম্। জলধিবন্ধনং—সিন্ধৌ সেতুনির্ম্মাণম্, অস্ত্রপূগৈশ্চ রক্ষসাং বধ ইতি, ইদং কবিভিরাশ্চর্য্যমিব বর্ণিতমপি রঘুপতেঃ, যশঃ—স্তুতিঃ, ন ভবতি। তত্র হেতুঃ, অধিকেতি—নিরুপমপ্রভাবস্যেত্যর্থঃ। ঈদৃশস্য কিং শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়া ভবন্তি ? নেত্যর্থঃ ; তথা চ সুগ্রীবাদ্যাশ্রয়ণং বিনোদমাত্রমিতি। যুক্তঞ্চৈতদিত্যাহ, সুরেতি। সুরাণাং—ব্রহ্মাদীনাং, যাচ্ঞয়া কর্ত্র্যা, আত্তা—প্রাপ্তা, লীলাতনুর্যস্যেতি, ভূভারাপহরণায় যো দেবৈরভ্যর্থ্যাবতারিত ইত্যর্থঃ ॥ ঈদৃশবিনোদমেব প্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রণমতি, যস্যেতি। নৃপাণাং—যুধিষ্ঠিরাদীনাং,

অত্র কারিকাঃ।—

(৩২) আত্তা প্রকটিতা লীলাতনুর্লীলাময়ী তনুঃ।
যেন তস্যেতি সাম্যেতি স্বার্থে ষ্যঞ্‌প্রত্যয়ো মতঃ॥
ধাম স্বরূপং বিজ্ঞেয়ম্ অধিকেন সমেন চ।
বিমুক্তং ধাম যস্যেতি মাহাত্ম্যং সর্ব্বতোঽধিকম্।
যস্যাধিকঃ সমশ্চাত্র ক্বাপি নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥
(৩৩) নাকপালা মহেন্দ্রাদ্যা বসুপা বসুধাধিপাঃ॥ ১৯॥
(৩৪) বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম-লক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী॥
(৩৫) পাদ্মে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ।
শেষশ্চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চ ক্রমাৎ স্যুর্লক্ষ্মণাদয়ঃ॥ ২০॥
(৩৬) মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেঽস্য বসতিঃ স্মৃতা।
মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্ত্তিতা॥ ২১॥

সদঃসু, যস্য যশঃ, ঋষয়ঃ—মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ, অদ্যাপি গায়ন্তি। কীদৃক্ তৎ? ইত্যাহ, দিগিভেন্দ্রাণাং পট্টং, তদ্বদাভরণভূতং, দিগন্তব্যাপীত্যর্থঃ। তং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ইতি সম্বন্ধঃ। তং কীদৃশম্? ইত্যাহ, নাকপালানাম্—ইন্দ্রাদীনাং, বসুপালানাং—রাজ্ঞাঞ্চ, কিরীটৈর্জুষ্টে পাদাম্বুজে যস্যেতি॥ ১৮॥

নেদমিত্যাদিপদ্যদ্বয়ং কারিকাত্রয়েণ ব্যাচষ্টে, আত্তেত্যাদিনা। স্বরূপস্য গ্রহণাসম্ভবাৎ প্রকটিতেতি॥ বসুপালেতি বসুশব্দেন বসুধা লক্ষ্যতে॥ ১৯॥

রামাদীনাং চতুর্ণাং যাথার্থ্যমাহ, বাসুদেবাদীত্যাদিনা। আদিশব্দেন ভরতশত্রুঘ্নৌ। তথাচ নারায়ণস্য চত্বারো ব্যূহাঃ ক্রমাৎ রামাদয়ো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেণোক্তাঃ॥ মতান্তরমাহ, পাদ্মে ইতি। আদিনা ভরতাদ্যৌ গ্রাহ্যৌ। তদিদং কল্পভেদেনৈব সম্ভাব্যম্॥ ২০॥

অথাস্য চতুর্ব্বিধরূপস্য ভগবতো নিবাসমাহ, মধ্যেতি। অস্য—রাঘবেন্দ্রস্য, সভ্রাতৃকস্য সভৃত্যবর্গস্যেতি বোধ্যম্। এতেন নৃসিংহ-রাময়োঃ "এতে চাংশকলাঃ" (ভা০ ১।৩।২৮) ইতি বাক্যাৎ প্রাপ্তমংশত্বমপোহিতম্॥ ২১॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। বিল্বমঙ্গলে—

(৩৭) "সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥" ২২॥

(৩৮) পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পীযূষাপূর্ব্ববারিধিঃ।
দেবকীনন্দনস্ত্বেষ পুরঃ পরিচরিষ্যতে॥

(৩৯) যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুষ্টয়ে।
ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এব চ॥ ২৩॥

(৪০) ননু সিংহাস্য-রামাভ্যাং সাম্যমস্যাগতং স্ফুটম্।
ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়প্রক্রিয়াত্র বিলোক্যতে॥ ২৪॥ *

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পরাবস্থামাহ, সন্ত্বিতি। যত্তু রামে বনবাসায় নির্গতে বৃক্ষাদিভি-রপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেঽপ্যুক্তং, তৎ খলু তদৈব বিচ্ছেদদুঃখেনৈব। ইহ তু সংযোগেঽপি প্রতিদিনমপি তদস্তীতি "ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥" (ভা০ ১০।২৯।৪০) "প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥" (ভা০ ১০।৩৫।৯) ইত্যাদিবাক্যা-দবগতম্। দূরপ্রবাসে তু পরিষদাং সৌন্দর্য্যমাত্রশেষতয়া অবস্থিতিমাত্রমভূৎ, ইতি ততো মহানতিশয়ঃ। অত্র "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্য-সারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।" (ভা০ ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদিবাক্যে সত্যপি, অন্যো-দাহরণত্বমভিযুক্তবাক্যত্বেন নির্ণায়কত্বাৎ। পুষ্করনাভস্যেতি—প্রতীতানুবাদঃ, অপ্রকটপ্রকাশগতস্য স্বয়ংভগবত ইত্যর্থঃ॥ ২২॥

পরমেতি। দেবকীনন্দন ইতি শ্লিষ্টমুক্তম্, অগ্রে বিশেষং ব্যঞ্জয়িষ্যামঃ, নন্দ-সুতো বসুদেবসুতশ্চ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্র নরলীলাকৈবল্যাৎ মাধুর্য্যমেব বহু, ইহ তূভয়ং তুল্যমিতি ততোঽতিশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যসম্পুটিতং খলু মাধুর্য্যমতিচারু দর্পণ-পিহিতচিত্রবৎ, মাধুর্য্যসংযুক্তমৈশ্বর্য্যঞ্চাতিসুখকরং রঙ্গপারদলিপ্তাধারকদর্পণবৎ, ইত্যুভয়ামৃতবৈশিষ্ট্যাৎ ইহৈবাতিশয়িত্বম্। পরিচরিষ্যতে—নির্দ্দেক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ॥

যস্যেতি—প্রকটার্থঃ। পণপূরণন্যায়েন সর্ব্বেষাং চতুষ্টয়ত্বাদেকত্রৈব এবকারা-ন্বয়োঽত্র ন্যায্যঃ॥ ২৩॥

* 'বিলোক্যতে' ইত্যত্র 'বিলিখ্যতে' ইতি পাঠান্তরম্।

তত্র মৈত্রেয়প্রশ্নঃ, চতুর্থেঽংশে (বি০ পু০ ৪।১৫।১—১০)—

(৪১) "হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা।
অবাপ নিহতো ভোগান্ অপ্রাপ্যান্ অমরৈরপি।
(৪২) নালভৎ তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ।
সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ॥" ২৫॥

শ্রীপরাশরোত্তরং

(৪৩) "দৈত্যেশ্বরস্য বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতিবিনাশকারিণা অপূর্ব্বতনুগ্রহণং কুর্ব্বতা নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যেতৎ ন মনস্যভূৎ। নিরতিশয়-পুণ্যজাত-সমুদ্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজোদ্রেক*-

অত্র কশ্চিৎ শঙ্কতে, নন্বিতি। কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বমুক্ত্বাপি নৃসিংহাদিনা তস্য সাম্যং ব্রুবন্ উক্তবিস্মর্ত্তায়ং গ্রন্থকৃদিতি ভাবঃ। পরিহর্ত্তুমাহ, ইতীতি। ক্রম-সোপানন্যায়েন কৃষ্ণযাথাত্ম্যারোহণায়োক্তবিস্মর্ত্তৃত্বমিতি ভাবঃ॥ ২৪॥

হিরণ্যেতি। সাযুজ্যং—সহযোগঃ, নতু স্বরূপৈক্যং, সুযুজো ভাবঃ সাযুজ্যমিতি ব্যুৎপত্তেঃ, "যো দক্ষিণে প্রমীয়তে পিতৃণামেব হি মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং স্বলোকতামাপ্নোতি" (ম০ না০ উ০ ২৫।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ তথৈব নির্ণয়াচ্চ। তথাচ হিরণ্যকশিপো রাবণস্য চ ভগবতা নিহতস্যাপি মোক্ষো মাভূৎ, শিশুপালস্য সতস্তেন নিহতস্য সোঽভূৎ, ইতি নৃসিংহাদিষু ত্রিষু কিং স্বরূপকৃতং গুণকৃতং বা কিঞ্চিৎ তারতম্যমস্তি? ইতি বাচ্যমিত্যর্থঃ॥ ২৫॥

স্বরূপভেদাভাবেঽপি গুণব্যক্তিকৃতং তদস্তীতি ভাবেনাহ, দৈত্যেতি। দৈত্যেশ্বরস্য—হিরণ্যকশিপোঃ, বধায় কৃতে, ভগবতা নৃসিংহরূপম্, আবিষ্কৃতং—বৈদূর্য্যে রূপান্তরমিব স্বস্মিন্ স্থিতমেব প্রকটিতমিত্যর্থঃ। কীদৃশেন? ইত্যাহ, অপূর্ব্বা—পূর্ব্বমদৃষ্টা, যা তনুঃ—নৃহরিরূপা, তস্যাঃ, গ্রহণম্—আবিষ্কৃতমিত্যুক্তেঃ প্রাকট্যং, কুর্ব্বতেতি॥ নন্বু কৃষ্ণস্যৈব নৃসিংহত্বাৎ তৎকরেণ হতস্যাপি কুতো ন মোক্ষঃ? তত্রাহ, তত্রেতি। বেবেষ্টি স্বরূপ-নাম-গুণলাবণ্যেন ধ্যাতুর্হৃদয়মিতি বিষ্ণুঃ, তদ্ধী-বিরহাৎ মোক্ষজনিকায়া অনুরঞ্জনশক্তেস্তস্মিন্ রূপেঽনুদয়াৎ তদভাব ইত্যর্থঃ॥

* "সমুদ্ভূত" ইত্যত্র "সম্ভূত" ইতি পাঠান্তরম্। "রজোদ্রেক" ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ।

প্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোঽবাপ্তবধহেতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ ॥ ২৬ ॥

(৪৪) নাতস্তস্মিন্ননাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনালম্বনীকৃতে মনসস্তল্লয়ম্ ॥ ২৭ ॥

(৪৫) দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্তচেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ। নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্বিপদ্যতোঽন্তঃকরণে মানুষবুদ্ধিরেব কেবলম্ অস্যাভূৎ। পুনরপ্যচ্যুতবিনিপাতনমাত্রফলম্ অখিল-

---

তর্হি কিংবুদ্ধিস্তস্যাভূৎ? তত্রাহ, নিরতীতি। সত্বং—প্রাণিবিশেষঃ। কুতঃ সা বুদ্ধিস্তস্যাভূৎ? তত্রাহ, রজ ইতি—রজোগুণবিভ্রান্তত্বাদিত্যর্থঃ। কিন্তু নৃসিংহেতি তেজস্বিপ্রাণিত্বভাবনাযোগাৎ তৎকরেণ বধাচ্চ হেতোরুত্তরজন্মনি সুরদুর্ল্লভভোগসম্পৎ এব অভূদিত্যাহ, তদ্ভাবনেত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়েন অতিদ্বেষেণ বা বস্তুনি মনসো নিবেশঃ স্যাৎ, তদুভয়াভাবাদেব দৈত্যেশ্বরস্য নৃহরৌ মনোলয়ো নাভূৎ, যেন মোক্ষঃ স্যাদিত্যাহ, নাত স্তস্মিন্নিত্যাদিনা। তস্মিন্ ভগবতি—নৃহরৌ। কীদৃশি? ইত্যাহ, অনালম্বনীকৃতে—মনোনিবেশবিষয়তামপ্রাপ্তে ইত্যর্থঃ। মনসস্তল্লয়ং ন অবাপেতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ২৭ ॥

নন্থ কৃষ্ণস্যৈব দাশরথিত্বাৎ তৎকরেণ হতস্যাপি মোক্ষঃ কুতো নাভূদিতি চেৎ? তত্রাপি মোক্ষজনক-তচ্ছক্তেরনুদয়াৎ ন স ইত্যাহ, দশাননত্বেঽপীতি। অনঙ্গাধীনতয়া অতিমনোজ্ঞ-তরুণীত্ববুদ্ধ্যা, ন তু লক্ষ্মীত্ববুদ্ধ্যা, জানক্যাং সমাসক্তচেতসো দশাননস্য, দাশরথিরূপধারিণঃ কৃষ্ণস্য, তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ—পুণ্যবশাদ্রাজকুলে লব্ধজন্মায়মিত্যবৈদিত্যর্থঃ ॥ ন তু, অচ্যুতঃ—নিত্যস্বরূপগুণবিভূতিকঃ সর্ব্বোত্তমো বিষ্ণুরয়ম্, ইত্যাসক্তিস্তস্যান্তঃকরণেঽভূৎ, যেন মোক্ষঃ স্যাৎ। কীদৃশস্য? ইত্যাহ, বিপদ্যতঃ—বিপদ্গ্রস্তস্যেত্যর্থঃ। কিন্তু কেবলা মানুষবুদ্ধিরেবোদৈৎ, তথাচ দাশরথিরূপেঽপি তচ্ছক্তেরনুদয়াৎ ন স ইতি ভাবঃ। যত্তু মন্দোদর্য্যাক্ষিপ্তস্য দশাননস্য তজ্জ্ঞানমুক্তং, তত্তু তদাভাসমাত্রমেব, তদাবেশা-

ভূমণ্ডলশ্লাঘ্যং চেদিরাজকুলে জন্ম অব্যাহতৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চাবাপ ॥ ২৮ ॥

(৪৬) তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্ । ততশ্চ তৎকারণকৃতানাং * তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্নামনবরতানেকজন্মসম্বন্ধি-তদ্বিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তো † বিনিন্দন-সন্তর্জ্জনাদিষূচ্চারণমকরোৎ । তচ্চ রূপমুৎফুল্ল-পদ্মদলামলাক্ষমত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্রধার্য্যমল-কিরীট-কেয়ূর-কটকোপশোভিতমুদার-পীবর-চতুর্ব্বাহু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরমতি-

মুদয়াৎ, ইতি বোধ্যম্ । কিন্তু তদ্ধেতুকাৎ বধাৎ পরজন্মনি ভোগসম্পদেবাভূদিত্যাহ, পুনরপীতি । অচ্যুতঃ—দাশরথিঃ, তেন যৎ, বিনিপাতনং—মরণং, তন্মাত্রস্য ফলম্, উৎকৃষ্টকুলে জন্ম ঐশ্বর্য্যঞ্চ মহদবাপেতি । আবৃতভগবদ্রূপদর্শনাৎ তেন মরণাচ্চ স্বর্গাদিবিনাসম্পদশ্চ প্রাপ্তিরিত্যাহ সূত্রকৃৎ—"ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ।" (ব্র॰ সূ॰ ৩।৩।৫৩) ইতি । স্মৃতিশ্চ—"সামান্যদর্শনাল্লোকা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাৎ ।" (নারায়ণতন্ত্রে) ইতি । বিষ্ণুত্বেনাগ্রহণমেব তদ্রূপস্যাবৃতত্বং বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥

অথ মোক্ষজনিকায়া মনোরঞ্জনশক্তেঃ স্বয়ংরূপে কৃষ্ণে সর্ব্বদাভিব্যক্তেস্তয়া মনসোঽভিনিবেশাৎ তৎকরেণ নিহতস্য তস্য মোক্ষোঽভূদিত্যাহ, তত্র ত্বিতি । মনোরঞ্জনা খলু নামমাধুর্য্যেণ স্বরূপমাধুর্য্যেণ চ স্যাৎ, তদুভয়ং কৃষ্ণে প্রব্যক্তমিত্যাহ, তত্র তু—কৃষ্ণে, নিখিলানাং, ভগবতঃ—লক্ষ্মীপতেঃ, নাম্নাং প্রবৃত্তৌ, কারণানি—দৈত্যারিত্ব-পুণ্ডরীকাক্ষত্ব-শার্ঙ্গিত্ব গরুড়বাহনত্বাদীনি, অভবন্ । বাসুদেবাদিনাম্নাং তত্র প্রবৃত্তৌ বসুদেবজাতত্বাদীনি কারণানীতি নামমাধুর্য্যেণ তন্মনোরঞ্জনা তাবদভূৎ ॥ ততশ্চ তৈর্নামভির্বিষ্ণুরয়মিতি নিশ্চিত্য অনবরতানেকজন্মসম্বন্ধি-তদ্বিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তঃ স শিশুপালঃ, তৎকারণকৃতানাং ‡ তদাদীনাং হৃদ্যানীতানাং তেষাং

* "তৎকারণকৃতানাম্" ইত্যত্র "তৎকালকৃতানাম্" ইতি পাঠান্তরম্ ।

† "সম্বন্ধি তদ্বিদ্বেষানুবন্ধি" ইত্যত্র "সংবৰ্দ্ধিতবিদ্বেষানুবন্ধি" ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ "তৎকারণ" ইত্যত্র "তৎকাল" ইতি পাঠান্তরম্ ।

প্ররূঢ়বৈরানুভাবাদটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষশেষা-
বস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্থাত্মচেতসঃ ॥ ২৯ ॥

(৪৭) ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্ আত্মবিনাশায় ভগবদস্ত্র-চক্রাংশুমালোজ্জ্বলম্ অক্ষয়-তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মভূতম্ অপগতদ্বেষাদিদোষো ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ ॥ ৩০ ॥

(৪৮) তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতস্তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘ-সঞ্চয়ো ভগবতা তেনান্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ ॥৩১॥

(৪৯) এতচ্চ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল-সুরাসুরাদি-দুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ ॥" ৩২ ॥ ইতি।

নাম্নাম্ উচ্চারণং নিন্দনাদিষকবোৎ, ইতি বিদ্বেষাৎ কৃষ্ণে তস্মিন্ মনসো লয় উক্তঃ ॥ অথ স্বরূপমাধুর্য্যেণ চ মনোরঞ্জনাভূদিত্যাহ, তচ্চেদ্রূপমিত্যাদিনা। তৎ রূপম, অস্য —শিশুপালস্য, আত্মচেতসঃ—কৃষ্ণনিখাতমনসঃ, নৈব অপযযৌ—অপগতং নাভূদিত্যর্থঃ। কুত্র কুত্র ? ইত্যাহ, অটনেত্যাদি। কুতো হেতোরেবং ? তত্রাহ, অতিপ্ররূঢ়েতি। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ২৯ ॥

বিদ্বেষহেতুকেনাপি নামোচ্চারণেন স্বরূপধ্যানেন চ স্পর্শহননন্যায়েন দগ্ধ দোষঃ চক্রসৎপ্রসঙ্গেন চ দর্শিতস্বরূপমাধুর্য্যোপলব্ধপ্রেমা কৃষ্ণং যথাবদদ্রষ্টভূদিত্যাহ, ততস্তমেবেত্যাদিনা ॥ ৩০ ॥

এবংসাধনসম্পত্তিমান্ কৃষ্ণেনৈবাপাকৃত-তদ্দেহঃ স্বসামীপ্যং নীত ইত্যাহ, তাবচ্চেত্যাদিনা। "অন্তঃ স্বরূপে নিকটে প্রান্তে নিশ্চয়নাশয়োঃ।" ইতি হৈমঃ। লয়ং—সংশ্লেষম্ ॥ ৩১ ॥

ইত্থঞ্চ ত্রয়াণাং নৃসিংহাদীনাং স্বরূপভেদাভাবেঽপি কৃষ্ণে স্বয়ংরূপে সর্ব্বদাভিব্যক্তসর্ব্বগুণে মোক্ষজনক-তচ্ছক্তেরভিব্যক্তেস্তয়া মনোরঞ্জনয়া তস্য মোক্ষোঽভূৎ, নৃসিংহাদিতদ্রূপদ্বয়ে তু তচ্ছক্তেরনভিব্যক্তেস্তেন নিহতস্যাপি তস্য ন মোক্ষ ইতি ত্বৎপৃষ্টং সর্ব্বমুত্তরিতং ময়েত্যাহ, এতচ্চ তবেতি ॥ ব্যক্তিতং স্ফুটয়তি, অয়ং

(৫০) নোক্তং পরাশরেণাত্র স্থিতৌ তৌ পার্ষদাবিতি।
কিন্তু তয়োস্তয়োরাসীজ্জন্মত্রয়মিতীরিতম্ ॥
(৫১) অতঃ সর্ব্বেষু কল্পেষু ন তৌ পার্ষদজৌ মতৌ।
অন্যথা ন তয়োঃ পাতঃ প্রতিকল্পং সমঞ্জসঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকা। ভগবানিতি—নিত্যযোগেঽপ্যতিশায়নে মতুপ্, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮) ইত্যুক্তেঃ, স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ। ফলং মোক্ষলক্ষণম্। সম্যগ্-ভক্তিমতাস্ত মোক্ষে তদ্দশ্যতাতিশয় ইতি ভাবঃ। অত্র ভগবতি ভক্তিরেব কর্ত্তব্য-তয়া মুনিনা বিবক্ষিতা, দ্বেষস্তু হেয়তয়ৈব বোধ্যঃ; "যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দনঃ॥" ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ। তস্মাত্তেন মনোনিবেশ এব ফলকৃদিতি "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥" (ভাঃ ৭।১।৩১) ইতি শ্রীভাগবতে দেবর্ষিবাক্যাদেব ॥৩২॥

ননু জয়-বিজয়য়োর্বৈকুণ্ঠদ্বারপালয়োঃ সনকাদিশাপাৎ বৈকুণ্ঠাদ্বিভ্রংশঃ, তৃতীয়জন্মনি শ্রীকৃষ্ণেন নিহতয়োস্তয়োঃ শাপনিবৃত্তিপূর্ব্বক স্বপদপ্রাপ্তির্নির্দ্দিষ্টা, ইতি তৃতীয়স্কন্ধানুসারেণৈব পরাশরোক্তের্ব্যাখ্যেয়ত্বাৎ কথমেতৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপ-তায়ামুদাহরণং? তত্রাহ, নোক্তমিত্যাদি। অত্র—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, তৌ পার্ষদৌ স্থিতাবিত্যনুক্তের্জন্মত্রয়মাত্রোক্তেশ্চ পরাশরেণাপি তৌ সর্ব্বেষু কল্পেষু পার্ষদজৌ ন মতৌ, অন্যথা—প্রতিকল্পং তয়োঃ পার্ষদজত্বে তেন মতে, বারংবারং বৈকুণ্ঠাৎ তৎপাতঃ সমঞ্জসো ন স্যাৎ। অয়মর্থঃ—কল্পাবতারাঃ নৃসিংহাদয়ঃ প্রতিকল্পং চেৎ পার্ষদৌ তৌ বৈকুণ্ঠাদ্বিভ্রংস্য তাভ্যাং সহ যুদ্ধলীলাং কুর্য্যুরিতি স্বীকার্য্যং, তর্হি তদুক্তানি হরের্বাৎসল্যবাক্যানি বৈকুণ্ঠানাবৃত্তিবাক্যানি চ ব্যাকুপ্যেয়ুঃ,তস্মাৎ প্রতিকল্পমসুরৈরেব সহ যুদ্ধলীলা। তৃতীয়স্কন্ধে তু ভগবদিচ্ছয়ৈব বৈকুণ্ঠাৎ প্রপঞ্চে তয়োঃ সমাগমঃ কাদাচিৎকঃ। তদিচ্ছা তু, "ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্ট-মস্তু শম্। ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতন্তু মে॥" (ভাঃ ৩।১৬।২৯) ইতি তদুক্তেঃ। সাপি বন্দিগীতস্বামিবিক্রমদিদৃক্ষাসমুদ্ভূতয়া তয়োরিচ্ছয়ৈবাভূ-দিতি ব্যাখ্যাতারঃ। তদিচ্ছাধীনা তদিচ্ছা তু "স্বেচ্ছাময়স্য" (ভাঃ ১০।১৪।২) "ভক্তেচ্ছোপাত্তদেহায়" (ভাঃ ১০।২৭।১১) ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ। নন্বেবমনাবৃত্তি-বাক্যব্যাকোপঃ? উচ্যতে। কর্ম্মকৃতা হ্যাবৃত্তির্দোষত্বায়, ন তু স্বেচ্ছাকৃতাপি।

(৫২) পরাশরেণ যদ্‌গদ্যং মৈত্রেয়ায়োত্তরীকৃতম্।
শ্লোকীকৃত্য তদেবেদং সংক্ষেপেণ বিলিখ্যতে ॥
(৫৩) নৃসিংহরূপং হরিণা যদাবিষ্কৃতমদ্ভুতম্।
হিরণ্যকশিপোরস্মিন্ বিষ্ণুবুদ্ধির্ন নিশ্চিতা ॥
(৫৪) কিন্ত্বেষ পুণ্যসম্পন্নঃ কোঽপীতি কৃতনিশ্চয়ঃ।
রজ-উদ্রিক্ততা-ন্যূন-মতিস্তদ্ভাবযোগতঃ ॥
(৫৫) ততোঽবাপ্তবিনাশৈকহেতুকাম্ অখিলোত্তমাম্।
অবাপ ভোগসম্পত্তিং রাবণত্বে সুদুর্লভাম্ ॥
(৫৬) বিষ্ণুত্বানিশ্চয়ান্নাতিদ্বেষান্নাবেশসন্ততিঃ।
তাং বিনা চ ভবেদ্দ্বেষো নরকায়ৈব বেণবৎ ॥
(৫৭) কিন্ত্বস্য সম্পৎসম্প্রাপ্তিস্তৎকরেণ মৃতেঃ পরম্।
এবমাহৈবশব্দেন তৎসাক্ষাণ্যমনুস্মরন্ ॥ *
(৫৮) আবেশাভাবতো দোষানাশাচ্ছুদ্ধমপশ্যতঃ।
প্রকটেঽপি পরব্রহ্মরূপে তত্রাস্য নো লয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্যথা হরেরপি প্রপঞ্চেঽবতরতঃ সা শক্যেত। ন চ, অনাবৃত্তিবাক্যানি পরব্যোম-বিষয়াণি, ন তু সত্যলোকগুক্তবৈকুণ্ঠবিষয়াণি, ইতি বাচ্যং, "ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্‌-ভাস্বরং তমসঃ পরম্। যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ। শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ॥" (ভা০ ১০।৮৮।২৫—২৬) ইতি শ্রীদশমে তদ্গতাদপ্যনাবৃত্তিকথনাৎ ॥ ৩৩ ॥

অথ প্রত্যুত্তরগদ্যং কারিকাভির্ব্যাখ্যাতুমাহ, পরাশরেণেতি। মৈত্রেয়া-য়েত্যাদি—প্রস্ফুটার্থম্॥ ততোঽবাপ্তেতি—নৃসিংহাদবাপ্তো যো বিনাশো বধস্তদ্ধেতু-কামিত্যর্থঃ, সুদুর্লভাং ভোগসম্পত্তিং রাবণত্বে, অবাপ—লেভে॥ তামিতি—আবেশসন্ততিং, বিনা কেবলো বিদ্বেষো বেণরাজস্যেব নরকায়ৈব; "কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।" (ভা০ ৭।১।৩১) ইতি বচনাৎ; নতু কংসস্যেব

* "সাক্ষাণ্য" ইত্যত্র "ষাড়্‌গুণ্য" ইতি পাঠান্তরম্।

(৫৯) রাবণত্বে মহাকাম-পরাধীনীকৃতাত্মনঃ।
তদ্বন্মনুষ্যধীরস্য শ্রীরামেঽভূন্মৃতাবপি ॥
(৬০) অতোঽসৌ চেদিরাজত্বে পুনরাপোত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥৩৫॥
(৬১) তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামেব নাম্নাং রমাপতেঃ।
কারণানি প্রবৃত্তেস্তু নিমিত্তান্যভবংস্তদা ॥
(৬২) তেন নিশ্চিত্য তং বিষ্ণুং স্বস্য দ্বির্মরণং যতঃ।
অতিদ্বেষান্মহাবেশাৎ তানি নামানি সর্ব্বশঃ।
জজল্প সততং শশ্বন্নিন্দা-সন্তর্জ্জনাদিষু ॥
(৬৩) রূপঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরেবেতি নিশ্চয়াৎ।
নামবৎ তচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চৈব সংস্মরন্ ॥
দগ্ধ-তদ্দ্বেষজাঘৌঘঃ ক্ষিপ্তে চক্রে চ তদ্রুচা।
অপেতদৈত্যভাবোঽন্তে তথা সংস্কৃতদৃষ্টিকঃ ॥
তদা তূজ্জ্বলমদ্রাক্ষীৎ পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥

মোক্ষায়েত্যর্থঃ। তৎকরেণ—নৃসিংহহস্তেন। এবশব্দেনেতি—"নিরতিশয়ামেবাখিল" ইত্যত্রোপাত্তেনেত্যর্থঃ ॥ প্রকটেঽপীতি। পরব্রহ্মরূপে—নৃসিংহে, অস্য—হিরণ্যকশিপোঃ, লয়ঃ—সংশ্লেষঃ ॥ ৩৪ ॥

রামাবতারেঽপ্যেবমিত্যাহ, রাবণত্বে ইতি। তদ্বদিতি—হিরণ্যকশিপোর্যথা নৃসিংহে প্রাণিবিশেষবুদ্ধিস্তদ্বৎ, অস্য—রাবণস্য, শ্রীরামে মনুষ্যবিশেষবুদ্ধিরভূৎ ॥ অত ইতি—শ্রীরামকরেণ মৃতের্হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ চৈদ্যস্য কৃষ্ণেন নিহতস্য সতো মোক্ষো যদভূৎ, তৎ খলু মোক্ষজনকানুরঞ্জনশক্তেস্তত্র সর্ব্বদাভিব্যক্তেস্তদ্ধেতুকমিত্যাহ, তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামিত্যাদিনা। নামমহিম্না স্বরূপমহিম্না চ মনোরঞ্জনাৎ স্যাৎ, তত্র নামমহিম্না তামাহ। রমাপতেঃ—বিষ্ণোঃ, সমস্তানাং নাম্নাং তত্র কৃষ্ণে প্রবৃত্তেঃ কারণান্যভবন্, তানি চ পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদীন্যূহ্যানি ॥ তেন—নামযোগেন, বিষ্ণুঃ স্বয়ং মচ্ছত্রুরিতি নিশ্চয়াৎ স্বশত্রুধীবিজৃম্ভিতানি দ্বেষহেতুকাদ্দৈত্যাবেশাচ্চ নিন্দাদিষু নামানি জজল্প ॥ অথ রূপ-

(৬৪) তদৈব চক্রঘাতেন দৈত্যদেহে বিনাশিতে ॥
তদেব ব্রহ্ম পরমমনুলীনত্বমাযযৌ ॥ ৩৬ ॥

(৬৫) ইত্যুক্ত্বাপ্যত্র বক্যাদের্মোক্ষমপ্যর্ভলীলয়া ।
অমোক্ষং কালনেম্যাদেরন্যত্রাপীশচেষ্টয়া ।
মুনিঃ স্মৃত্বা পুনঃ প্রাথ্যৎ 'অয়ং হি ভগবান্' ইতি ॥

(৬৬) হি প্রসিদ্ধম্ অয়ং কৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মেব যৎ ।
প্রীণতাং দ্বিষতাং চাতশ্চেতাংস্যাকর্ষতি দ্রুতম্ ।
তস্মাৎ কীর্ত্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্যং চিত্রমত্র ন ॥

(৬৭) ইতি বিজ্ঞায় গদ্যানাং হার্দ্দং সৌহার্দ্দতঃ স্ফুটম্ ।
তস্মাৎ স এব কৈমুত্যাদ্ভজনীয়তয়েষ্যতে ॥ ৩৭ ॥

মহিম্না তামাহ, রূপঞ্চেতি। তাদৃশম্—উৎফুল্ল-পদ্মদলামলাক্ষমিত্যাদ্যুক্তমিত্যর্থঃ। তাভ্যাঞ্চ নির্দগ্ধবিদ্বেষ-তজ্জাতপাপরাশিঃ ততশ্চ চক্রসংপ্রসঙ্গেন দৈত্যদেহ-বিনাশসমকালজাতসর্ব্বোত্তমতত্ত্বজ্ঞানঃ প্রেমণ্ণা, কৃষ্ণমনুলীনমভূৎ—অবাপ তৎ সাযুজ্যম্, ইতি স্বয়ংরূপে কৃষ্ণে তচ্ছক্তেরাবির্ভাবাদধিকত্বমিতি ॥ ৩৬ ॥

ইত্যুক্ত্বাপীতি—স্বয়ংরূপে কৃষ্ণে মোক্ষজনক-মনোরঞ্জনশক্তেঃ সর্ব্বদাভিব্যক্তত্বাদ্বিদ্বেষেণাপ্যত্যাবেশাৎ তস্য মোক্ষস্তৎকরেণ নিহতস্যাভূদিতি সূচয়িত্বাপীত্যর্থঃ। অথান্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং কৃষ্ণস্যৈবাসুরেভ্যো মোক্ষদাতৃত্বমনুভূয় তস্যৈব স্বয়ংরূপত্ব মভ্যধাদিত্যাহ, অত্র বক্যাদেরিতি। অত্র—কৃষ্ণে, অর্ভলীলয়াপি বক্যাদের্মোক্ষম্, অন্যত্র—এতস্যৈব রূপান্তরে অজিতাদৌ, ঈশচেষ্টয়াপি নিহতস্য কালনেম্যাদেরমোক্ষঞ্চ স্মৃত্বা, পুনঃ, মুনিঃ—পরাশরঃ, প্রাথ্যৎ, অয়ং হীত্যাদি ॥ হীতি—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভা০ ১।৩।২৮) ইত্যাদৌ খ্যাতমস্য স্বয়ংভগবত্ত্বম্। তস্যেয়ং শক্তির্যয়া প্রীণতামিব দ্বিষতামপি চেতাংস্যসৌ দ্রুতমাকর্ষতি ॥ গদ্যানাং, হার্দ্দম্—অভিপ্রায়ং, সৌহার্দ্দাৎ বিজ্ঞায়, তস্মাৎ—গদ্যানাং হার্দ্দাদেব হেতোঃ, সঃ—কৃষ্ণ এব, কৈমুত্যাদ্ভজনীয় ইষ্যতে, ইতি "কিমুত সম্যগ্ভক্তিমতাম্" ইতি ব্যাখ্যাতম্। যঃ কৃষ্ণো বিদ্বেষেণাপি স্বাবিষ্টেভ্যো মোক্ষমপি দদাতি, স ভক্ত্যানুরক্তেভ্যস্তং দদাতীতি কিমুত বক্তব্যং, কিন্তু স্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং তদধীনং করোতীতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

(৬৮) অথাখিলানাং নাম্নাঞ্চ প্রবৃত্তৌ কারণং শৃণু॥
(৬৯) লক্ষ্মীশনামান্যেবাত্র প্রবৃত্তের্হেতুসাম্যতঃ।
তথৈব হেতুভেদাচ্চ বর্ত্তন্তে যদুপুঙ্গবে॥ ৩৮॥
(৭০) দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শার্ঙ্গী গরুড়বাহনঃ।
পীতাম্বরশ্চক্রপাণিঃ শ্রীবৎসাঙ্কশ্চতুর্ভুজঃ॥
ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তের্হেতুসাম্যতঃ॥ ৩৯॥
(৭১) বসুদেবস্য পুত্রত্বাৎ বাসুদেবো নিগদ্যতে।
মধুবংশে যতো জাতঃ কথ্যতে মাধবস্ততঃ॥
শ্রীহরিবংশেঽপি (হ০ বং০ ৬৩।৩৬)—
(৭২) "স চ তেনৈব নাম্নাত্র কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ।
গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে॥"
তত্রৈব (হ০ বং০ ১৫৮।৩০-৩২)—
(৭৩) "অধোঽনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা।
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রী শকুনী বেশধারিণী॥
পূতনা নাম সা ঘোরা মহাকায়া মহাবলা।
বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে॥
(৭৪) দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ।
পুনর্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ॥" ইতি।

"তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্" ইত্যনেন লক্ষ্মীশে নাম্নাং প্রবৃত্তে-র্যানি নিমিত্তানি, তানি চ কৃষ্ণেঽপ্যভবন্নিতি ব্যাচষ্টে, অথাখিলানামিত্যাদিনা॥৩৮॥

নিমিত্তসাম্যাৎ নিমিত্তভেদাচ্চ প্রবৃত্তির্দ্বিধা, তত্র নিমিত্তসাম্যাৎ প্রবৃত্তানি নামান্যাহ, দৈত্যারিরিত্যাদীনি॥ ৩৯॥

নিমিত্তভেদাৎ কৃষ্ণে যানি প্রবৃত্তানি, তান্যাহ, বসুদেবস্যেত্যাদিনা। দামোদরনাম্নঃ কৃষ্ণে প্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ, স চ তেনেতি। তথা চ যশোদয়া দাম্না নিবদ্ধোদরত্বং দামোদরত্বমিতি। অধোক্ষজনাম্নঃ কৃষ্ণে প্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ, অধোঽনেনেতি। শকটস্যাধঃ শয়ানেন, অনেন—কৃষ্ণেন, শকুনী—বকী, নিহতা।

(৭৫) এষোঽধঃ শকটস্যাঙ্কে পুনর্জাত ইবেত্যতঃ।
অধোক্ষজ ইতি প্রাহুরিতি টীকাকৃতোদিতম্ ॥৪০॥

তত্রৈব (হ° বং° ৭৫।৪৫)—

(৭৬) "অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ।
গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং গাস্যন্তি ভুবি শাশ্বতম্ ॥

তত্রৈব (হ° বং° ৭৫।৪৬) –

(৭৭) "মমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ।
উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ! ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতাঃ ॥"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (বি° পু° ৫।১৬।২৩)—

(৭৮) "যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন:।
তস্মাৎ কেশবনাম্না ত্বং লোকে জ্ঞেয়ো ভবিষ্যসি ॥" ইতি।

(৭৯) ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তের্হেতুভেদতঃ।
এষাং প্রবৃত্তের্হেতুত্বম্ অন্যদেব রমাপতৌ ॥ ৪১ ॥

(৮০) কিঞ্চাসুরাণাং দ্বিষতাং কৃষ্ণমপ্রাপ্য নান্যতঃ।
কুতোঽপি মুক্তিরিত্যাখ্যৎ এবকারদ্বয়েন সঃ ॥

কীদৃশী? ইত্যাহ, বেশধারিণী —ধৃতধাত্রীবেশা। অনেন কীদৃশেন? ইত্যাহ, শকটেতি—শকটস্যাধোবর্ত্তিনা, তত্র লঘুপর্য্যঙ্কে শায়িতেনেত্যর্থঃ ॥ তথাচ অক্ষাধঃ পুনর্জাতত্বম্ অধোক্ষজত্বমিতি ॥ ৪০ ॥

গোবিন্দনাম্নস্তদাহ, অহং কিলেতি। তথাচ, গবাং—কামধেনূনাম্, অধিপতিত্বং গোবিন্দত্বমিতি ॥ উপেন্দ্রনাম্নস্তদাহ, মমোপরীতি। তথাচ ইন্দ্রাদধিকত্বম্ উপেন্দ্রত্বমিতি ॥ কেশবনাম্নস্তদাহ, যস্মাদিতি —নারদোক্তিঃ। নিহতকেশিদানবত্বং কেশবত্বম্ ॥ ইতি নিমিত্তভেদৈঃ কৃষ্ণে প্রবৃত্তির্বাসুদেবাদিনাম্নাং দর্শিতা। এষাং লক্ষ্মীশে প্রবৃত্তৌ নিমিত্তং ভিন্নমেবেত্যাহ, এষামিতি। সর্ব্বত্রান্নিবাসিত্বং বাসুদেবত্বং, লক্ষ্মীপতিত্বং মাধবত্বং, কাঞ্চীশোভিতমধ্যত্বং দামোদরত্বম্, অধঃকৃতেন্দ্রিয়কসুখত্বম্ অধোক্ষজত্বং, বেদবেদ্যত্বং গোবিন্দত্বম্, ইন্দ্রকনিষ্ঠত্বম্ উপেন্দ্রত্বং, কেশৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ বয়তে বধ্নাতীতি কেশবত্বঞ্চেতি ॥ ৪১ ॥

তথাহি শ্রীগীতাসু (গী০ ১৬।১৯—২০)—

(৮১) "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥
(৮২) আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়। ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥" ইতি।
(৮৩) মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ।
তাবদেবাধমাং যৈমনিং প্রাপ্নুবন্তীতি হি স্ফুটম্॥ ৪২॥
(৮৪) তস্মাৎ ত্রয়াণামেবায়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যত্র বিস্ময়ঃ।
কো বা স্যাৎ ন তথা যস্মাৎ স্বভাবোঽন্যত্র দৃশ্যতে॥
(৮৫) অতো মন্বক্ষরমনোঃ কল্পে স্বায়ম্ভুবাগমে।
পূজ্যন্তেঽস্যাবৃতিত্বেন রাম-সিংহাননাদয়ঃ॥ ৪৩॥
(৮৬) নন্বিদং শ্রূয়তে শাস্ত্রে মহাবারাহবাক্যতঃ।
"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥"

হতারিগতিদায়কত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বগমকং বৈষ্ণবাদাপাদিতং পুষ্ণন্নাহ, কিঞ্চেতি। অন্যতঃ—স্বস্যৈব রূপান্তরাৎ নৃসিংহাদেঃ। সঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ॥ তদ্বাক্যমুদাহরতি, তানিতি॥ মামপ্রাপ্য—মৎকরেণ মরণমলব্ধ্বেত্যর্থঃ॥ তত্তদ্বাক্যং ব্যাখ্যাতি, মামিতি—অগূঢ়ার্থম্॥ ৪২॥

নিগময়তি, তস্মাদিতি। ত্রয়াণাং—নৃসিংহাদীনাং মধ্যে, অয়ং—কৃষ্ণঃ এব, শ্রেষ্ঠঃ—অভিব্যক্তনিখিলশক্তিত্বেন বরীয়ান্, ইত্যত্র বিস্ময়ঃ কো বা স্যাৎ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। যস্মাৎ, তথা স্বভাবঃ—হতারিগতিদাতৃত্বাদিলক্ষণঃ, ততোঽন্যত্র—নৃসিংহাদৌ, ন দৃশ্যতে॥ অত ইতি—কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বাদেব হেতোঃ, মন্বক্ষরমনোঃ—চতুর্দ্দশাক্ষরস্য তন্মন্ত্রস্য, কল্পে ইত্যাদি—প্রকটার্থম্। "চত্বারো বাসুদেবাদ্যাঃ পূজ্যন্তে সহশক্তিকাঃ। পূর্ব্বাদিদিক্ষু ক্রমশো বিদিক্ষু পরমেশ্বরাঃ। শ্রীরাম-সিংহবদন-কূর্ম্মোপেন্দ্রা মহাদ্ভুতাঃ॥" ইতি তত্রত্যং বাক্যম্॥ ৪৩॥

নন্বু "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" (গো০ তা০, পূ০ ২০) ইত্যেকস্য

পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ ॥” ইতি।

কিঞ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে —

“মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ ॥” ইতি।
তস্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্বয়া ॥ ৪৩ ॥

(৮৭) অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ।
তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

(৮৮) অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশপ্রকাশিতা।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিতা ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণস্য বহুত্বাৎ তস্য সম্পূর্ণত্বং সর্ব্বত্র সাম্প্রতং, ক্বচিদপূর্ণত্বন্তু ন শক্যং বক্তুং, ক্ষোদাক্ষমত্বাদিতি কশ্চিৎ প্রত্যবতিষ্ঠতে, নন্বিত্যাদিনা ॥ পূর্ব্বেষু রূপেষু পূর্ণত্বে প্রমাণং, সর্ব্বে নিত্যা ইতি। শাশ্বতাঃ—জগতি পুনঃপুনরাবির্ভাবিণঃ। 'দেহাস্তস্যেতি—অভেদেঽপি ষষ্ঠী 'চৈতন্যমাত্মনঃ স্বরূপম্' ইতিবৎ উপপদ্যতে। স্বরূপাভেদাদেব হানাদিরহিতাঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ মণির্যথেতি। মণিরত্র বৈদূর্য্যং, তস্যৈব বহুরূপত্বাৎ, স যথা রূপান্তরং দধানোঽপি মণিমূলং ন বিধত্তে, তদ্বদিতি বোধ্যম্ ॥ তস্মাদিতি। তেষাং—নৃসিংহাদীনাং, তারতম্যম্—অংশিত্বাংশত্বরূপম্ ॥ ৪৪ ॥

সমাদধাতি, অত্রোচ্যতে ইত্যাদিনা। তেঽখিলা ইতি—বিলাসাঃ স্বাংশাশ্চ, স্বস্বংরূপবৎ পূর্ণা ইত্যর্থঃ। তত্রেতি—বিলাস-স্বাংশলক্ষণে তস্মিন্ ভগবতি। এতদুক্তং ভবতি—যথা “সর্ব্বে নিত্যাঃ” ইত্যাদি পূর্ণত্ববাক্যং, তথৈব “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ” (ভা° ১৷৩৷২৮) ইত্যাদ্যংশাংশিত্ববাক্যঞ্চাস্তি। পূর্ব্বং স্বরূপসৎসর্ব্বগুণকত্বাৎ সঙ্গতিমৎ,পরন্ত্বভিব্যক্তানভিব্যক্তসর্ব্বগুণকত্বাৎ তথা, ইতি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। অন্যথা পরং ব্যাকুপ্যেৎ ॥ ৪৫ ॥

অথ বিলাসেষু স্বাংশেষু চ সর্ব্বেষাং গুণানাং স্বরূপেণ সত্ত্বাৎ তে কদাচিদাবিঃস্যারিত্যুক্তা ব্যবস্থা ভজ্যেতেত্যাক্ষেপঃ স্যাৎ, তং নিরাকর্ত্তুমংশলক্ষণমাহ, অংশত্বং নামেতি। অংশশব্দেন তদেকাত্মরূপো গ্রাহ্যঃ, শ্রীকৃষ্ণো নারায়ণাদিভাব-

(৮৯) শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ ॥ ৪৭ ॥

(৯০) শক্তের্ব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্ ॥ ৪৮ ॥

(৯১) শক্তিঃ সমাপি পূর্য্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ।
শীতাদ্যার্ত্তিক্ষয়েণাগ্নিপুঞ্জাদেব সুখং ভবেৎ ॥

(৯২) এবমেব গুণাদীনাম্ আবিষ্কারানুসারতঃ।
ভবধ্বংসেন সৌখ্যং স্যাৎ ভক্তাদীনাং যথাযথম্ ॥ ৪৯ ॥

ধ্রুবস্তত্তৎপ্রকরণপঠিতানেব গুণানাবিষ্কুর্য্যাৎ, ন তু স্বনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্, ইতি নোক্ত-ব্যবস্থাভঙ্গঃ। তথা চ উভয়হৈতুক-মনোরঞ্জনাবল্প-হতারিমোক্ষদাতৃত্বং নৃসিংহাদিষ্বে নাভিব্যঞ্জিতম্, ইতি ন তস্য তন্নিহতস্যাপি মোক্ষঃ। সর্ব্বেষু সর্ব্বশক্ত্যাবির্ভাবে স্বীকৃতে তু শাস্ত্রাবধারিতঃ সিদ্ধান্তো ব্যাকুপ্যেৎ। নারায়ণে নিখিলকৃষ্ণগুণাবির্ভাবে স্বীকৃতে তৎপত্ন্যাঃ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরজোবাঞ্ছা ভাগবতোক্তা, রঘুপতৌ তস্মিন্ স্বীকৃতে দৃষ্টরঘুপতীনাং মুনীনাং কৃষ্ণস্পৃহা পাদ্মোক্তা, ত্রিষু পুরুষেষু তস্মিন্ স্বীকৃতে তেষাং কৃষ্ণাংশতা চ ব্রহ্মসংহিতোক্তা, ন ঘটেত। এবং বাসুদেবে সঙ্কর্ষণস্য স্বধিষ্ণ্যত্ব-ধীর্বহুসৎকৃতিশ্চ, রঘুপতৌ সৌমিত্র্যাদীনাং স্বামিত্ববুদ্ধিরতিভক্তিশ্চ তত্র তত্রোক্তা ব্যাকুপ্যেৎ। সদেতি। অতো জ্যেষ্ঠোঽপি বলদেবঃ "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ" (ভা০ ১০।১৩।৩৭) ইত্যেবাবোচৎ। পূর্ণত্বমিতি—অংশিত্বমিত্যর্থঃ, তত্ত্বঞ্চাস্বে-চ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিত্বমিত্যর্থঃ। তথা চ অংশিনা অংশো ব্যঙ্গ্যঃ, নতু অংশেন অংশী, ইতি যথাযোগং ভাব্যম্। কৃষ্ণস্য সর্ব্বাংশিত্বাৎ তদ্ব্যঙ্গ্যাঃ সর্ব্বে, স তু নান্যব্যঙ্গ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

অথ শক্তিশব্দাভিমতং স্ফুটয়তি, শক্তিরিতি। স্বেতরনিখিলস্বামিত্বম্ ঐশ্বর্য্যং, সর্ব্বাবস্থাসু চারুত্বং মাধুর্য্যং, নির্নিমিত্তপরদুঃখপ্রহাণেচ্ছা কৃপা, কালমায়াদ্যভি-ভাবী প্রভাবস্তেজঃ, আদিনা সার্ব্বজ্ঞ্য-ভক্তবাৎসল্য-ভক্তবশ্যতাদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অংশাংশিবাক্যানাং নিষ্কর্ষমাহ, শক্তেরিতি। তারতম্যস্য—অংশাংশিভাবস্য ॥ ৪৮ ॥

পূর্ণাৎ সুখাতিশয়ো লভ্যতে, ন ত্বংশাৎ তদ্রূপাদপীতি দৃষ্টান্তেনাহ, শক্তি-রিতি। যদ্যপি পূর্য্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ শক্তিঃ সমা, তথাপি শীতাদিহেতুকা-র্ত্তিক্ষয়েণ অগ্নিপুঞ্জাদেব অতিশয়িতং সুখং, ন দীপাৎ ॥ এবং নৃসিংহাদিস্বাংশস্য, তদংশিনঃ কৃষ্ণস্য চ, ভক্তাবিদ্যাবিধ্বংসনে দৈত্যসংহারে চ শক্তিঃ সমৈব ; কিন্তু

কিঞ্চ—

(৯৩) একত্বঞ্চ পৃথক্‌ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা।
তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তম্ অচিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ ॥ ৫০ ॥

তত্রৈকত্বেঽপি পৃথক্‌প্রকাশিতা, যথা শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৬৯।২)—

(৯৪) "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥" ৫১ ॥ ইতি।

পৃথক্‌ত্বেঽপ্যেকরূপতাপত্তিঃ, যথা পাদ্মে—

(৯৫) "স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ।
একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ ॥" ৫২ ॥ ইতি।

একস্যৈব অংশাংশিত্বং বিরুদ্ধশক্তিত্বঞ্চ। যথা শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৪০।৭)—

(৯৬) "যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥" ৫৩ ॥ ইতি

কৌর্ম্মে চ—

(৯৭) "অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।

নিত্যাবির্ভূত-হতদৈত্যাদিমোক্ষদাতৃত্বাদিসর্ব্বগুণাৎ অগ্নিপুঞ্জোপমাৎ কৃষ্ণাদেব দৈত্যাদি-ভব-বিধ্বংসেন, সৌখ্যং—পরানন্দাপ্তিরূপং, স্যাৎ; নৃসিংহাদিতস্তু স্বর্দুর্লভভোগপ্রাপ্তিরেব দৈত্যাদীনাং, ন তু ভবধ্বংস ইতি। ভক্তাদীনামিতি—আদিনা যোগিনাঞ্চ শ্রোতৄণামিতি ॥ ৪৯ ॥

নন্বু কৃষ্ণে রুচিনির্ভরং স্বয়ংরূপতাং প্রতিপাদয়সি, নৃসিংহাদৌ তু তদভাবাৎ স্বাংশতামিতি কথমিতি চেৎ? তত্রাহ, একত্বমিতি। যদি স্বরূপভেদমভ্যুপেত্য তথা তথা ব্রূয়াং, তর্হি তবায়মাক্ষেপঃ স্যাৎ, ন চ তথাস্তীত্যচিন্ত্যশক্তিতস্তথা তথা ভাবস্তস্যৈকস্যৈব বাচনিক ইতি নাক্ষেপাবকাশঃ ॥ ৫০ ॥

"চিত্রম্" ইতি শুকোক্তিঃ। একঃ কৃষ্ণ একেন বপুষা যুগপদেব পৃথক্ পৃথক্ উদাবহদিত্যুক্তেরেকত্বে সত্যেব পৃথক্‌প্রকাশিতা সিধ্যতি ॥ ৫১ ॥

স দেব ইতি। বহুধা ভূত্বা একীভূয়েত্যুক্তেঃ পৃথক্‌ত্বেঽপ্যেকরূপতা অচিন্ত্যশক্তিতঃ সিধ্যতি ॥ ৫২ ॥

"যজন্তি" ইত্যক্রূরোক্তিঃ একস্যৈব অংশাংশিত্বে উদাহরণম্। একমূর্ত্তিকমিতি—অংশিত্বং, বহুমূর্ত্তীতি—অংশত্বং, তবৈকস্যৈব সিধ্যতি ॥ ৫৩ ॥

অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ।
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্‌ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে ॥
(৯৮) তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন।
গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমস্ততঃ ॥" ৫৪ ॥ ইতি।

শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে চ মিথোবিরুদ্ধাচিন্ত্যশক্তিত্বং যথা গদ্যেষু (ভা০ ৬।৯।৩৪—৩৭)—

(৯৯) "দুরববোধ ইবায়ং তব বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসি ॥ ৫৫ ॥

বিরুদ্ধশক্তিত্বমুদাহরতি, অস্থূলশ্চেতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। ভগবতঃ পরব্রহ্মণো বিজ্ঞানানন্দবস্তুত্বশ্রবণাৎ স্থূলত্বাণুত্বাভ্যাং জড়ধর্ম্মাভ্যাং স ভগবান্ বিরহিতঃ, তথাপি তাভ্যাং স্বরূপনিষ্ঠাভ্যাং বিশিষ্টঃ সোঽভিধীয়তে; সহস্রশীর্ষত্ব-ত্রিবিক্রমত্বাবস্থায়াং স্থূলত্বস্য, জীবান্তর্যামিতাদশায়াম্ অণীয়স্ত্বস্য চ শ্রবণাৎ। তদ্বত্তত্ত্বশ্রবণাদেব বর্ণেন শ্যামত্বাদিনা বিরহিত ইত্যবর্ণঃ প্রোক্তঃ, "মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং" (গো০ তা০, পূঃ ১০) "স মামৃষভো লোহিতাক্ষঃ" ইতি শ্রবণাৎ শ্যামো রক্তান্তলোচনশ্চ সোঽভিধীয়তে। কুত এবং? তত্রাহ, ঐশ্বর্য্যেতি—অচিন্ত্যশক্তিসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ। মিথো বিরুদ্ধাঃ, অর্থাঃ—গুণাঃ, যস্মিন্ সঃ ॥ এবং তদ্যোগাদেব অনিত্যত্বমপি তত্র স্বীকার্য্যং? তত্রাহ, তথাপীতি। দোষাঃ—জন্মপরিণামাদয়ঃ। গুণা ইতি—তে চোক্তা এব ॥ ৫৪ ॥

বৃত্রাসুরাদতিভীতাঃ সুরাঃ স্বত্রাণায় হরিং স্তুবন্তি, দুরববোধ ইবেতি। অয়ং তব, বিহারযোগঃ—ক্রীড়াসম্বন্ধঃ, দুরববোধ ইব—ত্বদচিন্ত্যশক্তিবেদিভিরচিন্ত্যতয়া সুবোধোঽপি তদন্যৈস্তার্কিকৈর্যুক্ত্যেকবলৈর্দুর্ব্বোধ ইত্যর্থঃ। যৎ ত্বমগুণোঽতোঽশরীরোঽশরণোঽনবেক্ষিতাস্মৎসমবায়শ্চাবিক্রিয়মাণেনাত্মনা ইদং সগুণং বিশ্বং সৃজসীত্যাদি। সমবায়ঃ—সাহায্যম্। সগুণঃ খলু কুলালাদির্ধরাদিশরণঃ শরীরচেষ্টাবান্ দণ্ডচক্রাদিসহায়ঃ সগুণং ঘটাদি সৃজতি, শ্রমাদিবিকারঞ্চ লভমানশ্চ দৃশ্যতে; তদ্বিলক্ষণস্য বিশ্বং সৃজতস্তব তদ্বিহারো দুর্ব্বোধঃ। অত্র ত্রিশক্তিকো হরির্বিশ্বহেতুঃ, তত্র ক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিমতো বিশ্বাত্মনা পরিণামেঽপি তচ্ছক্তিকরূপাৎ অচ্যাবাৎ পরাখ্যশক্তিকস্য সঙ্কল্পেনৈব তাদৃশপরিণামে নিমিত্তত্বাৎ তব দুর্ব্বোধত্বং সুস্থম্ ॥ ৫৫ ॥

(১০০) অথ তত্রভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃত-কুশলাকুশলং ফলমুপাদদাতি ? আহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্তে ? ইতি হ বাব ন বিদামঃ ॥ ৫৬ ॥

(১০১) ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিগণিতগুণগণে ঈশ্বরে অনবগাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্রকলিতান্তঃকরণাশয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বং পালীত্যুক্তং, তৎপালকত্বমপি দুর্ব্বোধমিত্যাহ, অথেতি। তত্রভবানিতি—পূজার্থম্। দেবদত্তঃ—প্রাকৃতো জনঃ, যথা গৃহক্ষেত্রাদি নির্ম্মায় নিরোদাসীন শত্রুগহনে তস্মিন্ নিবিশ্য স্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মফলং সুখদুঃখমনুভবতি, তথৈব ভবানপি, গুণবিসর্গে—দেবাসুরযুদ্ধাদিলক্ষণে, পতিতঃ, পারতন্ত্র্যেণ—দেবাদিবিষয়ক-কৃপাধীনতয়া, স্বকৃতং—স্বকীয়দেবাদিকৃতং, কুশলাকুশলফলং—সুখদুঃখম্, উপাদদাতি—আত্মীয়ত্বেন স্বীকরোতি ? আহোস্বিৎ—কিম্বা, সমঞ্জসদর্শনঃ—অপ্রচ্যুতশক্তিকঃ, আত্মারামঃ, উদাস্তে—তত্র তত্র সাক্ষী সন্ সুখং দুঃখঞ্চ তন্নোপাদদাতি ? ইতি ন বিদ্মঃ। বহূনাং দুষ্টানাং বিমর্দ্দনাৎ বিশ্বপালকত্বম্ অৰ্দ্ধকুক্কুটীগ্রস্তং, সতি চ তাদৃশে তৎপালনে সাক্ষিত্বঞ্চ দুর্ঘটমিতি ॥ ৫৬ ॥

এবং লোকদৃষ্ট্যা বিরোধমাপাদ্য অচিন্ত্যশক্তিদৃষ্ট্যা তদভাবমাপাদয়ন্তি, নেতি। ত্বয়ি বিরোধো ন, যস্মাৎ, উভয়ং—বিশ্বাত্মকত্ব-দুষ্টবিমর্দ্দকত্বপূর্ব্বক-সৎপালকত্বরূপং বিশ্বস্রষ্টৃকার্য্যং, তত্র তত্রোদাসীন্যরূপমাত্মারামকার্য্যঞ্চ, ইত্যুভয়ং, যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। ন চ লোকদৃষ্টান্তেন ত্বয়ি তত্তচ্ছঙ্কা যুক্তা কর্ত্তুম্, অচিন্ত্যমহিমত্বাৎ, ইত্যবিরোধোপপাদায় বিশেষণানি ; তেষু, ভগবতি—নিত্যপ্রশস্তৈশ্বর্য্যাদিষট্কে, অপরিগণিতগুণগণে—অসংখ্যাত-সত্যসঙ্কল্পত্ব-ভক্তবৎসলত্বাদিধর্ম্মকে, ঈশ্বরে—সর্ব্বপ্রশাস্তরি, অনবগাহ্যমাহাত্ম্যে—ভক্তিহীনদুর্জ্ঞেয়মহিমানি ; ইতি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ তাদৃশবিশ্বস্রষ্ট্যাপি শ্রমলেশাভাবঃ, ভক্তবৎসলত্বাৎ তদ্বিদ্রোহিবিমর্দ্দকত্বম্, ঈশ্বরত্বাৎ দুর্দ্দান্তদণ্ডধর্তৃত্বং, ভগবচ্ছব্দপ্রাপ্তাৎ নিত্যলক্ষ্মীকত্বাৎ কৃৎস্নবিরক্তিকত্বাচ্চ নাত্মনি তত্ত্বমননমিতি। নন্বু মমেদৃশতাং কেচিৎ পণ্ডিতা ন সহন্তে ? তত্রাহ। অর্ব্বা-

উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ সম-বিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্ ॥" ৫৮॥ ইতি।

টীনাং—বস্তুস্বরূপাসংস্পর্শিনঃ,বিকল্পাদয়ো যেষু,তাদৃশৈঃ স্বোৎপ্রেক্ষিতৈঃ শাস্ত্রৈঃ, কলিতং—গ্রস্তং, যৎ অন্তঃকরণং, তত্র, আশেরতে—শয়ানাস্তিষ্ঠন্তি, যে দুরবগ্রহাঃ—হঠাঃ, তৈরেব, বাদিনাং—বিবদমানানাং, বিবাদস্য, অনবসরে—অগোচরে ইত্যর্থঃ। তেষু, বিকল্পঃ—'এবং বা এবং বা' ইত্যাকারঃ, বিতর্কঃ—'কিমত্র যুক্তম্' ইত্যনিশ্চয়ঃ, বিচারঃ—'ইত্থমেব' ইতি নিশ্চয়ঃ, তত্র প্রমাণাভাসাঃ, কুৎসিতাস্তর্কা ইতি ॥ ৫৭ ॥

নন্ব কাচিদিন্দ্রজালবিদ্যেব ময়ি প্রতারিণী মায়াস্তি, তয়া তত্তদ্ভাবপ্রতীতিঃ অবাস্তবী ইতি চেৎ? তত্রাহ,উপরতেতি—"যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ" (ঈ০ উ০ ৮) ইতিশ্রুতেঃ সত্যব্যাপারহেতুত্বাৎ সত্যৈব তব শক্তিঃ, ন ত্বিন্দ্রজালতুল্যেত্যর্থঃ। এবঞ্চেৎ তর্হ্যাত্মারাম ইত্যাদ্যুক্তির্ভবতাং বাধিতার্থা? তত্রাহ, কেবল এবেতি—বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়ে গুণগুণিভাবেনাগৃহীতে ইত্যর্থঃ। এবং তর্হি "অবিবোধ ইবায়ং তব বিহারযোগঃ" ইত্যাদ্যুক্তির্ভবতাং বাধিতার্থা? তত্রাহ,আত্মমায়ামিত্যাদি। আত্মভূতা যা মায়া—অচিন্ত্যা ইচ্ছাশক্তিঃ, তাম্, অন্তর্দ্ধায়—মধ্যে কৃত্বা, কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব? অপি তু সর্ব্বঃ সুঘট ইত্যর্থঃ; "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ" ইতি শব্দমহোদধেঃ। ননু ভো দেবাঃ! মম কিং স্বরূপদ্বয়ং ভবদ্ভিরভিমতং, সগুণং শাস্ত্রোদিতমেকং, নিগুর্ণং নিত্যোদিতং দ্বিতীয়মিতি? তত্রাহ, স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি। এক এব ত্বমব্যক্তবিশেষঃ কেবল উচ্যসে, ব্যক্তবিশেষস্তু ভগবান্, ইতি একস্যৈব ভাবনাভেদেন দ্বেধা ভাতিঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ—"গতিসামান্যাৎ" (ব্র০সূ০১।১।১০) ইতি। অস্যার্থঃ—পরং তত্ত্বমেকমেব; কুতঃ? সর্ব্বেষু বেদান্তেষু, গতেঃ—জ্ঞানস্য, সামান্যাৎ—ঐকরূপ্যাদিতি। অয়ং ভাবঃ—"চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্। বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ ॥" (শি০ ব০ ১।৩) ইত্যত্র একস্য দেবর্ষেস্তথা তথা প্রতীতির্দূরত্বাস্তিকত্বনিবন্ধনা যথা বর্ণিতা,তথৈব একস্য তত্ত্বস্য জ্ঞানভক্তিনিবন্ধনা কেবলত্ব-ভগবত্ত্বরূপা সেতি, নাস্তি বস্তুনি ভেদলেশ ইতি। ননু চেদেবং, তর্হি নানামতানি কস্মাদিতি

অত্র কারিকাঃ।—

(১০২) বিনা শরীরচেষ্টত্বং বিনা ভূম্যাদিসংশ্রয়ম্।
বিনা সহায়াংস্তে কর্ম্মাবিক্রিয়স্য সুদুর্গমম্॥

(১০৩) উক্তো গুণবিসর্গেণ দেবাসুররণাদিকঃ।
তস্মিন্ পতিত আসক্তঃ পারতন্ত্র্যস্তু তদ্ভবেৎ।
যদাশ্রিতেষু দেবেষু পারবশ্যং কৃপাকৃতম্॥

(১০৪) তেন স্বকৃতমাত্মীয়কৃতং শুভ-শুভেতরৎ।
সুখ-দুঃখাদিরূপং কিং ফলং স্বীকুরুতে ভবান্॥

(১০৫) আত্মারামতয়া কিংবা তত্রোদাস্তেতরামিতি।
ন বিঘ্নঃ কিন্তু নৈবেদং বিরুদ্ধমুভয়ং ত্বয়ি॥

(১০৬) তত্র হেতুর্ভগবতীত্যাদি প্রোক্তং পদদ্বয়ম্।
তথৈবেশ্বর-ইত্যাদিপদানাং পঞ্চকং মতম্॥

(১০৭) ভগবত্ত্বেন সার্ব্বজ্ঞং সদ্গুণত্বং তথান্যতঃ।
ব্রহ্মত্বং কেবলত্বেন লভ্যতে তত্র চ স্ফুটম্॥

চেৎ? ত্বত্ত এব তানীত্যাহ, সমেতি। উচ্চাবচবুদ্ধীনাং মতানি ত্বমেবাজ্ঞাতযাথাত্ম্যঃ, অনুসরসি—ভাসয়সি, তেষু তত্তন্মতানীত্যর্থঃ। রজ্জুর্যথা অজ্ঞাতযাথাত্ম্যা সর্প-দণ্ড-ধারা-মালাদিবুদ্ধীনাং হেতুঃ, "ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।" (গী০ ১০।৫) ইতি ত্বদুক্তেরিতি॥ ৫৮॥

পদার্থান্ কারিকাভির্ব্যাখ্যাতি, বিনা শরীরেত্যাদিভিঃ। অশরণ ইত্যস্য ভূম্যাদীতি, শরণশব্দস্যাশ্রয়বাচ্যত্বং, "শরণং গৃহ-রক্ষিত্রোঃ" ইত্যমরঃ। অনবেক্ষিতে-ত্যস্য বিনা সহায়ানিতি। বিহারযোগেত্যস্য কর্ম্মেতি। সুদুর্গমং—দুরববোধ-মিত্যর্থঃ॥ গুণবিসর্গপদং ব্যাচষ্টে, উক্ত ইতি॥ স্বকৃতপদং ব্যাখ্যাতি, আত্মীয়-কৃতমিতি—আত্মীয়ৈর্দেবৈঃ কৃতমর্জ্জিতং, যৎ শুভাশুভফলং সুখদুঃখং, তৎ স্বকীয়ং মনুতে ইত্যর্থঃ॥ এতচ্চ ন সম্ভবেদিত্যাহ, আত্মারামতয়েতি। এবং সংশয্য অথ বিরুদ্ধগুণশালিন্যবিচিন্ত্যবস্তুনি ত্বয়ি তদুভয়ং সম্ভবেদিতি সিদ্ধান্তয়ন্তি, কিন্তি-ত্যাদি॥ ননু সপ্তভিঃ পদৈঃ কিং কিমাগতং? তত্রাহ, ভগবত্ত্বেনেত্যাদি। অন্যত

(১০৮) যদ্যপি ব্রহ্মতাহেতোঃ সর্ব্বত্র স্যাৎ তটস্থতা।
তথাপ্যাদিগুণদ্বয্যা ভবেদ্ভক্তানুকূলতা ॥ ৫৯ ॥

(১০৯) নন্বেকস্য স্বরূপস্য দ্বৈরূপ্যং কথমেকদা।
তত্রাহ অর্ব্বাচীনেতি তাদৃশানাং হি বাদিনাম্।
বিবাদস্যানবসরে তস্য তাবদগোচরে ॥

(১১০) অতোঽচিন্ত্যাত্মশক্তিং তাং মধ্যেকৃত্যাত্র দুর্ঘটঃ।
কো ন্বর্থঃ স্যাদ্বিরুদ্ধোঽপি তথৈবাস্যা হ্যচিন্ত্যতা।
সা চ নানাবিরুদ্ধানাং কার্য্যাণামাশ্রয়ান্মতা ॥

(১১১) 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি চ ব্রহ্মসূত্রকৃৎ।
"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

ইতি—অপরিগণিতেত্যাদিকাৎ দ্বিতীয়াৎ পদাৎ, তৎপ্রভৃতিপদপঞ্চকাৎ বা, সদ্গুণত্বং—ভক্তবাৎসল্য তদার্ত্তিপরিহর্ত্তৃত্ব-দুষ্টবিনাশিত্বাদিসদ্গুণত্বমিত্যর্থঃ। কেবলত্বেন—সপ্তমপদার্থেন তু, ব্রহ্মত্বম্—অনভিব্যক্তসর্ব্বগুণত্বাদিলক্ষণং, লভ্যতে ইত্যর্থঃ। নন্ কেবলত্বং চেৎ স্বরূপধর্ম্মস্তর্হি দেবেষু ভক্তেষ্বপি তস্য, তটস্থতা—ঔদাসীন্যং, স্যাৎ? তত্রাহ, তথাপীতি। আদিগুণদ্বয্যা—ভগবত্ত্বাদিবিশেষণদ্বয়াবিগতয়া। তস্যাপি তদ্দ্বয়স্য কেবলত্ববৎ স্বরূপধর্ম্মত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

নন্ অসাধারণস্য কেবলত্বস্য ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ ভগবত্ত্বাৎ ব্রহ্মত্বমন্যৎ স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যতে, নন্বিতি। সমাধত্তে, তত্রাহেত্যাদিনা ॥ বস্তুসিদ্ধান্তং দর্শয়তি, অতোঽচিন্ত্যেতি। কো ন্বর্থ ইতি—সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-তদুদাসীনত্বরূপোঽর্থঃ, মিথো বিরুদ্ধোঽপি দুর্ঘটো নেত্যর্থঃ। তথৈব—স্বরূপবৎ, অস্যাঃ—শক্তেঃ, অচিন্ত্যতা স্যাৎ। সা চেতি। সা—শক্তেরচিন্ত্যতা, মতা—অনুমিতেত্যর্থঃ ॥ ন কেবলমনুমানমেব তত্র প্রমাণম্, অপি তু শ্রুত্যাদি চাস্তীত্যাহ, শ্রুতেস্ত্বিতি। অস্যার্থঃ—লৌকিকে কর্ত্তরি কুলাল-বর্দ্ধক্যাদৌ যে দোষা বিকারখেদাদয়স্তে পরমাত্মনি কর্ত্তরি ন স্যুঃ; কুতঃ? শ্রুতেঃ—সর্ব্বং কুর্ব্বন্নপি পরমাত্মা বিকারাদিদোষৈরস্পৃষ্ট ইতি "স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ," (শ্বে০ উ০ ৬।১৬) "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" (শ্বে০ উ০ ৬।১৯) ইতি শ্রবণাৎ। নন্ বাধিতমর্থং শ্রুতিঃ কথমাহ ইতি চেৎ? তত্রাহ,

ইতি স্কান্দবচস্তচ্চ মণ্যাদিম্বপি দৃশ্যতে ॥

(১১২) তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিধ্যেৎ পরমেশতা।
যতশ্চানবগাহ্যত্বেনাস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে ॥ ৬০ ॥

(১১৩) অজ্ঞানমিন্দ্রজালং বা বীক্ষ্যতে যত্র-কুত্রচিৎ।
অতো ন পারমৈশ্বর্য্যং তেন তস্য প্রসিধ্যতি ॥

(১১৪) তচ্চ তস্য'ন হীত্যাহ স্ফুটঞ্চোপরতেত্যদঃ ॥ *
তথা ভগবতীত্যাদিপদানাং ষট্‌তয়স্য চ।
ভবেৎ প্রয়োগতাৎপর্য্যমত্র নিষ্ফলমেব হি ॥

(১১৫) তস্মান্ন শাস্ত্র-যুক্তিভ্যাম্ 'উভয়ং তদ্‌বিরুধ্যতে ॥ ৬১ ॥
তথাপ্যুচ্চাবচধিয়াম্ অনেবংতত্ত্ববেদিনাম্।
মতানুসারতো ভাসি রজ্জুবৎ ত্বং তথা তথা ॥ ৬২ ॥

শব্দেতি---অচিন্ত্যার্থস্য শব্দপ্রমাণৈকবেদ্যত্বাদিত্যর্থঃ। অত্রার্থে স্মৃতিমুদাহরতি, অচিন্ত্যা ইতি। প্রাকৃতেষু মণ্যাদিষু চেৎ সা শক্তিঃ, কিমুত পরেশে? ইতি কৈমুত্যং সিধ্যতীতি ॥ যতশ্চেতি—অচিন্ত্যশক্তিত ইত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৬০ ॥

ন চেশ্বরস্য অজ্ঞানং কুহকং বা শক্যং বক্তুমিত্যাহ, অজ্ঞানমিতি। রজ্জো-রজ্ঞানং যস্যাস্তি, তত্রাজ্ঞাতা রজ্জুঃ সর্পাদিরূপমুদ্ভাসয়তি, ঐন্দ্রজালিকে পুংসি স্থিতা ইন্দ্রজালবিদ্যা লোকান্ প্রতি নানার্থান্ প্রত্যায়য়তি, ন হি তেন তয়া চ রজ্জুখণ্ডস্য ঐন্দ্রজালিকস্য চ ঈশ্বরতা সিধ্যতি, ইতি তদ্দ্বয়মীশ্বরস্য ন বক্তব্যম্। কুতঃ? উপরতে-ত্যাদিবিশেষণাদিত্যর্থঃ ॥ তথেত্যাদি—তত্র তদ্দ্বয়ে স্বীকৃতে, ভগবতীত্যাদীনাং ষট্‌তয়স্য প্রয়োগতাৎপর্য্যং, নিষ্ফলং—ব্যর্থং, ভবেৎ; কিংব্যাবর্ত্তয়িতুং তানি বিশেষণানি কৃতানি? ইত্যর্থঃ ॥ নিগময়তি, তস্মাদিতি। শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্—অচিন্ত্যশক্তিনিরূপকাভ্যামিত্যর্থঃ, তৎ উভয়ং—বিশ্বপালকত্বং তত্রোদাসীন্যঞ্চ, ন বিরুধ্যতে ॥ ৬১ ॥

চেদেবং মদ্গাথাত্ম্যং, তর্হি নানামতানি কুতঃ? তত্রাহ, তথাপ্যুচ্চাবচেতি—ব্যাখ্যাতং প্রাক্ ॥ ৬২ ॥

---

* "তচ্চ তস্য" ইত্যত্র "তচ্চ তত্র" ইতি পাঠান্তরম্।

(১১৬) নন্বু ভোঃ কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম স্যাদ্‌ভগবান্ পুনঃ।
নানাধর্ম্মৈতি তত্রাপি স্বরূপদ্বয়মীক্ষ্যতে ॥
ইতি প্রাহ স্বরূপেতি তৎস্বরূপস্য নৈব হি।
কদাপি দ্বৈতমেকস্য ধর্ম্মদ্বয়মিদং ধ্রুবম্ ॥ *

(১১৭) ততো বিরোধস্তচ্ছক্তিবিলাসানাং যদীক্ষ্যতে।
তদেবাচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যং ভূষণং নতু দূষণম্ ॥ ৬৩ ॥

(১১৮) ইয়মেব বিরোধোক্তিস্তৃতীয়েঽপি চ দৃশ্যতে ॥
"কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥" (ভা৽ ৩।৪।১৬) ইতি।

(১১৯) তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাৎ বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা।
ন স্যাদেবেত্যচিন্ত্যৈব শক্তির্লীলাসু কারণম্ ॥
যথা যথা চ তস্যেচ্ছা সা ব্যনক্তি তথা তথা ॥ ৬৪ ॥

পুনরাশঙ্ক্য সমাদধাতি, নন্বু ভো ইত্যাদিনা ॥ ইতি প্রাহেতি—ইতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহেত্যর্থঃ। ধর্ম্মদ্বয়মিতি—যস্য ভগবত্ত্বং, তস্যৈব কেবলত্বঞ্চ, ইত্যেকস্যৈব ধর্ম্মদ্বয়মিদং, ধ্রুবং—নিশ্চিতম্। ইত্থঞ্চ কেবলাদ্বৈতিনামিব ব্রহ্মস্বরূপং শাস্ত্রকৃতাং নাভিমতং, কিন্তু "চয়স্ত্বিষাম্" ইতি ন্যায়েন একস্যৈব ধর্ম্মদ্বয়মিত্যর্থঃ ॥ তত ইতি—জগৎকর্ত্তৃত্ব-তৎপালকত্ব-তদৌদাসীন্যরূপো যো বিরোধস্তচ্ছক্তীনাং দৃশ্যতে, তদেব পারমৈশ্বর্য্যমচিন্ত্যশক্তিকৃতং, ভূষণমেবেতি—নির্বিশেষবাদগন্ধোঽপি নাস্তীতি ন প্রাচা সার্দ্ধং বিরোধলেশশ্চ ॥ ৬৩ ॥

মিথোবিরুদ্ধাচিন্ত্যশক্তিকত্বং বিধান্তরেণাহ, ইয়মেবেতি ॥ কর্ম্মাণীতি—উদ্ধববাক্যং, স্ফুটার্থম্। ইহ—এষু কর্ম্মাদিষ্বিত্যর্থঃ ॥ তত্তদিতি—যদেতৎ মিথো-

---

* "দ্বৈতমেকস্য ধর্ম্মদ্বয়মিদং ধ্রুবম" ইত্যত্র "দ্বৈতমেকস্যাবাক্ত্যা ব্যক্ত্যা ভিদাশ্রয়ম্" ইতি পাঠান্তরম্।

(১২০) এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতার্থো নিরূপ্যতে
নন্বু যঃ প্রকৃতিস্বামী যোঽন্তর্যামী চ পূরুষঃ।
তাভ্যামধিকতা নাস্য কংসারেরুপপদ্যতে"॥ ৬৫ ॥

তথাহি শ্রীপ্রথমে (ভা° ১।৩।১—৫)—

(১২১) "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৬৬ ॥

(১২২) যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥

(১২৩) যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্"॥

বিরুদ্ধং বস্তু বাস্তবং ন স্যাৎ, তদা তত্ত্ববিদামেষাং বুদ্ধিভ্রমো ন স্যাৎ, অতস্তাদৃশ-তৎসম্পাদিকা অচিন্ত্যশক্তিরেব সিদ্ধেতি ॥ স্ফুটমন্যৎ ॥ ৬৪ ॥

এবমিতি—নিত্যাবিভূতনিখিলশক্তিকত্বহেতুকে কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বে নির্ণয়ে, প্রসঙ্গাগতম্ এতদ্বৈভবানি পৃথক্‌ত্বাদিকং নিরূপ্য, ইদানীং প্রকৃতং স্বয়ংরূপত্বং নিরূপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ তথাহি, নন্বিতি। প্রকৃতিস্বামী— কারণার্ণবশায়ী, পূরুষঃ, অন্তর্যামী চ—গর্ভোদকশায়ী, তাভ্যামধিকঃ কৃষ্ণো নেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

তত্র কারণার্ণবশায়িনমাহ, জগৃহে ইতি। আদৌ পূর্ব্বং, ভগবান্ পরম-ব্যোমাধীশঃ, পৌরুষং—পুরুষাকারং পুরুষাখ্যং বা, রূপং—বিগ্রহং, জগৃহে প্রকটিতবান্। কেন হেতুনা? ইত্যাহ, মহদাদিভির্লোকসিসৃক্ষয়া। কীদৃশং রূপং? সম্ভূতং—সম্যক্ সত্যং; যদ্বা, মহদাদিভির্লোকসিসৃক্ষয়া, সম্ভূতং—যুক্তম। পুনঃ কীদৃক্? ষোড়শ, কলাঃ—শক্তয়ঃ, যত্র তৎ ॥ ৬৬ ॥

গর্ভোদশায়িনমাহ, যস্যেতি। যস্য—পরমব্যোমাধীশস্য, অম্ভসি—গর্ভোদসমুদ্রে, প্রদ্যুম্নবপুষা শয়ানস্য, নাভিহ্রদাম্বুজাৎ ব্রহ্মাসীদিত্যন্বয়ঃ ॥ রূপং বিশিনষ্টি, যস্য—রূপস্য বিগ্রহস্য, অবয়বসংস্থানৈঃ—পাদাদ্যঙ্গসন্নিবেশৈঃ, তৎসদৃশতয়া, লোকবিস্তরঃ "পাতালমেতস্য হি পাদমূলম্" (ভা° ২।১।২৬) ইত্যাদিবাক্যৈঃ, কল্পিতঃ—স্থূলধিয়াং মনঃস্থৈর্য্যায় উপদিষ্ট ইত্যর্থঃ। তৎ ভগবতো রূপং, বিশুদ্ধং—

(১২৪) পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরু-ভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধ-শ্রবণাক্ষি-নাসিকং সহস্রমৌল্যম্বর-কুণ্ডলোল্লসৎ ॥

(১২৫) এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেব-তির্য্যঙ্-নরাদয়ঃ ॥" ৬৭ ॥ ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

(১২৬) আদৌ সর্ব্বাবতারাগ্রে ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
'মহত্তত্ত্বাদিভিঃ কৃত্বা ভুবনানাং সিসৃক্ষয়া।
পৌরুষং পুরুষাকারম্ অথবা পুরুষাভিধম্।
রূপম্ আনন্দ-চিন্মূর্ত্তিং জগৃহে প্রাদুরাচরৎ ॥

(১২৭) অর্থঃ সম্ভূতশব্দস্য সম্যক্‌সত্যমিতীরিতঃ।
সম্ভূতং যুক্তমিতি বা ভুবনানাং সিসৃক্ষয়া।
ষোড়শৈব কলা যস্মিংস্তৎ ষোড়শকলং মতম্ ॥

জাড্যাংশেনাপি রহিতং, সত্ত্বং—স্বপ্রকাশতাশক্তিরূপম্, অত্র উর্জ্জিতং—বলবৎ, মায়ানিরসকমিত্যর্থঃ। তমোরজোভ্যামসংপৃক্তং মায়িকং সত্ত্বং তদিতি তু বদন্তো ভ্রান্তা এব, তদসংপৃক্তস্য তৎসত্ত্বস্যাভাবাৎ, "অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্র-গামিনঃ।" (আগমে) ইতি স্মরণাৎ ॥ সূক্ষ্মধিয়স্তু তদেব রূপং ধ্যায়ন্তীত্যাহ, পশ্যন্তীতি। অদভ্রচক্ষুষা—জ্ঞাননেত্রেণ। সহস্রশব্দোঽত্রাসংখ্যাতবাচী, "বিশ্বত-শ্চক্ষুঃ" (শ্বে° উ° ৩।৩; ম° না° উ° ২।২) ইতি লিঙ্গাৎ ॥ তস্যাবতারিত্বমাহ, এতন্নানেতি। নিধানম্—অধিকরণং, * রূপান্তরাণাং বৈদূর্য্য ইব। যস্যাংশো বিরিঞ্চিঃ, তস্যাংশো মরীচ্যাদিঃ, তেন, দেবাদয়স্তদুপাধয়ঃ, সৃজ্যন্তে—জন্যন্তে ॥ ৬৭ ॥

পদ্যপঞ্চকং কারিকাভির্ব্যাচষ্টে, আদাবিত্যাদিভিঃ। ভগবান্—পরব্যোমা-ধীশঃ ॥ অর্থঃ সম্ভূতেতি -"ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবং ত্রিষূচিতে। প্রাপ্তে বৃত্তে সমে সত্যে দেবযোন্যন্তরে তু না ॥" ইতি মেদিনী। সম্ভূতং যুক্ত-মিতি বেতি—"সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা ॥" (শি° ব° ২।১০০) ইতি

* "অধিকরণম্" ইত্যত্র "আদিকারণম্" ইতি পাঠান্তরম্।

(১২৮) তাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রোক্তা বৈষ্ণবৈঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ।
শক্তিত্বেন চ তা ভক্তিবিবেকাদিষু সম্মতাঃ ॥
(১২৯) "শ্রীর্ভূঃ কীর্ত্তিরিলা লীলা কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্।
বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ ॥" ইতি।
(১৩০) তদিদং পৌরুষং রূপং ত্রিবিধং পূর্ব্বমীরিতম্।
তত্র প্রোচ্য মহৎস্রষ্টৃরূপমণ্ডস্থমুচ্যতে ॥
(১৩১) যস্যাজাণ্ডপ্রবেশেন শয়ানস্য তদম্ভসি।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদিতি সুব্যক্তমেব হি ॥
(১৩২) যস্য নাভিহ্রদাব্জস্যাবয়বাঃ কর্ণিকাদয়ঃ।
সংস্থানান্যত্র বিন্যাসবিশেষাস্তৈস্তু কল্পিতঃ।
লোকানাং সর্ব্বজগতাং বিস্তারো বিততিঃ কিল ॥
(১৩৩) স শেতে যেন রূপেণ তচ্ছুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্ ॥
(১৩৪) পশ্যন্তীত্যাদিপদ্যেন তদেবেদং বিশিষ্যতে ॥
এতদ্রূপন্তু নানাবতারাণামুদয়াস্পদম্ ॥ ৬৮ ॥

যথৈকাদশে (ভা০ ১১।৪।৩)—

(১৩৫) "ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানম্ অবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥"

মাঘকাব্যে প্রয়োগাৎ ॥ তাঃ কলা নামভির্নির্দ্দিশতি, শ্রীরিত্যাদিভিঃ। বিমলাদ্যাস্তু মহাবৈকুণ্ঠবর্ণনে ব্যক্তীভবিষ্যন্তি, তাশ্চ—"বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহেতি নব স্মৃতাঃ ॥" পূর্ব্বমীরিতমিতি—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি" ইত্যাদিনা। তত্রেতি। "জগৃহে পৌরুষং রূপম্" ইতি-পদ্যেন,মহৎস্রষ্টৃরূপং—কারণোদশয়ং, প্রোচ্য,"যস্যাম্ভসি" ইত্যাদিভিঃ,অণ্ডস্থং—গর্ভোদশয়রূপম্, উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ যস্যেতি—বিগ্রহস্যেতি ব্যাখ্যাতং প্রাক্; গ্রন্থকৃদ্ভিস্তু, যস্য—নাভিহ্রদাম্বুজস্য, ইতি ব্যাখ্যায়তে, ফলন্তু তুল্যং ভাব্যম। অন্যৎ বিস্ফুটার্থম ॥ ৬৮ ॥

অত্র সার্দ্ধকারিকা।—

(১৩৬) নারায়ণোঽত্র পরমব্যোমেশানঃ স আত্মনা।
পুংস্বরূপেণ সৃষ্টৈস্তৈর্ভূতৈঃ সৃষ্ট্বা বিরাট্তনুম্।*
বিষ্টঃ স্বাংশেন তেনৈব সম্প্রাপ্তঃ পুরুষাভিধাম্॥ ৬৯॥

(১৩৭) প্রস্তুতে তু কিমায়াতম্ ইত্যাশঙ্ক্য নিগদ্যতে।†
সোঽস্য গর্ভোদশয্যস্য বিলাসো যশ্চতুর্ভুজঃ।
শেতে প্রবিশ্য লোকাব্জং বিষ্ণ্বাখ্যঃ ক্ষীরবারিধৌ॥

(১৩৮) অয়ঞ্চ স্থাবরান্তানাং সুরাদীনাং শরীরিণাম্।
হৃদ্যন্তর্যামিতাং প্রাপ্তো নানারূপী ইব স্থিতঃ॥

(১৩৯) 'তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্' ইতি বিষ্ণোর্যদুচ্যতে।
রূপং সাত্বত-তন্ত্রে তদ্বিলাসোঽস্যৈব সম্মতঃ॥

(১৪০) অতঃ ক্ষীরাম্বুধেস্তীরে কৃতোপস্থানকঃ সুরৈঃ।
এষ এরাবতীর্ণোঽভূৎ কৃষ্ণাখ্য ইতি যুজ্যতে॥ ৭০॥

তস্য পুরুষস্য অবতারিত্বমুদাহরতি; ভূতৈরিতি। আদিদেবঃ নারায়ণঃ—পরম-ব্যোমপতিঃ, আত্মনা—প্রথমপুরুষবপুষা, সৃষ্টৈঃ, ভূতৈর্বিরাজং পুরং নির্ম্মায়, তস্মিন্, স্বাংশেন—দ্বিতীয়পুরুষবপুষা, প্রবিষ্টঃ সন্, পুরুষাভিধানং—পুরুষাবতারসংজ্ঞাম্, অবাপ; স চোক্তানামবতারাণামবতারীতি খ্যাতমিত্যাশয়ঃ॥ নারায়ণোঽত্রেত্যাদি-কারিকার্থস্তু স্ফুটার্থঃ॥ ৬৯॥

প্রস্তুতে ত্বিতি। এবং কারণোদশয়-গর্ভোদশয়য়োর্বর্ণনেন অবতারিত্বকীর্ত্তনেন চ, প্রস্তুতে—'তাভ্যাং পুরুষাভ্যাং কংসারেরাধিক্যং নোপপদ্যতে' ইত্যাক্ষেপে, কিমায়াতম্? ইত্যাশঙ্ক্য, প্রতিবাদিনা তাভ্যাং তস্য ন্যূনতা নিগদ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাহি,সোঽস্যেতি—গর্ভোদশয্যস্যাংশঃ ক্ষীরাব্ধিশয়োঽনিরুদ্ধঃ,স এব দেবাভ্যর্থনয়া

* "ব্যোমেশানঃ" ইত্যত্র "ব্যোমাধীশঃ" ইতি পাঠান্তরম্। "সৃষ্টৈস্তৈর্ভূতৈঃ" ইত্যত্র "সৃষ্টৈস্তু ভূতৈঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

† "নিগদ্যতে" ইত্যত্র "নিরূপ্যতে" ইতি পাঠান্তরম্।

(১৪১) অথাত্র পূর্ব্বপক্ষে বঃ সিদ্ধান্তঃ প্রতিপদ্যতে।
যথা শ্রীদশমে তেষু সুরেষ্বেবাশরীরগীঃ ॥

(১৪২) "বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্‌ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥" ইতি।
[ভা০ ১০।১।২৩]

অত্র কারিকাঃ।—

(১৪৩) পুরুষস্য পরত্বেন সাক্ষাচ্চ ভগবানিতি।
এতস্যৈব মহৎস্রষ্টা সোঽংশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥

(১৪৪) অত্র শ্রীস্বামিপাদানামপি সম্মতিরীক্ষ্যতে।
যৎ অংশভাগেনেত্যস্য ব্যাখ্যাং কুর্ব্বদ্ভিরেব তৈঃ।
অংশেন ভাগো মায়য়া যেনেত্যংশোঽস্য পুরুষঃ।
ভাগো ভজনমিত্যেবং পূর্ণতাস্য স্ফুটীকৃতা ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণোঽভূদিতি, চত্বস্থগাং কারিকাণাং নিষ্কর্ষঃ ॥ 'তদ্বিলাসোঽষ্টৈবেতি'—তং রূপম্, অষ্টৈব—গর্ভোদশয়স্য, বিলাস ইত্যন্বয়ঃ। তথা চ কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং সুদূরাপাস্তমিতি ॥ ৭০ ॥

এতং পূর্ব্বপক্ষং নিরাকর্ত্তুমাহ, অথেতি। ক্ষীরাব্ধিপতিঃ দেবৈরভ্যর্থিতঃ কৃষ্ণো ঽভূদিতি যদুক্তং, তং রভসাদেব বাক্যার্থানবলোকনাদিতি ভাবেনাহ, যথা শ্রীতি ॥ তাং গিরমাহ, বসুদেবেতি—ক্ষীরাব্ধিপতের্বাক্যং সুরান্ প্রতি ব্রহ্মানুবদতি; "গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ। গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ! পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্॥" (ভা০ ১০।১।২১) ইত্যস্য বাক্যস্য পূর্ব্ববৃত্তত্বাৎ। বসুদেবগৃহে পুরুষো জনিষ্যতে, ন অহম্। তর্হি কিং গর্ভোদশায়ী? নেত্যাহ, পর ইতি। তর্হি কিং কারণোদশায়ী? নেত্যাহ, ভগবানিতি। তর্হি কিং পরমব্যোমাধীশঃ? নেত্যাহ, সাক্ষাদিতি। 'স্বয়ংদাসাস্তপস্বিনঃ' ইতিবৎ অন্যানপেক্ষভগবত্ত্ববিশিষ্টো যঃ, স সাক্ষাদ্‌ভগবানুক্তস্তদ্গৃহে ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। সুরস্ত্রিয়ঃ—উপেন্দ্রপরিকররূপাঃ, তৎপ্রিয়ার্থং—তৎপ্রেয়সীনাং পরিচর্য্যার্থমিত্যর্থঃ॥

পুরুষস্যেতি—পরশব্দেন পুরুষশব্দস্য, সাক্ষাচ্ছব্দেন ভগবচ্ছব্দস্য বিশেষিতত্বাৎ, বসু-

(১৪৫) কিঞ্চ তত্রৈব দেবক্যা কৃতে স্তোত্রে নিরূপিতম্ ॥

যথা (ভা০ ১০।৮৫।৩১)—

(১৪৬) "যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তি-লয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥" ইতি।

অত্র কারিকা।—

(১৪৭) যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্য স্যাদংশঃ প্রকৃতিস্তু সা।
তস্যা অংশা গুণাস্তেষাং ভাগেনাস্যোদ্ভবাদয়ঃ ॥ ৭২ ॥*

কিঞ্চ তত্রৈব (ভা০ ১০।১৪।১৪)—

(১৪৮) "নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনাম্
আত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥" ৭৩ ॥ ইতি।

দেবগৃহাবির্ভূতস্য স্বয়ংরূপত্বসিদ্ধ্যা, কারণোদশয়স্য কৃষ্ণাংশত্বে সিদ্ধে, তদংশাংশস্য ক্ষীরাব্ধিপতেঃ কৃষ্ণত্বং ব্রুবন্তো ভ্রান্তা ইতি ॥ বিদ্বত্তমসম্মতিমাহ, অত্র শ্রীতি। অস্যেতি—কৃষ্ণস্য ॥ ৭১ ॥

কিঞ্চেতি। তত্রৈব—শ্রীদশমে ॥ যস্যেতি—শ্রীকৃষ্ণস্য মৎপুত্রস্য তব ॥ অত্র কারিকেতি। পুরুষস্য কৃষ্ণাংশত্বম্ অনভিব্যক্তনিখিলগুণককৃষ্ণত্বং, প্রকৃতেঃ পুরুষাংশত্বং প্রকৃতিশক্তিমৎপুরুষৈকদেশত্বং, পুরুষোপসর্জ্জনীভূতত্বং বেত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

কারণোদশয়স্য গর্ভোদকশয়স্য চ কৃষ্ণাংশত্বং ব্রহ্মবাক্যেনাহ, নারায়ণ ইতি। "জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ। বিনির্গতোঽজস্তিতি বাঙ্ন বৈ মৃষা কিন্তু ঈশ্বর! ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥" (ভা০ ১০।১৪।১৩) ইতি পূর্ব্বপদ্যেন, 'হে ঈশ্বর! ত্বং মৎপিতা নারায়ণোঽসি, অতঃ পুত্রস্য মেঽপরাধং ক্ষমস্ব' ইত্যুক্ত্বা কৃষ্ণস্য পুরুষনারায়ণত্বমুক্ত্বা, অথ বিধিরস্যৈশ্বর্য্যং বীক্ষ্য ভীতস্তৎ প্রতিষেধতি, ত্বং, নারায়ণঃ—মৎপিতা গর্ভোদশয়ঃ, ন হীতি। তত্র হেতুগর্ভং সম্বোধনম্, অধীশেতি—ঈশা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামিণো মৎপিতৃরূপাস্তেভ্যোঽধিক হে। যতস্ত্বং সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি—সমষ্টিজীবানাং বিরিঞ্চীনাং বৈকুণ্ঠস্থিতানাং গরুড়-

---

* "ভাগেনাস্যোদ্ভবাদয়ঃ" ইত্যত্র "ভাগেনাস্যোদয়াদয়ঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

অত্র কারিকাঃ।—

(১৪৯) জগত্রয়েতি পদ্যেন শ্রীনারায়ণতাং বদন্।
কৃষ্ণস্যাথ স্বয়ং দৃষ্ট্বা পরমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্।
পর্য্যাপ্তাজাণ্ডনিযুতং স্বয়ং ভীতিভরাকুলঃ।
নারায়ণস্ত্বং নেত্যাহ সাপরাধ ইবাত্মভূঃ॥

(১৫০) হে অধীশেত্যজাণ্ডৌঘস্থিতান্তর্যামিপূরুষাঃ।
ঈশাস্তেভ্যোঽধিকোঽধীশো হি যতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সমষ্টীনাং সবৈকুণ্ঠজীবানাং ত্বং প্রকাশকঃ।
তেষামখিললোকানাং সাক্ষী দ্রষ্টাপ্যসি স্বয়ম্॥

(১৫১) অতো যো নরভূ-নীরায়নান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
স তেঽঙ্গমংশঃ পূর্ণস্য চিন্মায়াশক্তিবৈভবৈঃ।
চাতুষ্পাদিকমৈশ্বর্য্যং তব তস্য তু পাদিকম্॥

(১৫২) 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনে'তি তে বচঃ।
তচ্চাংশত্বং ভবেৎ সত্যং বিরাড়্ব্রহ্ম তু মায়িকম্॥ ৭৪॥

বিষ্বক্সেনাদীনাঞ্চ নিত্যমুক্তজীবানাং তত্তদ্রূপৈঃ প্রকাশকঃ প্রবর্ত্তকশ্চাসি; তেষামখিললোকানাং সাক্ষী—সাক্ষাদ্দ্রষ্টা, চাসি; ইতি মহানারায়ণঃ সর্ব্বতোঽধিকত্বমসীত্যর্থঃ। যস্মাদেবম্, অতো নরভূজলায়নাদয়ঃ, নারায়ণঃ—প্রথমো দ্বিতীয়শ্চ পুরুষঃ, স তব, অঙ্গং—স্বাংশ ইত্যর্থঃ। তচ্চ পুরুষনারায়ণত্বং তব, সত্যমেব—পারমার্থিকং, ন তু মায়া—নানিত্যমিত্যর্থঃ। তথা চ পরম্পরয়াপি ত্বৎপুত্রত্বাৎ মেঽপরাধঃ ক্ষন্তব্য ইতি ভাবঃ॥ ৭৩॥

পদ্যং ব্যাচষ্টে, জগদিতি। স্বয়ং ভীতিভরেতি—পূর্ণস্য স্বাংশতোক্তের্ভয়োদয়ঃ॥ স্মৃত ইতি—"আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ" (বি০ পু০ ১।৪।৬) ইত্যাদিস্মৃতিবাক্যেনোক্ত ইত্যর্থঃ। চিন্মায়েতি—চিচ্ছক্তের্মায়াশক্তেশ্চ বৈভবৈঃ, পূর্ণস্য তব ঐশ্বর্য্যং, চাতুষ্পাদিকং—পূর্ণং, পুরুষনারায়ণস্য তু মায়াশক্তিবৈভবম্ ঐশ্বর্য্যম্ একপাদিকমিতি। তথাচ চতুষ্পাদ্বিভূতেরেকপাদবিভূতিত্বং বদন্তো ভ্রান্তা ইতি॥ ৭৪॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৮)—

(১৫৩) "যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ইতি।

(১৫৪) অতঃ পুরুষ এবাস্য কৃষ্ণস্যাংশো ভবেদ্যদি।
তদ্বিলাসস্তু নিতরাং ভবেৎ ক্ষীরাব্ধিনায়কঃ॥ ৭৫॥

(১৫৫) ননু দ্বিতীয়স্কন্ধে তু যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে।
কিং বিধাত্রা স হি সিত-কৃষ্ণকেশতয়োদিতঃ॥

তথাহি (ভা০ ২।৭।২৬)—

(১৫৬) "ভূমেঃ সুরেতর-বরূথ-বিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥২৬॥" ইতি।

গর্ভোদশয়স্য কৃষ্ণাংশত্বে ব্রহ্মবাক্যমাহ, যস্যেতি। যস্য—গর্ভোদশয়স্য পুরুষস্য, একনিশ্বসিতকালমবলম্ব্য,জগদণ্ডনাথাঃ—ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশাঃ,জীবন্তি—তত্তৎকার্য্যাধিকারিতয়া বর্ত্তন্তে; সমাকৃষ্টে শ্বাসে প্রলয়ে সতি তত্তৎকার্য্যাধিকারা ন ভবন্তীতি ঈদৃশো বিষ্ণুঃ, সঃ, যস্য—গোবিন্দস্য, কলাবিশেষঃ—স্বাংশঃ, ভবতীতি॥ সিদ্ধান্তার্থং নিযোজয়তি,অত ইতি। যদি,গর্ভোদশয়ঃ পুরুষোঽস্য কৃষ্ণস্য অংশো বাক্যাদবগতো ভবেৎ,তর্হি তদ্বিলাসঃ ক্ষীরাব্ধিপতির্নিতরাং কৃষ্ণস্যাংশ ইতি নাত্র সন্দেহগন্ধ ইতি॥৭৫॥

নিরস্তোঽপি প্রতিবাদী নিস্ত্রপত্বাৎ বাক্যার্থাভাসম্ আশ্রিত্য পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে, নন্বিতি—যদি ক্ষীরাব্ধিপতেরংশঃ কৃষ্ণো ন স্যাৎ, তর্হি ভূমেঃ সুরেতরেত্যেতদ্বাক্যং নারদং প্রতি ব্রহ্মণঃ কথং সঙ্গচ্ছেতেত্যর্থঃ॥ সুরেতরেষাম্—অসুরাণাং,বরূথৈঃ—সৈন্যৈঃ, বিমর্দ্দিতায়াঃ ভূমেরিত্যর্থঃ। এতদ্বাক্যং খলু ভারতানুযায়ি। ভারতবাক্যঞ্চ—"স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হে শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥ তয়োরেকো বলভদ্রো

(১৫৭) নৈবং ভোঃ শ্রূয়তামস্য পদ্যস্যার্থো বিধীয়তে। *
কলয়া শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধিনা সিতাঃ।
বদ্ধাঃ কৃষ্ণা অতিশ্যামাঃ কেশা যেনেতি বিগ্রহঃ।
স এবেত্যস্য বৈদগ্ধীবিশেষোৎকর্ষ ঈরিতঃ॥ †
(১৫৮) কিংবা যঃ কলয়াংশেন স্যাৎ সিতশ্যামকেশকঃ।
স এবাত্রাবতীর্ণোহভূৎ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥ ৭৭॥

বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥" ইত্যেতৎ। তস্মাৎ ক্ষীরাব্ধিনাথাংশত্বং কৃষ্ণস্য অসন্দেহম্॥ ৭৬॥

"বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ" (ভা০ ১০।১।২৩) ইত্যাদিপ্রঘট্টকেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যনেন চ তচ্ছঙ্কায়া দূরাপাস্তত্বাৎ, তস্য পদ্যস্য তদর্থগন্ধোঽপি ন সম্ভাব্য ইত্যাহ, নৈবমিতি। কস্তর্হি তদর্থঃ? তত্রাহ, কলয়েতি। কলয়া—চাতুর্য্যেণ, সিতাঃ—নিবদ্ধাঃ, কৃষ্ণাঃ—অতিশ্যামাঃ, কেশা যেন, ইতি রসিক-শিরোঽবতংসত্ব-ব্যঞ্জনাৎ কৃষ্ণত্বং প্রীণাতে ইত্যর্থঃ॥ নন্বু ভারতোত্থা শঙ্কা নাপৈতীতি চেৎ? তত্রাহ, কিংবেতি। যঃ সিতকৃষ্ণকেশো ভারতোক্তঃ ক্ষীরাব্ধিশয়ঃ, সোঽপি যৎ-কলয়ৈব ভবতি, স কৃষ্ণো জাতঃ সন্ কর্ম্মাণি করিষ্যতীত্যর্থাৎ তচ্ছঙ্কাব্যুদাসঃ॥ নন্বেবমপি কেশোদ্বর্হণা-তৎপ্রবেশহেতুকায়াঃ শঙ্কায়া দুর্ব্বারত্বমিতি চেৎ? অত্রাহুঃ—কেশশব্দোঽয়মংশুবাচী, "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ-সংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মাৎ মামাহুর্মুনিসত্তমাঃ॥" (ম০ ভা০, শা০ প০ ৩৪১।৪০) ইতি নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনং প্রতি কৃষ্ণোক্তেঃ, ক্ষীরোদশয়স্য শুক্লকৃষ্ণাবংশূ তয়োর্গর্ভস্থৌ বল-কৃষ্ণৌ প্রবিষ্টাবিত্যর্থাৎ তচ্ছঙ্কাপি নিরস্তা। অতস্তত্র সর্ব্বত্র কেশশব্দপ্রয়োগঃ। নানাবর্ণাংশূনাং নারদেন তত্র দৃষ্টত্বাচ্চ, অবতরতি স্বয়ংভগবতি তদংশানাং তৎপ্রবেশস্য "মহদংশযুক্তঃ" (ভা০ ৩।২।১৫) ইত্যনেনোক্তত্বাচ্চ, মুখ্যার্থোঽপি নানুপপন্নঃ। তথা চেয়মপি শঙ্কা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতৈবেত্যবসিতম্॥ ৭৭॥

* "নৈবং ভোঃ" ইত্যস্য পূর্ব্বম্ "অত্র কারিকাঃ" ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে।
† "বৈদগ্ধীবিশেষোৎকর্ষ" ইত্যত্র "বৈদগ্ধীবিশেষাৎ কৃষ্ণ" ইতি পাঠান্তরম্।

কিঞ্চ—

(১৫৯) মার্কণ্ডেয়েন বজ্রায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্ফুটম্।
লয়াব্ধিস্থোঽনিরুদ্ধোঽয়ং পিতা তে ইতি কীর্ত্তিতম্॥

তত্র বজ্রপ্রশ্নঃ—

(১৬০) "কস্ত্বসৌ বালরূপেণ কল্পান্তেষু পুনঃপুনঃ। *
দৃষ্টো যো ন ত্বয়া জ্ঞাতস্তত্র কৌতূহলং মম॥"

মার্কণ্ডেয়োত্তরং—

(১৬১) "ভূয়োভূয়স্ত্বসৌ দৃষ্টো ময়া দেবো জগৎপতিঃ।
কল্পক্ষয়ে ন বিজ্ঞাতঃ স ময়া মোহিতেন বৈ॥ †

(১৬২) কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু তস্তু দেবং পিতামহাৎ।
অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং তে জগৎপতিম্॥" ইতি।

অত্র কারিকা।—

(১৬৩) অন্যথা মুনিবর্য্যোঽয়মবদিষ্যদিদং তদা।
তং শ্রীকৃষ্ণং বিজানামি প্রপিতামহমেব তে॥

(১৬৪) অতঃ কেশাবতারত্বভ্রমোঽপ্যারাৎ পরাহতঃ॥ ৭৮॥

(১৬৫) নন্বস্তু পুরুষাদিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং তস্যাঘবিদ্বিষঃ।
কিন্তু শ্রীবাসুদেবোঽত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিষেবিতঃ।
ত্রিপাৎ-পাদবিভূত্যোশ্চ নানারূপ ইহ স্থিতঃ॥

প্রতিবাদিনাং ভ্রান্তত্বং বোধয়িতুং বিষ্ণুধর্ম্মপ্রক্রিয়ামাহ, কিঞ্চেত্যাদি—প্রকটার্থম্॥ কস্ত্বসাবিতি॥ পিতামহাৎ—বিরিঞ্চেঃ॥ কারিকয়া অনুপপত্তিং প্রকটয়তি, অন্যথেতি। মুনিবর্য্যঃ—মার্কণ্ডেয়ঃ। প্রপিতামহমিতি—বজ্রস্য পিতা অনিরুদ্ধঃ, পিতামহঃ প্রদ্যুম্নঃ, প্রপিতামহস্তু কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ॥ অত ইতি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তযুক্ত্যনুপপত্তিতঃ, কুচোদ্যমেতদ্দূরে নিরস্তমিত্যর্থঃ; "আরাদ্দূর-সমীপয়োঃ" ইত্যমরঃ॥ ৭৮॥

---

* "কল্পান্তেষু" ইত্যত্র "লয়ান্তেষু" ইতি পাঠান্তরম্।

† "স ময়া" ইত্যত্র "সময়া" ইতি, "স মায়া" ইতি চ পাঠান্তরম্।

উন্মীলদ্‌বালমার্ত্তণ্ডপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ।
কচিন্নবঘনশ্যামঃ কচিজ্জাম্বূনদপ্রভঃ ॥
মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ।
পরমাত্মা বল-জ্ঞান-বীর্য্য-তেজোভিরন্বিতঃ ॥ ৭৯॥

(১৬৬) মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং যদ্‌ব্যূহানাং চতুষ্টয়ম্।
তস্যাদ্যোঽয়ং তথোপাস্যশ্চিত্তে তদধিদৈবতম্।
তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে ॥

(১৬৭) নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইষ্যতে।
যস্তু সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ।
জীবশ্চ স্যাৎ সর্ব্বজীবপ্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ ॥

(১৬৮) পূর্ণশারদশুভ্রাংশুপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ।
উপাস্যোঽয়মহঙ্কারে শেষন্যস্তনিজাংশকঃ ॥
স্মরারাতেরধর্ম্মস্য সর্পান্তকস্বরদ্বিষাম্।
অন্তর্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহারকারকঃ ॥

(১৬৯) ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুতঃ।
যঃ প্রদ্যুম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে ॥

এবং পুরুষাদিভ্যঃ কৃষ্ণস্য শ্রৈষ্ঠ্যে স্থিতে, নারায়ণৈকান্তী তস্য স্বয়ংরূপত্বম্ অসহমানঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে, নন্বিতি। আদিনা নৃসিংহ-রামাভ্যাঞ্চ। কিন্ত্বিতি—নারায়ণস্য পরমব্যোমাধিপতেঃ প্রথমব্যূহো বাসুদেব এব কৃষ্ণোঽস্তু, স্বয়ংরূপস্তু নারায়ণোঽসাবিতি ভাবঃ। বাসুদেবং বিশিনষ্টি, সর্ব্বৈশ্বর্য্যেত্যাদিভিঃ ॥ ৭৯ ॥

মহাবস্থেতি। মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য ব্যূহানাং যৎ চতুষ্টয়ং মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং, তস্য—চতুষ্টয়স্য, অয়ং—বাসুদেবঃ, আদ্যঃ—প্রধানভূত ইত্যর্থঃ ॥ নিজেতি। যস্য—বাসুদেবস্য, নিজাংশঃ—বিলাসঃ, ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইত্যন্বয়ঃ। যঃ সঙ্কর্ষণঃ সর্ব্বজীবপ্রাদুর্ভাবকত্বাৎ জীব উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ শেষেতি—অতঃ শেষস্যাপি সংহর্ত্তৃত্বমুক্তং, "পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ। দহন্নূর্দ্ধশিখো বিষগ্বর্দ্ধতে

স্তুবত্যা চ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে ।
শুদ্ধজাম্বূনদপ্রখ্যঃ কচিন্নীলঘনচ্ছবিঃ ॥
নিদানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্তনিজাংশকঃ ।
বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্য চ ।
অন্তর্যামিত্বমাপন্নঃ সর্গং সম্যক্ করোত্যসৌ ॥

(১৭০) ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে ।
যোঽনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্বে মনীষিভিরুপাস্যতে ॥
নীলজীমূতসঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণতৎপরঃ ।
ধর্ম্মস্যায়ং মনূনাঞ্চ দেবানাং ভূভুজাং তথা ।
অন্তর্যামিত্বমাস্থায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিম্ ॥ ৮০ ॥

(১৭১) মোক্ষধর্ম্মে তু মনসঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্নোঽধিদৈবতম্ ।
অনিরুদ্ধস্ত্বহঙ্কারস্যেতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্ ॥ ৮১ ॥

(১৭২) সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণামপ্যেষা প্রক্রিয়া মতা ॥ ৮২ ॥

(১৭৩) পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্‌চতুষ্টয়ে ।
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥ ৮৩ ॥

(১৭৪) তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে ।
জলাবৃতিস্থবৈকুণ্ঠস্থিত-বেদবতীপুরে ॥

বায়ুনেরিতঃ ॥" (ভা° ১১।৩।১০) ইত্যাদিনা একাদশে । সর্গেতি । অন্তকঃ—যমঃ ॥ ব্যূহ ইতি । যস্য—সঙ্কর্ষণস্য ॥ কামে—কন্দর্পে, ন্যস্তঃ, নিজাংশঃ—স্রষ্টৃত্বলক্ষণঃ, যেন সঃ । রাগিণাং—বিষয়িণাং দেব-মানবাদীনাম্ ॥ ব্যূহস্তুর্য্য ইতি । যস্য—প্রদ্যুম্নস্য । শস্যতে—কথ্যতে ॥ স্থিতিং—পালনম্ ॥ ৮০ ॥

মতান্তরমাহ, মোক্ষধর্ম্মে ত্বিতি ॥ ৮১ ॥

সর্ব্বেষামিতি । এষা—পূর্ব্বোদিতা ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥

তথা পাদেতি । পাদবিভূতৌ বেদবতীপুরে বাসুদেবঃ, রূপান্তরেণ প্রপঞ্চে-

সত্যোর্দ্ধে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে।
শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে।
ক্ষীরাম্বুধিস্থিতানন্ত-ক্রোড়-পর্য্যঙ্কধামনি ॥ ৮৪ ॥

(১৭৫) সাত্বতীযে ক্বচিৎ তন্ত্রে নব ব্যূহাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ;
তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধয়া হরিঃ ॥ ৮৫ ॥

(১৭৬) কিন্তু ব্যূহাস্তু চত্বারো রাজভুজচতুষ্টয়াঃ।
অজস্রপরমৈশ্বর্য্যমর্য্যাদাপিরিভূষিতাঃ ॥

(১৭৭) অত্রাপি বাসুদেবোঽয়ং সম্পূর্ণানন্দসংপ্লবঃ।
ঐশ্বর্য্যাদৌ নির্ব্বিশেষঃ পরমব্যোমনায়কাৎ।
আদ্যানামপি সর্ব্বেষামাদিভূতঃ সুপর্ব্বণাম্ ॥

(১৭৮) ইত্যাশঙ্কে স এবায়ং কৃষ্ণাখ্যঃ সন্নবাতরৎ।
বাসুদেবতয়া যস্মাৎ সর্ব্বত্রৈষ সুবিশ্রুতঃ ॥ ৮৬ ॥

হবস্থিতের্নারায়ণীয়েন সহাবিরোধঃ ; সত্যোর্দ্ধে বৈষ্ণবে লোকে সঙ্কর্ষণঃ, নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্নঃ, শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে অনিরুদ্ধো নিবসতি ॥ ৮৪ ॥

চতুরো ব্যূহানুক্ত্বা নব তানাহ, সাত্বতীয়ে ইতি। পূর্ব্বোক্তবিধয়েতি—"ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে" (১৯ পৃ০) ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

নবস্থ বাসুদেবাদীনাং চতুর্ণামতিশয়মাহ, কিন্ত্বিতি ॥ চতুর্ণাং মধ্যে বাসুদেবস্য তমাহ, অত্রাপীতি। ঐশ্বর্য্যাদাবিতি। তথাচ কৃষ্ণাদতিশয়ী নারায়ণ ইতি মনসি ক্ষোভো ন বিধেয় ইতি বহিষ্ঠো ভাব ইত্যর্থঃ। হৃদগতং কৌটিল্যং ব্যঞ্জয়তি, আদ্যানামিতি। সর্ব্বেষাং সুপর্ব্বণাং—পরমব্যোমপার্ষদানাং দেবানামিত্যর্থঃ। সোঽপি তদ্বৎ পার্ষদবিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ বিবক্ষিতমাহ, ইত্যাশঙ্কে ইতি। সঃ—বাসুদেবঃ এব, কৃষ্ণাখ্যঃ সন্ অবাতরৎ, যস্মাৎ, সর্ব্বত্র—পুরাণেষু ইতিহাসেষু চ, এষঃ—কৃষ্ণঃ, বাসুদেবতয়া, সুবিশ্রুতঃ—খ্যাতঃ ॥ ৮৬ ॥

(১৭৯) নৈবং যুক্তং শৃণু ততঃ সমাধানং বিধীয়তে।
আদ্যব্যূহাদপি শ্রেষ্ঠঃ কথ্যতে দেবকীসুতঃ॥

তথাচ শ্রীপ্রথমে (ভা০ ১।৩।২৮)—

(১৮০) "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥" ইতি।

অত্র কারিকে।—

(১৮১) পুংনাম্নঃ পুরুষস্যৈতে শ্রীবরাহ-ঝষাদয়ঃ।
অংশা অত্রাবতারাঃ স্যুঃ কুমারাদ্যাঃ কলা মতাঃ॥
তুর্ভিন্নোপক্রমে কৃষ্ণো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
স্বয়মিত্যপযাতাস্য বাসুদেবাবতারতা॥ ৮৭॥

শ্রীদশমে চৈবমেবোক্তম্ (ভা০ ১০।১৪।২)—

(১৮২) "অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥" ৮৮॥ ইতি।

এবং প্রাপ্তং পরিহরতি, নৈবং যুক্তমিতি। কেন প্রমাণেন মদুক্তেরযুক্ততা? তত্রাহ, শৃণ্বিতি॥ প্রমাণমাহ, এতে চেতি। কৃষ্ণস্য বাসুদেবত্বে স্বয়মিতি ব্যর্থং স্যাদিত্যর্থঃ॥ তুর্ভিন্নোপক্রমে ইতি—"তুঃ স্যাদ্ভেদেঽবধারণে" ইত্যমরঃ॥ ৮৭॥

বাসুদেবাৎ কৃষ্ণস্যাতিশয়ে প্রমাণান্তরমাহ, অস্যাপীতি। অস্য—গোপরাজ-কুমারস্য স্বয়ংভগবতঃ কৃষ্ণস্য, তব, সাক্ষাৎ—মদ্দৃগ্গোচরস্য, মহি—মাহাত্ম্যং, দেববপুষঃ—দেবপদাঙ্কিতবিগ্রহাৎ বাসুদেবাদপি, মতিশয়িতং, কোঽপি—ব্রহ্মাপি, অহম্, আন্তরেণ—নিরুদ্ধেন একাগ্রেণ, মনসা জ্ঞাতুং, নেশে—সমর্থো ন ভবামি। কীদৃশস্য তব? ইত্যাহ, মদনুগ্রহস্যেতি—শ্রীগোপালোপনিষদনুসারেণ সর্ব্ব-মদ্ধিতকারিণ ইত্যর্থঃ, তদুপনিষদি খলু কৃষ্ণদত্তাষ্টাদশার্ণঃ ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা-ভূদিতি প্রস্ফুটং; যদ্বা, অনুগ্রহাৎ মাং প্রতি দর্শিতবিবিধাশ্চর্য্যরূপস্যেত্যর্থঃ। স্বেচ্ছাময়স্য—ভক্তেচ্ছানুসারীচ্ছস্যেত্যর্থঃ। ন ত্বিতি—চিদ্ঘনস্যেত্যর্থঃ। এবঞ্চেৎ, আত্মসুখানুভূতেঃ—"চয়ন্বিষাম্" ইতি ন্যায়েন অনভিব্যক্তরূপগুণলীলাবিশেষাৎ

অত্র কারিকাঃ।—

(১৮৩) দেবঃ স্বনাম্নি দেবেতি খ্যাতং যস্য বপুঃ স হি।
বূহানামাদিমো বাসুদেবো দেববপুর্মতঃ॥
ততোঽপি মহি মাহাত্ম্যং সাক্ষাদেবাত্র তে সতঃ।
কো বিধাতাপ্যবসিতুং জ্ঞাতুং নেশেঽস্মি ন ক্ষমঃ॥ *
কিমুতাহো আত্মসুখানুভূতের্ব্রহ্মরূপতঃ॥ ৮৯॥

(১৮৪) এবমর্থোঽস্য পদ্যস্য কৈমুত্যন্যায়সংস্থিতঃ॥

(১৮৫) ন্যূনেঽধিকে চ কৈমুত্যং তত্র ন্যূনে ভবেদ্যথা।
কৌস্তুভস্য মহাতেজাঃ সূর্য্যকোটিশতাদপি।
অয়ং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদ্দীপ্তিমানিতি॥

(১৮৬) অথাধিকে যথা ধ্বান্তৈঃ শক্যো দীপোঽপি নার্দ্দিতুম্।
স তু মার্ত্তণ্ডকোটীভিঃ সমঃ কিমুত কৌস্তুভঃ॥

(১৮৭) অতো ন্যূনাদপি ন্যূনে কৈমুত্যমিহ তু স্থিতম্॥ ৯০॥

ব্যাপকস্বপ্রকাশানন্দাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ, তব অতিশয়িতং মাহাত্ম্যং বক্তুমহং নেশে ইতি কিমুত বক্তব্যম্? ইতি ন্যূনাতিন্যূনতায়ামিদং কৈমুত্যম্॥ ৮৮॥

কারিকাভিঃ পদ্যার্থং বিবৃণোতি, দেবঃ স্বনাম্নীত্যাদিনা। দেবপদাঙ্কিতত্বং বাসুদেববিগ্রহস্য প্রস্ফুটং, তেন বাসুদেবাদপীতি লব্ধম্; এবং লোকেঽপি প্রযুজ্যতে ভর্ত্তৃহরির্হরিরিতি। ততঃ—বাসুদেবাদপীত্যর্থঃ॥ ৮৯॥

বাসুদেবাদপ্যধিকঃ কৃষ্ণস্য মহিমা, যো ব্রহ্মণাপি জ্ঞাতুমশক্য ইত্যর্থঃ কুত ইতি চেৎ? ন্যূনকৈমুত্যাদিত্যাহ, এবমর্থোঽস্যেতি॥ ননু কৈমুত্যং কিং দ্বিবিধমস্তীতি চেৎ? অস্তি। তৎ প্রতিপাদয়তি, ন্যূনেঽধিকে চেত্যাদিনা॥ প্রকৃতে তু ন্যূনকৈমুত্যং যোজয়তি, অত ইতি। বাসুদেবাদপি কৃষ্ণস্য মহিমা অধিকশ্চেৎ, তদা ব্রহ্মতঃ সোঽধিক ইতি কিং বক্তব্যম্? ইতি ন্যূনন্যূনতায়াং স ন্যায়োঽত্র বোধ্যঃ॥ ৯০॥

* "কো বিধাতাপ্যব" ইত্যত্র "কোঽপি ধাতাপ্যব" ইতি পাঠান্তরম্।

(১৮৮) ময্যেবানুগ্রহো যস্যেত্যনুগ্রহভরো যতঃ।
ময্যেব বিহিতো ভূয়ান্ অপূর্ব্বাশ্চর্য্যদর্শনাৎ ॥

(১৮৯) স্বেচ্ছাময়স্য ভক্তানাং কামায়াখিলকর্ম্মণঃ।
ন তু ভূতময়স্যেতি পুরুষত্বঞ্চ খণ্ডিতম্।
যদেষ সর্ব্বজীবানাং পুরুষঃ পরমাশ্রয়ঃ ॥ ৯১ ॥

(১৯০) আন্তরেণ নিরুদ্ধেন মনসেত্যেকতানতা।
জ্ঞাতুং স্যান্মহিমা শক্যো যদ্যপ্যেভির্বিশেষণৈঃ।
জ্ঞাতুং তথাপি নেশেঽস্মীত্যচিন্ত্যৈশ্বর্য্যতোদিতা ॥

(১৯১) জানতা বাসুদেবার্চ্চেরক্ষীতশ্চাধিকাধিকম্।
মাহাত্ম্যং কৃষ্ণচন্দ্রস্য বিরিঞ্চেন সমর্থিতম্ ॥ ৯২ ॥

(১৯২) অতো মন্বক্ষরমনোর্ধ্যানে স্বায়ম্ভুবাগমে।
চত্বারো বাসুদেবাদ্যাঃ কৃষ্ণস্যাবৃতিরীরিতাঃ ॥

(১৯৩) ক্রমাদি-দীপিকায়াঞ্চ বস্বক্ষরমনোর্বিধৌ।
গোকুলেশাবৃতিত্বেন বাসুদেবাদয়ো মতাঃ ॥ ৯৩ ॥

অপূর্ব্বেতি—ব্রহ্মণা পূর্ব্বং যানি ন দৃষ্টানি, তানি চতুর্ভুজানি চিদ্ঘনানি সদেবগণৈশ্চতুর্বিংশতিতত্ত্বৈঃ স্তূয়মানানি অনন্তদিব্যবিভূতিমন্তি অদ্ভুতানি, তেষাং দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ স্বেচ্ছেতি—ভক্তেচ্ছাধীনেচ্ছস্যেত্যর্থঃ। ন তু ভূতময়স্যেতি বিশেষণেন, পুরুষত্বঞ্চ—কারণার্ণবশায়িসঙ্কর্ষণত্বং, কৃষ্ণস্য নিরস্তমিত্যর্থঃ। কুতঃ খণ্ডিতং? তত্রাহ, যদেষ ইতি। এষঃ—কারণার্ণবশায়ী, পুরুষঃ। ভূতশব্দোঽত্র জীববাচী, "ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবং ত্রিষূচিতে।" ইতি মেদিনীকোষাৎ। সর্ব্বজীবাশ্রয়ত্বাৎ পুরুষো নারায়ণো ভূতময়ঃ, তদ্বিলক্ষণত্বাৎ কৃষ্ণো ভূতময়ো নেত্যুক্তঃ ॥ ৯১ ॥

একতানতেতি—"একতানোঽনন্যবৃত্তিঃ" ইত্যমরঃ; তথাচ মহিমাবগমে মনসো যোগ্যতোক্তা। জ্ঞাতুং স্যাদিতি—যদ্যপ্যেতৈর্বিশেষণৈর্মহিমা গোচরো ভবেৎ, তথাপি নেত্যুক্তিস্তস্যাচিন্ত্যৈশ্বর্য্যতাং বোধয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

(১৯৪) ননু শ্রৈষ্ঠ্যং মুকুন্দস্য ব্রহ্মতো যুজ্যতে কথম্।
যদ্ব্রহ্ম-শ্রীভগবতোরৈক্যমেব প্রসিধ্যতে ॥
(১৯৫) পুরুষঃ পরমাত্মা চ ব্রহ্ম চ জ্ঞানমিত্যপি।
স একো ভগবানেব শাস্ত্রেষু বহুধোচ্যতে ॥

তথাচ স্কান্দে—

(১৯৬) "ভগবান্ পরমাত্মেতি প্রোচ্যতেঽষ্টাঙ্গযোগিভিঃ।
ব্রহ্মেত্যুপনিষন্নিষ্ঠৈর্জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানযোগিভিঃ॥"

শ্রীপ্রথমে চ (ভা০ ১।২।১১)—

(১৯৭) "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥" ৯৪ ॥ ইতি।
(১৯৮) সত্যমুক্তং শৃণু ততস্তৃতীয়ে কাপিলং বচঃ ॥ *

যথা (ভা০ ৩।৩২।৩৩)—

(১৯৯) "যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥" ইতি।

নিগময়তি, অত ইতি—যস্মাৎ বাসুদেবাদপ্যধিকঃ স্বয়ং ভগবানেব শ্রীকৃষ্ণো ভবতীত্যর্থঃ। মন্বক্ষরেতি—চতুর্দ্দশার্ণস্য তন্মন্ত্রস্যেত্যর্থঃ ॥ ক্রমাদীতি। বস্বক্ষর-মনোঃ—অষ্টাক্ষরস্য তন্মন্ত্রস্যেত্যর্থঃ। অন্যথা তদ্গ্রন্থদ্বয়ং ব্যাকুপ্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৩॥

'তড়াগং তরীতুমসমর্থঃ সাগরং কিমুত তরীত' ইত্যধিকে কৈমুত্যং হৃদি কৃত্বা ব্রহ্মতঃ শ্রৈষ্ঠ্যমসহমানঃ কশ্চিদাহ, ননু শ্রৈষ্ঠ্যমিতি। যদ্ব্রহ্মেতি—ন খলু স্বস্মাৎ স্বয়মধিকো বক্তুং যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ভগবানিত্যাদি। তথাচ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবচ্ছব্দা ঘট-কলস-কুম্ভবৎ একবাচ্যবাচিলক্ষণাঃ পর্য্যায়শব্দাঃ, ইতি বস্তুভেদো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ বদন্তীতি। ব্রহ্মেতি বেদান্তিভিঃ, পরমাত্মেতি যোগিভিঃ, ভগবানিতি ভাগবতৈঃ, শব্দ্যতে ইত্যর্থঃ। স্কান্দে ভগবদাদিবস্তুনো জ্ঞানত্বং বিধীয়তে, প্রথমে তু জ্ঞানস্য ব্রহ্মাদিত্বম্, ইতি ব্যতিহারাৎ ন হি বস্তুনি বৈলক্ষণ্যগন্ধ ইত্যভিমতম্ ॥ ৯৪ ॥

অর্দ্ধমঙ্গীকৃত্যাহ, সত্যমুক্তমিতি। তর্হি তারতম্যভণিতিঃ কিংহেতুকেতি

---

* "তৃতীয়ে কাপিলং বচঃ" ইত্যত্র "তৃতীয়স্কন্ধকীর্ত্তিতম্" ইতি পাঠান্তরম্।

অত্র কারিকাঃ।—

(২০০) তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে॥

(২০১) যথা রূপ-রসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ॥

(২০২) দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে॥

(২০৩) জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্নন্ত্যর্থং নিজং নিজম্॥

(২০৪) তথান্যা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎসর্ব্বার্থলাভতঃ॥

(২০৫) ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ।
মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে॥ ৯৫॥

চেৎ? তত্রাহ, শৃণু তত ইতি—তারতম্যাবেদকবাক্যানাং সত্ত্বাদেবেত্যর্থঃ॥ যথেন্দ্রিয়ৈরিতি। বহুগুণাশ্রয়ঃ, অর্থঃ—দ্রব্যং ক্ষীরাদিঃ, এক এব, যথা চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈর্নানা গৃহ্যতে, তথৈক এব ভগবান্ উপাসনাদিভির্বহুভির্নানা গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ য উপাসকস্তদ্গুণান্ গ্রহীতুং ন শক্নোতি, স এব তং গুণিনমপি নির্গুণং ভণতি; যথা চক্ষুর্দুগ্ধং শুক্লমেব গৃহ্নাতি, ন তু মধুরং, যথা চ রসনা মধুরমেব গৃহ্নাতি, নতু শুক্লমিতি। অত্র চিত্তং যথা দুগ্ধং মাধুর্য্যাদিনিখিলগুণোপেতং গৃহ্নাতি, তথা ভক্তিরেব তং তত্তৎসর্ব্বগুণোপেতং গৃহ্নাতীতি ব্রহ্মত্বেনাপি সা গৃহ্নাতীত্যর্থঃ॥ ইতি প্রবরেতি—যদ্যপি অগৃহীতগুণকঃ কৃষ্ণ এব ব্রহ্মেতি ন বস্তুভেদঃ, তথাপি নির্ভাতগুণত্বানির্ভাতগুণত্বাভ্যাং তারতম্যম্ অবর্জ্জনীয়মিতি তত্তদ্গীতিঃ সিধ্যত্যেব। পূর্ব্বত্র "চয়ন্বিষাম্" ইতি ন্যায়েন নানোপাসনভক্ত্যোর্দূরত্বান্তিকত্বে উপমে, ইহ তু তয়োর্বহিরিন্দ্রিয়ান্তরিন্দ্রিয়ে তে দর্শিতে ইতি বোধ্যম্॥ ৯৫॥

তথাচ শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।১৪।৬—৭)—

(২০৬) "তথাপি ভূমন্ ! মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥

(২০৭) গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।'

যথেন্দ্রিয়ৈরিত্যাদিপদ্যোক্তং ভাবং স্পষ্টয়িতুং প্রমাণমাহ, তথাপীতি দ্বাভ্যাম্। হে ভূমন্ !—বিভো!, যদ্যপ্যগুণঃ সগুণশ্চ ত্বমেব, তথাপি, অগুণস্য—অনভিব্যক্তগুণস্য ব্রহ্মশব্দিতস্য, তে মহিমা, বিবোদ্ধুং—বোধগোচরীভবিতুম্, অর্হতি; 'পচ্যতে ওদনঃ স্বয়মেব' ইতিবৎ কর্ম্মণঃ কর্তৃত্বম্। কুতো নিমিত্তাৎ? ইত্যাহ, অমলৈঃ—বিশুদ্ধৈঃ, অন্তরাত্মভিঃ—চিত্তৈঃ, স্বানুভবাৎ—স্বকর্ম্মকাৎ অনুভবাৎ। ননু কনুভবস্য চিত্তবৃত্তিত্বেন বিকারপ্রায়ত্বাৎ কথং নির্ব্বিকারস্য ব্রহ্মণস্তেন বিষয়ীকরণং? তত্রাহ, অবিক্রিয়াদিতি—নাস্তি বিকারো যত্র, তাদৃশাৎ, ইত্যনুভবো বিশিষ্যতে, নির্ব্বিকারব্রহ্মোপরাগেণ লবণাকরনিপাতন্যায়েন নির্ব্বিকারাদিত্যর্থঃ। ননু চিত্তবৃত্তিঃ খলু রূপবদ্বস্তু বিষয়ীকরোতি, ব্রহ্ম তু নীরূপমেব, ততঃ কথং তদ্বিষয়ং কুর্য্যাদিতি চেৎ? তত্রাহ, অরূপত ইতি—রূপং তদ্বিষয়স্তদ্রহিতাৎ, ইতি নীরূপতয়ৈব তদ্গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ। চক্ষুর্যথা রূপি দ্রব্যং গৃহ্ণাতি, তথা নীরূপমপি রূপং গৃহ্ণাতি, তদ্বদিত্যর্থঃ। তদ্বোধে বিধান্তরমাহ, অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপং যস্য তত্তয়া, স বিবোধ্যঃ; ন চান্যথা—নৈবান্যয়া বিধয়েতি। তৎপ্রবণায়াং চিত্তবৃত্তৌ তদ্ব্রহ্ম স্বয়মেব স্ফুরতীত্যর্থঃ। তথাচ নির্ব্বিকারি-নীরূপ-বিজ্ঞানবস্তুতয়া তদ্বোধো ভবতীতি নহি প্রভামণ্ডলবোধো রবিবোধবৎ, দুঃশক ইতি ভাবঃ॥ সগুণস্য তব বোধস্তু দুঃশক ইত্যাহ, গুণাত্মন ইতি। অপিস্ত্বর্থে। "অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" (বিঃপুঃ ৬।৫।৮৪) ইতি শ্রীবৈষ্ণববচনাৎ স্বানুবন্ধিগুণবিশিষ্টস্য তু তে, গুণান্—সার্ব্বজ্ঞ-সার্ব্বৈশ্বর্য্য-সৌহার্দ্দ-কারুণ্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-বিচিত্রানন্তবিভূক্তিত্বাদীন্ অসংখ্যাতান্, বিমাতুং—সংখ্যাতুং, কে ঈশিরে? ন কেঽপি, ভবপাদ্মাদয়োঽপি তৎসংখ্যানে সমর্থা নেত্যর্থঃ। কীদৃশস্য? ইত্যাহ, অস্য—

কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥" ৯৬ ॥ ইতি।

(২০৮) নম্বু প্রাকৃতরূপত্বান্মৃগতৃষ্ণোপমাজুষাম্।
গুণানাং গণনা ন স্যাদিতি কাত্র বিচিত্রতা ॥

(২০৯) নৈবং গুণানামেতস্য প্রাকৃতত্বং ন বিদ্যতে।
তেষাং স্বরূপভূতত্বাৎ সুখরূপত্বমেব হি ॥ ৯৭ ॥

তথাচ ব্রহ্মতর্কে—

(২১০) "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ।
ন বিষ্ণোর্ন চ মুক্তানাং ক্বাপি ভিন্নো গুণো মতঃ ॥"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (বি° পু° ১।৯।৪৩)—

(২১১) "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমান্ আদ্যঃ প্রসীদতু ॥"

তথা চ তত্রৈব (বি° পু° ৬।৫।৭৯)—

(২১২) "জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥"

পাদ্মে চ (প° পু° উ° খ° ২৫৫।৩৯—৪০)—

(২১৩) "যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ ॥
প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ॥"

বিশ্বস্য, হিতায়াবতীর্ণস্য। কেতি—বিতর্কে। যৈঃ, সুকল্পৈঃ—পরমসমর্থৈঃ, ভূপাংশবঃ কালেন মহতা, বিমিতাঃ—সংখ্যাতাঃ, খে মিহিকাঃ—হিমকণাঃ, দিবি ভাসঃ—সূর্য্যাদিকিরণপরমাণবশ্চ, বিমিতাঃ, তেঽপি নেশিরে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৯৬ ॥

নির্গুণব্রহ্মবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে, নন্বিতি। মৃগতৃষ্ণেতি—নভোনৈল্যবৎ আরোপিতত্বাৎ মৃষাভূতানামিত্যর্থঃ ॥ পরিহরতি, নৈবমিতি। প্রাকৃতং খলু আরোপ্যতে, নতু স্বরূপানুবন্ধি, অবিষয়ে তদসম্ভবাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

গুণানাং স্বরূপানুবন্ধিত্বে প্রমাণং, গুণৈরিতি ॥ ব্রহ্মণি প্রাকৃতগুণাভাবে প্রমাণং, সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীতি। শুদ্ধত্বমত্র স্বরূপানুবন্ধী গুণো বোদ্ধব্যঃ ॥ তত্রৈব—

শ্রীপ্রথমে চ (ভা০ ১।১৬।৩০)—

(২১৪) "ইমে চান্যে চ ভগবন্! নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥" ইতি।

(২১৫) অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ।
বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ ॥ ৯৮ ॥

(২১৬) ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকম্।
ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্ ॥ ৯৯ ॥

তথা চ শ্রীগীতাসু (গী০ ১৪।২৬—২৭)—

(২১৭) "যো মামব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, ভগবচ্ছব্দার্থকথনে জ্ঞানশক্তীতি বাক্যম্। বিনা হেয়ৈগুণাদিভিরিতি—পাপা জরাদয়ঃ প্রাকৃতা গুণা নিষিধ্যন্তে। নন্বেবং নিরাকর্ত্তব্যো নির্গুণবাদপ্রসঙ্গঃ? নৈবং, গুণিত্বেন স্ফুরণাৎ॥ উপোদ্বলকং বাক্যদ্বয়মাহ, যোঽসাবিত্যাদি॥ নিত্যা যত্রেতি—গুণানামপ্রাকৃতত্বং, তেন স্বানুবন্ধিত্বঞ্চেতি ॥ নিগময়তি, অতঃ কৃষ্ণ ইতি। পূর্ণেতি—সান্দ্রানন্দবিগ্রহ ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

নন্বু ব্রহ্মস্বরূপং জ্ঞানমাত্রং পঠ্যতে, যৎ খলু বিপ্রপুত্রানয়নপ্রসঙ্গে হরিবংশে পার্থেন প্রকাশময়মনুভূতমুক্তম্, ইতি চেৎ? তত্রাহ, ব্রহ্মেতি। নির্ধর্ম্মকং—রূপরসাদিগুণরহিতং, নির্ব্বিশেষং—যতো বিশেষৈভূমাদিভিরস্পৃষ্টম্, অতঃ, অমূর্ত্তিকং—মূর্ত্তত্বশূন্যমিত্যর্থঃ। ঈদৃশং যৎ ব্রহ্ম, তৎ খলু সূর্য্যোপমস্য কৃষ্ণস্য "চগস্থিষাম্" ইতি ন্যায়েন প্রভোপমং কথ্যতে। সূর্য্যো যথা তেজোরাশিঃ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে, দত্তদৃষ্টৈস্তদুপাসকৈস্তু দিব্যরথারূঢ়ো দেবাকারঃ, তথা জ্ঞানপ্রধানৈশ্চৈতন্যরাশিঃ পরমাত্মা প্রতীয়তে, ভক্তিপ্রধানৈস্তু পুরুষাকারস্তদ্রাশিঃ; ইতি নাস্তি বস্তুন্যত্বং যদ্যপি, তথাপি নিরাকারচৈতন্যরাশেরাকারবত্তদ্রাশৌ মাধুর্য্যাদিগুণযোগাৎ অতিশয়োঽস্তি, ইতি ব্রহ্মপ্রকাশাৎ কৃষ্ণপ্রকাশস্য শ্রৈষ্ঠ্যমিতি ॥ ৯৯ ॥

চিত্তস্থানীয়য়া ভক্ত্যা ব্রহ্মপ্রকাশস্যাপি গ্রহণমিতি "যথেন্দ্রিয়ৈঃ" (ভা০ ৩।৩২।৩৩) ইত্যনেনোক্তং, শ্রীগীতাবাক্যেন দর্শয়তি, যো মামিতি। অব্যভিচারেণ—ঐকান্তিকেন। ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মত্বায়, নিরাকারচৈতন্যরাশির্যো মে ব্রহ্মপ্রকাশস্তত্তাবায়,

(২১৮) ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥" ১০০॥ ইতি ।

অত্র কারিকাঃ।—

(২১৯) স ব্রহ্মভাবমাসাদ্য লীলাবিগ্রহমাশ্রয়ন্ ।
মামানন্দঘনং প্রেম্ণা ভজেদিত্যয়মাশয়ঃ ॥

(২২০) ভক্তেরব্যভিচারায়াঃ প্রেমসেবৈব যৎ ফলম্ ।
কেবলং ব্রহ্মভাবস্তু বিদ্বেষেণাপি লভ্যতে ॥

যোগ্যো ভবতি, ইতি যদ্যপ্যাপাতাৎ প্রতীযতে, তথাপি তৎসদৃশত্বায় ইত্যেবার্থঃ, "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু০ উ০ ৩।১।৩) ইতি শ্রুতেঃ। তদ্ভাবস্তু ন, "পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে। মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং হি নৈত্যন্যদ্রব্যতাং যতঃ॥" (বি০ পু০ ২।১৪।২৭) ইতি শ্রীবৈষ্ণবে তস্য মিথ্যাত্বোক্তেঃ, ন খলু অণু দ্রব্যং বিভু ভবেৎ॥ নন্থ বসুদেবসুতস্য তব ভক্ত্যা কথং তাদৃশস্য তস্য প্রাপ্তিঃ? তত্রাহ, ব্রহ্মণো হীতি। ব্রহ্মণঃ—নিরাকারস্য চৈতন্যরাশেঃ, অহং, প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠীয়তে অস্যাম্ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ পরমাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অব্যয়স্যামৃতস্য—নিত্যমুক্তেঃ, তথা, শাশ্বতস্য—নিত্যস্য, ধর্ম্মস্য—শ্রবণাদিভক্তিযোগস্য, তথা, ঐকান্তিকস্য সুখস্য—প্রেমলক্ষণস্য চ, অহং প্রতিষ্ঠা, ইতি মদ্ভক্ত্যা ব্রহ্মণস্তাদৃশস্য প্রাপ্তির্ন চিত্রেতি॥ ১০০॥

পদ্যদ্বয়মেতৎ কারিকাভির্ব্যাচষ্টে, স ব্রহ্মেত্যাদিনা। সঃ—কৃতাব্যভিচারিভক্তির্বিদ্বান্, ব্রহ্মণি—ভগবদঙ্গত্বিট্চয়রূপে, ভাবং—লয়ম, আসাদ্য, প্রাগনুষ্ঠিতভক্তিসামর্থ্যাৎ তত্রৈব আস্থিতং লীলাবিগ্রহমাশ্রয়ন্, মাং—ব্রহ্মণস্তস্য প্রতিষ্ঠাভূতং, ভজেদিত্যর্থঃ॥ নন্থ চিৎপরমাণোর্জীবস্য চিদ্রাশৌ তস্মিন্ ব্রহ্মণি লয়েনৈব ভাব্যং, ন পুনস্ততো নিঃসৃত্য তদাশ্রয়স্য কৃষ্ণস্য সেবনং সম্ভবেদিতি চেৎ? তত্রাহ, ভক্তেরিতি। তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিলীনতয়া স্থিতিস্তু ভগবতা কৃষ্ণেন নিহতানাং বিদ্বেষিণামপি ভবেৎ, "সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইতি স্মরণাৎ। তস্মাৎ তল্লীনতামাত্রং ভক্তেঃ ফলং ন ভবতীতি। তমসঃ—অষ্টমাবরণাৎ প্রকৃতিমণ্ডলাৎ, পারে, ব্রহ্মলোকঃ—"চয়স্ত্বিষাম্" ইতি ন্যায়েন নিরাকারচিৎপুঞ্জরূপং স্থানমিত্যর্থঃ।

(২২১) ননু তে যাদবস্যাস্য ভজনাদ্ব্রহ্মতা কথম্ ।
ইত্যাহ ব্রহ্মণো হীতি হি যতোঽহং পুরস্তত্র ।
স্থিতোঽয়ং বিধিধানন্দপূর্ণচিদ্ঘনবিগ্রহঃ ।
ব্রহ্মণশ্চিৎস্বরূপস্য প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয়ঃ ।
রবিস্তেজোঘনাকারঃ করৌঘস্য যথা ভবেৎ ॥

(২২২) অব্যয়েনামৃতেনেহ নিত্যমুক্তিরুদীর্য্যতে ।
শাশ্বতেন তু ধর্ম্মেণ ভগবদ্ধর্ম্ম উচ্যতে ॥

(২২৩) ঐকান্তিকসুখেনাত্র প্রেমভক্তিরসোৎসবঃ ।
যেন মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কারো বিধীয়তে ॥ ১০১ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪০)—

(২২৪) "যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ইতি ।

সিদ্ধাঃ—অনবজ্ঞাতভগবদজ্ঘ্র্যস্তাদৃগ্ব্রহ্মচিন্তকাঃ তচ্চিন্তনাৎ বিনষ্টলিঙ্গাঃ, তত্র, বসন্তি—লীয়ন্তে; হরিণা—শ্রীকৃষ্ণেন, হতা দৈত্যাশ্চ। তচ্চরণাবজ্ঞাতৃণান্তু জ্ঞানলবদগ্ধানামধঃপাতো ভবতি, "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" (ভা০ ১০।২।৩২) ইতি শ্রীভাগবতাৎ॥ কৃষ্ণভজনাৎ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিঃ কথম? ইত্যর্জ্জুনঃ শঙ্কতে, নন্বিতি। যাদবস্য—ইতররাজকুমারবৎ প্রাক্তনকৃষ্টেন কর্ম্মণা দেবক্যামুৎপন্নস্য মনুষ্যস্যেত্যর্থঃ। পরিহরতি, ব্রহ্মণো হীতি—ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্। "ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা" (বি০ পু০ ৫।২।৭) ইতি বৈষ্ণবোক্তেঃ পরাত্মিকায়াং দেবক্যাম্ অবিচ্যুতস্বরূপশক্তিকস্য পরেশস্য মম প্রাকট্যমাত্রমেব জন্ম, প্রাচ্যামিব ভানোঃ প্রদর্শনম্, "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" (গী০ ৪।৬) ইত্যাদিপূর্ব্বোক্তেঃ। নতু মানুষ্যাম্ অন্যরাজপুত্রস্যেব বিনষ্টপূর্ব্বার্জ্জিতবিদ্যাদিকস্য তদ্দেহলব্ধপিণ্ডস্যোৎপত্তিরিতি মদ্ভজনাৎ মচ্ছবিপ্রাপ্তির্নাদ্ভুতা। ন খলু সূর্য্যং গচ্ছতস্তৎপ্রভাসু প্রবেশো দুর্ঘটঃ ॥ ১০১ ॥

অত্র কারিকে।—

(২২৫) নিষ্কলাদিস্বরূপং তৎ ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদকোটিষু।
বিভূতিভির্ধরাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদমুপাগতম্॥
সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ।
তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটীকৃতঃ॥ ১০২॥

(২২৬) নন্বেতস্তব ভাবোঽয়ং জ্ঞাত এব ময়া ধ্রুবম্।
পরব্যোমপতেঃ শৌরিরবতারস্ত্বয়োচ্যতে॥

নরাকৃতেঃ সান্দ্রচৈতন্যরাশেঃ কৃষ্ণস্য নিরাকারচৈতন্যরাশিঃ প্রভাস্থানীয়ো ব্রহ্মপ্রকাশত্বেনোচ্যতে, ইত্যত্র প্রমাণং বাচনিকমাহ, যস্য প্রভেত্যাদি। প্রভবতো যস্য প্রভা তৎ ব্রহ্ম, তং গোবিন্দমহং ভজামীত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং ব্রহ্ম? ইত্যাহ, জগদণ্ডকোটিকোটিষু—অসংখ্যাতেষু জগদণ্ডেষু, বসুধাদিভির্বিভূতিভির্ভিন্নং—কারণাত্মনা একং তৎকার্য্যাত্মনা অসংখ্যাতমিত্যর্থঃ। ননু "সোঽকাময়ত বহু স্যাম" (তৈ০ উ০ ২।৬) ইত্যাদৌ প্রভোরেব পরেশাৎ কার্য্যং শ্রুতং, নতু তৎপ্রভায়া ইতি চেৎ? উচ্যতে। প্রভোঃ প্রভৈব কার্য্যনিষ্পাদিকেতি বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি তৎপ্রভৈব ব্রহ্ম প্রকৃতির্জগদণ্ডান্যসৃজতেত্যর্থঃ। কেবলাদ্বৈতিভির্যদ্ব্রহ্মস্বরূপং নির্ণীয়তে, তদত্র নাভিমতং, তদ্ধি নির্ধর্ম্মকং শব্দাবাচ্যমদ্বিতীয়ঞ্চ। ইদন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশময়ত্বাদিধর্ম্মযুক্, শাস্ত্রবাচ্যং, জগৎকারণত্বাৎ সদ্বিতীয়ঞ্চেতি মহদন্তরম্। কিঞ্চ, তদভিমতং ব্রহ্ম তু ন শ্রদ্ধেয়ং, তস্মিন্ প্রমাণাভাবাৎ; ন তাবৎ তত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণং, রূপাদিবিরহাৎ; নাপ্যনুমানং, তদ্ব্যাপ্যলিঙ্গাভাবাৎ; ন চ শব্দঃ, প্রবৃত্তিনিমিত্তস্য জাত্যাদেরভাবাৎ; ন চ লক্ষণা, সর্ব্বশব্দাবাচ্যে তস্যাসম্ভবাৎ; ন চ তৎপক্ষে অতঃ সৃষ্টিঃ, তদ্ধেতোঃ সঙ্কল্পশক্তের্বিরহাৎ; ন চোপদেশঃ, উপদেষ্টৃরূপদেশ্যস্য চাভাবাৎ। ননু ভ্রান্ত্যা তত্তৎসিদ্ধিঃ? নৈবম্। ক ভ্রমঃ, ব্রহ্মণি জীবে বা? নাদ্যঃ, বিজ্ঞানরাশেস্তস্য তদসম্ভবাৎ। নান্ত্যঃ, প্রাগভ্রান্তেস্তস্যৈবাভাবাৎ, ইতি তুচ্ছং তৎ॥ ১০১॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবাঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে। তে হি মন্যন্তে, পর-ব্যূহ-বিভবান্তর্যামার্চ্চাত্মনা পরমাত্মা বিভাতি। তত্র পরঃ—নারায়ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, ব্যূহাঃ—বাসুদেবাদয়শ্চত্বারঃ, বিভবাঃ—মৎস্যাকূর্ম্মাদয়ঃ, অন্তর্যামী প্রাণিস্থানবস্থিতঃ, অর্চ্চা

(২২৭) জন্মাদি-লীলাপ্রাকট্যাৎ অবতারতয়াপ্যসৌ।
প্রোক্তো বিলাস এব স্যাৎ সর্ব্বোৎকর্ষাতিভূমতঃ॥

(২২৮) যঃ পরব্যোমনাথঃ স্যাদসমানোর্দ্ধবৈভবঃ।
শ্রুতি-স্মৃতি-মহাতন্ত্রবর্ণিতোৎকর্ষসৌষ্ঠবঃ।
লোকসৃষ্টেঃ পুরা ব্রাহ্মে কল্পে যঃ পরমেষ্ঠিনে।
মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থং স্বমাত্মানমদর্শয়ৎ॥ ১০৩॥

তথাহি শ্রীদ্বিতীয়স্কন্ধে (ভা০ ২।৯।৯--১৬)--

(২২৯) "তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেত-সংক্লেশ-বিমোহ-সাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥ ১০৪॥

(২৩০) প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

তু—শ্রীরঙ্গ-জগন্নাথাদিঃ। বিভবেষু নৃসিংহো রঘুনাথঃ কৃষ্ণশ্চ শ্রেষ্ঠাঃ, তেষ্বৈশ্বর্য্যাধিক্যাৎ কৃষ্ণো নারায়ণানন্তরো ভবিষ্যতি, বিভবাশ্চ নিত্যবিগ্রহা ইতি। তান্নিরাকর্ত্তুং তদ্ভাষণমনুবদতি, নন্বিতি। তব—কৃষ্ণপারম্যবাদিনঃ, ভাবঃ—অভিপ্রায় ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? তমাহ, পরেতি॥ নন্থ মৎস্যকূর্ম্মাদিরিব কৃষ্ণোঽপ্যবতার ইতি চেৎ? নৈবমিত্যাহ, জন্মাদীতি। প্রপঞ্চাবির্ভাবমাত্রেণ কৃষ্ণোঽবতারত্বেনোক্তঃ, বস্তুতস্তু নারায়ণ এবানাবিষ্কৃত-কিয়দ্ধর্ম্মঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ, সর্ব্বোৎকর্ষেতি—নৃসিংহরামাভ্যামপ্যতিশয়াভিধানাদিত্যর্থঃ॥ তং বিশিনষ্টি, যঃ পরেতি॥ ১০৩॥

তস্মৈ স্বেতি। তস্মৈ—ব্রহ্মণে চতুর্ম্মুখায়, সভাজিতঃ—তেন ভক্ত্যারাধিতঃ, ভগবান্—পরমব্যোমনাথঃ, স্বলোকং—পরমব্যোমাখ্যং স্বস্থানম্, অদর্শয়ৎ। যৎ—যতঃ, পরম্—অন্যৎ, বৈকুণ্ঠং, পরং—শ্রেষ্ঠং, নাস্তি। ব্যপেতাঃ সংক্লেশাদয়ো যস্মাৎ; সংক্লেশাঃ—অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ, বিমোহঃ—অবিবেকঃ, সাধ্বসং—পাতভয়ম্। স্বস্য, দৃষ্টং—দর্শনং, তদ্বদ্ভিঃ, সাক্ষাৎকৃততদ্রূপৈঃ, পুরুষৈঃ—তল্লোকিভিঃ, অভিষ্টুতম্॥ ১০৪॥

(২৩১) শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণিপ্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ।
প্রবাল-বৈদূর্য্য-মৃণালবর্চ্চসঃ পরিস্ফুরৎ-কুণ্ডল-মৌলিমালিনঃ ॥

(২৩২) ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্‌বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্।
বিরোচমানঃ প্রমদোত্তমাত্যুভিঃ
সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ॥

(২৩৩) শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-
র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী ॥ ১০৫ ॥

রজস্তমশ্চ, তয়োঃ সহচরং মিশ্রং সত্ত্বঞ্চ, যত্র—লোকে, কালবিক্রমশ্চ, ন প্রবর্ত্ততে—নাস্তি, যত্র মায়ৈব নাস্তি, অপরে—তৎকার্য্যভূতা মহদহঙ্কারাদয়শ্চ, ন সন্তীতি কিমুত বক্তব্যম্। কালমায়য়োরভাবেন নিত্যানন্দস্বপ্রকাশরূপত্বং লোকস্য দর্শিতম্। পার্ষদমঞ্জুলত্বং লোকস্যাহ, হরেরনুব্রতা ইত্যাদিনা॥ সুপেশসঃ—সৌকুমার্য্যবন্তঃ। উন্মিষন্ত ইব প্রভাবন্তঃ, মণিপ্রবেকাঃ—মণ্যুত্তমাঃ, যেষু তাদৃশানি, নিষ্কাদ্যাভরণানি যেষাং তে; নিষ্কং—পদকম্। প্রবালেতি—তত্তদ্বর্ণভগবদুপাসনয়া তত্তৎসারূপ্যবন্ত ইত্যর্থঃ॥ ভ্রাজিষ্ণুভিরিতি। মহাত্মনাং—তল্লোকিনাং, ভ্রাজিষ্ণুভির্লসদ্‌বিমানাবলিভিঃ, যঃ—লোকঃ, পরিতো বিরাজতে। প্রমদোত্তমানাং—বরতরুণীনাং, দ্যুভিঃ—কান্তিভিঃ, বিরোচমানঃ—দীপ্তিমান্। তত্র দৃষ্টান্তঃ, সবিদ্যুদভ্রাবলিভিঃ, নভঃ—আকাশঃ, যথেতি তাসাং নীলসাটীবিশিষ্টত্বং দ্যোত্যতে॥ শ্রীঃ—লক্ষ্মীঃ, রূপিণী—দিব্যরূপবতী, বিভূতিভিঃ—সেবাপরিচ্ছদৈঃ, উরুগায়স্য—হরেঃ, পাদয়োঃ, মানং—পূজাং, করোতি। যদ্বা, শ্রীঃ সম্পদ্রূপা, রূপিণী—মূর্ত্তা, ইতি প্রাগ্বৎ। কীদৃশী সা? ইত্যাহ। প্রেঙ্খাং—দোলাম্,* আশ্রিতা—আরূঢ়া। কুসুমাকরঃ—বসন্তর্ত্তুঃ, তদনুগৈঃ—গ্রীষ্মাদ্যতুভির্মূর্ত্তিমদ্ভিঃ, বিশেষেণ গীয়মানা। প্রিয়স্য—হরেঃ, কর্ম্ম—চরিতং, গায়তীতি॥ ১০৫॥

---

* "প্রেঙ্খাং-দোলাম্" ইত্যত্র "প্রেঙ্খম্-আন্দোলম্" ইতি পাঠান্তরম্।

(২৩৪) দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দ-নন্দ-প্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্॥
ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং
প্রসন্নহাসারুণ-লোচনাননম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং
পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া॥
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ।
যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্॥" ১০৬॥ ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

(২৩৫) যদ্‌যতঃ পরমুৎকৃষ্টং পদমন্যন্নহি ক্বচিৎ।
সংক্লেশাঃ পঞ্চাবিদ্যাদ্যা বিমোহো নির্বিবেকতা।

লোকং দৃষ্ট্বা তল্লোকনাথং হরিং ব্রহ্মা অদর্শদিত্যাহ, দদর্শেতি। কীদৃশম্? ইত্যাহ, অখিলেতি। সাতিঃ সুখার্থঃ সৌত্রঃ, ততঃ ক্বিপি তু, সাৎ—সুখরূপো হরিঃ, স যেষামর্চ্চ্যতয়াস্তি, তে, সাত্বন্তঃ—তদ্ভক্তাঃ, তেষামখিলানাং, পতিং—স্বামিনম্। দৃগাসবং—সৌন্দর্য্যেণ নেত্রোন্মাদকমিত্যর্থঃ। শ্রিয়া—রেখারূপয়া, বক্ষসি, লক্ষিতং—চিহ্নিতম্। অধ্যর্হণীয়ং—সর্ব্বপূজ্যং, যৎ, আসনং—রাজপদরূপং, তৎ আস্থিতং—তস্মিন্ বিরাজমানমিত্যর্থঃ। চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভির্বৃতং—তত্র হ্লাদিনী-কীর্ত্তি-করুণা-তুষ্টয়শ্চতস্রঃ; শ্র্যাদয়ঃ সপ্ত, বিমলাদয়ো নবেতি ষোড়শ; সাংখ্য-যোগ-বৈরাগ্য-তপোভক্তয়ঃ পঞ্চ; ইত্যেতাভিঃ পঞ্চবিংশত্যা শক্তিভিঃ পরিবৃতম্, আসনমিতি যোজ্যম্। ভগৈঃ—ধর্ম্মজ্ঞানৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যৈঃ, স্বৈঃ—অসাধারণৈঃ, যুক্তং—বিশিষ্টম্। কীদৃশৈস্তৈঃ? ইত্যাহ, ইতরত্র—বিরিঞ্চ্যাদৌ, অধ্রুবৈঃ—অস্থিরৈঃ। স্ফুটমন্যৎ॥ ১০৬॥

সাধ্বসং পাততো ভীতির্ন সন্ত্যেতানি যত্র তম্।
স্বদৃষ্টমাত্মনঃ সাক্ষাৎকারস্তদ্বদ্ভিরীড়িতম্ ॥
(২৩৬) রজস্তমশ্চ নো যত্র সত্ত্বং সধ্র্যক্ তয়োর্ন চ।
গুণা যত্র প্রকৃতিজা ন সন্তীতি প্রদর্শিতম্ ॥
ন কালবিক্রমো যত্র সর্ব্ববিধ্বংসকারিতা।
পরং মূলমনর্থানাং যত্র মায়ৈব নাস্তি হি ॥
অপরে তত্র কিমুত বিকারা মহদাদয়ঃ।
অতো বৈকুণ্ঠলোকস্য কথিতা নিত্যসিদ্ধতা ॥
(২৩৭) হরেরনুব্রতা যত্র শ্যামারুণ-হরিৎ-সিতাঃ।
তত্তদ্বর্ণমুপাস্যেশং তৎসারূপ্যমুপাগতাঃ ॥ *
অথবা নিত্যসিদ্ধত্বাৎ তদ্রুচামপ্যনাদিতা ॥
(২৩৮) শ্রীঃ সম্পদ্রূপিণী মূর্ত্তা যত্র পদ্মাংশসম্ভবা।
মানং সেবাং রচয়তি বিবিধাভির্বিভূতিভিঃ ॥
কুসুমাকরশব্দেন ঋতূনামধিপো মতঃ।
তের্ন তস্যানুগৈর্গ্রীষ্ম-বর্ষাদ্যৈর্ঋতুভিশ্চ যা।

পদ্যানি কারিকাভির্ব্যাখ্যাতি, যদ্যতঃ পরমিত্যাদিভিঃ। স্বদৃষ্টমিতি—ভাবে নিষ্ঠা ॥ সধ্র্যগিতি—সহাঞ্চতীতি সধ্র্যক্, সহস্য সধ্রিরাদেশঃ, সহচরমিত্যর্থঃ। ননু মিশ্রং সত্ত্বং নাস্তীত্যুক্তের্বিশুদ্ধং-তৎ যত্রাস্তীতি লভ্যতে, "বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।" (ভা০ ১০।২৭।৪) ইত্যাদিস্মরণাচ্চ, তচ্চ প্রাকৃতমেব ভবেদিতি চেৎ? ন; "ন যত্র মায়া" ইত্যনেন তস্যাপি ব্যুদাসাৎ। যত্তু "বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম" ইত্যনেনৈনোক্তং, তৎ খলু মায়েতরৎ জ্ঞানাত্মকং স্বপ্রকাশং বস্তু ইত্যেকে; ভগবদভিন্না যা পরা শক্তিঃ "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ" (বি০ পু০ ১।১২।৬৯) ইত্যেবং ত্রিবৃৎ পঠ্যতে, তদ্ভূতমেব তৎ, ইত্যপরে; ইত্যন্যত্র

---

* "তত্তদ্বর্ণমুপাস্যেশং তৎসারূপ্যমুপাগতাঃ" ইত্যস্য "তত্তদ্রূপং বিভাব্য স্বং তদ্ভক্ত্যা তমুপাগতাঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

বিশেষাদ্গীয়মানাপি প্রিয়কর্ম্মৈব গায়ত্রী।
শত্রন্তেন পদেনাত্র তিঙন্তা লক্ষিতা ক্রিয়া ॥

(২৩৯) তত্রেশ্বরং দদর্শাসৌ কথম্ভূতং দৃগাসবম্।
সান্দ্রানন্দৈর্দৃশাং সুষ্ঠু মাদকত্বাৎ স আসবঃ ॥ ১০৭ ॥

(২৪০) পীতাংশুকপদেনাস্য ধ্বন্যতে শ্যামবর্ণতা ॥ *

(২৪১) অধ্যর্হণীয়শব্দেন মহাযোগাখ্যপীঠকম্।
শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তম্ অত্রৈবাগ্রে প্রবক্ষ্যতে ॥

(২৪২) চতস্রো হ্লাদিনী-কীর্ত্তি-করুণা-তুষ্টয়ঃ স্মৃতাঃ।
শক্তয়ঃ ষোড়শাত্রৈব পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতাঃ ॥

(২৪৩) বিদ্যায়াঃ পঞ্চ পর্ব্বাণি সাংখ্যাদীন্যত্র পঞ্চ চ ॥

তানি পঞ্চরাত্রে—

(২৪৪) "সাংখ্য-যোগৌ তু বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে।
পঞ্চপর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেৎ ॥" ইতি।

(২৪৫) ইত্যেতাভির্বৃতং পঞ্চবিংশত্যা শক্তিভিঃ সদা।
ভগৈরৈশ্বর্য্য-ধর্ম্মাদ্যৈঃ স্বৈরসাধারণোদয়ৈঃ ॥
ইতরত্র বিরিঞ্চ্যাদাবল্পৈবৈরল্পিরৈঃ কৃশৈঃ ॥
স্ব এব ধাম্নি বৈকুণ্ঠে রতিং বিদধতং সদা।
কিংবা স্বরূপভূতত্বাৎ শ্রিয়স্তস্যাঃ স্বধামতা ॥

তথাচ ভার্গবতন্ত্রে—

(২৪৬) "শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।
অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিশব্দৈরপি বিভাব্যতে ॥" ১০৮ ॥ ইতি।

বহুতরম্ ॥ তত্ত্বদ্বর্ণং—শ্যামাদিরূপম্ ॥ ঋতূনামধিপঃ—রাজা বসন্তঃ ॥ সান্দ্রানন্দৈরিতি—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌরভ্য-লাবণ্যলক্ষণৈরিত্যর্থঃ। সঃ—হরিরেব, আসবঃ—মধুস্থানীয় ইত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

---

* "পদেনাস্য ধ্বন্যতে" ইত্যত্র "পদেনাত্র ধ্বনিতা" ইতি পাঠান্তরম্।

কিন্তু পাদ্মোত্তরখণ্ডে (প০ পু০, উ০ খ০ ২৫৫।৫৭—৬৪)—

(২৪৭) "প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥

(২৪৮) তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যম্ অনন্তং পরমং পদম্ ॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যম্ অক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্।
অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চ্চসমব্যয়ম্ ॥
সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্।
অসংখ্যম্ অজরং সত্যং জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিবর্জ্জিতম্ ॥
হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়ম্।
সমানাধিক্যরহিতম্ আদ্যন্তরহিতং শুভম্ ॥
তেজসাত্যদ্ভুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরম্।
এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

(২৪৯) ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ ॥

(২৫০) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম শাশ্বতং নিত্যমচ্যুতম্।
ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি ॥"

পীতাংশুকেতি শ্যামেতি পীতাম্বরস্য শোভাধায়িত্বাদিত্যর্থঃ ॥ স্ব এবেতি। রতিম্—অভিরুচিম্। কিংবেতি—এতৎপক্ষে রতিং সম্ভোগম্। নন্বু শ্রীর্হরিধামেতি কথং, ধামশব্দস্য বিগ্রহবাচিত্বাৎ, "ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ" ইতি মেদিনী, নহি শ্রীহরের্বিগ্রহ ইতি চেৎ; তত্রাহ, শক্তীতি। হ্লাদিনী শক্তিঃ খলু শ্রীঃ, তদভিন্নত্বাৎ তদ্বিগ্রহরূপৈব সেতি কিমনুপপন্নম্। বিশেষবলাত্তু ভেদকার্য্যং ভবিষ্যত্যেব, 'সত্তা সতী' ইত্যাদিবৎ; যদ্যপ্যভিন্না শক্তিস্তথাপি স্বেচ্ছাদিশব্দৈরুচ্যতে, বিশেষসামর্থ্যাৎ ॥ ১০৮ ॥

পরিপোষায় মহাবৈকুণ্ঠলোকং পাদ্মবাক্যৈর্বর্ণয়তি, প্রধানেতি ॥ শাশ্বতং—নবায়মানম্ ॥ শুভ্রং—নির্ম্মলম্। অসংখ্যম্—অপরিমিতম্ ॥ হিরণ্ময়ং—চিদ্ঘনম্ ॥

তত্রৈবাগ্রে (পা০ পু০, উ০ খ০ ২৫৬।৯—২১)—

(২৫১) "শ্রীশাঙ্ঘ্রিভক্তিসেবৈক-রসভোগবিবর্দ্ধিতাঃ।
মহাত্মানো মহাভাগা ভগবৎপাদসেবকাঃ।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম যান্তি প্রেমসুখপ্রদম্॥
নানাজনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদম্।
প্রাকারৈশ্চ বিমানৈশ্চ সৌধৈ রত্নময়ৈর্বৃতম্॥

(২৫২) তন্মধ্যে নগরী দিব্যা সাযোধ্যেতি প্রকীর্ত্তিতা।
মণিকাঞ্চনচিত্রাঢ্যপ্রাকারৈস্তোরণৈর্বৃতা।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তা রত্নগোপুরসংবৃতা॥ ১০৯॥

(২৫৩) চণ্ডাদিদ্বারপালৈশ্চ কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতা।
চণ্ড-প্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যাম্যে ভদ্র-সুভদ্রকৌ।
বারুণ্যাং জয়-বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃ-বিধাতরৌ॥

(২৫৪) কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ।
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
এতে দিক্পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যামত্র শুভাননে!

(২৫৫) কোটিবৈশ্বানরপ্রখ্য-গৃহপঙ্ক্তিভিরাবৃতা।
আরূঢ়যৌবনৈর্নিত্যৈর্দিব্যনারীনরৈর্বৃতা॥

(২৫৬) অন্তঃপুরন্তু দেবস্য মধ্যে পুর্য্যা মনোহরম্।
মণিপ্রাকারসংযুক্তং বরতোরণশোভিতম্॥

তদ্গমনাধিকারিণ আহ, শ্রীশাঙ্ঘ্রীতি॥ অযোধ্যেতি—নাস্তি যয়া যোদ্ধুমাবরীতুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ। তোরণৈঃ - বন্দনমালাভিঃ *। গোপুরৈঃ—পুরদ্বারৈঃ, সংবৃতা—বিশিষ্টা, "পুরদ্বারন্তু গোপুরম্" ইত্যমরঃ॥ ১০৯॥

যত্র পুর্য্যাং কুমুদাদয়োঽষ্টৌ দিক্পালাঃ সন্তীত্যাহ, কুমুদ ইত্যাদি॥

---

* বন্দনমালাভিরিতি—বহির্দ্বারোপরি স্থিতা শুভদা মালা বন্দনমালোচ্যতে। যথা—"তোরণোর্দ্ধে তু মাঙ্গল্যং দাম বন্দনমালিকা।" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

বিমানৈর্গৃহমুখ্যৈশ্চ প্রাসাদৈর্বহুভির্বৃতম্।
দিব্যাপ্সরোগণৈঃ স্ত্রীভিঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্॥

(২৫৭) মধ্যে তু মণ্ডপং দিব্যং রাজস্থানং মহোৎসবম্।
মাণিক্যস্তম্ভসাহস্রজুষ্টং রত্নময়ং শুভম্।
নিত্যমুক্তৈঃ সমাকীর্ণং সামগানোপশোভিতম্॥

(২৫৮) মধ্যে সিংহাসনং রম্যং সর্ব্ববেদময়ং শুভম্।
ধর্ম্মাদিদৈবতৈর্নিত্যৈর্বৃতং বেদময়াত্মকৈঃ।
ধর্ম্ম-জ্ঞান-মহৈশ্বর্য্য-বৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ॥" ১১০॥

তত্রৈব (প০ পু০, উ০ খ০ ২৫৬।২৩--৫৪)—

(২৫৯) "বসন্তি মধ্যমে তত্র বহ্নি-সূর্য্য-সুধাংশবঃ।
কূর্ম্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ॥
ছন্দাংসি সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পীঠরূপত্বমাস্থিতাঃ।
সর্ব্বাক্ষরময়ং দিব্যং যোগপীঠমিতি স্মৃতম্॥

(২৬০) তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মমুদয়ার্কসমপ্রভম্।
তন্মধ্যে কর্ণিকায়ান্তু সাবিত্র্যাং শুভদর্শনে!।
ঈশ্বর্য্যা সহ দেবেশস্তত্রাসীনঃ পরঃ পুমান্॥

(২৬১) ইন্দীবরদলশ্যামঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ।
যুবা কুমারঃ স্নিগ্ধাঙ্গঃ কোমলাবয়বৈর্যুতঃ॥

(২৬২) ফুল্লরক্তাম্বুজনিভ-কোমলাঙ্ঘ্রি-করাব্জবান্।
প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষঃ সুভ্রূলতযুগাঙ্কিত॥

(২৬৩) সুনাসঃ সুকপোলাঢ্যঃ সুশোভমুখপঙ্কজঃ।
মুক্তাফলাভদন্তাঢ্যঃ সুস্মিতাধরবিদ্রুমঃ॥

নিত্যমুক্তৈঃ—নিত্যনিবৃত্ততমোভিঃ॥ পীঠপাদা বিগ্রহা যেষাং তৈঃ, পীঠপাদতয়া স্থিতৈরিত্যর্থঃ॥ ১১০॥

বসন্তীতি। ত্রয়ীশ্বরঃ—বেদময়ঃ, বৈনতেয়ঃ—গরুড়॥ তন্মধ্যে ইতি—গায়ত্রী-রূপায়াং পদ্মকর্ণিকায়ামিত্যর্থঃ। হে শুভদর্শনে!—গৌরি!॥ কুমারঃ—ক্রীড়াপরঃ॥

(২৬৪) পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশসুস্মিতাননপঙ্কজঃ।
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ॥

(২৬৫) সুস্নিগ্ধ-নীল-কুটিল-কুন্তলৈরুপশোভিতঃ।
মন্দার-পারিজাতাঢ্য-কবরীকৃত-কেশবান্॥

(২৬৬) প্রাতরুদ্যৎসহস্রাংশুনিভকৌস্তুভশোভিতঃ।
হার-স্বর্ণস্রগাসক্ত-কম্বুগ্রীবাবিরাজিতঃ॥ ১১১॥

(২৬৭) সিংহস্কন্ধনিভৈঃ প্রোচ্চৈঃ পীনৈরংসৈর্বিরাজিতঃ।
পীনবৃত্তায়তভুজৈশ্চতুর্ভিরুপশোভিতঃ।
অঙ্গুলীয়ৈশ্চ কটকৈঃ কেয়ূরৈরুপশোভিতঃ॥

(২৬৮) বালার্ককোটিসঙ্কাশৈঃ কৌস্তুভাদ্যৈঃ সুভূষণৈঃ।
বিরাজিতমহাবক্ষা বনমালাবিভূষিতঃ॥

(২৬৯) বিধাতুর্জননস্থান-নাভিপঙ্কজশোভিতঃ।
বালাতপনিভশ্লক্ষ্ণ-পীতবস্ত্রসমন্বিতঃ॥

(২৭০) নানারত্নবিচিত্রাঙ্ঘ্রি কটকাভ্যাং বিরাজিতঃ।
সজ্যোৎস্নচন্দ্রপ্রতিম-নখপংক্তিভিরাবৃতঃ॥

(২৭১) কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ সৌন্দর্য্যনিধিরচ্যুতঃ।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গো বনমালাবিভূষিতঃ॥
শঙ্খ-চক্রগৃহীতাভ্যামুদ্বাহুভ্যাং বিরাজিতঃ।
বরদাভয়হস্তাভ্যাম্ ইতরাভ্যাং তথৈব চ॥

মন্দারাদিভিঃ আঢ্যাঃ কবরীকৃতাঃ কেশাঃ সন্ত্যস্যেতি তথা, মন্দারাদিপুষ্পৈঃ কৃতকেশবিন্যাসবিশেষঃ কবরী॥ হারাঃ—মুক্তাস্রজঃ, স্বর্ণস্রজশ্চ, তাভিরাসক্তা যা কম্বুগ্রীবা, তয়া বিরাজিতঃ; "রেখাত্রয়াঙ্কিতা গ্রীবা কম্বুগ্রীবেতি কথ্যতে।" ইতি হলায়ুধঃ॥ ১১১॥

সিংহেতি। অংসৈঃ—স্কন্ধৈঃ॥ কটকৈঃ— চতুর্ভিঃ কঙ্কণৈরিত্যর্থঃ॥ বিধাতুর্জননস্থানেতি—এতস্মাৎ গর্ভোদকশয়স্য অদ্বৈতাদিত্যর্থঃ। বালাতপেতি—বালসূর্য্যোপমেত্যর্থঃ॥ উদ্বাহুভ্যাম্—ঊর্দ্ধবাহুভ্যাম্। ইতরাভ্যাম্— অধোবাহুভ্যাম্॥

(২৭২) বামাঙ্কসংস্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীর্মহেশ্বরী।
হিরণ্যবর্ণা হরিণী সুবর্ণ-রজতস্রজা॥

(২৭৩) সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না যৌবনারম্ভবিগ্রহা।
রত্নকুণ্ডলসংযুক্তা নীলাকুঞ্চিতশীর্ষজা॥

(২৭৪) দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী দিব্যপুষ্পোপশোভিতা।
মন্দারকেতকী-জাতীপুষ্পাঞ্চিতসুকুন্তলা॥

(২৭৫) সুভ্রূঃ সুনাসা সুশ্রোণী পীনোন্নতপয়োধরা।
পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশসুস্মিতাননপঙ্কজা॥

(২৭৬) তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা॥

(২৭৭) হস্তৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা কনকাম্বুজভূষিতা।
নানারত্নবিচিত্রাঢ্যকনকাম্বুজমালয়া।
হার-কেয়ূর-কটকৈরঙ্গুরীয়ৈশ্চ ভূষিতা॥

(২৭৮) ভুজযুগ্মধৃতোদগ্র-পদ্মযুগ্মবিরাজিতা।
গৃহীত-মাতুলুঙ্গাখ্যজাম্বূনদকরাঞ্চিতা॥ ১১২॥

(২৭৯) এবং নিত্যানপায়িন্যা মহালক্ষ্ম্যা মহেশ্বরঃ।
মোদতে পরমব্যোম্নি শাশ্বতে সর্ব্বদা প্রভুঃ॥

(২৮০) পার্শ্বয়োরবনীলীলে সমাসীনে শুভাননে।
অষ্টদিক্ষু দলাগ্রেষু বিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ॥

(২৮১) বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানা মহিষ্যঃ পরমাত্মনঃ॥

হরিণী—মনোহরা, স্বর্ণপ্রতিমোপমত্বাৎ; "হরিণী হরিতায়াঞ্চ নারীভিদ্বৃত্ত-ভেদয়োঃ। সুবর্ণপ্রতিমায়াঞ্চ" ইতি মেদিনী॥ গৃহীতং মাতুলুঙ্গাখ্যং জাম্বূনদং যেন তাদৃশেন করেণাঞ্চিতা, স্বর্ণময়বীজপূরফলশোভিতকরা ইতি লীলয়া তদ্-গ্রহণং; "ফলপূরো বীজপূরো রুচকো মাতুলুঙ্গকে।" ইত্যমরঃ॥ ১১২॥

এবমিতি—বর্ণিতরূপয়েত্যর্থঃ॥ পার্শ্বয়োরিতি। অবনী-লীলে—ভূদেবী-লীলা-

গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ সুধাকরসমপ্রভান্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না মোদন্তে পতিমচ্যুতম্॥

(২৮২) দিব্যাপ্সরোগণাঃ পঞ্চশতসংখ্যাশ্চ যোষিতঃ।
অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ॥
পদ্মহস্তাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ কোটিবৈশ্বানরপ্রভাঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ শীতাংশুসদৃশাননাঃ॥

(২৮৩) তাভিঃ পরিবৃতো রাজা শুশুভে পরমঃ পুমান্।
অনন্তবিহগাধীশসেনান্যাদ্যৈঃ সুরেশ্বরৈঃ।
অন্যৈঃ পরিজনৈর্নিত্যৈর্মুক্তৈশ্চ পরিসংবৃতঃ।
মোদতে রময়া সার্দ্ধং ভোগৈশ্বর্যৈঃ পরঃ পুমান্॥" ১১৩॥ ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

(২৮৪) অর্থতঃ শব্দতশ্চাত্র যৎ পুনঃপুনরুচ্যতে।
তৎ অসম্ভাব্যবস্তুত্বাৎ প্রতীত্যৈ হেতুবাদিনাম্॥

(২৮৫) শ্রীশনিশ্বাসরূপাণাং বেদানাং তত্র মূর্ত্ততা।
ততস্তদঙ্গতো জাতাঃ স্বেদাঃ পরমপাবনাঃ॥

(২৮৬) ত্রিপাদ্‌বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং তু তৎ পদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥

(২৮৭) অমৃতং সুষ্ঠু মধুরং শাশ্বতন্তু মুহুর্নবম্।
শুদ্ধসত্ত্বন্তু তৎ প্রোক্তং সত্ত্বম্ অপ্রাকৃতন্তু যৎ।
নিত্যাক্ষরাদিশব্দৈস্তু ষড়্‌ভাবপরিবর্জ্জনম্॥ ১১৪॥

দেব্যৌ—লক্ষ্ম্যাঃ সখ্যৌ, পার্শ্বয়োর্বর্ত্তেতে; লক্ষ্মীস্তু বামাঙ্গে ইতি জ্ঞেয়ম্॥ মোদন্তে—মোদয়ন্তীত্যর্থঃ॥ অনন্তঃ—শেষঃ, বিহগাধীশঃ—গরুড়ঃ, সেনানীঃ—বিষ্বক্‌সেনঃ॥ ১১৩॥

পদ্যপদ্যার্থান্ কারিকাভিঃ সঙ্কলয়তি, অর্থত ইত্যাদিভিঃ। শব্দার্থয়োঃ পুনঃপুনরুক্তিরস্তি; সা তু, হেতুবাদিনাং—তর্কপরাণাং, প্রতীত্যর্থত্বাৎ ন দোষঃ,

কিঞ্চানুত্থাপিতানামপি কারিকাঃ।--

(২৮৮) আদ্যমাবরণং দিক্ষু পূর্ব্বাদিষু কিলাষ্টসু।
বূহৈর্লক্ষ্ম্যাদিসহিতৈর্বাসুদেবাদিভির্মতম্॥

(২৮৯) পূর্ব্যো লক্ষ্ম্যাঃ সরস্বত্যা রতেঃ কান্তেরনুক্রমাৎ।
বিদিক্ষু পরমব্যোম্ন আগ্নেয্যাদিষু কীর্ত্তিতাঃ॥

(২৯০) কেশবাদ্যৈরিহ চতুর্বিংশত্যা তু দ্বিতীয়কম্।
অষ্টাসু কিল কাষ্ঠাসু তেষাং জ্ঞেয়ং ত্রয়ং ত্রয়ম্॥

(২৯১) দশভির্মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যৈর্দশদিক্ষু তৃতীয়কম্॥

(২৯২) সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিষ্বক্সেন-গজাননৈঃ।
শঙ্খ-পদ্মনিধিভ্যাঞ্চ তুর্য্যমষ্টাসু দিক্ষ্বিদম্॥

(২৯৩) ঋগ্বেদাদিচতুষ্কেণ সাবিত্র্যা গরুড়েন চ।
তথা ধর্ম্ম-মখাভ্যাঞ্চ পঞ্চমং পূর্ব্ববন্মতম্॥

(২৯৪) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-খড়্গ-শার্ঙ্গ-হলৈস্তথা।
মুষলেন চ ষষ্ঠং স্যাদিন্দ্রাদ্যৈঃ সপ্তমং তথা॥ ১১৫॥

দুরূহোঽর্থঃ খলু অসকৃদুপদিষ্টো হৃদয়মারোহতীতি॥ ত্রিপাদ্বিভূতেরিতি—এক-পান্মায়িকী বিভূতিস্তত্র নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ॥ ১১৪॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে মহাবৈকুণ্ঠস্য বিস্তরেণ বর্ণনমস্তি, তৎ সংক্ষেপেণ দর্শয়তি, আদ্যমিত্যাদিভিঃ। পূর্ব্বাদিষু দিক্ষু বাসুদেবাদয়শ্চত্বারো ব্যূহাঃ, আগ্নেয্যাদিষু বিদিক্ষু তু লক্ষ্মী-সরস্বতী-রতি-কান্তয়স্তৎপ্রেয়স্যে নিবসন্তীতি প্রথমাবরণস্যাবরকাঃ॥ কেশবাদ্যৈরিতি--একৈকস্যাং দিশি ত্রয়স্ত্রয়ো নিবসন্তীতি পাদ্মোত্তর-খণ্ডাদেব বোধ্যং, বিস্তরভয়ান্নাত্র লিখিতম্॥ তৃতীয়স্যাবরণস্যাবরকানাহ, দশভি-রিতি। অত্র ব্রাহ্মদিশি কৃষ্ণো যদ্যপ্যাবরণত্বেনোক্তস্তথাপি তদ্দিশস্তদুর্দ্ধত্বাৎ তদ্বর্ত্তিনস্তস্য পারম্যং বেদিতব্যং, গ্রন্থস্য তল্লোকপরত্বেন তৎপক্ষপাতিত্বেঽপি বস্তুস্থিতেরত্যাগাৎ॥ চতুর্থস্যাবরণস্যাহ, সত্যাচ্যুতেতি। দুর্গা-গজাননাবত্র নৈব প্রাকৃতদেহৌ, "ন যত্র মায়া" ইত্যুক্তেঃ, কিন্তু চিদ্বিগ্রহৌ তৎপার্ষদাবিতি জ্ঞেয়ম্॥

(২৯৫) "সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে ত্রিদিবৌকসঃ।
তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদিবেশ্বরাঃ॥" ১১৬॥

(২৯৬) বাসুদেবাদিমূর্ত্তীণাং সপ্ততেস্তু চতুর্যুজঃ।
লোকাস্তু তাবৎসংখ্যাকাঃ পরে ধাম্নি চকাসতি॥ ১১৭॥

(২৯৭) ত্রিষু পুংসোঽবতারেষু রুদ্রাৎ পদ্মভবাৎ তথা।
ভৃগ্বাদিকৃতনির্দ্ধারাদ্‌বিষ্ণুরেব মহত্তমঃ॥
কিং পুনঃ পুরুষস্তত্র বাসুদেবোঽত্র কিন্তরাম্।
তত্রাপি কিন্তমাং সোঽয়ং মহাবৈকুণ্ঠনায়কঃ॥

পঞ্চমস্যাহ, ঋগ্বেদাদীতি। অত্রৈতে মূর্ত্তা জ্ঞেয়াঃ, "যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ" ইত্যুক্তেঃ। মখশব্দেন ক্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা মূর্ত্তৈব জ্ঞেয়া॥ ষষ্ঠস্যাহ, শঙ্খেতি। ইন্দ্রাদ্যৈরষ্টভিস্তু সপ্তমং জ্ঞেয়ম্॥ ১১৫॥

ননু ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ প্রপঞ্চলোকাঙ্গভূতাঃ খ্যাতাঃ, কথম্ অপ্রপঞ্চলোকাঙ্গতয়োচ্যন্তে? তত্রাহ, সাধ্যা ইত্যাদি সার্দ্ধকং পাদ্মোত্তরখণ্ডীয়মেব (প০ পু০ উ০ খ০ ২৫৬।৬৪—৬৫), প্রাপঞ্চিকদেবতাপ্রসাদ্যাস্তান্তন্নিবাসিন্য ইতি বোধ্যম্॥ ১১৬॥

মহাবৈকুণ্ঠাবরণদেবতানাং চতুঃসপ্ততিসংখ্যানাং বাসুদেবাদীনাং স্থানানি তত্তদ্দিক্ষু দিব্যানি সন্তীত্যাহ, বাসুদেবাদীতি। লোকাঃ—ভুবনানি, "লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ॥ ১১৭॥

ননু মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য বিষ্ণোরিদং পারম্যনিরূপণং শ্রদ্ধাজাড্যকৃতমেব, "একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।" ইত্যাদিস্মৃতিভির্ব্রহ্মশিবয়োশ্চ তল্লাভাৎ? ইতি ত্রিদেবৈক্যবাদিভিরাক্ষিপ্তে প্রাহ, ত্রিষ্বিতি। পুংসঃ—গর্ভোদকশয়স্য, ত্রিষু—ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেষু, অবতারেষু মধ্যে, রুদ্রাৎ পদ্মভবাচ্চ সকাশাৎ বিষ্ণুরেব মহত্তমঃ, ন রুদ্রঃ, ন চ পদ্মভবঃ। কুতঃ? ইত্যাহ, ভৃগ্বাদীতি। কথা তু শ্রীদশমে ত্রিদেবীপরীক্ষায়াং (ভা০ ১০।৮৯) দ্রষ্টব্যা। এবঞ্চেৎ তেষাং ত্রয়াণামবতারী পুরুষো গর্ভোদকশয়ঃ কারণোদকশয়শ্চ মহত্তম ইতি কিং বাচ্যং, ততো বাসুদেবস্তথেতি কিন্তরাং, ততো মহাবৈকুণ্ঠনায়কো ব্যূহী পরাখ্যস্তথেতি কিন্তমাং বাচ্যমিত্যর্থঃ।

(২৯৮) সদাশিবাখ্যো যঃ শম্ভুঃ স চৈশান্যাবৃতির্মতা ॥ ১১৮ ॥

(২৯৯) অতো কৃষ্ণবৈকুণ্ঠনয়োঃ প্রায়ো বৈলক্ষণ্যং দ্বয়োর্ন হি।
দীপোত্থদীপতুল্যত্বাৎ স্যাদ্বিলাস-বিলাসিনোঃ ॥১১৯॥

(৩০০) মৈবং বাদীর্মহাবাদিন্! অধুনা ত্বমপেশলঃ।
গহনৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান-রসাস্বাদনয়োরসি ॥

(৩০১) সর্ব্ববেদান্ততঃ সারং বেদকল্পতরোঃ ফলম্।
শ্রীভাগবতমেবাত্র প্রমাণং সর্ব্বতো বরম্ ॥ ১২০ ॥

তথা চ সর্ব্বেষামংশা স্বয়ংরূপোঽয়মিতি নিষ্কর্ষঃ। ননু মহাশৈবৈঃ স্বনির্ণয়ে সদাশিবো মূলং তত্ত্বং পঠ্যতে, উদাহ্রিয়তে চ লিঙ্গপুরাণবাক্যং "সদাশিবঃ কারণকারণং পরং তস্মাচ্চ সর্ব্বে প্রভবন্তি দেবাঃ।" ইত্যাদি, তথা সতি কথমস্য স্বয়ংরূপত্বং? তত্রাহ, সদেতি। তস্য তল্লোকৈশান্যাদিগাবরণদেবতাত্বেন কীর্ত্তনাৎ ততোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যমসন্দেহমিত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যং—ব্রহ্মসংহিতোক্তঃ সদাশিবঃ কৃষ্ণবিলাসো নারায়ণঃ, লিঙ্গোক্তস্তু তদাবরণস্থতৎস্বাংশ ইতি ॥ ১১৮ ॥

এবং মহাবৈকুণ্ঠনাথং সাঙ্গং নিরূপ্য তত্তপাসকো বিবক্ষিতং স্ফুটয়তি, অত ইতি। কৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবত্ত্বে প্রমাণলাভাৎ নারায়ণস্যানাদিসিদ্ধমহৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট-স্বরূপতায়াং প্রমাণপ্রচয়াচ্চানয়োঃ কৃষ্ণনারায়ণয়োঃ প্রায়ো বৈলক্ষণ্যং মৎস্যাদি-নারায়ণয়োরিব নাস্ত্যেব, কিন্তু পূর্ব্বোত্তরয়োর্দীপয়োরিব সালক্ষণ্যমস্তীতি পূর্ব্বদীপ ইব নারায়ণঃ স্বয়ং, কৃষ্ণস্তু তদ্দীপোত্থদীপ ইব তত্তুল্যস্তদ্বিলাস ইতি ॥ ১১৯ ॥

পরিহরতি, মৈবমিতি। হে মহাবাদিন্!—অব্যক্তার্থকবহুবাক্যালাপিন্নিত্যর্থঃ, এবং, মা বাদীঃ—ন ব্রূহীত্যর্থঃ। যস্ত্বমধুনা কৃষ্ণস্য গহনৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান রসাস্বাদনয়োঃ, অপেশলঃ—অনিপুণঃ, "পেশলো রুচিরে দক্ষে" ইতি মেদিনী॥ ননু ত্বং কেন প্রমাণেন কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপস্য তদ্দ্বয়ং প্রতিপাদয়সীতি চেৎ? তত্রাহ, সর্ব্বেতি— "সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥" (ভা০ ১২।১৩।১৫) ইতি শ্রীভাগবতাৎ; যেন শ্রীবাদরায়ণস্য হৃত্তাপো নিবৃত্ত ইতি বর্ণ্যতে ॥ ১২০ ॥

তথাহি শ্রীতৃতীয়ে (ভা° ৩।২।২১)—

(৩০২) "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥" ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

(৩০৩) বিদ্যেতে নান্যসাম্যাতিশয়ৌ যস্যেতি বিগ্রহে।
সর্ব্বেভ্যস্তৎস্বরূপেভ্যঃ কৃষ্ণোৎকর্ষনিরূপণাৎ।
আধিক্যং পরমব্যোমনাথাদপ্যস্য দর্শিতম্ ॥
(৩০৪) স্বয়ং-পদেন চাস্যান্যনৈরপেক্ষ্যমুদীরিতম্ ॥ ১২১ ॥

এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে নিরপেক্ষরবস্বরূপশ্রুতিবাক্যেন, শ্রীকর্ত্তৃককৃষ্ণস্তুত্যা, সর্ব্বাতিশায়িকৃষ্ণনামমহিমরূপলিঙ্গেন চ শ্রীনাথাদপি কৃষ্ণরূপস্যাধিক্যং বক্তুং প্রবর্ত্ততে। অত্র শ্রুতিরূপং শ্রীভাগবতীয়মুদ্ধববাক্যমাহ। উদ্ধবো হি জ্ঞানি-বর্য্যঃ, "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ। অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥" (ভা° ৩।৪।৩১) ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ। ততস্তদ্বাক্যস্য প্রমাপকত্বমসন্দেহম্। তদেবং তদ্বাক্যার্থঃ—ত্র্যধীশঃ, কৃষ্ণঃ স্বয়মেব, 'স্বয়ং-দাসাস্তপস্বিনঃ' ইতিবৎ অন্যানপেক্ষস্বরূপৈশ্বর্য্য ইত্যর্থঃ। অতঃ, অসাম্যাতি-শয়ঃ—পরমব্যোমাধীশপর্য্যন্ততৎস্বরূপৈঃ সাম্যং তৌল্যং, তেষামতিশয়শ্চ কৃষ্ণ-স্বরূপাদাধিক্যং, তদ্দ্বয়ং যত্র নেত্যর্থঃ। ত্রয়াণাং—গোকুলাদীনাং ধাম্নাং পরম-ব্যোমোর্দ্ধবর্ত্তিনাম, অধীশঃ—স্বামী। স্বারাজ্যরূপয়া, লক্ষ্ম্যা—অতিসম্পদা, আপ্তাঃ সমস্তাঃ, কামাঃ—দিব্যবসগন্ধাদয়ো ভোগ্যাঃ, যম্, ইতি স্বান্যানপেক্ষমহৈশ্বর্য্য ইত্যর্থঃ; স্বারাজ্যঞ্চ—পূর্ণগুণেন স্বরূপেণ স্বাত্মভূতয়া শক্ত্যা বা পরাখ্যয়া রাজনম্। বলিং হরদ্ভিঃ—আজ্ঞাবহৈঃ, চিরলোকপালৈঃ—এতজ্জগদণ্ডাধিকারিবিরিঞ্চ্যা-দ্যপেক্ষয়া চিরকালবর্ত্তিভিরধিকৈশ্বর্য্যৈর্বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ কর্ত্তৃভিঃ, স্বকিরীটকোটিভিঃ করণৈঃ ঈড়িতপাদপীঠ ইতি স্বয়ংরূপত্বং নির্ণীতম্ ॥ কারিকাভিঃ পদার্থং বিস্তৃণাতি, বিদ্যেতে ইত্যাদিনা। অন্যসাম্যেতি—মুক্তপ্রগ্রহন্যায়াৎ অন্যশব্দেন পরমব্যোমনাথপর্য্যন্তং ধাবনং, "গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবীমহেশ-

(৩০৫) রামোঽপ্যধিক-সাম্যাভ্যাং মুক্তধামেত্যবাদি যৎ।
তত্র স্বয়ং-পদাভাবাৎ কৃষ্ণেনৈক্যেন তস্য তৎ।
নরলীলাদিসাধর্ম্ম্যাৎ শ্রেষ্ঠং রূপং তদস্য যৎ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

(৩০৬) "অন্তরঙ্গস্বরূপা মে মৎস্য-কূর্ম্মাদয়স্ত্বমী।
সর্ব্বাত্মনায়মত্রাপি শ্রীমদ্দশরথাত্মজঃ ॥" ১২২ ॥ ইতি।

(৩০৭) 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ' 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।
ইত্যস্য পরমৈশ্বর্য্যবিশেষস্যানুবর্ণনে।
পদস্য স্বয়মিত্যস্য দ্বিরুক্তির্বোধয়ত্যসৌ।
কৃষ্ণস্যান্যস্বরূপৈক্যাৎ আধিক্যং নেতি সর্ব্বথা ॥ ১২৩ ॥

হরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" (ব্র০ সং০ ৫।৪৩) ইতি ব্রহ্মবাক্যাচ্চ ॥ ১২১ ॥

ননু নবমে "অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ" (ভা০ ৯।১১।২০) ইতি রামস্য বিশেষণাৎ তস্য স্বয়ংরূপত্বং স্যাদিতি চেৎ? তত্রাহ, রামোঽপীতি। তস্য স্বয়ংরূপত্বং ন বাচ্যং, তত্র—শ্রীভাগবতবাক্যে নবমস্কন্ধে, স্বয়ংপদাভাবাদিত্যর্থঃ। তর্হি "অধিক-সাম্যবিমুক্ত" ইতি কথং সঙ্গতিমদিতি চেৎ? তত্রাহ, রামোঽপীতি। কৃষ্ণৈক্যেন তদভিধানান্নাতিব্যাপ্তিঃ। যত্তু শ্রীরামায়ণেঽপি "আদিকর্ত্তা স্বয়ংপ্রভুঃ" (বা০ রা০, যু০ কা০ ১১৯।৭) ইতি রামং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং, তদপি তেনৈক্যাদিতি গ্রহণং। রামস্য কৃষ্ণৈক্যে কো হেতুরিতি চেৎ? তমাহ, নরলীলেতি। আদিশব্দাৎ আকারৈক্যং স্বভাবৈক্যঞ্চ গ্রাহ্যম্ ॥ কৃষ্ণৈক্যে প্রমাণম্, অন্তরঙ্গেতি। সর্ব্বাত্মনেতি—লীলাদিসাম্যেনাপীত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

স্বয়ংপদাভ্যাসাল্লিঙ্গাদপি কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বে শ্রীভাগবতস্য তাৎপর্য্যমিত্যাহ, স্বয়ন্ত্বসাম্যেত্যাদি। পদাভ্যাসশ্চ একং তাৎপর্য্যলিঙ্গম্, "উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥" (বৃহৎসংহিতায়াম্) ইতি স্মরণাৎ। প্রথমে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি, তৃতীয়ে "স্বয়ন্ত্ব" (ভা০ ৩।২।২১) ইতি, নবমে "অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল।" (ভা০ ৯।২৪।৫৫) ইতি

(৩০৮) ত্র্যধীশ ইতি গোলোক-মথুরা-দ্বারকাভিধম্ ।
যৎ পদত্রিতয়ং তস্য সোঽধিপত্বাদধীশ্বরঃ ॥
প্রকৃতীশ-বিরাড়ন্তর্যামি-ক্ষীরাব্ধিশায়িনাম্ ।
ত্রয়াণামুপরীশোঽয়ং ত্র্যধীশ ইতি বা স্মৃতঃ ॥
(৩০৯) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা তত্রাপি প্রাপ্তসর্ব্বসমীহিতঃ ॥
স্বেনাত্মনা স্বয়া বাত্মভূতয়া শক্তিবর্য্যয়া ।
রাজতীতি স্বরাট্ তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যমুচ্যতে ॥
তদেব লক্ষ্মীঃ সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পদেতয়া ।
অবাপ্তাঃ সমস্তাঃ কামা যৎ কামাঃ প্রেষ্ঠার্থসিদ্ধয়ঃ ॥
(৩১০) চিরেতি তু চিরায়ুষ্কা লোকপাঃ পদ্মজাদয়ঃ ।
তেষাং কিরীট-কোটীভির্মুকুটানাং শতার্ব্বুদৈঃ ।
ঈড়িতে সংস্তুতে পাদপীঠে যস্যেতি বিগ্রহঃ ॥
(৩১১) হীরাদিরত্নমুকুটৈঃ পাদপীঠাভিঘট্টনাৎ ।
জনিতেন স্বনৌঘেন বাঢ়মুৎপ্রেক্ষিতা স্তুতিঃ ॥
(৩১২) স্বস্বকর্ম্মণ্যবস্থিত্যা তৈস্তৈর্ব্রহ্মাদিলোকপৈঃ ।
আজ্ঞাপালনমেবাস্য বলেৰ্হরণমুচ্যতে ॥ ১২৪ ॥
(৩১৩) অথাত্র প্রক্রিয়া খ্যাতা পৌরাণ্যেষা বিলিখ্যতে ॥
(৩১৪) ব্রহ্মাণ্ডানামনন্তানাং প্রায়ো নানাবিধাত্মনাম্ ।
বৃন্দানি ভগবচ্ছক্তৌ বিচিত্রাণি চকাসতি ॥

স্বয়ংপদং ভত্রাভ্যস্যতে, তস্মাৎ তস্যৈব তত্ত্বমিত্যর্থঃ। এবং দ্বিরুক্তিরিত্যত্র ত্রিরুক্তিরিতি বোধ্যম্। সা ত্রিরুক্তিঃ, অন্যেন—মহাবৈকুণ্ঠনায়কেন, সাধর্ম্ম্যৈক্যাৎ* কৃষ্ণস্য, আধিক্যং—স্বয়ংরূপত্বলক্ষণং, সর্ব্বথা নেতি বোধয়তি, কিন্ত্বন্যানপেক্ষ-তাদৃশত্বমেব বোধয়তীত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

স্বয়া বেতি— পরাখ্যস্বরূপশক্ত্যেত্যর্থঃ ॥ পাদপীঠে—পাদুকে ॥ ১২৪ ॥

* "সাধর্ম্ম্যৈক্যাৎ" ইত্যত্র "সাদ্ধৈমৈক্যাৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

(৩১৫) শতকোটিপ্রমাণানি যোজনানান্তু কানিচিৎ।
অজাণ্ডানি বিরাজন্তে শক্তিবৈচিত্র্যতো হরেঃ॥

(৩১৬) কানিচিচ্চ নিখর্ব্বেণ তেষাং পদ্মাযুতেন চ।
তৎপরার্দ্ধশতেনাপি বিস্তৃতানি তু কানিচিৎ॥

(৩১৭) মধ্যে তেষামজাণ্ডেষু কেষুচিদ্বিংশতিঃ কৃতা।
ভুবনানাঞ্চ পঞ্চাশৎ কুত্রচিৎ সপ্ততিস্তথা।
শতং সহস্রমযুতং লক্ষং ক্বচন রাজতি॥

(৩১৮) ব্রহ্মাদ্যা লোকপাস্তেষু নানারূপাশ্চকাসতি।
পরমর্দ্ধিসহস্রেণ সেব্যমানাঃ সমন্ততঃ॥
ক্বচিদিন্দ্রাদয়স্তেষু মহাকল্পশতায়ুষঃ।
মহাকল্পপরার্দ্ধায়ুর্ভাজো ব্রহ্মাদয়স্তথা॥

(৩১৯) তে তে ব্রহ্মসুরেশাদ্যাঃ কথিতাশ্চিরলোকপাঃ।
স্তুতাঙ্ঘ্রিপীঠঃ কৃষ্ণোঽয়ং তেষাং মুকুটকোটিভিঃ॥ ১২৫॥

(৩২০) একদা দ্বারকাপুর্য্যাং সুধর্ম্মায়াং মুরান্তকে।
বিরাজতি তমাগত্য দ্বারাধ্যক্ষো ন্যবেদয়ৎ।
দিদৃক্ষুর্দেব! পাদাব্জং ব্রহ্মা দ্বারেঽবতিষ্ঠতে॥

ব্রহ্মাণ্ডানামনন্তানামিতি। অত্র বৈষ্ণববাক্যম "অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ। ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ॥" (বি০ পু০ ২।৭।২৭) ইতি; শ্রীভাগবতে চ "দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।" (ভা০ ১০।৮৭।৪১) ইতি, "সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ" (ভা০ ১১।১৬।৩৯) ইতি চ। এবমৈকৈকব্রহ্মাণ্ডবাদিনো মায়িনো নিরস্তাঃ॥ মধ্যে তেষামিতি—এতস্মিন্ চতুর্ম্মুখব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশৈব ভুবনানি, তেষু তু ক্বচিৎ বিংশতিভুবনানি, ক্বচিৎ ততোঽপ্যধিকানি, কুত্রচিৎ ততোঽপ্যধিকানীতি॥ ১২৫॥

ন চৈষা প্রক্রিয়া "এষ বন্ধ্যাসুতো ভাতি" (অলঙ্কারকৌস্তুভে) ইতিবৎ বাচ্যহীনা, অপি তু 'উদয়তি ভানুঃ' ইত্যাদিবৎ সর্বাচ্যেতি ভাবেনাহ, একদেত্যাদিনা॥

(৩২১) আগতঃ কতমো ব্রহ্মা দ্বারীতি পরিপৃচ্ছ তম্।
ইত্যচ্যুতগিরং শৃণ্বন্ এত্য দ্বারাধিপঃ পুনঃ।
পৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমাগত্য কৃষ্ণাগ্রে চ তমব্রবীৎ।
আগতঃ সনকাদীনাং জনকশ্চতুরাননঃ ॥

(৩২২) আনয়েতি হরের্বাচা তেন ব্রহ্মা প্রবেশিতঃ।
প্রণমন্ দণ্ডবৎ পৃষ্টঃ কৃষ্ণেন কিমিহাগতঃ।
ত্বমিতি প্রাহ তং ব্রহ্মা দেবাগমনকারণম্।
বক্ষ্যে পশ্চাদ্‌যদাথাদ্য ব্রহ্মা কতম ইত্যদঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তন্নাথ! ব্রহ্মা নান্যোঽস্তি মদ্‌যতঃ ॥

(৩২৩) অথ স্মিত্বা মুকুন্দেন দ্বারবত্যাং দ্রুতং তদা।
স্মৃতা ব্রহ্মাণ্ডকোটিভ্যো লোকপালাঃ সমাগতাঃ ॥
অষ্টবক্ত্রাশ্চতুঃষষ্টিবক্ত্রাঃ শতমুখাস্তথা।
সহস্রবক্ত্রা লক্ষাস্যাঃ কোটিবক্ত্রা বিরিঞ্চয়ঃ ॥
রুদ্রাশ্চ বিংশতিমুখাস্তথা পঞ্চাশদাননাঃ।
শতবক্ত্রাঃ সহস্রাস্যা লক্ষবাহু-শিরোভৃতঃ ॥
পুরন্দরাশ্চ লক্ষাক্ষা নিযুতাক্ষাস্তথাপরে।
অপরে লোকপালাশ্চ বিবিধাকৃতিভূষণাঃ ॥
কৃষ্ণস্য পুরতঃ প্রাপ্তাঃ পাদপীঠমবানমন্।
তান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াক্রান্তস্মিন্ উন্মমাদ চতুর্মুখঃ ॥

কিঞ্চ—

(৩২৪) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রোক্তং সর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাঃ।
দেশতো জীবতশ্চাপি তুল্যরূপা ভবন্ত্যমী ॥

কিঞ্চেতি—এতদ্ভিন্নার্থা প্রক্রিয়ারভ্যতে ইত্যর্থঃ, "কিঞ্চারম্ভেঽপি সাকল্যে" ইতি শ্রীধরঃ। দেশত ইতি। তুল্যদেশাস্তুল্যায়ুষ্কবিরিঞ্চ্যাদিজীবাঃ সর্ব্বেঽপীত্যর্থঃ ॥

তথাহি—

(৩২৫) "একরূপাস্তথৈবাণ্ডাঃ সর্ব্ব এব নরেশ্বর !
তুল্যদেশবিভাগাশ্চ তুল্যজন্তুব এব চ ॥" ইতি।

(৩২৬) বিরোধেহত্র সমুৎপন্নে সমাধানং বিধীয়তে ॥

যতঃ শ্রীকৌর্ম্মে—

(৩২৭) "বিরোধো বাক্যয়োর্যত্র নাপ্রামাণ্যং তদিষ্যতে।
যথাবিরুদ্ধতা চ স্যাৎ তথার্থঃ কল্প্যতে তয়োঃ ॥" ১২৬ ॥ ইতি।

(৩২৮) যুগপৎ সকলাণ্ডানি জাতু সংহরতে হরিঃ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

(৩২৯) "অনন্তানি তবোক্তানি যান্যণ্ডানি ময়া পুরা।
সর্ব্বাণি তানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ।
প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রিস্তস্য কীর্ত্তিতা ॥" ইতি।

(৩৩০) অতঃ সংহৃত্য সর্ব্বাণি পুনরণ্ডান্যসৌ সৃজন্।
বিষমাণি সৃজেজ্জাতু কদাচিচ্চ সমান্যপি ॥

(৩৩১) ইত্যোপোদ্ঘাতিকং প্রোচ্য প্রকৃতং পরিলিখ্যতে ॥

বিরোধো বাক্যয়োর্যত্রেতি—যথা উদিতানুদিতহোমাভিধায়িনোর্বাক্যয়োঃ শ্রুতিত্বাবিশেষাৎ নাপ্রামাণ্যং, তথা সমবিষমব্রহ্মাণ্ডাভিধায়িনোর্বাক্যয়োঃ সর্ব্বজ্ঞমুনিভাষিতত্বাবিশেষাৎ ন তদিত্যর্থঃ। যদ্যপি বাক্যদ্বয়ান্যতদ্বয়মভিমতং, তথাপি চিরায়ুষ্কত্বমংশং কেচিৎ ন সহন্তে, প্রাকৃতে প্রলয়ে কার্য্যমাত্রস্য নাশাভিধানেন তদংশস্যাসম্ভবত্বাৎ। তস্মাদীশ্বরমহিমাতিশযবোধনমাত্রেণোপক্ষীণঃ সঃ ॥ ১২৬ ॥

সমাধত্তে, যুগপদিত্যাদিনা ॥ অত্র প্রমাণম্, অনন্তানীতি। প্রকৃতৌ—স্বভাবে, "স্বভাবঃ প্রকৃতিঃ শীলম্" ইতি ধনঞ্জয়ঃ, আত্মারামতায়ামিত্যর্থঃ। তস্য—জগৎপতেরীশ্বরস্য ॥ অত ইতি—সমবিষমজগদণ্ডস্মরণাৎ, যুগপৎ সর্ব্বপ্রলয়স্মরণাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ইত্যোপোদ্ঘাতিকমিতি—প্রকৃতে কৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবত্তানিরূপণরূপেঽর্থে পোষকত্বাৎ বিবিধজগদণ্ডতদধিকারিবর্ণনমুপোদ্ঘাতঃ, স্বার্থে ঠক্ বিনয়াদিত্বাৎ, "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং বিদুর্বুধাঃ।" (জগদীশকৃতানুমিতৌ)

কিঞ্চ তত্রৈব (ভা০ ৩।২।১২)—

(৩৩২) "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥" ১২৭ ॥ ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

(৩৩৩) যদ্‌বিম্বং মর্ত্ত্যলীলানাং ভবেদৌপয়িকং পরম্;
পূর্ব্বপদ্যস্থিতং বিম্বং যৎ-পদেনানুকৃষ্যতে ॥

(৩৩৪) বিবিধাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিসম্ভবাৎ।
স্বস্য দেবাদিলীলাভ্যো মর্ত্ত্যলীলা মনোহরাঃ ॥

(৩৩৫) ধ্বন্যতে বিম্বশব্দেন সদ্‌গুণাবলিশালিনাম্।
সকলস্বস্বরূপাণাং মূলত্বং তস্য সর্ব্বথা ॥

ইতি বচনাৎ॥ কিঞ্চেতি। তত্রৈব—তৃতীয়ে॥ যদিতি। "আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্॥" (ভা০৩।২।১১) ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ, যৎ—বিম্বং, কৃষ্ণেন, গৃহীতং—লোকেঽস্মিন্ প্রকটিতম্। কীদৃশেন তেন ? ইত্যাহ, স্বযোগ-মায়া—পরাখ্যা স্বশক্তিঃ, তস্যা বলং, দর্শয়তা—বোধয়তেত্যর্থঃ। বিম্বং কীদৃক্ ? ইত্যাহ, মর্ত্ত্যেষু যা লীলাস্তাসাম্, ঔপয়িকম্—উপায়ভূতং, নরাকৃতিত্বাৎ পরমোপযোগীত্যর্থঃ; বিনয়াদিত্বাৎ স্বার্থিকষ্ঠক্, উপায়স্য হ্রস্বত্বঞ্চ; তাদৃগাকৃতিমন্তরা মনুষ্যেষু তা মনোজ্ঞলীলা ন স্যুরিত্যর্থঃ; মনুষ্যরীতিচ্ছন্নাঃ পারমৈশ্বর্য্যগর্ভা লীলাঃ খল্বধরস্থচিত্রমুকুরবৎ অতিচারুত্বভাজঃ, অতদ্গর্ভাঃ কেবলনরলীলাস্তু পারদালিপ্তাধরমুকুরবৎ নানন্দপ্রদর্শিকাঃ, ইতি নরাকৃতেস্তদ্বিম্বস্য তৎপরমোপযোগিত্বমিতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃক্ ? ইত্যাহ, সর্ব্বজ্ঞস্যাপি স্বস্য পরমাশ্চর্য্যকরং, সৌভগসম্পদো মুখ্যং স্থানং, ভূষণশোভাধায়কাবয়বঞ্চেতি ॥ ১২৭ ॥

পদ্যং কারিকাভির্ব্যাচষ্টে, যদ্‌বিম্বমিত্যাদিভিঃ॥ বিবিধেতি। স্বস্য—কৃষ্ণস্য, মর্ত্ত্যলীলাঃ,দেবাদিলীলাভ্যঃ—নারায়ণাদিক্রীড়াভ্যোঽপি,মনোহরাঃ—কমনীয়াঃ। কুতঃ ? ইত্যাহ, বিবিধানাম্ আশ্চর্য্যভূতানাং, মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যাণাং—মনুষ্যরীতি-পিহিতানাম্ ঐশ্বর্য্যাণাং, উক্তদৃষ্টান্তরীত্যা তাস্বেব সম্ভবাদিত্যর্থঃ॥ ধ্বন্যতে

(৩৩৬) অতস্তদেব নিঃশেষগুণরূপাস্পদত্বতঃ।
বিচিত্রনরলীলানামতিযোগ্যমুদীর্য্যতে ॥

(৩৩৭) স্বযোগমায়া চিচ্ছক্তির্বলং তস্যাঃ সমর্থতা।
এতদ্দর্শয়তা সাক্ষাৎকুর্ব্বতা প্রকটীকৃতম্ ॥
অহো মদীয়চিচ্ছক্তেঃ প্রভাবং পশ্যতাদ্ভুতম্।
দিব্যাতিদিব্যলোকেষু যদ্গন্ধোঽপি ন সম্ভবেৎ ॥
তজ্জগন্মোহনং রূপং ময়াবিষ্কৃতমীদৃশম্ ॥
স্বযোগমায়েত্যাদ্যস্য ভাবোঽয়মিতি গম্যতে ॥

(৩৩৮) স্বস্যাত্মনোঽপি পরমব্যোমেশাদ্যাত্মদর্শিনঃ।
বিস্মাপনং নবোদ্দামচমৎকৃতিকরং পরম্ ॥

(৩৩৯) সৌভগর্দ্ধির্মহাশ্চর্য্য-সৌন্দর্য্যপরমাবধিঃ।
তস্যাঃ পরং পদং নিত্যোৎকর্ষসম্পদ্‌বরাস্পদম্ ॥

(৩৪০) যৎ তু কৌস্তুভ-মীনেন্দ্রকুণ্ডলাদ্যং হি ভূষণম্।
তস্যাপি ভূষণান্যঙ্গান্যস্যেতি সতি বিগ্রহে।
তস্য শ্রীবিগ্রহস্যেদম্ অসমোর্দ্ধত্বমীরিতম্ ॥

(৩৪১) সচ্চিদানন্দসান্দ্রত্বাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ।
ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহ-দেহিনোঃ ॥

তথাচ শ্রীকৌর্ম্মে—

(৩৪২) "দেহ-দেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥" ১২৮ ॥ ইতি।

ইতি। সকলানাং স্ব-স্বরূপাণাং—মহাবৈকুণ্ঠনাথপর্য্যন্তানামিত্যর্থঃ ॥ স্বযোগেতি। গৃহীতমিত্যস্য প্রকটীকৃতমিত্যর্থঃ, স্বরূপস্য গ্রহণাসম্ভবাদিতি ভাবঃ, "অনাদেয়-মহেয়ঞ্চ" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইত্যাদি বক্ষ্যতে ॥ অসমোর্দ্ধত্বমীরিতমিতি—শ্রীভাগবতে তৎস্বরূপাণাং তাদৃশত্বেনাভিধানাদিত্যর্থঃ ॥ যদ্বিম্বং স্বস্য চ বিস্মাপন-মিত্যুক্তের্দেহদেহিনোর্ভেদঃ, স চ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ইতি চেৎ, তত্রাহ, সচ্চিদিতি— এক-

কিঞ্চ শ্রীদশমে শ্রীপুরস্ত্রীণামুক্তৌ (ভা০ ১০।৪৪।১৪)—

(৩৪৩) "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥"

তথাহি শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তৌ (ভা০ ১০।১৫।৮)—

(৩৪৪) "ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগ-মৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥" ১২৯ ॥ ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

(৩৪৫) শ্রীবৃন্দাবন-তদ্বাসিমাধুর্য্যোল্লোলচেতসা।
তৎস্তবে হরিণারব্ধে নিজোৎকর্ষাবসায়িনম্।
তমালোচ্য ততো রামমপদিশ্য ব্যধায়ি সঃ ॥

টাথম্। তথা চ ভেদাভাবেঽপি 'সত্তা সন্ত' ইত্যাদিবৎ বিশেষবলাদেব দেহদেহি ভাবব্যবহার ইত্যর্থঃ ॥ ভেদাভাবে প্রমাণং, দেহদেহীতি ॥ ১২৮ ॥

স্বয়ংরূপত্বে বচনান্তরমাহ, গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিতি। অসমোর্দ্ধং—সাম্যাধিক্যরহিতম্। অনন্যসিদ্ধং—স্বয়ংসিদ্ধমিত্যর্থঃ॥ অথ মহাবৈকুণ্ঠাধীশমহিষ্যা লক্ষ্ম্যাঃ কৃষ্ণস্পৃহারূপেণ লিঙ্গেন তদধীশাৎ কৃষ্ণস্যাধিক্যং দর্শয়তি, ধন্যেয়মিতি। হে আর্য্য শ্রীবলদেব! অদ্য ইয়ং বৃন্দাবনধরণী, ধন্যা—শ্লাঘ্যা। অস্যাং যাস্তৃণবীরুধস্তাস্তব পাদস্পর্শেন, দ্রুমলতাঃ তব, করজাভিমর্শেন—পুষ্পাণি গৃহ্নতো নখস্পর্শেন, নদ্যঃ—যমুনাদ্যাঃ, অদ্রয়ঃ—গোবর্দ্ধনাদ্যাঃ, তব, সদয়াবলোকৈঃ—কৃপাকটাক্ষৈঃ, গোপ্যঃ—শ্যামলতাঃ, পক্ষে গোপ্যঃ—বল্লব্যঃ, ভুজয়োরন্তরেণ—তব বক্ষসা, ধন্যা ইতি যোজ্যং সর্ব্বত্র। বক্ষো বিশিনষ্টি, যৎস্পৃহেতি—বৈকুণ্ঠমহিষী যৎ স্পৃহয়তি পরিরব্ধুং, "প্রায়ো বীররতাঃ স্ত্রিয়ঃ" ইতি বচনাৎ বীরো ভবান্, প্রলম্বাদিমহাদৈত্যঘাতিত্বাৎ। পূর্ব্বরাগবর্ণনমেতৎ ॥ ১২৯ ॥

পদ্যার্থং কারিকাভির্ব্যাখ্যাতি, শ্রীবৃন্দাবনেতি। উল্লোলেতি—"লোলশ্চল-

(৩৪৬) অতোঽত্র নৈব তাৎপর্য্যং রামোৎকর্ষানুবর্ণনে ।
সখ্যভাবাৎ তদা রামে নর্ম্মণৈবেদমীরিতম্ ॥

(৩৪৭) ভুজান্তরন্তু বক্ষস্তে তেন ধন্যা ব্রজাঙ্গনাঃ ।
যৎস্পৃহা রক্ষসে যস্মৈ শ্রীরপ্যাচরতি স্পৃহাম্ ॥

(৩৪৮) তৎস্পৃহৈব পরং তস্যা নতু তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতা ॥

(৩৪৯) সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা ।
কৃষ্ণোরঃস্পৃহয়াস্যৈব রূপং বিবৃণুতেঽধিকম্ ॥

(৩৫০) পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে ॥

(৩৫১) শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ ।
কুর্ব্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণম্ ॥
বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাব্রবীৎ ।
তদ্দুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ ॥
স্বর্ণরেখেব তে নাথ ! বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি ।
এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা ॥

যথোক্তং শ্রীদশমে নাগপত্নীভিঃ (ভা০ ১০।১৬।৩৬)—

(৩৫২) "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥" ইতি ।

সতৃষ্ণয়োঃ" ইতি নানার্থবর্গাৎ, অতিসতৃষ্ণচিত্তেনেত্যর্থঃ । নিজোৎকর্ষেতি—স্বমুখেন স্বস্তুতেঃ কর্ত্তুমযুক্তত্বাৎ রামাপদেশেন তদ্বিধানমিতি ভাবঃ, অন্যথা প্রিয়ো রামোরঃস্পৃহোক্তিরযুক্তেতি বোধ্যম্ ॥ নন্বেবং চেৎ স্বরহস্যস্য রামে সূচনং কথং ? তত্রাহ, সখ্যভাবাদিতি ॥ যৎস্পৃহেতি—স্পৃহামাত্রোক্তেঃ প্রাপ্তির্নাভূদিতি ব্যজ্যতে ॥ বক্তব্যমাহ, সদা বক্ষঃস্থলস্থেতি । অস্য—কৃষ্ণস্য এব, রূপং স্বনাথাদপ্যধিকম্, ইন্দিরা—লক্ষ্মীঃ, বিবৃণুতে—প্রদর্শয়তীত্যর্থঃ ॥ পৌরাণিকমিতি—পাদ্মীয়ং বোধ্যম্ ॥ তপঃ কুর্ব্বতীমিতি—তস্যাস্তপঃস্থলন্তু শ্রীবনমিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ শ্রীভাগবতেঽপ্যেতদ্বৃত্তমস্তীতি দর্শয়তি, যদ্বাঞ্ছয়েতি । যস্য—তব অঙ্ঘ্রিরজসঃ বাঞ্ছয়া, কামান্—বৈকুণ্ঠ-

(৩৫৩) নাম্নোঽপি মহিমৈতস্য সর্ব্বতোঽধিক ঈর্য্যতে ॥ ১৩০ ॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে --

(৩৫৪) "সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্ ।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥"

স্কান্দে চ--

(৩৫৫) "মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥" ১৩১ ॥ ইতি ।

(৩৫৬) অতঃ স্বয়ংপদাদিভ্যো ভগবান্ কৃষ্ণ এব হি ।
স্বয়ংরূপ ইতি ব্যক্তং শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু ॥

যথোক্তং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ (ব্র০ সং০ ৫।১)--

(৩৫৭) "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥" ১৩২ ॥ ইতি ।

গতান্ দিব্যরসগন্ধাদীন্, বিহায়—ত্যক্ত্বেতি । ন চ লক্ষ্ম্যা রতেরেকপুরুষনিষ্ঠত্বেন স্থায়িবৈরূপ্যাৎ রসাভাসতেতি বাচ্যং, শ্রীশকৃষ্ণয়োরদ্বৈতেন অনেকপুরুষত্বাভাবাৎ, "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ । রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥" (ভ০ র০ সি০, পূ০ ২।৩৯) ইতি ॥ ১৩০ ॥

নামাতিমহিম্না লিঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীশাদাধিক্যমাহ, সহস্রেতি । বৈশম্পায়নোক্তানাং সহস্রনাম্নাং ত্রিরাবৃত্ত্যা যৎ ফলং, তৎ, কৃষ্ণস্য একং নাম—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণগতাষ্টোত্তরশতনামস্থং কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধ্যেকমেব নাম, একাবৃত্ত্যা প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ । তেষু সর্ব্ব-স্বাবির্ভাবত্ববিশিষ্টস্য নামান্যুক্তানি, ইহ তু কৃষ্ণত্বেন বিশিষ্টস্যেতি বিশেষঃ ; তদ্গতাৎ এতদ্গতং 'তদেব নাম বহুফলং, ভগবদাকান্তরাৎ ভগবদ্গীতাবদিতি বোধ্যম্ ॥ স্কান্দে চেতি ॥ মধুরমধুরমেতদিতি—সর্ব্বাতিশায়িমাহাত্ম্যপর্য্যবসায়িত্বং দ্যোত্যতে । ভৃগুবর !—হে শৌনক ! ॥ ১৩১ ॥

নিগময়তি, অত ইতি । স্বয়ংপদাদিভ্যঃ --ত্রিভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

যথাচ (ব্র০ সং০ ৫।৩৯)—

(৩৫৮) "রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ইতি।

(৩৫৯) তস্মাৎ পরমবৈকুণ্ঠনাথোঽপ্যস্য বিলাসকঃ॥ ১৩৩॥

(৩৬০) অতো মিলিত্বা শ্রুতিভিঃ স্ব-সারো যঃ স্তবঃ কৃতঃ।
তত্তাৎপর্য্যকৃতী কৃষ্ণমেব দেবর্ষিরানমৎ॥

(৩৬১) "নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়" [ভা° ১০।৮৭।৪৬] ইত্যাদি॥ ১৩৪॥

(৩৬২) নন্বেষ দ্বাপরস্যান্তে প্রাদুর্ভূতো যদূদ্বহঃ।
স বৈকুণ্ঠেশ্বরোঽনাদিস্তদ্বিলাসঃ কথং ভবেৎ॥

(৩৬৩) নৈবমস্যাদিশূন্যস্য জন্মলীলাপ্যনাদিকা।
স্বচ্ছন্দতো মুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে মুহুঃ॥ ১৩৫॥

উক্তঞ্চ পুষ্ণাতি, যথাচ রামাদীতি। ন চ রামাদীনামপি কৃষ্ণাদভেদাৎ তদাদিত্বেঽপি কদাচিৎ সর্ব্বাঃ শক্তয়ো ব্যক্তাঃ স্যুরিতি বাচ্যং, তেষু, কলানাং—শক্তীনাং, নিয়মেন ব্যক্তেঃ। ইদঞ্চ প্রাগেব নির্ণীতম্॥ তস্মাদিতি—উক্তাৎ হেতুপ্রচয়াৎ, অস্য—কৃষ্ণস্য, পরব্যোমনাথোঽপি বিলাস এব, নতু তস্য বিলাসঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ॥ ১৩৩॥

পুনঃ পুষ্ণাতি, অতো মিলিত্বেতি। অন্যথা সর্ব্বশ্রুতিসারং স্তবং শ্রুতবতা নারদেন শ্রীশ এব প্রণম্যেত, নতু কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং শ্রুতিতাৎপর্য্যাদপি লব্ধমিত্যর্থঃ॥ ১৩৪॥

এবং নির্জ্জিতোঽপি শ্রীশপারম্যবাদী সকোপঃ প্রতিবিধত্তে, নন্বেষ ইতি। প্রাদুর্ভূত ইতি—শান্তোদিত ইত্যর্থঃ। অনাদিঃ—নিত্যোদিতঃ, কূটস্থ ইতি যাবৎ॥ পরিহরতি, নৈবমিতি। অনাদ্যয়া গোপালোপনিষদা পরার্দ্ধাদৌ কৃষ্ণকর্তৃকস্য ব্রহ্মকর্ম্মকস্যোপদেশস্যাভিধানাৎ, প্রহ্লাদস্য প্রিয়ব্রতস্য চাতিপ্রাচীনস্য কৃষ্ণোপাসকত্বস্মরণাচ্চ, আদিশূন্যস্য - পূর্ব্বকোটিরহিতস্য, কৃষ্ণস্য জন্মলীলাপ্যাদি-

তথাচ শ্রীতৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২।১৫)—

(৩৬৪) "স্বশান্তরূপেষিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥" ১৩৬॥ ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

(৩৬৫) স্বে ভক্তাঃ স্বে চ তে শান্তরূপাশ্চেত্যত্র বিগ্রহঃ।
শান্তিস্তন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ শান্তাস্তন্নিষ্ঠবুদ্ধয়ঃ॥

(৩৬৬) তেষু শূরসুতাদ্যেষু নন্দাদিষু চ সাধুষু।
ইতরৈস্তদ্বিরুদ্ধৈস্তু কংসাদ্যৈরসুরাদিভিঃ।
স্বরূপৈঃ সুষ্ঠুরূপৈরিত্যরূপত্বং বিরূপতা।
ঘোরাতিবিকটাকারৈরিত্যর্থঃ স্ফুটমীরিতঃ॥

শূন্যৈব, স্বেচ্ছয়ৈব, স্বাবির্ভাব্যতে; দ্বাপরাবসানে ইতি সাদিত্ববচনং রভসা-দেবেত্যর্থঃ॥ ১৩৫॥

কৃষ্ণস্যানাদিত্বে প্রমাণমাহ, স্বেতি। স্বেষু শান্তরূপেষু—ভক্তেষু বসুদেবাদিষু, ইতরৈঃ—তদ্বিরুদ্ধৈঃ সুষ্ঠু অরূপৈঃ—বিরূপৈ-ভয়ঙ্করাকারৈঃ কংসাদিভিঃ, অভ্যর্দ্দ্য-মানেষু সৎসু, অনুকম্পিতাত্মা—দয়াদ্রহৃদয়ঃ, ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, অজোঽপি—অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়যোগরহিত এব সন্, অরণেরগ্নিরিব স্বপিত্র্যাৎ, জাতঃ—প্রাদুরাসীৎ। কীদৃশঃ? পরেষাম্—অপ্রাকৃতানাম্, অবরেষাং—প্রাকৃতা-নাঞ্চ, লোকানামীশঃ, মহতাং—বৈকুণ্ঠাধীশ-তদ্ব্যূহ-তদংশপুরুষ-তদংশলীলাব-তারাণাং পরমব্যোমনিলয়ানাং তত্তন্নিলয়ে স্থিতানামেব, অংশৈঃ—রূপান্তরৈঃ, যুক্তঃ, সন্নিত্যর্থঃ। দিগ্বিজয়ায় গচ্ছন্তং সার্ব্বভৌমং যথা মণ্ডলাধিপাঃ, তথা জগত্যবতিতীর্ষুং কৃষ্ণং স্বয়ংপ্রভুং তে তদ্বিলাসাদয়ঃ স্বস্বাংশৈরনুগচ্ছেয়ুরিতি ভাবঃ। যথারণৌ বহ্নিঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্তথা পরমব্যোমোপরি কৃষ্ণোঽপীতি প্রমাণলাভাৎ সাদিত্ববচন মস্থরৈর্বোদ্গীর্ণমিতি ভাবঃ॥ ১৩৬॥

পদ্যং কারিকাভির্ব্যাখ্যাতি, স্বে ভক্তা ইত্যাদিভিঃ। শান্তপদং বাচষ্টে,

(৩৬৭) অভ্যর্দ্ধ্যমানেষ্বভিতঃ ক্রিয়মাণমহার্ত্তিষু।
অনুকম্পাযুতমনাঃ পরে মায়ান্বয়োজ্ঝিতাঃ।
গোলোকমুখ্যা অবরে মায়িকাজাণ্ডমণ্ডলাঃ।
পরেষামবরেষাঞ্চ তেষামীশোহধিনায়কঃ॥

(৩৬৮) স্যুর্মহান্তোহতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ।
তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ॥

(৩৬৯) বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।
তেভ্যোহপ্যুৎকর্ষভাজোহমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥
ইত্যেতে পরমব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাম্।
স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ॥

(৩৭০) অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ।
নারায়ণো নরসখোহয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ॥

(৩৭১) এভির্যুক্তঃ সদা যোগম্ অবাপ্যায়ম্ অবস্থিতঃ॥ ১৩৭॥

(৩৭২) অতো বৃন্দাবনে তত্তল্লীলাপ্রকটতেক্ষ্যতে॥

(৩৭৩) বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চয়ে।
সেশ্বরাণামজাণ্ডানাং কোটির্বৃন্দাবনেহদ্ভুতা।
সৈব জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা॥

(৩৭৪) বাসুদেবাদিলীলাস্তু মথুরাদ্বারকাদিষু।
তত্তদ্রূপৈর্ব্রজান্তস্তু বাল্যেহাভিশ্চ দর্শিতাঃ॥

শান্তিরিতি—"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" (ভা° ১১।১৯।৩৬) 'ইতি একাদশে ভগবদ্বাক্যাৎ॥ পরাবরেশপদং ব্যাচষ্টে, পরে মায়েতি॥ মহদংশযুক্তপদং ব্যাচষ্টে, স্যুর্মহান্তোহতীতি। বসুসংখ্যকা ইতি—কৃষ্ণব্যূহানাং নারায়ণব্যূহানাঞ্চ অষ্টত্বাদিত্যর্থঃ॥ ইত্যেতে ইতি—কৃষ্ণব্যূহানাং বিলাসা নারায়ণব্যূহা ইত্যর্থঃ॥ ১৩৭॥

যথা শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভুজঃ।
আদিত্যেষ্বথ লব্ধেষু বভৌ দ্বাদশভির্ভুজৈঃ ॥
(৩৭৫) তথা সাঙ্কর্ষণী লীলা দৈত্যসংহারিকাপি চ।
মূর্ত্তয়ো মাথুরে ভান্তি শ্রীপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ।
যাঃ শ্রীগোপালতাপন্যাং বারাহাদিষু চ শ্রুতাঃ ॥
(৩৭৬) এবং পুরুষলীলানাং প্রাকট্যমিহ মাথুরে।
অনন্তশায়িরূপাভিঃ ক্রিয়তে সুষ্ঠু মূর্ত্তিভিঃ ॥
(৩৭৭) যদা যদা চ সা লীলা কৃষ্ণেন প্রকটীকৃতা।
ভবেৎ তত্তদুপাখ্যানং পুরাণেষ্বিতি বিশ্রুতম্ ॥
(৩৭৮) যানি রামাদিরূপাণি প্রাদুশ্চক্রে স্বকেলিষু।
তান্যধিষ্ঠানরূপেণ রাজন্তেঽদ্যাপি মাথুরে ॥
(৩৭৯) গোপরার্দ্ধপয়ঃপূরৈর্জনিতঃ ক্ষীরবারিধিঃ।
মমন্থাজিতরূপস্তং গোপৈর্দেবায়িতীকৃতৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

অতএব ব্রহ্মাণ্ডে—

(৩৮০) "যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ।
স এব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দনন্দনঃ ॥
(৩৮১) এতস্মৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ।
মহার্ণবেরিহ যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ।
তত্রৈব লীনা একত্বং ব্রজেয়ুস্তে হরৌ তথা ॥" ইতি।
(৩৮২) ইতি সিদ্ধা প্রভোরস্য মহদংশৈস্তু যুক্ততা ॥

মহদংশযুক্ততায়াং জ্ঞাপকমাহ, অতো বৃন্দাবনে তত্তদিতি ॥ তত্তদ্রূপৈঃ—বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাকারৈরিত্যর্থঃ ॥ শ্রীদাম্নি—বৃষভানুরাজপুত্রে স্বসখে ইত্যর্থঃ। আদিত্যেষু দ্বাদশসু যুগপৎ প্রণমৎসু যুগপৎ তন্মূর্দ্ধসু হস্তার্পণপ্রসাদায় দ্বাদশভুজোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ অধিষ্ঠানরূপেণ—তত্তৎপ্রতিমাত্মনা ॥ ১৩৮ ॥

(৩৮৩) অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতাম্।
মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম্।
সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিদ্বৈকুণ্ঠনাথতাম্।
ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্বৃত্তানুগামিনঃ ॥ ১৩৯ ॥

(৩৮৪) উপোদ্‌ঘাতং সমাপ্যাথ প্রকৃতং লিখ্যতে পুনঃ ॥

(৩৮৫) অজো জন্ম-বিহীনোঽপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ ॥

(৩৮৬) নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে।
ইত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভবঃ ॥

(৩৮৭) তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি।
জায়তে মণি-কাষ্ঠাদের্হেতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ ॥
অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্।
হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ১৪০ ॥

অত ইতি। কৃষ্ণস্বরূপে স্থিতৈর্বদরীশাদিরূপৈস্তল্লীলানামাবিষ্কারাৎ তন্মাত্র-দৃষ্টয়ো মুনয়স্তং তত্তদ্রূপমাহুঃ; তদ্বাক্যানি চ ভগবান্ ব্যাসোঽন্ববাদীদিতি সিদ্ধান্ত-বিদাং পদ্ধতিঃ; যথা শল্যঃ কৃষ্ণাদর্বিকঃ কর্ণস্তু ফাল্গুনাদিতি লোকোক্তেরনু-বাদস্তেন কর্ণপর্ব্বণি কৃতো দৃষ্টস্তদ্বৎ ॥ ১৩৯ ॥

অজো জন্মেতি—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ, "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" (গী০ ৪।৬) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ ॥ নন্বজ এব চেদাবির্ভবতি, তদা গজেন্দ্র-ধ্রুবাদাবিব আগতিমাত্রং বাচ্যং, পিতামাতৃদেহসম্বন্ধঃ কথমুচ্যতে? তত্রাহ, নন্বেকস্যেতি। পরিহরতি, ভগবানিতি। স্বরূপগুণবিভূতিলীলেষু বিকারলেশা-ভাবাদজত্বং, ধাতুযোগং বিনৈব প্রাচ্যামিন্দোরিব তদ্দেহে আবির্ভাবাৎ * জন্মিত্বম্, ইত্যচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাৎ ইদং সর্ব্বং ভবতীতি ন কাচিচ্ছঙ্কেত্যর্থঃ। মণিকাষ্ঠাদেরিতি। মণেঃ—পাষাণবিশেষাৎ, যথা লোহাঘাতেন হেতুনা, যথা চ, কাষ্ঠস্য—অরণেঃ, মথনেন হেতুনা, পূর্ব্বং সত এব বহ্নের্ব্যক্তিস্তথেত্যর্থঃ॥ অনাদিং—নিত্যামিত্যর্থঃ।

---

* "তদ্দেহে আবির্ভাবাৎ" ইত্যত্র "তদ্দেহাবির্ভাবাৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

(৩৮৮) স্বলীলাকীর্ত্তিবিস্তারাৎ লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা ।
অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ ॥

(৩৮৯) তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ ।
প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি ॥

(৩৯০) ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ ।
অভ্যর্থনস্তু যৎ তস্য তদ্‌ভবেদানুষঙ্গিকম্ ॥ ১৪১ ॥

(৩৯১) চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ ।
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ ॥

(৩৯২) ঐকরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥ ১৪২ ॥

(৩৯৩) কিঞ্চাস্য পার্ষদাদীনামপ্যুক্তা নিত্যমূর্ত্তিতা ।
তস্যেশ্বরেশিতুর্নিত্যমূর্ত্তিত্বে কা বিচিত্রতা ॥

কদাচন —বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশতিচতুর্যুগীয়দ্বাপরাবসানে ইত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ শাস্ত্রোদিতত্বোক্তির্দূরাপাস্তা ॥ ১৪০ ॥

নন্নু কৃষ্ণস্য জগতি প্রাদুর্ভাবে কো হেতুরিতি চেৎ ? তত্রাহ, স্বলীলেতি। লোকেষু—সাধকভক্তজনেষ্বিত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—ন খলু ভূভারাপহারস্তৎপ্রাদুর্ভাবস্য মুখ্যহেতুঃ, তস্য 'তদাবিষ্টৈরপি জীবৈঃ সম্ভবাৎ, পরাশরেণ অনেকরাক্ষসা ধ্রুবেণ চ নাশিতা ইতি স্মরণাৎ ; কিন্তু কেষাঞ্চিৎ সাধকানাং তৎস্বরূপগুণৈকনিরতানাং তৎসাক্ষাৎকারমাকাঙ্ক্ষতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং শ্রুতদেব-বহুলাশ্বপ্রভৃতীনাং স্বসাক্ষাৎকৃত্যা আনন্দপ্রদানং, তথা পূর্ব্বমাবির্ভাবিতেষু বসুদেবাদিষু প্রেষ্ঠেষু তদ্বিদ্রোহিকংসাদিবিনাশেন অনুকম্পা চ, ইতি মুখ্যং হেতুদ্বয়ং ; ভূভারহরণন্তু, আনুষঙ্গিকং—গৌণমিতি ॥ ১৪১ ॥

জন্মাদিলীলা অনাদিকেত্যুক্তং, তৎ প্রতিপাদয়তি, চেদদ্যাপীত্যাদিভ্যাম্। ন হ্যসতী শক্যা দর্শয়িতুম্, অতো নিত্যা সা ইতি পুরঃ স্ফুটীভবিষ্যতি ॥ ১৪২ ॥

আবির্ভাবকনিত্যত্বে আবির্ভাব্যলীলায়া নিত্যতা স্যাদিতি তন্নিত্যতাং কৈমুত্যেন দর্শয়তি, কিঞ্চেতি। "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ" (গো০ তা০, পূ০ ২০)

(৩৯৪) তথাপি শুষ্কবাদৈকনিষ্ঠানাং হেতুবাদিনাম্।
তূষ্ণীম্ভাবায় বচনং পুরাণাদের্বিলিখ্যতে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ব্রহ্মস্তুতৌ (ভা° ১০।১৪।২২.)—

(৩৯৫) "ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥"

শ্রীব্রহ্মাণ্ডে চ—

(৩৯৬) "অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ।
আবির্ভাব-তিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহ-মোচনে ॥"

শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবে—

(৩৯৭) "নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ ॥" ১৪৩ ॥

পদ্মে শ্রীব্যাসাম্বরীষসংবাদে

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীব্যাসবচনং (প°পু°,পা°খ°৭৩।১২—১৩)—

(৩৯৮) "ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন।।
যত্তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদ্যোনিং জগৎপতিম্।
বদন্তি বেদশিরসশ্চাক্ষুষং নাথ! মেঽস্তু তৎ ॥"

ইত্যুপক্রম্য "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" (গো° তা°, পূ° ২১) ইতি শ্রবণাৎ। যঃ—কৃষ্ণঃ, নিত্যশ্চেতন একঃ, নিত্যানাং চেতনানাং বহূনাং—"গোপগোপীগবাবীতম্" (গো° তা°, পূ° ১০) ইতি পূর্ব্বত্র পঠিতানাং পরিকরাণাং, কামান্—বাঞ্ছিতান্, বিদধাতি—প্রকাশয়ন্তীতি তদর্থঃ ॥ যদ্যপ্যেবং, তথাপীতি—স্ফুটার্থোদাহরণবাহুল্যেন তেষাং নিরাসঃ সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ত্বয্যেবেতি। সদিব—স্বতন্ত্রমিব, "সত্ত্বং স্বাতন্ত্র্যমুদ্দিষ্টং তচ্চ কৃষ্ণে ন চাপরে। অস্বাতন্ত্র্যাৎ তদন্যেষামসত্ত্বং বিদ্ধি ভারত!॥" ইতি মহাভারতবচনাৎ ॥ চেদেবং, তর্হি "জগৃহে পৌরুষং রূপং" (ভা° ১।৩।১), "হরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ" (ভা° ৩।৪।২৮) ইতি কথং? তত্রাহ, অনাদেয়মিতি, নিত্যাবতার ইতি চ ॥ ১৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং (প০ পু০, পা০ খ০ ৭৩।১৭—১৯)—

(৩৯৯) "পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্ ।"
"ততোঽপশ্যমহং ভূপ ! বালং কালাম্বুদপ্রভম্ ।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ ।
কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥"

তত্রৈবাগ্রে (প০ পু০, পা০ খ০ ৭৩।২৩—২৫)—

(৪০০) "ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্ময়ন্ ।
যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্ ।
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।
পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃপরতরং মম ॥
(৪০১) ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্ ।
সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবম্ ॥"

শ্রীবাসুদেবোপনিষদি (বা০ উ০ ৩।৫)—

(৪০২) "মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্ ॥
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ ॥" ১৪৪ ॥ ইতি
(৪০৩) নস্বরূপঃ স্বতঃ কৃষ্ণো দৃশ্যো মায়িকরূপতঃ ॥

তথাহি মোক্ষধর্ম্মে

শ্রীভগবদ্বচনং যথা (ম০ ভা০, শা০ প০ ৩৪১।৪৩—৪৫)—

(৪০৪) "এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ।
ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ নশ্যেয়ম্ ঈশোঽহং জগতাং গুরুঃ ॥

সপার্ষদস্য কৃষ্ণস্য নিত্যমূর্ত্তিতাং স্ফুটয়তি, স্বামহমিত্যাদিনা । স্বয়ংরূপস্য মম পূর্ণতমত্বম্ এতদ্বেশস্য এতৎপরিকরস্য এতল্লীলস্য চেতি ভাবঃ ॥ মদ্রূপমিতি—মন্মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ, দেহদেহিভেদবিরহাদিতি ভাবঃ । এতেন সা দুরাপাস্তা ॥ ১৪৪ ॥

স্থূণানিখাতন্যায়েনাশঙ্ক্য সমাদধদাহ, নস্বিতি । জ্ঞানানন্দত্বাৎ স্বতোঽদৃশ্যঃ কৃষ্ণো, মায়িকবিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহযোগাৎ তু দৃশ্য ইত্যর্থঃ ॥ এতদর্থকং বাক্যমাহ, এতৎ ত্বয়েতি—রূপিত্বাৎ অন্যবৎ ভগবান্ দৃশ্যতে ইতি ত্বয়া, ন বিজ্ঞেয়ম্ । চেদিচ্ছামি

(৪০৫) মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ!।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥" ইতি।

তথাচ পাদ্মে—

(৪০৬) "অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভিধীয়তে॥" ১৪৫॥ ইতি।

অত্র সমাধানং যথা শ্রীবাসুদেবাধ্যাত্মে—

(৪০৭) "অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানাম্ অনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্‌রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে॥
সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্ত্তৃতা।
অকর্ত্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ॥" ১৪৬॥ ইতি।

(৪০৮) অতশ্চ মোক্ষধর্ম্মীয়বচনং যোগ্যমেব তৎ।

তথাহি—

(৪০৯) রূপীতি হেতোর্দৃশ্যেত যথৈব প্রাকৃতো জনঃ।
তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মা স্ম বিচার্য্যতাম্॥

তর্হীদং ত্বদ্দৃষ্টং রূপং হিত্বা নশ্যেয়ম্—অদৃশ্যঃ স্যাম্, যৎ অহম্, ঈশঃ—ঈদৃগ্‌রূপগ্রহণ-হানয়োঃ সমর্থঃ; মদন্যো হি তত্র সমর্থো ন ভবেৎ॥ নন্বু চেৎ অরূপস্ত্বং বস্তুতস্তর্হীদং রূপং কথং বিভর্ষি? তত্রাহ, মায়া হ্যেষেতি—মায়িকং মমেদং রূপমিত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতগুণৈঃ—শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরিত্যর্থঃ। নৈবং ত্বমিতি—নীরূপং বিজ্ঞানানন্দং মাং জানীহীত্যর্থঃ॥ ১৪৫॥

নিরস্যতি, অপ্রসিদ্ধেরিতি—কার্ৎস্ন্যেন অবাচ্যত্বাদিত্যর্থঃ, "কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ" (ভা° ১২।৪।৩৯) ইতি স্মরণাৎ; অনামশব্দস্য সাকল্যাবাচ্যত্বং প্রবৃত্তিনিমিত্তমিত্যর্থঃ। অরূপশব্দস্য ত্বপ্রাকৃতরূপত্বং তৎ॥ সম্বন্ধেনেতি—অকর্তৃশব্দস্য প্রধানসম্বন্ধাধীনকর্ত্তৃত্বরহিতত্বং তদিত্যর্থঃ। স্বতঃকর্ত্তৃত্বন্তু বর্ত্তত এব, "তদৈক্ষত" (ছা°, উ°, ৬।২।৩), "সোঽকাময়ত" (তৈ° উ° ২।৬) ইত্যাদৌ তৎসম্বন্ধাৎ প্রাগপি তচ্ছ্রবণাৎ, প্রকৃতিগন্ধশূন্যেঽপি প্রদেশে বিবিধক্রীড়াভিধানাচ্চ। তচ্চ "তস্মৈ স্বলোকম্" ইত্যাদিনা প্রাক্ প্রতীতমেব॥ ১৪৬॥

(৪১০) ইত্যুক্ত্বা স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যত্বমুদীরিতম্।
তত্যো নিজস্বরূপস্যাপ্রাকৃতত্বঞ্চ দর্শিতম্ ॥

(৪১১) তদ্দর্শনে ত্বকুণ্ঠাত্মা মমেচ্ছৈব চ কারণম্।
ইত্যাহেচ্ছন্ মুহূর্ত্তাদিত্যর্দ্ধপদ্যং স্বয়ং পুনঃ।
নশ্যেয়মিত্যদৃশ্যঃ স্যাং যতো নশ্বরদর্শনে ॥

(৪১২) তথাপি ভূতগুণবত্ত্বেন মাং ত্বং যদীক্ষসে।
এষা মায়া ময়া সৃষ্টা নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৪৭ ॥

(৪১৩) মায়াশব্দেন কুত্রাপি চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে ॥

(৪১৪) "স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ।
অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্ ॥"

[চতুর্বেদশিখায়াম্]

ইত্যেষা দর্শিতা মধ্বাচার্য্যৈর্ভাষ্যে নিজে শ্রুতিঃ ॥১৪৮॥

চেদেবং তর্হি মোক্ষধর্ম্মবচনং কথং তথাহ, ইতি চেৎ ? তত্রাহ, অতশ্চেতি—হরেঃ প্রাকৃতেতররূপত্বাদিত্যর্থঃ। ত্বয়া তু দুর্বুদ্ধিনা প্রাকৃতরূপতয়া শঙ্কিতমিতি ॥ তদ্বাক্যস্য বাস্তবমর্থং দর্শয়তি, তথাহীতি ॥ রূপিত্বেঽপীতি—রূপবত্ত্বেঽপি অদৃশ্যত্ব-বচনং তদ্রূপস্যাপ্রাকৃতত্বং দ্যোতয়তীত্যর্থঃ ॥ অপ্রাকৃতস্বরূপস্য তস্য কথং দৃশা গ্রহণমিত্যত্রাহ, তদ্দর্শনে ত্বিতি। তদ্দর্শনে তদদর্শনে চ মদিচ্ছৈব কারণমিত্যর্থঃ। যদ্দর্শোর্ভক্ত্যঞ্জনং রঞ্জয়াদি, স তৎ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ তথাপীতি। মায়া—প্রতারণ-শক্তিঃ,"মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ" ইতি বিশ্বঃ,"মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যোঃ" ইতি ত্রিকাণ্ড-শেষঃ। যদ্বা, নন্বু চেৎ চিদ্ঘনরূপত্বং, তর্হি দৃশা তস্য গ্রহণং কথমিতি ? তত্রাহ, যস্মাৎ ত্বং পশ্যসি, এষা, মায়া—মদিচ্ছারূপা কৃপাপরপর্য্যায়া চিদ্রূপা শক্তিঃ, ময়া, সৃষ্টা—প্রকটিতা ॥ ১৪৭ ॥

মায়াশব্দস্য তদর্থত্বে প্রমাণং, স্বরূপভূতয়েতি। "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ" ইতি মহাসংহিতোক্তেঃ, "মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্" ইতি নিঘণ্টূক্তেশ্চ। তস্মাৎ চিদ্ঘন-রূপং মাং ত্বং জানীহি, সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং—প্রাকৃতগুণবদ্বিগ্রহং, মাং জ্ঞাতুং নার্হসীতি ॥ ১৪৮ ॥

তত্র স্বৈচ্ছিকপ্রকাশত্বং

মোক্ষধর্ম্মে এব (ম° ভা°, শা° প° ৩৩৮।১২—২০)—

(৪১৫) "প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ ।
সাক্ষাৎ তং দর্শয়ামাস সোঽদৃশ্যোঽন্যেন কেনচিৎ ॥"

(৪১৬) "বৃহস্পতিস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্রুচমুদ্যম্য বেগিতঃ ।
আকাশং ঘ্নন্ স্রুচঃ পাতৈ রোষাদশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥"

(৪১৭) "উদ্যতা যজ্ঞভাগা হি সাক্ষাৎ প্রাপ্তাঃ সুরৈরিহ ।
কিমর্থমিহ ন প্রাপ্তো দর্শনং স হরির্বিভুঃ ॥

(৪১৮) ততঃ স তং সমুদ্ভূতং ভূমিপালো মহাবসুঃ ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং সদস্যাস্তে চ সর্ব্বশঃ ॥"

(৪১৯) "অরোষণো হ্যসৌ দেবো যস্য ভাগোঽয়মুদ্যতঃ ।
ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে ! ।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥"

তত্রৈকত-দ্বিত-ত্রিতবাক্যম্ (ম° ভা°, শা° প° ৩৩৮।২৫—২৭)—

(৪২০) "অথ ব্রতস্যাবভৃতে বাগুবাচাশরীরিণী ।
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহর্ষণকরী বিভোঃ ॥"
"যূয়ং জিজ্ঞাসবো ভক্তাঃ কথং দ্রক্ষ্যথ তং বিভুম্ ॥" ১৪৯ ॥ ইতি ।

(৪২১) ততঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া ।

স্বেচ্ছয়া কৃপয়া প্রত্যক্ষত্বং দর্শয়ন্ বিশদয়তি, প্রীতস্ততোঽস্যেতি । তম্—উপরিচরং বসুং প্রতি, আত্মানমিতি শেষঃ ॥ স্রুচং—যজ্ঞাঙ্গং পাত্রং, যেন হবির্নিক্ষিপ্যতে । বেগিতঃ—ত্বরিতঃ সন্ ॥ উদ্যতাঃ—অর্পিতাঃ ॥ তং—বৃহস্পতিং, সমুদ্ভূতম্—অতিক্রুদ্ধম্ । মহাবসুঃ—উপরিচরঃ ॥ উদ্যতঃ—ত্বয়া অর্পিতঃ । অধ্বর্য্যুণা বৃহস্পতিনা দত্তা ভাগাঃ সর্ব্বৈঃ সুরৈর্গৃহীতাঃ, তত্র সর্ব্বে দেবাঃ প্রত্যক্ষাঃ সন্তো ভাগান্ জগৃহুঃ, বিষ্ণুস্ত্বপ্রত্যক্ষ এব সন্ ভাগং জগ্রাহ, ততস্তস্যাধ্বর্য্যোঃ ক্রোধোঽভূৎ, তদা বস্বাদিভিস্তস্য প্রসাদনং কৃতমিতি ॥ তত্রৈবেতি । একতাদয়ঃ—মুনয়স্ত্রয়ঃ, তেষাং বাক্যম্ ॥ বাক্—গীর্দেবী, অশরীরিণী—অদৃশ্যা সতী, উবাচ ॥ ১৪৯ ॥

সোঽভিব্যক্তো ভবেৎ নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ ॥

যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে—

(৪২২) "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥" ইতি।

পাদ্মে চ—

(৪২৩) "সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ ॥" ১৫০॥ ইতি

(৪২৪) য এব বিগ্রহো ব্যাপী পরিচ্ছিন্নঃ স এব হি।
একস্মিন্নেবৈকদা চাস্য দ্বিরূপত্বং বিরাজতে ॥

যথা শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৯।১৩—১৪)—

(৪২৫) "ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥" ইতি।

উদাহৃতবাক্যানাং তাৎপর্য্যমাহ, ততঃ স্বয়মিতি। তথা চ কৃপাশক্ত্যা ধ্যাতৃ-নেত্রয়োর্হরেঃ প্রকাশ, নতু কৃপাং বিনা তয়োস্তত্র সামর্থ্যম্, ইতি স্বপ্রকাশচিদ্ঘন-রূপত্বং সিদ্ধমিতি॥ এতৎ স্ফুটয়তি, নিত্যাব্যক্তোঽপীতি দ্বাভ্যাম্। নিজশক্তিতঃ—কৃপাতঃ॥ অধোক্ষজঃ—অধঃকৃতচক্ষুর্জন্যজ্ঞানঃ, অচাক্ষুষোঽপীত্যর্থঃ॥ ১৫০ ॥

হরের্লীলা অনাদিকেত্যুক্তং, নিত্যা সেতি বক্ষ্যতে। তত্রৈবং বিমৃশশঙ্কা—পরি-চ্ছিন্নস্যৈব খলু লীলা, নতু নভোনিভস্য বিভোঃ সাস্তি; যদ্যাদ্যস্য বাচ্যা, তর্হি তস্য অনিত্যত্বাৎ তৎকৃতায়াস্তস্যাশ্চ তৎ অসন্দেহম্, ইতি চেৎ? তত্রাহ, য এবেতি। পরিচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বং যুগপদসংখ্যসিদ্ধভাবধ্যাতৃগোচরত্বাৎ বোধ্যম্॥ একস্যোভয়-ধর্ম্মশালিতায়াং প্রমাণং, ন চান্তরিতি। অর্থমস্য বর্ত্তুলিতোঽর্থঃ—যস্যান্তর্বহিরাদি-দেশপরিচ্ছেদো নাস্তি, অতো যো জগতঃ পূর্ব্বাদিষু দেশেষু যুগপৎ বর্ত্ততে, যশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিমান্ জগন্ময়স্তম্, আত্মজং—সুতং, গোপী—ব্রজেশ্বরী, "গোপ্যা-দদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবৎ" (ভা০ ১।৮।৩১) ইতি কুন্তীবাক্যাৎ, সাপরাধং

(৪২৬) অনেন পদ্যযুগ্মেন ব্রজরাজসুতস্য হি।
দামবন্ধনবেলায়ামেব ব্যক্তা দ্বিরূপতা ॥ ১৫১ ॥

(৪২৭) তথৈব চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
শ্রূয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতা স্ফুটমেব হি ॥ ১৫২ ॥

যথা চ শ্রীপ্রথমে শ্রীদ্বারকাবাসিবচনম্ (ভা০ ১।১০।২৬)—

(৪২৮) "অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলম্
অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্।

মত্বা উলূখলে দাম্না ববন্ধ। তং কীদৃশম্? ইত্যাহ, মর্ত্ত্যলিঙ্গং—"দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যম্" (গো০ তা, পূ০ ১০) ইতি শ্রুতেঃ মনুষ্যাকৃতিম্, অধোক্ষজং—পরিত্যক্তেন্দ্রিয়কসুখং, স্বরূপানুবন্ধিনিত্যানন্তসুখমিতি॥ উদাহরণার্থং গ্রাহয়তি, অনেনেতি ॥ ১৫১ ॥

তথৈবেতি—যথা কৃষ্ণস্যাচিন্ত্যশক্তিতো দ্বিরূপতোক্তা, তথৈব লীলা তস্য তত এব নিত্যোচ্যতে ইত্যর্থঃ। অত্র প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যংশমপ্যারম্ভপূর্ত্তিভ্যাং তস্যাঃ সিদ্ধির্বাচ্যা, তে বিনা তৎস্বরূপং ন সিধ্যেৎ, তথাচ তদুভয়বত্ত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ কথং সা নিত্যেতি? অত্রোচ্যতে, পরেশে হরৌ "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" (গো০ তা০, পূ০ ২০), "একানেকস্বরূপায়" (বি০ পু০ ১।২।৩) ইত্যাদিপ্রামাণ্যেন আকারানন্ত্যাৎ, "স একধা ভবতি দ্বিধা" (ছা০ উ০ ৭।২৬।২) ইত্যাদিপ্রামাণ্যেন পার্ষদানন্ত্যাৎ, "পরমং পদমবভাতি ভূরি" ইত্যাদিপ্রামাণ্যেন স্থানানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ। তত্তদাকারাদিগতয়োস্তত্তদারম্ভপূর্ত্ত্যোঃ সত্ত্বেঽপ্যেকত্রৈকত্র তত্তল্লীলাংশা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন বা, তাবদেবান্যত্রান্যত্রারব্ধাস্তে ভবেয়ুরিত্যেবমবিচ্ছেদাৎ সিদ্ধং নিত্যত্বম্। নন্বস্তু অবিচ্ছেদঃ, পৃথগারম্ভাৎ অন্যত্বং দুর্নিবারমিতি চেৎ? উচ্যতে। কালভেদেনোদিতানামপ্যেকরূপাণাং লীলানামৈক্যং, যথা 'দ্বিঃ পাকোঽনেন কৃতো ন তু দ্বৌ পাকাবিতি দ্বির্গোশব্দোঽয়মুচ্চরিতো ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি' (ব্র০ সূ০ ১।৩।২৮শং০ভা০; ৩।৩।১১ গো০ ভা০) পাকৈক্যং শব্দৈক্যঞ্চ মন্যন্তে, তদ্বৎ তত্তদাকারাদীনাং চতুর্ণামৈক্যাচ্চ ন কাচিচ্ছঙ্কা। ইত্থঞ্চ "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা।" ইত্যাদিশ্রুতের্বক্ষ্যমাণস্মৃতীনাঞ্চানুগ্রহঃ ॥ ১৫২ ॥

যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ প্রিয়ঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥" ইতি।

(৪২৯) অঞ্চতীতি পদং বর্ত্তমানকালোপপাদকম্।
দ্বারকাবাসিনামুক্তৌ লীলানাং বক্তি নিত্যতাম্॥

শ্রীদশমে শ্রীশুকোক্তৌ (ভা০ ১০।৯০।৪৮)—

(৪৩০) "জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থির-চরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥" ১৫৩ ॥

এবং সিদ্ধাং লীলানিত্যতাং প্রমাণবচনৈর্দ্রঢ়য়তি, অহো অলমিতি। হস্তিনা-বাসিবচনমেতৎ দ্বারকাবাসিবচনত্বেনোক্তং, তদ্বাসিনাং দ্বারকাপরিকরত্বাদিতি বোধ্যম্। যদোঃ, কুলং—বংশঃ, "কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেঽপি চ।" ইতি মেদিনী; যত্র নন্দো বসুদেবশ্চ বভূব। যৎ—যতঃ, এষঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ, জাতঃ সন্। পুংসাং—ত্রয়াণাম্, ঋষভঃ—শ্রেষ্ঠঃ, অংশীত্যর্থঃ। শ্রিয়ঃ—লক্ষ্যাঃ, শ্রীরাধায়াঃ শ্রীরুক্মিণ্যাশ্চ, প্রিয়ঃ—কান্তঃ। চংক্রমণেন—বিহারেণেত্যর্থঃ। অঞ্চতীতি—বর্ত্ত-মানে লট্, বর্ত্তমানত্বং প্রারব্ধাপরিসমাপ্তত্বম্॥ কৃষ্ণস্য মৌষললীলাং বক্ষ্যন্ শ্রীশুকঃ রাজ্ঞস্তদেকার্ত্তিনঃ প্রমোদায় স্বসিদ্ধান্তমাদৌ কথয়তি, জয়তীতি। এতাবতা গ্রন্থেন যো নিগদিতমহিমলীলঃ, স খলু ভগবান্ কৃষ্ণস্তাদবস্থ্যেনাধুনাপি চকাস্তীতি ত্বয়া জ্ঞেয়ং, নতু মৌষলচরিতশ্রুত্যা বিপরীতং ভাব্যং; যদসৌ বহির্দৃষ্টিজনাগোচর-স্তথৈব ব্রজে পুরে চ, বনিতানাম্—অনুরাগার্ত্তীনাং প্রেয়সীনাং, কামদেবং বর্দ্ধয়ন্ জয়তীতি, "বনিতা জনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতি।" ইত্যমরঃ। দেবক্যাং—শ্রীযশোদায়াং দেবকপুত্র্যাঞ্চ, জন্মেতি, বাদঃ—প্রসিদ্ধিঃ, যস্য সঃ, "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ।" ইতি আদিপুরাণবচনাৎ, তত্তদাত্মজত্বাভিমানী-ত্যর্থঃ; তত্ত্ববুভুৎসুকথা হি বাদঃ। যদুবরাঃ—শ্রীনন্দাদয়ঃ শ্রীবসুদেবাদয়শ্চ, তে, পরিষদঃ—পরিকরাঃ, যস্য সঃ, স্বৈঃ—স্বভুজতুল্যৈঃ শ্রীদামাদিভিঃ সাত্যক্যাদিভিশ্চ, অধর্ম্মং নিরস্যন্। যদা শুকঃ কথামাখ্যৎ ততোঽতিপূর্ব্বং হরেস্তিরোধানমভূৎ, তথাপি বর্ত্তমানপ্রয়োগস্তল্লীলায়া নিত্যতায়ামেব সম্ভবেৎ, নান্যথা ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীস্কান্দে শ্রীমথুরাখণ্ডে শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীনারদবাক্যং—

(৪৩১) "বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ॥" ইতি।

(৪৩২) যদানয়োস্তু সংবাদো দ্বারবত্যাং হরিস্তদা।
তথাপি বর্ত্তমানত্বেনোক্তিস্তন্নৈত্যবাচিকা॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীপার্ব্বতীং প্রতি শ্রীরুদ্রবাক্যম্—

(৪৩৩) "অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা।
তত্র দেবা মুনিঃ সর্ব্বে বাসমিচ্ছন্তি সর্ব্বদা॥" ১৫৪॥ ইতি।

(৪৩৪) লীলাপরিকরা গোষ্ঠজনাঃ স্থ্যর্যাদবাস্তথা।
দেবাশ্চ ব্রহ্ম-জম্ভারি-কুবেরতনয়াদয়ঃ।
নারদাদ্যাশ্চ দনুজ-নাগ-যক্ষাদয়শ্চ তে॥ ১৫৫॥

(৪৩৫) প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে॥

তথাহি—

(৪৩৬) সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ ১৫৬॥

অনয়োরিতি—যুধিষ্ঠির-নারদয়োঃ। নৈত্যং—নিত্যত্বং, ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ভাবে ষ্যঞ্, "হলো যমাং যমি" ইতি যলোপঃ॥ মধুপুরীতি—মথুরামণ্ডলং বোধ্যতে॥ ১৫৪॥

লীলাং পরিকরৈঃ সম্বদ্ধা ভবন্ত্যতস্তানাহ, লীলেতি। জম্ভারিঃ—ইন্দ্রঃ। দনুজঃ—কেশী, নাগঃ—কালিয়ঃ, যক্ষঃ—শঙ্খচূড়ঃ, তৎপ্রভৃতয়স্তৎপরিকরাস্তদঙ্গানীত্যর্থঃ। নিত্যধাম্নি দনুজাদয় এতে দুর্গাদিবৎ অপ্রাকৃতা বোধ্যাঃ; "ন যত্র মায়া" ইতি প্রামাণ্যাৎ তত্র প্রাকৃতানাম্ অভাবাৎ। তত্র লীলাস্তা অনুকরণরূপা এব॥ ১৫৫॥

লীলা সা দ্বেধেত্যাহ, প্রকটেতি॥ দ্বৈবিধ্যং দর্শয়তি, তথাহীতি॥ স দীব্যতি—প্রপঞ্চাগোচরেষু ধামসু। তত্রেতি—তেষু প্রকাশেষু মধ্যে। জগদন্তরে—প্রপঞ্চ-

(৪৩৭) কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥

(৪৩৮) প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা।
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ ॥

(৪৩৯) তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ ॥

(৪৪০) যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ।
ইত্যাহ জয়তীত্যাদিপদ্যাদিকমভীক্ষ্ণশঃ ॥ ১৫৮ ॥

(৪৪১) দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্মজাজ্ঞয়া।
বসুদেবাদিকানাং যে স্বর্গেঽংশাঃ কশ্যপাদয়ঃ।

মধ্যে, জগন্তি অন্তরে যস্য তস্মিন্ বৃন্দাবনে বা ইত্যেকে। একেন প্রকাশেন স্বপরীবারৈঃ সহ প্রাদুর্ভূয় হরির্জন্মাদি কুরুতে ॥ ১৫৬ ॥

নন্বু ব্রহ্মাদয়শ্চেৎ লীলাপরিকরাস্তেষাং ভগবতি প্রাতিকূল্যাচারঃ কথং? তত্রাহ, কৃষ্ণভাবেতি—কৃষ্ণচেষ্টানুগত্যেত্যর্থঃ। তং তং, ভাবং—স্বভাবম্। অয়মভিপ্রায়ঃ—'অস্মৎপ্রাতিকূল্যেনাপি চেৎ প্রভোস্তত্তল্লীলা সিদ্ধ্যেৎ, তর্হি ভবতু তদস্মাকম্' ইতি তেষামিচ্ছায়াং সত্যাং তল্লীলাশক্তিস্তৎ প্রতিপাদয়তি, ইতি ন ভগবতি কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্যম্ ॥ ১৫৭ ॥

প্রকটাপ্রকটে লীলে লক্ষয়তি, প্রপঞ্চেতি। তদগোচরাঃ—প্রপঞ্চাদৃশ্যাঃ ॥ গোকুলে, শার্ঙ্গিণঃ—শৃঙ্গধরস্য, শৃঙ্গমেব শার্ঙ্গং, স্বার্থিকঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্, "বেণুশৃঙ্গধরস্য বা" ইতি শ্রবণাৎ ॥ তত্র তত্র—গোকুলাদিষ্বেবাদৃশ্যেষু প্রকাশেষু। নন্বু প্রাকৃতিকে প্রলয়ে প্রপঞ্চবিনাশাৎ তদ্গতা লীলা ন স্যাৎ, ততস্তদনিত্যত্বমিতি চেৎ? নৈবং ভ্রমিতব্যং, প্রপঞ্চগোচরত্বাভাবেঽপি লীলাব্যক্তেরনাশাৎ, 'শিখী ধ্বস্তঃ' ইতিবৎ ॥ ১৫৮ ॥

অথ প্রকটায়াশ্চ প্রবৃত্তৌ প্রকারমাহ, দেবাদ্যংশেতি। পদ্মজাজ্ঞয়া—"গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ। গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ! পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥ পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভি-

নিত্যলীলান্তরস্থৈস্তে বসুদেবাদিভির্গতাঃ ।
সাযুজ্যমংশিভিস্তত্র জায়ন্তে শূরমুখ্যতঃ ॥ ১৫৯ ॥

(৪৪২) যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ ।
আবির্বভূবুরত্রাবিষ্কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ ।
অন্তঃস্থিতাবিষ্কর্ত্তব্য-তদন্যব্যূহ ঈশ্বরঃ ।
হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ ॥

(৪৪৩) ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ্ঞয়া ।
দ্বাপরস্যাবসানেঽস্মিন্ অষ্টাবিংশে চতুর্যুগে ।

রংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্ । স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥" (ভা০ ১০।১।২১—২২) ইতি শ্রীদশমোক্তপ্রকারেণ দেবান্ প্রতি ব্রহ্মনিদেশেন, দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে সতি যে স্বর্গে বসুদেবনন্দাদিকানাং নিত্যপরিকরাণাম্, অংশাঃ—উপসর্জ্জনীভূতাঃ কশ্যপদ্রোণাদয়ঃ, তে নিত্যলীলান্তরস্থৈস্তৈর্বসুদেবনন্দাদিভিরংশিভিরবতরদ্ভিঃ সহ, সাযুজ্যং—সহযোগং, গতাঃ সন্তঃ শূরপর্জন্যাদিভ্যো জায়ন্তে। তেঽপি বসুদেবাদিনামানো ভবন্তীতি বসুদেবনন্দাদীনাং তন্নিত্যপরিকরত্বম্। "অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং তথা প্রার্থনয়া ভুবঃ। আগতোঽহং গণাঃ সর্ব্বে জাতাস্তেঽপি ময়া সহ ॥ এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি ! । সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি ! মত্তুল্যগুণশালিনঃ ॥" ইতি পাদ্মে ভামাং প্রতি কৃষ্ণোক্তেঃ; তত্রৈব, "পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্। ততোঽপশ্যমহং ভূপ ! বালং কালাম্বুদপ্রভম্। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ ॥" ইত্যম্বরীষং প্রতি শ্রীব্যাসোক্তেশ্চ। গোপবালকৈরিতি নন্দাদীনামাক্ষেপকম্ ॥ ১৫৯ ॥

এবং পিত্রাদিষবতীর্ণেষু কৃষ্ণস্যাবতারমাহ, যদ্বিলাস ইতি। লীলাপুরুষোত্তমঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ, অত্র—গোকুলে মধুপুরে চ। তদন্যেতি—প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৌ বোধ্যৌ। আনকদুন্দুভের্হৃদয়ে প্রকটো ভবতি, "আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥" (ভা০ ১০।২।১৬) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ ॥ নমু লীলাপুরুষোত্তমস্য কৃষ্ণস্য ক্ষীরসিন্ধুলীলা ব্রজে কস্মাৎ ? তত্রাহ, ভূমীতি। দ্বাপরস্যেতি—শ্বেতবারাহকল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশে চতুর্যুগে দ্বাপরশেষে ইত্যর্থঃ। এবমুক্তং মাৎস্যে—"অস্মাৎ রথান্তরাৎ কল্পাৎ ত্রয়োবিংশতিমো যদা। বারাহো ভবিতা কল্পস্তস্মিন্ মন্বন্তরে শুভে ॥

ক্ষীরাব্ধিশায়ি যদ্রূপম্ অনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম্।
তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ।
ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি॥

(৪৪৪) প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্যা বাৎসল্যৈকস্বরূপিভিঃ।
লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব॥ ১৬০॥

(৪৪৫) অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যাম্ অসিতায়াং মহানিশি।
তস্যা হৃদস্তিরোভূয় কারায়াং সূতিসদ্মনি।
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যসৌ॥

(৪৪৬) জনয়িত্রীপ্রভৃতিভিস্তাভিরিত্যবগম্যতে।
লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজায়ত॥

(৪৪৭) অয়ং চতুর্ভুজত্বেঽপি দ্বিভুজত্বেঽপি কৃষ্ণতাম্।
ন ত্যজত্যেব তদ্ভাব-গুণ-রূপাত্মবৃত্তিতঃ॥

বৈবস্বতাখ্যে সম্প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্। দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতিমং যদা॥ তস্যান্তে চ মহালীলো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। ভারাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি। দ্বৈপায়নো মুনিস্তদ্বৎ রৌহিণেয়োঽথ কেশবঃ॥" ইতি। অনিরুদ্ধতয়া ভারতে স্মৃতং যদ্রূপং ক্ষীরাব্ধিশায়ি, তদিদমানকদুন্দুভের্হৃদয়স্থেন স্বয়ংভগবতা রূপেণ কৃষ্ণেন সহৈক্যং প্রাপ্য দেবকীহৃদি প্রাকট্যং গচ্ছেদিত্যন্বয়ঃ; "ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥" (ভা০ ১০।২।১৮) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ। যদ্যপি দেবকীহৃদীত্যুক্তং, তথাপি তদ্গর্ভস্থিতির্বোধ্যা, "দিষ্ট্যাম্ব! তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্" (ভা০ ১০।২।৪১) ইতি দেবস্তোত্রাৎ॥ প্রেমানন্দেত্যাদি—সার্ব্বত্রিকমগূঢ়ার্থম্॥ ১৬০॥

অথেতি—সার্দ্ধদ্বয়ং স্ফুটার্থম্॥ ননু, "যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি॥" (বি০ পু০ ৪।১১।২) ইতি শ্রীবৈষ্ণবাৎ দ্বিভুজং কৃষ্ণরূপং ব্রহ্ম বিজ্ঞায়তে, দেবক্যাস্তু চতুর্ভুজং তৎ উদভূৎ, "চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্" (ভা০ ১০।৩।৯) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ, তদিদং বিরুদ্ধমিতি চেৎ? তত্রাহ, অয়মিতি। কৃষ্ণতাং—নরাকৃতিব্রহ্মতাম্। কুতঃ? ইত্যত্রাহ,

(৪৪৮) তথাপি দ্বিভুজত্বস্য কৃষ্ণে প্রাধান্যমুচ্যতে ।
গূঢ়ত্বাদেব চ ক্বাপি গৌণত্বমিব কীর্ত্ত্যতে ।
'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্' ইতি হি প্রথা ॥ ১৬১ ॥
(৪৪৯) অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশন্নানকদুন্দুভিঃ ।
তত্র ন্যস্য সুতং তস্যাঃ সুতামাদায় নিঃসরেৎ ॥ ১৬২ ॥
(৪৫০) সোঽয়ং নিত্যসুতত্বেন তস্যা রাজত্যনাদিতঃ ।
কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূৎ তথা ॥ ১৬৩ ॥

তদ্ভাবেতি। তদ্ভাবঃ—মনুষ্যবচ্চেষ্টিতং, গুণঃ—সার্ব্বজ্ঞেঽপি সতি মুগ্ধতা, রূপং—তদনুযায়িপ্রভাবঃ, তৈষামনুবর্ত্তনাৎ ॥ তথাপীতি—রূপদ্বয়বত্ত্বেঽপীত্যর্থঃ। গূঢ়ত্বাদেবেতি। দ্বিভুজত্বস্য প্রধানস্য কচিদ্‌গৌণত্বমিব কীর্ত্ত্যতে। কুতঃ? ইত্যাহ, গূঢ়ত্বাৎ—মহৈশ্বর্য্যপিহিতত্বাৎ। তথাচ মুখ্যত্বমেবেতি হৃদ্গতম্। অত্রার্থে প্রমাণমাহ, গূঢ়মিতি—সপ্তমে (ভা০ ৭।১০।৪৮; ৭।১৫।৭৫) যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যম্। মনুষ্যলিঙ্গং—নরাকৃতিকং, পরং ব্রহ্ম মহৈশ্বর্য্যৈঃ, গূঢ়ং—পিহিতং সৎ, যেষাং যুষ্মাকং গৃহানাবসতীতি সম্বন্ধঃ ॥ ১৬১ ॥

জন্মোত্তরং চরিতমাহ, অথেতি। তস্যাঃ—ব্রজেশ্বর্য্যাঃ ॥ ১৬২ ॥

নন্নু প্রকটলীলায়াং কৃষ্ণো দেবক্যা যশোদায়াশ্চ উভয়োঃ পুত্রঃ পঠ্যতে, অপ্রকটলীলায়াং পুত্রভাবোঽস্তি ন বা? ইতি বীক্ষায়ামাহ, সোঽয়মিতি। সোঽনাদিতঃ, তস্যাঃ—দেবক্যা যশোদায়াশ্চ, নিত্যসুতত্বেন, রাজতি—সদা বিরাজতি, স শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং, তদ্দ্বারেণ—দেবকীমাত্রা, অপিশব্দাৎ যশোদামাত্রা চ, তথা—লোকরীত্যা, প্রাদুর্বভূব। নন্নু অপ্রকটপ্রকাশে যুগপৎ অনাদিসিদ্ধানাং দেবকীবসুদেবকৃষ্ণানাং যশোদানন্দকৃষ্ণানাঞ্চ পূর্ব্বোত্তরভাবেনাবগম্যমানো মাতাপিতৃপুত্রভাবঃ কথং সম্ভবেৎ ইতি চেৎ? উচ্যতে, ভাবনিমিত্তকস্তদ্ভাব ইতি গৃহাণ, "ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যম্" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। গুরুলঘুভাবস্তু পদ্মপত্রগণবদযুগপৎ সিদ্ধো বোধ্যঃ। প্রকটপ্রকাশে তু দেবক্যা যশোদায়াশ্চ গর্ভাৎ কৃষ্ণস্য জন্ম শ্রীশুকেনোক্তম্। তত্র পূর্ব্বস্যা গর্ভাৎ স্ফুটমুক্তং, পরস্যা গর্ভাৎ তু অস্ফুটমুক্তং, তথৈব স্বামীষ্টেঃ। জন্মপ্রকরণে এব, "নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে

জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥” (ভা০ ১০।৩।৮) ইতি। উত্তরত্র চ, “যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত। ন তদ্‌বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥” (ভা০ ১০।৩।৫৩) ইতি। পূর্ব্বস্যার্থঃ।—দেবক্যামিতি—দেহলীপ্রদীপন্যায়েন মধ্যে পাঠসামর্থ্যাচ্চ উভয়ত্রান্বেতি। তমসা—অন্ধকারেণ, উদ্ভূতে—ব্যাপ্তে, ভাদ্রপদকৃষ্ণাষ্টম্যাঃ, নিশীথে—অর্দ্ধরাত্রে, দেবক্যাং—যশোদায়াং, জনার্দ্দনে—কৃষ্ণে, জায়মানে—প্রাদুর্ভবতি সতি, দেবক্যাং—দেবকপুত্র্যাং, বিষ্ণুঃ—জনার্দ্দনঃ, আবিরাসীদিত্যেকদৈব উভয়ত্র প্রাকট্যম্। “গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥” ইতি শ্রীহরিবংশাচ্চ। সমং—যুগপৎ, ইত্যুক্তের্দ্বয়োঃ পুত্রাবভূতাং, দেব্যাঃ পশ্চাজ্জাতত্বাৎ। তচ্চ, “ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ। যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥” (ভা০ ১০।৩।৪৭) ইতি শ্রীশুকবাক্যাৎ। অতঃ কৃষ্ণানুজেতি সোচ্যতে। অতঃ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তরভাবেন পুত্রকন্যারূপমপত্যদ্বয়ং, তচ্চ ক্রমাদ্‌বসুদেবযশোদাভ্যাং ন দৃষ্টমিতি জ্ঞেয়ম্। দেবরূপিণ্যামিত্যুক্তেস্তয়োঃ পরাত্বং বোধ্যতে, তেন তদ্গর্ভসম্বন্ধাৎ অপুমর্থত্বং নেত্যাগতং, ন খলু রত্নমন্দিরে সুরভিণি স্থিতোঽপুরুষার্থী নৃপতিঃ প্রতীতঃ। পুষ্কল ইতি—জাতস্য পূর্ণত্বঞ্চ। দ্বিতীয়স্যার্থঃ।—বসুদেবপত্নীব নন্দপত্নী চ ভগবল্লক্ষণান্যবলোক্য, পরমেব স্বগর্ভাজ্জাতম্ অবুধ্যত—পরেশোঽয়মিত্যবৈৎ। নন্বু কন্যাপ্যস্যা অভূৎ, তাঞ্চ তত্রাগতো বসুদেবো নীত্বা স্বপুত্রঞ্চ তত্র নিধায় গতবানিত্যেতৎ সর্ব্বং কুতো নাবুধ্যত? তত্রাহ, ন তদ্‌বেদ ইতি। তৎ—কন্যাবসুদেবাগমাদিকং, ন বেদেতি। ন তল্লিঙ্গমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তৎকন্যাজন্ম-তদাগমাদেশ্চিহ্নং নাবুধ্যতেতি সম্বন্ধঃ, “লিঙ্গং চিহ্নানুমানয়োঃ” ইতি বিশ্বলোচনকোষঃ। তদবোধে হেতুঃ, পরীত্যাদিঃ। আদিপুরাণে চ স্ফুটমুক্তং—“নন্দগোপগৃহে পুত্রো যশোদাগর্ভসম্ভবঃ।” ইতি শ্রীনারদেন। এবঞ্চ সতি, “নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে” (ভা০ ১০।৫।১) “ভগবান্ গোপিকাসুতঃ” (ভা০ ১০।৯।২১) ইত্যাদীনি বাক্যানি মুখ্যার্থান্যেব স্যুঃ। “উপগুহ্যাত্মজাম্” (ভা০ ১০।৪।৭) ইতি বাক্যন্তু ‘অষ্টমো মে গর্ভঃ কন্যৈবাভূৎ’ ইতি স্বপুত্রগোপনফলকমৌপচারিকং ধীপূর্ব্বকমেব, মুনিনা তু তদনু উক্তম্ ইতি নাক্ষেপকং তৎ। নন্বু যশোদায়াং তজ্জন্ম গূঢ়ভাবেন কথমুক্তমিতি চেৎ? স্বামীষ্ট্যেতি গৃহাণ। ‘নন্দগেহে

(৪৫১) অথ প্রকটতাং লব্ধে ব্রজেন্দ্রবিহিতে মহে।
তত্র প্রকটয়ন্ত্যেব লীলা বাল্যাদিকাঃ ক্রমাৎ।
করোতি যাঃ প্রকাশেষু কোটিশোঽপ্রকটেষ্বপি॥

(৪৫২) প্রেষ্ঠানন্দৈর্ব্রজে তৈস্তৈরাত্মনোঽপি বিমোহনৈঃ।
লীলোল্লাসৈর্বিলসতি শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥

(৪৫৩) অসমোর্দ্ধেন ভগবান্ বাৎসল্যেন ব্রজেশয়োঃ।
সুতত্বেনৈব স তয়োরাত্মানং বেত্তি সর্ব্বদা॥ ১৬৪

(৪৫৪) কেচিদ্ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ।
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেৎ আদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ।
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥

(৪৫৫) গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরম্।
প্রাবিশদ্বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্॥

(৪৫৬) এতচ্ছ্রুতিরহস্যত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ॥

যথা শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৫।১)—

(৪৫৭) "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ॥"

তথা তত্রৈব (ভা০ ১০।৬।৪৩)—

(৪৫৮) "নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ॥"

বসুদেবগেহে চ মে প্রাকট্যং ভবিষ্যতি, স্থিতিস্ত্বেকরূপেণ নন্দগেহে, দ্বৈরূপ্যেণ স্থিতৌ কংসো মাং বিজ্ঞায় পিত্রোঃ ক্লেশং নিক্ষিপেৎ, অথাপি মর্চ্চবিতণায়ুক্তেন তথৈব গাতব্যং যথা রহস্যং ন ভজ্যেত' ইতি স্বামিন ইষ্টিঃ। অথ তদিষ্টং নির্দ্দেক্ষ্য প্যেব গ্রন্থকৃৎ তদনুসারেণ ব্যঞ্জয়ামাস চ, অপি-শব্দাদিতি॥ ১৬৩॥

অথ প্রকটতামিত্যাদিকং সার্দ্ধত্রয়ং বিস্ফুটার্থম্॥ ১৬৪॥

* প্রেষ্ঠানন্দৈরিতি—প্রেষ্ঠানামানন্দদায়িভিরিত্যর্থঃ।

তথাচ (ভাঃ ১০।৯।২১)—

(৪৫৯) "নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ॥"

তথাচ তত্র শ্রীব্রহ্মস্তবে (ভাঃ ১০।১৪।১)—

(৪৬০) "বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥"

তথা শ্রীযামলবচনং সমুদাহরন্তি—

(৪৬১) "কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥

(৪৬২) দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা ॥" ১৬৫ ॥ ইতি।

(৪৬৩) অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্।
যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ ॥

(৪৬৪) তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদূদ্বহঃ।
দ্বারবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশয়ন্ ॥

কৃষ্ণস্য নন্দবসুদেবপুত্রতায়াং মতান্তরমাহ, কেচিদিত্যাদিনা। আদ্যঃ—বাসুদেবব্যূহঃ॥ নন্দস্যাত্মজ ইতি—ঔরসে কৃষ্ণে ইত্যর্থঃ॥ গোপিকাসুতঃ—যশোদাগর্ভজাত ইত্যর্থঃ॥ পশুপাঙ্গজায়েতি—পশুপো নন্দস্তস্যাঙ্গাজ্জাতায়েত্যর্থঃ॥ অস্মিন্মতে গ্রন্থকৃতাম্ অস্বারস্যমেব; তত্র সতি ব্রজৌকসাং তদ্বিরহাভিধানাসম্ভবাৎ উদ্ধবপ্রেষণস্য, কুরুক্ষেত্রে ব্রজৌকসাং গমনস্য, দ্বারকাতো ব্রজে কৃষ্ণাগমনস্য চ বৈয়র্থ্যাৎ। ন চান্তর্গতাদ্যব্যূহস্য নন্দসূনোর্মথুরাদৌ গতত্বাৎ তস্যৈব দ্বারকাতঃ সমাগমাচ্চ তত্তৎ সঙ্গচ্ছেতেতি বাচ্যং, তথা সতি যামলবচনব্যাকোপাৎ; স্বমতে তু অপ্রকটপ্রকাশমাদায় সঙ্গতিমৎ ॥ ১৬৫ ॥

স্বমতে মথুরাদিলীলাঃ বর্ণয়ন্তি, অথ প্রকটরূপেণেত্যাদিনা। ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্যেতি—তদাচ্ছাদনং মাথুরাণাং স্বসম্বন্ধেন প্রেমবর্দ্ধনার্থম্। স্বাং—স্বনিষ্ঠাং, বাসুদেবতাং—বসুদেবপুত্রতাং, ব্যঞ্জন্—প্রকাশয়ন্॥ তাং তাং লীলাং প্রকাশক

(৪৬৫) তত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কম্ ।
যতো ব্যূহোঽনিরুদ্ধাখ্যস্তুর্য্যঃ প্রকটতাং ব্রজেৎ ॥

(৪৬৬) ইতি ব্যূহচতুষ্কস্য লোকোত্তরচমৎক্রিয়াঃ ।
বিবাহাদ্যাশ্চ বহুধা লীলাস্তত্রৈব বর্ণিতাঃ ॥ ১৬৬ ॥

(৪৬৭) ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা ।
তত্রাপ্যর্জনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ ॥
ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ ॥ ১৬৭ ॥

(৪৬৮) আবির্ভাবাগতিভ্যাং সা দ্বিপ্রকারাস্য সম্ভবেৎ ॥

তত্র আবির্ভাবঃ ।—

(৪৬৯) বৈশ্লেষিকক্লমোদ্রেক-বিবশীকৃতচেতসাম্ ।
প্রেষ্ঠানাং সহসৈবাগ্রে ব্যগ্রঃ প্রাদুর্ভবেদসৌ ॥

(৪৭০) উদ্ধবাৎ কৃষ্ণসন্দেশ এভির্যদবধি শ্রুতঃ ।
প্রাদুর্ভাবস্তদবধি স্যাদ্ব্রজে বনমালিনঃ ॥

(৪৭১) ব্রজে দ্বারবতীস্থস্য প্রাদুর্ভাবো মুরদ্বিষঃ ।

ইতি—"তুমুন্-ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্" (পা০ ৩।৩।১০) ইতি সূত্রাৎ ণ্বুল্, তাস্তা লীলাঃ প্রকাশয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ইতি ব্যূহচতুষ্কস্যেতি—অস্মিন্নেব আদ্যব্যূহস্ব-স্ফুরণাদিতি ভাবঃ ॥ ১৬৬ ॥

ননু মথুরাদৌ বিহরতা কৃষ্ণেন ব্রজৌকসাং স্বৈকজীবাতূনাং কিং সমাধানং কৃতম্ ? ইত্যত্রাহ, ব্রজে প্রকটেতি—মাসত্রয়ন্তু তেষাং বিরহবহ্নৌ নিমগ্নতাভূৎ, তত্রাপি তদ্বিস্ফূর্ত্ত্যা স্বাত্মধারণম্, ইতি বিরহানন্দাস্বাদনির্ভরো মাসত্রয়মিত্যর্থঃ । বিস্ফূর্ত্তিঃ—বিশিষ্টা স্ফূর্ত্তিঃ, যদসৌ হরেঃ প্রাদুর্ভাবোপমেতি—কর্ষান্বিতবস্ত্রন্যায়-বৃদ্ধিন্যায়েন বিরহদুঃখস্য সংযোগসুখবৃদ্ধিকরত্বম্, ইতি স্বপ্রেষ্ঠেষু তেষু বিরহাকুলা-প্রকাশনং বোধ্যম্ ॥ অথ সংযোগমাহ, ত্রিমাস্যা ইতি ॥ ১৬৭ ॥

সা—কৃষ্ণেন সহ সঙ্গতিঃ ॥ সহসা—অতর্কিতমিত্যর্থঃ ॥ ননু প্রাদুর্ভাবে কং কালমাবধ্য ? ইত্যত্রাহ, উদ্ধবাদিতি । মাসত্রয়েঽতীতেঽপ্যন্তে উদ্ধবো ব্রজমাগতঃ,

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদাবসকৃদ্বহুধোচ্যতে ॥

(৪৭২) ব্রজে বিহরমাণেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূয় হরৌ তদা।
ভবেৎ তস্য পুরে যাত্রা স্বপ্নবদ্‌ব্রজবাসিনাম্ ॥ ১৬৮ ॥

অথ আগমনম্।—

(৪৭৩) প্রেম সন্দর্শয়ন্ স্বেষু স্ববচঃসত্যতাঞ্চ সঃ।
পুনঃ প্রিয়ং হরির্গোষ্ঠম্ আগচ্ছতি রথাদিনা ॥

স্বচঃ, যথা শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৩৯।৩৫)—

(৪৭৪) "তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥"

তথা (ভা০ ১০।৪৫।২৩)—

(৪৭৫) "যাত যূয়ং ব্রজং তাত! বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥" ইতি।

(৪৭৬) নিজপ্রিয়তমস্যাপি বচসা যদুমন্ত্রিণঃ।
এতদেব বচঃ স্বীয়ং পুনস্তেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥

যথা তত্রৈব (ভা০ ১০।৪৬।৩৫)—

(৪৭৭) "হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥" ১৬৯ ॥ ইতি।

তত আরভ্য হরেস্তত্র প্রাদুর্ভাব ইত্যর্থঃ ॥ ননু মথুরায়াং গতস্য হরেরকস্মাদ্দর্শনে বিহারে চানুভূতে সতি ব্রজৌকসঃ কিং নবিভ্রমন্তি? তত্রাহ, ব্রজে বিহরেতি—অস্মান্ হিত্বা স কদাচিদপ্যন্যত্র ন গচ্ছেৎ, তথাপি তস্য মথুরায়াং গতিখ্যাতি-রস্মৎস্বপ্ন ইত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥

অথ আগতিমাহ, প্রেমেতি ॥ 'মথুরাং গচ্ছতো হরেঃ 'শীঘ্রমাগমিষ্যামি' ইতি দূতদ্বারা গোপীঃ প্রতি বাক্যং, তাস্তথা ইতি ॥ তচ্চ বাক্যং পিতরং নন্দং প্রত্যুবাচ, যাত যূয়মিতি। জ্ঞাতীন্—সগোত্রান্। সুহৃদাম্—উগ্রসেনাদীনাম্ ॥ তদেতদ্ বাক্যমুদ্ধবমুখেন স্পষ্টমভূদিত্যাহ, নিজেতি। উজ্জ্বলীকৃতম্—অসন্দিগ্ধতাং নীতম্ ॥ উদ্ধববচশ্চাহ, হত্বা কংসমিতি। যৎ—বচঃ, "যাত যূয়ম্" (ভা০ ১০।৪৫।২৩)

(৪৭৮) তৎসত্যতা প্রকটিতা দ্বারকাবাসিনাং গিরা ॥

যথা শ্রীপ্রথমে (ভা০ ১।১১।৯)—

(৪৭৯) "যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্-
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ! ॥" ইতি।

অত্র কারিকে ।—

(৪৮০) ভো অম্বুজাক্ষ ! সুহৃদাং নন্দাদীনাং দিদৃক্ষয়া।
ভবান্ অপসসারাস্মান্ অপহায় গতো মধূন্ ।
মথুরামিতি বিস্পষ্টং মথুরামণ্ডলে ব্রজম্ ।
তদানীং সুহৃদাং তত্র মধুপুর্য্যামভাবতঃ ॥ ১৭০ ॥

ইত্যাদি, প্রাহ। করোতীতি—"বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বা" (পা০ ৩।৩।১৩১) ইতি সূত্রাৎ লট্ ; শীঘ্রমেবায়াস্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৬৯ ॥

"আয়াতে" ইত্যস্য "যাতি যূয়ম্" ইত্যাদিকস্য চ বচসঃ সত্যত্বং তু দ্বারকাবাসিবচনাৎ অবগতমিত্যাহ, তৎসত্যতেতি। সত্যভাষী খলু কৃষ্ণঃ, "নানৃতং হি বচো বিপ্র ! প্রোক্তপূর্ব্বং ময়ানঘ !।" (হ০ বং০ ১২৫।৩৭) ইতি হরিবংশে দেবর্ষিং প্রতি কৃষ্ণবাক্যাৎ, "সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি ব্রহ্মাণ্ডে তন্নামস্তোত্রাচ্চ ; যঃ কদাচিদপি কুত্রাপ্যনৃতং ন বক্তি, সোঽতিপ্রিয়েষু কথং তদ্বদেদিতি ॥ বাক্যার্থাচারমাহ, যর্হ্যম্বুজাক্ষেতি। হে অম্বুজাক্ষ ! যর্হি অস্মান্, অপহায়—ত্যক্ত্বা, ভবান্ পাণ্ডবানাং সুহৃদাং দিদৃক্ষয়া কুরূন্ অপসসার, নন্দাদীনাং সুহৃদাং দিদৃক্ষয়া মধূন্ বা দেশান্, অপসসার—গচ্ছতিস্ম, তদা, নঃ—অস্মাকং, ক্ষণঃ কোট্যব্দতুল্যো ভবেৎ। রবিং বিনাক্ষ্ণোরিতি—যথা রবিং বিনা নেত্রয়োরান্ধ্যং, তথাস্মাকং ত্বাং বিনেতি ॥ কারিকাভ্যাং পদ্যং ব্যাচষ্টে, ভো অম্বুজাক্ষেত্যাদিনা। ননু মধুশব্দেন মথুরা আয়াতি, ব্রজঃ কথমিতি চেৎ ? তত্রাহ, ব্রজস্য মথুরামণ্ডলস্থত্বাৎ গ্রহণম্। এতচ্চ কস্মাৎ ? তত্রাহ, তদানীমিতি—"তত্র যোগপ্রভাবেন নীত্বা সর্ব্বজনং হরিঃ।" (ভা০ ১০।৫০।৫৭) ইতি সর্ব্বশব্দোপাদানেন তস্যাং প্রজামাত্রাণামভাবাৎ তদ্বর্ত্তিনঃ সুহৃদস্তদেকদেশস্থা নন্দাদয়ো গৃহীতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭০ ॥

কিঞ্চ—

(৪৮১) রথেন মথুরাং গত্বা দন্তবক্রং নিহত্য চ।
স্পষ্টং পাদ্মে পুরাণেঽস্য কৃষ্ণস্যোক্তা ব্রজাগতিঃ ॥

তদ্‌গদ্যং পদ্যঞ্চ যথা (প০ পু০, উ০ খ০ ২৭৯।২৪—২৬)—

(৪৮২) "কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুরত্নবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস ॥

(৪৮৩) কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ ॥
রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ।
বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ ॥" ইতি।

অত্র কারিকা।—

(৪৮৪) যৎ উত্তীর্য্যেত্যুত্তরণং তৎ আপ্লবনমুচ্যতে।
দুষ্টং হত্বা ব্রজে যানং স্নানপূর্ব্বমিহোচিতম্ ॥

(৪৮৫) অতঃ প্রকটলীলায়ামপ্যযোগোঽল্প এব হি ॥
ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা ॥ ১৭১ ॥

(৪৮৬) ব্রজাগমনকালে চ পাদ্মোক্তেঽন্যচ্চ বর্ত্ততে ॥

যথা (প০ পু০, উ০ খ০ ২৭৯।২৭)—

(৪৮৭) "অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারাদি-

'রথাদিনা হরির্গোষ্ঠমাগচ্ছতি' ইতি অস্মাৎ বাক্যাৎ ন স্পষ্টং, তৎ পাদ্মবাক্যেনোপলম্ভয়িতুমাহ, কিঞ্চ রথেনেত্যাদিনা। চকারাৎ তদ্‌ভ্রাতরং বিদূরথঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ মাসদ্বয়ং ব্যাপ্য, উবাস—প্রকটং চিক্রীড়ে ইত্যর্থঃ ॥ পাদ্মবাক্যং ব্যাখ্যাতি, যৎ উত্তীর্য্যেতি। দুষ্টং—দন্তবক্রম্ ॥ প্রকরণং যোজয়তি, অত ইতি। অল্পঃ—ত্রৈমাসিকঃ ॥ ধামত্রয়ে লীলা নিত্যেতি যোজয়তি, ইতীতি ॥ ১৭১ ॥

নমু পাদ্মে নন্দাদীনাং বৈকুণ্ঠগতেরুক্তত্বাৎ ব্রজে তৎসম্বন্ধা লীলা ন স্যাৎ,

সহিতাঃ পশু-পক্ষি-মৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্য-
রূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ ॥”

অত্র কারিকে।—

(৪৮৮) ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্ ॥

(৪৮৯) প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥ ১৭২ ॥

(৪৯০) স্কান্দাযোধ্যামহিমনি সৌমিত্রেঃ শ্রূয়তে যথা ॥

তথাহি—

(৪৯১) “ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরম্।
উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্ব্বস্য চ স পশ্যতঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

(৪৯২) লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব পদং স্বকম্।
দেবকার্য্যং কৃতং বীর! ত্বয়া রিপুনিসূদন ॥
বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্।
ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণাঃ ॥” ইত্যাদি।

ততশ্চ—

(৪৯৩) “ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ।
শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভারধরণক্ষমম্।

ততঃ কথং ব্রজলীলা নিত্যা? ইতি শঙ্কাং বিহ্নুমাহ, ব্রজাগমনেতি ॥ পাদ্ম-বাক্যমাহ, অথ তত্রেতি। বাসুদেবস্য—বসুদেবাদাগতস্য নন্দসূনোঃ, প্রসাদেন—অনুগ্রহেণেত্যর্থঃ ॥ গদ্যার্থং সঙ্গময়তি, ব্রজেশাদেরিতি। দ্রোণাদ্যা ইতি—আদ্য-পদাৎ তৎপরিকরাণাং গ্রহণম্ ॥ নন্দাদীংস্তু ব্রজস্য অপ্রকটে প্রদেশে স্থাপয়া-মাস, স্বয়ঞ্চ তৈঃ সার্দ্ধং তস্থাবিত্যাহ, প্রেষ্ঠেভ্যোঽপীতি ॥ ১৭২ ॥

ননু নন্দাদিষু দ্রোণাদীনাং সংযোগঃ, পুনস্তেভ্যস্তেষাং নিষ্কাসনং, বৈকুণ্ঠে নয়নমিত্যপূর্ব্বমিব কিমুচ্যতে? ইত্যত্র দৃষ্টান্তস্তেনাহ, স্কান্দাযোধ্যা ইতি ॥ তত

লক্ষ্মণং যানমারোপ্য প্রতস্থে দিবমাদরাৎ ॥” ১৭৩ ॥ ইতি।

(৪৯৪) লীলাঞ্চাপ্রকটাং তত্র দ্বারবত্যাং চিকীর্ষুণা।
স্বয়ং প্রকাশ্যতে তেন মুনিশাপাদি কৈতবম্ ॥

(৪৯৫) দেবাদ্যংশাবতরণে যে তু বৃষ্ণিস্ববাতরন্।
ক্ষীরাব্ধিশায়িরূপস্তৈঃ সার্দ্ধং স্বপদমাপ্নুয়াৎ ॥

(৪৯৬) নিত্যলীলাপরিকরা যে স্যুর্যদুবরাদয়ঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং ভগবান্ কৃষ্ণো দ্বার্ব্বত্যামেব দীব্যতি ॥ ১৭৪ ॥

(৪৯৭) ধামাস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং মাথুরং দ্বার্ব্বতী তথা।
মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেব চ ॥

(৪৯৮) যৎ তু গোলোকনাম স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্।
স গোলোকো যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামিহ শ্রুতঃ ॥

(৪৯৯) "গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” [ব্র০ সং০ ৫।৪৩] ইতি।

ইতি। শেষাত্মতাং—শেষসংযোগং, যাতং লক্ষ্মাম্ ॥ অয়মর্থঃ।—শ্রীরামেণ সহাবতীর্ণে সঙ্কর্ষণব্যূহে লক্ষ্মণে পাতালতলস্থো ভূধারী শেষঃ সাযুজ্যং প্রাপ্য অস্থাৎ, দেবকার্য্যে নিবৃত্তে লক্ষ্মণাৎ শেষো নিষ্ক্রম্য পাতালমগাৎ, লক্ষ্মণস্তু বৈকুণ্ঠং পদম্, ইত্যংশিন্যংশযোগস্ততো নির্গমশ্চেতি নাপূর্ব্বম্, অপিতু শাস্ত্রসিদ্ধমেবেতি ॥ ১৭৩ ॥

এবমেব দ্বারকায়াং নিত্যলীলাং নির্ণেতুমাহ, লীলাঞ্চেতি। স্বয়ংভগবতি কৃষ্ণেঽবতরতি সতি ক্ষীরাব্ধিনিলয়োঽনিরুদ্ধস্তত্র প্রাবিশৎ, দেবাংশাস্তু যদুষু। অথ কৃষ্ণে দ্বারবত্যামেবান্তর্দ্ধিতেঽসৌ ক্ষীরাব্ধিনাথো দেবাংশাশ্চ স্বস্বপদং জগ্মুঃ, কৃষ্ণস্তু স্বীয়ৈঃ সার্দ্ধং দ্বারবত্যামেব ব্যরাজদিতি ॥ ১৭৪ ॥

প্রাগুক্তং ধামত্রয়ং কৃষ্ণস্যাহ, ধামাস্যেতি। ননু গোলোকোঽপি তস্য ধাম পঠ্যতে, স কিংরূপ ইতি চেৎ? তত্রাহ, যৎ ত্বিতি—গোকুলস্য বিভূতিঃ স ইত্যর্থঃ ॥ তং বর্ণয়তি। দেবীতি ব্যুৎক্রমেণ যোজ্যং, হরি মহেশ-দেবীধাম-

তথাচ অগ্রে (ব্র° সং° ৫।৫৬—৫৭)—

(৫০০) "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

(৫০১) স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যোঽপি ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥" ১৭৫ ॥ ইতি।

(৫০২) তদাত্মা বৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ ॥

যথা পাতালখণ্ডে—

(৫০৩) "অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

(৫০৪) অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥

স্বিত্যর্থঃ ॥ শ্রিয় ইতি। যত্র পরমপুরুষঃ কান্ত একঃ, কান্তাস্তু বহ্ব্যঃ, তাশ্চ গোপ্যঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয় এব। যত্র, জ্যোতিঃ—চন্দ্রাদিতেজঃ, চিদানন্দং, তদাস্বাদ্যং রসগন্ধাদি চ তথা, পরাংশত্বাৎ ॥ নিমেষার্দ্ধাখ্যো বেতি—প্রকাশান্তরেষু কালাবয়বানাং সত্ত্বাদিতি ভাবঃ। মায়াগন্ধাস্পর্শাৎ শ্বেতং, সর্ব্বোর্দ্ধত্বাৎ দ্বীপং, ন তু ক্ষীরসিন্ধুমধ্যস্থম্ অনিরুদ্ধদেবস্থানমিত্যর্থঃ ॥ ১৭৫

নন্থ গোকুলবৈভবং গোলোক ইতি কথং মন্যামহে? তত্রাহ, তদাত্মেতি। গোলোকাদপি গোকুলমহিমাধিক্যাৎ ইত্যর্থঃ ॥ তদাধিক্যং প্রমাপয়তি, অহো ইত্যাদিভিঃ। বৈকুণ্ঠশব্দেন গোলোকপর্য্যন্তং গ্রাহ্যং, তস্য তদূর্দ্ধাঙ্গত্বাৎ। নন্থ সর্ব্বোর্দ্ধত্বাভাবাৎ তত আবৃত্তিদর্শনাৎ তদ্বাসিষু সাম্প্রতিকেষু জরাদিদুঃখবীক্ষণাচ্চ ন গোলোকাৎ তস্য শ্রৈষ্ঠ্যং? নৈবং, হরেরিব সর্ব্বান্তঃস্থত্বেঽপি অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বোর্দ্ধত্বাৎ, সাধনসম্পন্নানাং তৎপ্রাপ্তানাং ততোঽনাবৃত্তেঃ, হরৌ নরদারকত্বস্যেব

(৫০৫) এবং সপ্তপুরীণান্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টন্তু মাথুরম্।
শ্রূয়তাং মহিমা দেবি! বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ॥" ১৭৬॥ ইতি।
(৫০৬) নিত্যলীলাস্পদত্বঞ্চ পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্।
অতএবাস্য পাদ্মে চ শ্রূয়তে নিত্যরূপতা॥
(৫০৭) "নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্॥" ১৭৭॥ ইতি।
(৫০৮) স তু মাথুরভূরূপঃ পরিচ্ছিন্নোঽপ্যথাদ্ভুতঃ।
স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চ স্যাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ॥
(৫০৯) অত্রৈবাজাণ্ডমালাপি পর্য্যাপ্তিমুপগচ্ছতি।
বৃন্দাবনপ্রতীকেঽপি যানুভূতৈব বেধসা॥
(৫১০) ইত্যতো রাসলীলায়াং পুলিনে তত্র যামুনে।
প্রমদাশতকোট্যোঽপি মমুর্যৎ তৎ কিমদ্ভুতম্॥
(৫১১) স্বৈঃ স্বৈর্লীলাপরিকরৈর্জনৈর্দৃশ্যানি নাপরৈঃ।
তত্তল্লীলাদ্যবসরে প্রাদুর্ভাবোচিতানি হি॥
(৫১২) আশ্চর্য্যমেকদৈকত্র বর্ত্তমানান্যপি ধ্রুবম্।
পরস্পরমসংপৃক্তস্বরূপাণ্যেব সর্ব্বথা॥
(৫১৩) কৃষ্ণবাল্যাদিলীলাভিভূষিতানি সমন্ততঃ।
শৈলগোষ্ঠবনাদীনাং সন্তি রূপাণ্যনেকশঃ॥ ত্রিভিঃ কুলকম্।

তদ্বাসিষু জরাদিদুঃখস্য দৃষ্টিদোষহেতুকত্বাৎ। তথাচ ন্যূনতা নাস্তি, আধিক্যন্তু বাচনিকমস্ত্যেব, তত্তু গ্রন্থকৃদ্ভিরেবোদাহৃতম্॥ ১৭৬॥

নন্থ প্রপঞ্চমধ্যগতত্বাৎ গোকুলমনিত্যং স্যাৎ? ইতি শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ, অতএবেত্যাদি। ন খলু তন্মধ্যগতত্বাৎ অনিত্যত্বম্, অন্তর্যামিণোঽপি হরেস্তদাপত্তি-প্রসঙ্গাৎ, তস্মাৎ প্রমাণমেব শরণম্॥ ১৭৭॥

তস্মাদপি তন্মহিমাধিক্যে লিঙ্গান্তরাণ্যাহ, স তু মাথুরভূরূপ ইত্যাদিভিঃ। বৃন্দাবনেতি—চতুর্মুখাখ্যে তদেকদেশস্থলে ইত্যর্থঃ॥ প্রমদেতি—"অভূদাকুলিতো

(৫১৪) লীলাঢ্যোঽপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিল কৈশ্চন।
শূন্য এবেক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগ্যৈরপ্যপুরৈরপি ॥ ১৭৮ ॥

(৫১৫) অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ।
অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চ ন দুর্ঘটম্ ॥ ১৭৯ ॥

(৫১৬) এবমেব দ্বারকায়াং জ্ঞেয়ং সর্ব্বং বিচক্ষণৈঃ ॥

যথৈকাদশান্তে (ভা০ ১১।৩১।২৩—২৪)—

(৫১৭) "দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ! শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥" ইতি।

(৫১৮) অথান্যদ্বৈভবং তস্য ব্যক্তং শ্রীনারদেক্ষয়া।
যত্রৈকত্রৈকদা নানারূপাবসরচিত্রতা ॥ ১৮০ ॥

(৫১৯) প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যোঽন্যে চন্দ্রসূর্য্যাদয়স্তু তে।
লীলাস্থৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইব ॥

রাসো বনিতাশতকোটিভিঃ।" ইতি স্মরণাৎ। অপরৈঃ—দৃষ্ট্যযোগ্যৈঃ, ইতি দৃষ্টান্তত্বেনোপাদানম্ ॥ ১৭৮ ॥

অবিচিন্ত্যশক্তিরেবাত্র হেতুরিত্যাহ, অতঃ প্রভোরিতি ॥ ১৭৯ ॥

এবম্ভাবো দ্বার্ব্বত্যামপ্যস্তীত্যতিদিশতি, এবমেবেতি ॥ দ্বারকামিতি। ভগবদালয়ং বর্জ্জয়িত্বা হরিণা ত্যক্তাং দ্বারকাং সমুদ্রঃ ক্ষণাৎ অপ্লাবয়ৎ। শ্রীমদিতি— স্বনিত্যপার্ষদানাং যদুবীরাণাং নিবাসৈঃ সহিতং, তৈরেব শ্রীমত্ত্বসম্ভবাৎ। আগন্তুকলোকসমাবেশায় যাচিত্বা নীতাং ভূমিম্ অপ্লাবয়দিত্যর্থঃ ॥ ভগবদালয়বর্জ্জনে হেতুগর্ভবিশেষণানি স্মৃত্যেত্যাদীনি ॥ অথান্যদিতি। তস্য—ভগবদালয়স্য দ্বার্ব্বতীধাম্ন ইত্যর্থঃ। যত্র একস্মিন্নেব তস্মিন্নালয়ে, একদা—যুগপদেব, হরের্নানারূপাণি, নানাবসরাশ্চ—প্রাতঃ-সঙ্গব-মধ্যাহ্নাদিসময়াঃ, তৈঃ, চিত্রতা—অত্যদ্ভুততা। এতচ্চ নারদকৃতযোগমায়ামহোদয়দর্শনাধ্যায়ে (ভা০১০।৬৯) ব্যক্তং মৃগ্যম্ ॥ ১৮০ ॥

নন্বু, তত্তদবসরাঃ সূর্য্যচন্দ্রাদিগতিঘটিতাঃ, তে চ নিয়তা এব স্যুঃ, ততশ্চৈক-

(৫২০) ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা ॥ ১৮১ ॥
তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সর্ব্বতোঽধিকা ॥

তথাচ সম্মোহনতন্ত্রে—

(৫২১) "সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ।
তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্লভম্ ॥" ইতি।

অত্র কারিকা।—

(৫২২) ত্রিধা ভবেদ্বয়ো বাল্যং যৌবনং বৃদ্ধতেত্যপি।
বর্ষাদাষোড়শাদ্বাল্যমিতি লোকে মতান্তরম্ ॥

তথাচ ব্রহ্মাণ্ডে—

(৫২৩) "সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্গুণৈঃ।
ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা ॥" ইতি।

(৫২৪) ইত্যত্রৈব মহামন্ত্রা মহামাহাত্ম্যমণ্ডিতাঃ।
দশার্ণাষ্টাদশার্ণাদ্যা বহুতন্ত্রেষু কীর্ত্তিতাঃ ॥

(৫২৫) সর্ব্বপ্রমাণতঃ শ্রেষ্ঠা তথা গোপালতাপনী।
স্বয়মাদৌ বিধাত্রে যা প্রোক্তা গোপালরূপিণা ॥ ১৮২

দৈব নানাবসরচিত্রতা ইত্যুক্তিঃ কথং? তত্রাহ, প্রাকৃতেভ্য ইতি। সূর্য্যাদেগর্হস্য সময়স্য চ ভগবদাত্মকত্বাৎ তত্তৎসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। লীলাস্থৈঃ—প্রকটপ্রকাশগতৈর্লীলাপরিকরৈঃ, তথাপি, প্রাকৃতা ইবেতি—প্রাকৃতসূর্য্যাদিগতিঘটিত-তত্তৎসময়সাম্যেনৈব, অপ্রাকৃতসূর্য্যাদিগতিঘটিতা অপি স্বস্বসময়া বিজ্ঞায়ন্তে, প্রকাশান্তর-সময়বিজ্ঞানস্য রসাপোষিত্বেন লীলাশক্ত্যাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ। এতদেব জ্ঞাপিতম্ 'আশ্চর্য্যমেকদৈকত্র' ইত্যাদিনা ॥ উপসংহরতি, ইতি ধামত্রয়ে ইতি ॥ ১৮১ ॥

এবং স্বয়ংভগবত্তং কৃষ্ণং নিত্যধামানং নিত্যপার্ষদং নিত্যলীলঞ্চ নিরূপ্য গোকুলে তস্য বৈশিষ্ট্যমাহ, তত্রাপি গোকুলে তস্যেতি—ধাম্নঃ পার্ষদানাঞ্চ বৈশিষ্ট্যমিত্যর্থঃ ॥ তত্র প্রমাণং, সন্তীতি। বালত্বং—নরাকৃতিকিশোরত্বং গোপরূপিণ ইত্যর্থঃ ॥ শ্রুতিশ্চৈবমাহেতি ভাবেনাহ, সর্ব্বেতি। শ্রেষ্ঠেতি—শ্রুতিশিরস্ত্বাদিত্যর্থঃ। "তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্" (গো° তা°, পূ° ৮)

(৫২৬) চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে।
ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ॥

তত্র ঐশ্বর্য্যস্য।—

(৫২৭) কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্যরাশিনা।
সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে॥

(৫২৮) যত্র পদ্মজরুদ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানোঽপি সাধ্বসাৎ।
দৃগন্তপাতমপ্যেষু কুরুতে ন তু কেশবঃ॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনারদবাক্যং—

(৫২৯) "যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা।
তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ! নব্যয়া বাল্যলীলয়া॥
সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে! ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি।
সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে থস্থিতাস্তদা॥" ইতি।

ক্রীড়ায়াঃ, যথা পাদ্মে—

(৫৩০) "চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ।
গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতিমনোহরা॥"

শ্রীবৃহদ্বামনে—

(৫৩১) "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥" ১৮৩॥ ইতি।

ইতি তস্যাং কৃষ্ণস্য কিশোরত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। নন্বেতৎ কৈশোরং প্রকটপ্রকাশগতকৃষ্ণনিষ্ঠং, ন ত্বনাদি, ইতি চেৎ? তত্রাহ, স্বয়মিতি। নিত্যং তদিত্যর্থঃ॥ ১৮২॥

গোকুলে কৃষ্ণস্য বৈশিষ্ট্যে হেতূন্ অসাধারণান্ ধর্ম্মানাহ, চতুর্দ্ধেতি। ঐশ্বর্য্যেতি—ব্রহ্মাদ্যভিমানিপরিভাবকঃ প্রভাবো হি ঐশ্বর্য্যম্॥ রথাঙ্গিনা—চক্রপাণিনা, দ্বারকানাথেন ত্বয়েত্যর্থঃ॥ সশঙ্কা ইতি—দ্বারকাধীশেন তু তেষাং সৎকারোঽপ্যস্তীতি গোকুলে মহদৈশ্বর্য্যমুক্তম্॥ গোপালেতি—গোপাল্যশ্চ গোপালাশ্চ তৈঃ সহ লীলাঃ, "পুমান্ স্ত্রিয়া" (পা০ ১।২।৬৭) ইতি সূত্রাৎ একশেষঃ। সর্ব্বতঃ—মথুরাদিরাজলীলাতঃ॥ তাস্তাঃ—দামবন্ধনাদ্যা লীলাঃ॥ ১৮৩॥

বেণোঃ, যথা —

(৫৩২) যাবতী নিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী।
তাবতী বংশিকানাদপরমাণৌ নিমজ্জতি ॥

(৫৩৩) চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দমগ্নয়োঃ।
ভবেদ্ধর্ম্মবিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনতি মোহনে ॥

(৫৩৪) মোহনঃ কোঽপি মন্ত্রো বা পদার্থো বাদ্ভুতঃ পরঃ।
শ্রুতিপেয়োঽয়মিত্যুক্ত্বা যত্রামুহ্যন্ শিবাদয়ঃ ॥ *

যথা শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৩৫।১৪—১৫)—

(৫৩৫) "বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি ! যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥

(৫৩৬) সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥" ইতি।

(৫৩৭) একবিংশে তথা পঞ্চত্রিংশে চাধ্যায় ঈড়িতা।
মাধুরী ব্রজদেবীভির্বেণোরেব মহাদ্ভুতা ॥ ১৮৪ ॥

বিবিধেতি—গোপীনাং বাক্যম্। হে সতি !—সাধ্বি শ্রীযশোদে রাজ্ঞি !, তব সুতঃ কৃষ্ণো বিবিধানি যানি গোপানাং, চরণানি—ক্রীড়াঃ, তেষু, বিদগ্ধঃ - প্রবীণঃ, যদা বিম্বতুল্যে অধরে দত্তবেণুঃ সন্, স্বরজাতীঃ—নিষাদর্ষভাদিস্বরভেদান্, অনয়ৎ—আলাপিতবান্। তাঃ কীদৃশীঃ ? ইত্যাহুঃ, বেণুবাদ্যে বিষয়ে, উরুধা—বহুপ্রকারা, নিজৈব শিক্ষা যাসু তাঃ, ন ত্বন্যতো গৃহীতা ইত্যর্থঃ ॥ তৎ—তদা, সুরেশাস্তা উপধার্য্য, সবনশঃ—অসকৃৎ, কশ্মলং—মোহং, যযুঃ। কীদৃশাস্তে ? ইত্যাহুঃ, কবয়ঃ—সর্ব্বজ্ঞা অপি, অনিশ্চিততত্ত্বাঃ—যৎ পরমানন্দময়ং তত্ত্বং পুরা নিশ্চিক্যুঃ, তৎ কথং নাদরূপমভূদিতি তত্র সন্দিহানা ইত্যর্থঃ। আনতকন্ধরচিত্তাঃ—যতঃ প্রদেশাৎ বেণুধ্বনিরায়াতি, তমনু আনতাঃ কন্ধরাশ্চিত্তানি চ যেষাং তে। এষা বেণুমাধুরী দ্বার্ব্বতীশস্য নাস্তীতি ততোঽতিশয়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

---

* "শ্রুতিপেয়োঽয়মিত্যুক্ত্বা" ইত্যত্র 'শ্রুতিপেয়োঽয়মিত্যুৎকা" ইতি পাঠান্তরম্।

শ্রীবিগ্রহস্য, যথা—

(৫৩৮) অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ।
জঙ্গম-স্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ॥

যথা তন্ত্রে—

(৫৩৯) "কন্দর্পকোট্যর্ব্বুদরূপশোভানীরাজ্যপাদাব্জনখাঞ্চলস্য।
কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তের্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে॥"

শ্রীদশমে চ (ভাঃ ১০।২৯।৪০)—

(৫৪০) "কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥" ১৮৫॥ ইতি।

॥ * ॥ ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতং নাম পূর্ব্বখণ্ডং সমাপ্তম্॥ * ॥

কুত্রাপীতি—শ্রীমথুরাদ্বারকাধীশেঽপীত্যর্থঃ। যদ্যপি স এব কৃষ্ণস্তত্রাপি, তথাপি তাদৃশস্থানপরিকরাভাবাৎ তদ্রূপং নোল্লসতি, তদ্যোগে তূল্লসতীতি, "তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।" (ভাঃ ১০।৩৩।৬) ইত্যাদ্যুক্তেঃ॥ রাসক্রীড়ায়াং বেণুনাদেনাহূতানাং ব্রজসুভ্রুবাং কৃষ্ণম্ ঔদাসীন্যভাবিণং প্রতি বচনং, কা স্ত্রীতি। অঙ্গ—হে কৃষ্ণ!, তে—তব, কলপদামৃতরূপেণ বেণুগীতেন মোহিতা সতী, কা স্ত্রী, আর্য্যচরিতাৎ—নিজধর্ম্মাৎ, ন চলেৎ? পুমাংসোঽপি শক্রশর্ব্বাদয়ো যেন মুমুহুস্তত্র কা বার্ত্তা স্ত্রীণামিতি ভাবঃ। কিঞ্চ ত্রৈলোক্যসৌভগং রূপঞ্চেদং নিরীক্ষ্যেতি। অবিভ্রন্—অবিভরুঃ। তথাচ ত্বদ্বোধকশব্দাৎ স্বধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ, কিং পুনস্ত্বদনুভবেন? ইতি ঔপপত্যং দোষাবহমিতি ন শক্যং বক্তুমিতি ভাবঃ॥ ১৮৫॥

ইতি শ্রীমদ্রূপবিরচিতে শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতং নাম
পূর্ব্বখণ্ডং ব্যাখ্যাতম্।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্।

উত্তরখণ্ডম্।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণরসরসিকেভ্যঃ।

অথ শ্রীভক্তামৃতম্।

(১) আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা।
তথা তদীয়ভক্তানাং নো চেদ্দোষোঽস্তি দুস্তরঃ॥

তথাহি পাদ্মে—

(২) "মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ॥
দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ॥"

তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে—

(৩) "অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে।

নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারির্নঃ।
নিরবদ্যো নিবৃতিমান্ গজপতিরনুকম্পয়া যস্য॥ ০॥

এবং স্বামিনঃ সর্ব্বেশ্বরস্য স্বরূপগুণবিভূতিযাথাত্ম্যং নিরূপ্য তত্তৎসেবকানাং ভক্তানাং স্বরূপযাথাত্ম্যং নিরূপ্যমিত্যাহ, অথ শ্রীভক্তামৃতমিতি। অথেতি—আনন্তর্য্যে, তন্নিরূপণেন এতন্নিরূপণস্যানন্তরভাবাৎ; তস্মাৎ তেষাং দ্বৈতং দর্শিতম্॥ আরাধনমিতি—শাস্ত্রকৃতঃ প্রতিজ্ঞাবাক্যম্॥ উদাহরতি, মার্কণ্ডেয় ইতি।

ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥”

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

(৪) “আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্‌।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্‌ ॥”

তত্রৈব—

(৫) “অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্‌ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥”

আদিপুরাণে—

(৬) “মম ভক্তা হি যে পার্থ! ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে চ (ভা০ ১১।১৯।২১)—

(৭) “মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা” ॥ ১ ॥ ইতি।

(৮) এতেষামপি সর্ব্বেষাং প্রহ্লাদঃ প্রবরো মতঃ।
যৎ প্রোক্তং তস্য মাহাত্ম্যং স্কান্দ-ভাগবতাদিষু ॥

যথা স্কান্দে শ্রীরুদ্রবাক্যং—

(৯) “ভক্ত এব হি তত্ত্বেন কৃষ্ণং জানাতি ন ত্বহম্‌।
সর্ব্বেষু হরিভক্তেষু প্রহ্লাদোঽতিমহত্তমঃ ॥”

বস্তুঃ—উপরিচবঃ, তদেকান্তী। আগঃ—অপরাধঃ, পরম্‌—অনিবার্য্যম্‌॥ দাম্ভিকাঃ—ছলিনঃ, বিষ্ণুবঞ্চকা ইত্যর্থঃ॥ তস্মাদিতি—বিষ্ণ্বারাধনাৎ, বৈষ্ণবারাধনং, পরং—শ্রেষ্ঠং, তন্মধ্যে তদন্তর্ভাবাদিতি ভাবঃ। মমেতি। যে ভক্তপ্রীতিশূন্যা মম ভক্তাঃ, তে মম * ভক্তাঃ শ্রেষ্ঠা ন মতাঃ; ভক্ততমা ইত্যুত্তরাৎ। শ্রুতদেবপূজায়াং ব্যক্তমেতৎ॥ মদ্ভক্তেতি—মৎপূজাতোঽপি মদ্ভক্তপূজা অভ্যধিকা, ইতি কুলাদিপরীক্ষা নিরস্তা, পাদোদকোচ্ছিষ্টে চ তেষাং গ্রাহ্যে দর্শিতে ॥ ১ ॥

ভগবতো যথা স্বয়ং-বিলাস-ব্যূহাদিস্বরূপং তারতম্যং গুণব্যক্ত্যব্যক্তিকৃতমুক্তং, তথা ভক্তানামপি ভক্তিকৃতং তদাহ, এতেষামপীত্যাদিনা॥ ভক্ত এবেতি—তদে-

* “মম” ইত্যত্র “ময়া” ইতি পাঠান্তরম্‌।

শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদস্যৈব বাক্যং (ভা০ ৭।৯।২৬)—

(১০) "ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ ! তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা ।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥"

তত্রৈব শ্রীনৃসিংহবাক্যং (ভা০ ৭।১০।২১)—

(১১) "ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ ।
ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্ ॥" ২ ॥ ইতি ।

(১২) পাণ্ডবাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রহ্লাদাদীদৃশাদপি ।
শ্রীভাগবতমেবাত্র প্রমাণং স্ফুটমীক্ষ্যতে ॥

তথাহি শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদবাক্যং (ভা০ ৭।১০।৪৮—৪৯; ৭।১৫।৭৫—৭৭)—

(১৩) "যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি ।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥

(১৪) স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যং কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥

কান্তো যঃ, স এবেত্যর্থঃ । ন ত্বহমিতি—মমাধিকারিত্বেন অন্যাবেশাৎ তত্ত্বেন তজ্জ্ঞানং নাস্তীতি হীনত্বপ্রকাশনং নির্ব্বেদব্যঞ্জকম্ । তাদৃশং ভক্তং দর্শয়তি, সর্ব্বেষিতি ॥ ভক্তেষু প্রহ্লাদস্য শ্রৈষ্ঠ্যমাহ, ক্বাহমিতি । সুরেতরকুলে—দৈত্যবংশে, জাতোঽহং ক্ব ? তস্মিন্ ময়ি তবানুকম্পা ক্ব ? ইতি দুর্ঘটোঽয়ং সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ । তৎকুলে কীদৃশি ? ইত্যাহ, রজঃপ্রভবে তমোঽধিকে ইতি । অনুকম্পামাহ, যঃ পদ্মকরঃ প্রসাদো ব্রহ্মাদিশিরঃসু নার্পিতঃ, স মে শিরসি যৎ ত্বয়া অর্পিত ইতি ॥ ভবন্তীতি । ত্বামনুব্রতাঃ—ত্বদনুসারিণঃ, ভবিষ্যন্তি । মম সর্ব্বেষাং ভক্তানাং ভবান্ প্রতিরূপধৃক্—একতঃ সর্ব্বে একতো ভবানিতি, সর্ব্বভক্তশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ । প্রহ্লাদসৌভাগ্যং নিশম্য স্বং নিকৃষ্টং মন্যমানং যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং, যূয়মিতি । ননু কুতো বয়ং ভূরিভাগাঃ ? তত্রাহ, পরং ব্রহ্ম যেষাং গৃহান্ আবসতীতি, বিজ্ঞায়, লোকং পুনানা মুনয়ঃ—

(১৫) ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ॥" ৩॥
ইতি।

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীস্বামিপাদৈঃ—

(১৬) "'অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং, যেন দেবো দৃষ্টঃ, বয়ন্তু মন্দভাগ্যাঃ' ইতি বিষীদন্তং রাজানং প্রত্যাহ, যূয়মিতি ত্রিভিঃ।"

অস্য পদ্যত্রয়স্য তাৎপর্য্যার্থস্তৈরেব লিখিতঃ—

(১৭) "নতু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয়স্তদ্গৃহান্ অভিযন্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদিরূপেণ বর্ত্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো যূয়মেব ততোহপ্যস্মত্তোহপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ॥" ৪॥

(১৮) সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ।
পাণ্ডবেভ্যোহপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ॥

মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ, তান্ যুষ্মদ্গৃহান্ অভিতো যন্তীতি॥ নন্বস্মন্মাতুলেয়স্য কথং পরব্রহ্মত্বং? তত্রাহ, স ইতি। সোহয়ং—কৃষ্ণঃ, মহদ্ভির্বিমৃগ্যং ব্রহ্মৈব, বঃ—যুষ্মাকং, প্রিয়াদিভাবেন বর্ত্ততে। ব্রহ্মত্বে হেতুঃ, কৈবল্যস্য—বিশুদ্ধস্য, নির্ব্বাণসুখস্য—মোক্ষানন্দস্য, অনুভূতিঃ—সাক্ষাৎকারঃ, যস্মাৎ সঃ; দৃষ্টঞ্চেদং শিশুপালে; "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বে০ উ০ ৩।৮; ৬।১৫) ইত্যাদিশ্রুতিঃ, "মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।" ইতি স্মৃতিশ্চৈবমাহ। বিবিক্তং—বচনবর্ত্তীত্যর্থঃ॥ নন্ কৃষ্ণস্য সত্যভামাদিনিরতত্বপ্রত্যয়াৎ কথং ব্রহ্মত্বমাত্মারামত্বরূপং প্রত্যেতব্যং? তত্রাহ, ন যস্যেতি। যস্য, রূপং—স্বরূপং, ভবাদিভিরপি, ধিয়া—স্ববুদ্ধ্যা, বস্তুতয়া নোপবর্ণিতম্—'ইদমেব পরং ব্রহ্ম' ইতি ন নিশ্চিতং, তেহপি যত্র মোহং লভন্তে; যথা বাণযুদ্ধে, যথা বৎসাহরণে, গোবর্দ্ধনমখে চ বিদিতমেতৎ। তথাচ পরাখ্যস্বরূপশক্তিবিলাসৈঃ সত্যাদিভিরুপেতং তাসু নিরতং তৎ আত্মারামং ব্রহ্মৈবেতি তদেকান্তিভির্বিজ্ঞেয়ং, নাভিমানিভিরধিকৃতৈরিতি॥ ৩॥

এভিঃ পদ্যৈঃ প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রীধরস্বাম্যুক্তেন নিষ্কর্ষেণ দর্শয়তি, নতু প্রহ্লাদস্য গৃহে ইত্যাদিনা॥ ৪॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৮২।২৮ ; ৩০)—

(১৯) "অহো ভোজপতে ! যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ।
যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥"

(২০) "তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-
শয্যাসনাশন-সযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্ম নিবর্ত্ততাং বঃ
স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥"

তথা (ভাঃ ১০।৯০।৪৬)—

(২১) "শয্যাসনাটনালাপস্নানক্রীড়াশনাদিষু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥" ৫ ॥ ইতি।

(২২) যদুভ্যোঽপি বরিষ্ঠোঽসৌ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতে যস্য শ্রূয়তে মহিমাদ্ভুতঃ ॥

তথাহি একাদশে শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যং (ভাঃ ১১।১৪।১৫)—

(২৩) "ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥"

অথ পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদূনাং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ, সদাস্তীত্যাদিনা। কেচিৎ—নিত্য-পার্ষদাঃ ॥ অহো ইতি। হে ভোজপতে !—উগ্রসেন ! ॥ তদ্দর্শনেতি। যেষাং বো গৃহে, স্বয়ং বিষ্ণুঃ—পূর্ণঃ কৃষ্ণঃ, আস—বর্ত্ততে স্ম। যদ্বা, স্বয়মাস, নতু সাধন-বশতয়া ; ইতি নিত্যপার্ষদতা তেষাম্। বঃ কীদৃশানাম্ ? ইত্যাহ, নিরয়বর্ত্মনঃ—সংসৃতিপ্রবাহাৎ, নিবর্ত্ততাং, নিত্যমুক্তানামিত্যর্থঃ। কীদৃশোঽসৌ ? ইত্যাহ, স্বর্গেতি—স্বর্গস্য অপবর্গস্য চ সুখৈশ্বর্য্যপ্রধানস্য বিরমো যেন সঃ ; তং তঞ্চ যঃ স্বৈকান্তিভ্যো ন দদাতীত্যর্থঃ। তস্য যুষ্মৎকর্ত্তৃকা যে দর্শনাদয়ঃ, যুষ্মৎসংপৃক্তানি যানি শয্যাদীনি চ, তৈর্বিশিষ্টশ্চাসৌ সযৌন-সপিণ্ডবন্ধশ্চেতি, মধ্যমপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ। তত্র, যৌনবন্ধঃ—বিবাহসম্বন্ধঃ, পিণ্ডবন্ধঃ—দৈহিকসম্বন্ধঃ, তাভ্যাং সহ বর্ত্তমানোঽসাবিতি বহুব্রীহিগর্ভতা। অনুপথঃ—অনুগতিঃ। প্রজল্পঃ—গোষ্ঠী ॥ নিত্যপার্ষদত্বাদেব তেষাং কৃষ্ণৈকাবেশমাহ, শয্যাসনেতি ॥ ৫ ॥

যদুষু উদ্ধবস্য শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি, যদুভ্যোঽপীতি ॥ ন তথেতি। আত্মযোনিঃ—ব্রহ্মা,

তথা (ভা০ ১১।১৬।২৯)—

(২৪) "ত্বস্তু ভাগবতেষ্বহম্।" ইতি।

(২৫) আবাল্যাদেব গোবিন্দে ভক্তিরস্যাখিলোত্তমা॥

তথাচ শ্রীতৃতীয়ে (ভা০ ৩।২।২)—

(২৬) "যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া॥"

অতএব তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনং (ভা০ ৩।৪।৩১)—

(২৭) "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।" ইতি।

(২৮) অস্যার্থঃ।—যদ্গুণৈঃ—যস্য উদ্ধবস্য, গুণৈঃ, প্রভুরপ্যহং, ন অর্দ্দিতঃ—ন যাচিতঃ। যদ্বা, যৎ—যস্মাৎ, উদ্ধবঃ, গুণৈঃ—সত্ত্বাদিভিঃ, ন অর্দ্দিতঃ—ন পীড়িতঃ, গুণাতীত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ, প্রভুঃ—ভক্তিরসাস্বাদে প্রভবিষ্ণুঃ॥ ৬॥

(২৯) ব্রজদেব্যো বরীয়স্য ঈদৃশাদুদ্ধবাদপি।
যদাসাং প্রেমমাধুর্য্যং স এষোঽপ্যভিযাচতে॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৪৭।৫৮)—

(৩০) "এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥" ৭॥

আত্মা—শ্রীবিগ্রহোঽহঞ্চ॥ শ্রৈষ্ঠ্যহেতুং ভক্ত্যতিশয়মাহ, আবাল্যাদেবেতি॥ য ইতি। পঞ্চহায়নঃ—পাঞ্চবার্ষিকঃ। সপর্য্যাং—পূজাম্॥ নোদ্ধব ইতি—ময়া সার্দ্ধং তুলায়ামারোপিতো লেশেনাপি ন ন্যূন ইত্যর্থঃ॥ অন্যত্তু ব্যাখ্যাতং শাস্ত্রকৃদ্ভিরেব॥ ৬॥

অথোদ্ধবাদ্গোপীনাং শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি, ব্রজদেব্য ইতি॥ অত্রার্থে প্রমাণমাহ, এতা ইতি। এতাঃ—শ্রীনন্দব্রজস্থিতাঃ, পরং—কেবলং, তনুভৃতঃ—উত্তমতনুবিশিষ্টাঃ, যাঃ, নিখিলাত্মনি—সর্ব্বাংশিনি, গোবিন্দে—গোপাললীলে কৃষ্ণে, রূঢ়ভাবাঃ—উদ্ভূতমহাভাবাঃ, বর্ত্তন্তে। যৎ—যং ভাবং, ভবভিয়ঃ—মুমুক্ষবঃ শৌনকা-

শ্রীবৃহদ্বামনে চ ভৃগ্বাদীন্ প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যং—

(৩১) "ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ॥"

ভৃগ্বাদিবাক্যং—

(৩২) "বৈষ্ণবানাং পাদরজো গৃহ্যতে ঋদ্ধিবৈরপি
সন্তি তে বহবো লোকে বৈষ্ণবা নারদাদয়ঃ॥
তেষাং বিহায় গোপীনাং পাদরেণুস্ত্বয়াপি যৎ।
গৃহ্যতে সংশয়ো মেঽত্র কো হেতুস্তদ্বদ প্রভো!॥"

শ্রীব্রহ্মবাক্যং—

(৩৩) "ন স্ত্রিয়ো ব্রজসুন্দর্য্যঃ পুত্র! শ্রেষ্ঠাঃ প্রিয়োঽপি তাঃ।
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ॥"

আদিপুরাণে চ শ্রীমদর্জ্জুনবাক্যং—

(৩৪) "ত্রৈলোক্যে ভগবদ্ভক্তাঃ কে ত্বাং জানন্তি মর্ম্মণি।
কেষু বা ত্বং সদা তুষ্টঃ কেষু প্রেম তবাতুলম্॥"

শ্রীভগবদ্বাক্যং—

(৩৫) "ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব!।
ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম॥

(৩৬) ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিকপ্রিয়তমো মম॥

দয়ঃ, মুনয়ঃ—মুক্তা নারদাদয়ঃ, বাঞ্ছন্তি; বয়ঞ্চ—উদ্ধবাদয়ো নিত্যতৎসংসর্গিণঃ, বাঞ্ছামঃ; ভগবতস্তদ্বশ্যতাং প্রতীত্য তৎপরিমাণং* বাঞ্ছামঃ, নতু প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ। ঈদৃশোচ্চভাবালাভে চতুর্ম্মুখজন্মভিরপ্যলমিত্যাহ। অনন্তস্য—অপারমাধুরীকস্য তস্য, কথাসু, অরসঃ—রাগাভাবঃ, যস্য তস্য, তজ্জন্মভিঃ কিং? ন কিমপীত্যর্থঃ॥৭॥

উক্তপোষেণ তন্মহিমাতিশয়মুদাহরতি, ষষ্টীতি॥ প্রিয়োঽপি সকাশাৎ তাঃ,

---

* "তৎপরিমাণং" ইত্যত্র "তৎপরমাণুং" ইতি পাঠান্তরম্।

(৩৭) ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ !।
ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাম্॥
(৩৮) ন তপোভির্ন বেদৈশ্চ নাচারৈর্ন চ বিদ্যয়া।
বশ্যোঽহমিয় কেবলং প্রেম্ণা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥
(৩৯) মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ ! নান্যে জানন্তি মর্ম্মণি॥
(৪০) নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ ! নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥" ৮॥ ইতি।
(৪১) ন চিত্রং প্রেমমাধুর্য্যমাসাং বাঞ্ছেদ্যদুদ্ধবঃ।
পাদরেণ্বঙ্কিতং যেন তৃণজন্মাপি যাচ্যতে॥
তথাহি শ্রীদশমে (ভা০ ১০।৪৭।৬১)—
(৪২) "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥" ইতি।
(৪৩) ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে কৃষ্ণস্যোপাসকৈর্জনৈঃ।
সেব্যাঃ প্রসাদপুষ্পাদ্যৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রুবঃ॥ ৯॥
(৪৪) তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী।
সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা যৎ পুরাণাগমাদিষু॥

শ্রেষ্ঠাঃ—অধিকাঃ॥ ত্রৈলোক্যে ইতি। যতো বশীভূতঃ॥ ন মামিতি। ন জানন্তি—তথা ন বিদন্তীত্যর্থঃ॥ ৮॥

তদ্ভাববাঞ্ছায়াং কৈমুত্যমাহ, ন চিত্রমিতি। যেন—উদ্ধবেন॥ আসামিতি। বৃন্দাবনে, আসাং—ব্রজসুন্দরীণাং, চরণরেণূন্, জুষন্তে—সেবন্তে, যা গুল্মলতৌষধ্যস্তাসাং মধ্যে কিমপ্যহং তৃণরূপং স্যাম্, ইতি তৎপাদরজোঽভিষিক্তগুল্মজন্ম-স্পৃহাভিধানাৎ তদ্ভাবস্পৃহা তু দূরতঃ স্থিতা॥ বক্তব্যমাহ, ইতি কৃষ্ণমিতি। শাস্ত্রসারার্থজ্ঞানাম্ উপাসকানাং ব্রজরামোপাসনা আবশ্যকীতি ভাবঃ॥ ৯॥

যথা পাদ্মে—

(৪৫) "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥"

আদিপুরাণে চ—

(৪৬) "ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ! তত্র রাধাভিধা মম ॥" ১০ ॥ ইতি।

॥ * ॥ ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীভক্তামৃতং নাম উত্তরখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ * ॥

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতং সম্পূর্ণম্।

॥ * ॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥ * ॥

শ্রীমন্মদনগোপালার্পণমস্তু।

শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বাভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং পাদ্মাদিবাক্যৈ প্রমাণয়তি, যথা রাধেত্যাদিনা। আগমঃ—বৃহদ্গৌতমীয়াদিঃ; "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥" ইত্যেবমাদিঃ। আদিশব্দেন পুরুষবোধিনী; যস্যাং খলু "গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে" ইত্যুপক্রম্য, "গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ" ইত্যাদি, "দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ" ইতি চোক্ত্বা "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ" ইতি পঠ্যতে। তথাচ সর্ব্বভক্তশিরোমণিত্বং শ্রীরাধায়াঃ সিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

যদ্বাক্যৈঃ সাধবঃ কৃষ্ণং সংবিদন্তি সপার্ষদম্।
শ্রীরূপস্তত্ত্ববিদ্ভূপঃ স মে কৃপয়তু প্রভুঃ ॥
শ্রীবিদ্যাভূষণেনেয়ং লঘুভাগবতামৃতে।
টিপ্পনী রচিতা ভূয়াৎ তুষ্টয়ে রাম্বর্ণিনঃ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতং ব্যাখ্যাতম্ ॥ * ॥

॥ * ॥ শুভমস্তু ॥ * ॥

॥ * ॥ শাস্ত্রক্ষারাব্ধিসম্ভূতং রূপধীমন্দরোদ্ধৃতম্। জীয়াৎ কবিসুরৈঃ সেব্যং শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ॥ * ॥

শ্রীহরিঃ। শ্রীহরিঃ। শ্রীহরিঃ।

শ্রীমন্মদনগোপালার্পণমস্তু।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত

বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রভুপাদ শ্রীমন্মদনগোপাল গোস্বামী

কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৩০৪

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের জয়।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

পূর্ব্বখণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণামৃত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

মঙ্গলাচরণ।

যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি-বৃত্তির সঙ্কোচভাব বিদূরিত হইয়া যায়, "যিনি নিখিলজগতের নিঃশ্রেয়সবিধানের নিমিত্ত নানাপ্রকার কমনীয় অবতারাবলী প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন, সেই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।"১ যিনি সাধারণের দৃষ্টিতে গৌরকান্তি হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দররূপে বিভাত, অদ্বৈত নিত্যানন্দ যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁহার উপাঙ্গ, হরিনাম যাঁহার অস্ত্র, এবং গদাধর গোবিন্দ প্রভৃতি যাঁহার পার্ষদ, স্থিরবুদ্ধি সাধুগণ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।২ যাহা মুখকমলের মকরন্দরাশিদ্বারা স্ফীত, শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুকাকলী আমার আনন্দ-বর্দ্ধন করুন।৩ যাহার 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি বর্ণ-পরম্পরা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বদন হইতে নিঃসৃত হরির সম্বোধক সেই নামাবলী জগজ্জনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে করিতে সর্ব্বোপরি বিরাজ করুন।৪

তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ—যিনি ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী যশোদার স্তনপানকর্ত্তা। ১ ॥ ২ ॥

স্ফীত—পরিপুষ্ট। কাকলী—মধুর অথচ অস্ফুট সূক্ষ্মধ্বনি ॥ ৩ - ৪ ॥

লঘুভাগবতামৃতপ্রকাশের আবশ্যকতা।

আমার প্রভুপাদ (শ্রীসনাতন গোস্বামী) বৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে যাহা বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন, আমি এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিব।৫

ভাগবতামৃত দ্বিবিধ।

'কৃষ্ণামৃত' এবং 'ভক্তামৃত' ভেদে, এই ভাগবতামৃত দ্বিবিধ; তন্মধ্যে প্রথমত সহৃদয় ভক্তবর্গকে 'কৃষ্ণামৃত' আস্বাদন করাইব।৬

শব্দ প্রমাণেরই শ্রেষ্ঠতা।

আমি এই গ্রন্থে যুক্তিবিস্তারের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, প্রমাণ-স্থানে প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া 'শব্দকেই' পরিগ্রহ করিলাম।৭ যেহেতু মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ন্যায় দেখাইয়া একমাত্র শব্দেরই প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন।৮ এবং সেই বেদান্তেই "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই যুক্তি বিধান করিয়া, মহর্ষি সুস্পষ্টই তর্কের অনাদর করিয়াছেন।৯

'ভগবত ইদম্ অমৃতম্' এইরূপ অর্থ করিলে, ভাগবতামৃত বলিতে শ্রীকৃষ্ণামৃত এবং 'ভাগবতস্য ভগবদ্ভক্তস্য অমৃতম্' এইরূপ অর্থ করিলে, ভক্তামৃত বুঝায়। অতএব ভাগবতামৃতের কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত, এই দুই অর্থ॥ ৬॥

প্রকৃত জ্ঞানের সাধনকে 'প্রমাণ' বলে। অধিকাংশ দার্শনিকেরাই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং অন্যান্য প্রমাণসকলকে এই তিনেরই অন্তর্ভাবিত করেন। তন্মধ্যে পুরুষমাত্রের বুদ্ধিই ভ্রম, প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা), করণাপাটব (ইন্দ্রিয়মান্দ্য), এই চতুর্বিধ দোষে দূষিত হওয়ায়, অলৌকিক অচিন্ত্যস্বভাব বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না; আর তাহাদিগের প্রত্যক্ষাদিও সদোষ। ভোজবিদায় মস্তকচ্ছেদদর্শনে প্রত্যক্ষের, এবং তৎকালে বৃষ্টিকর্তৃক বহ্নি নির্বাপিত হইয়াছে অথচ, মূল হইতে অবিচ্ছিন্ন ধূম উত্থিত হইতেছে, এতাদৃশ পর্ব্বতাদিতে অনলানুমানের ব্যভিচার হওয়ায়, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের স্বতঃপ্রামাণ্য হইতে পারে না। অতএব অপৌরুষেয় বাক্য শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি শব্দই স্বতঃপ্রমাণ। কিন্তু বেদাদির অনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণস্থানে পরিগৃহীত হইবে॥ ৭॥

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রে একমাত্র বেদপুরাণাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ, এই কথা বলায়, সুস্পষ্টই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন॥ ৮॥

এ স্থানে তর্ক বলিতে অনুমান। তর্কের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থৈর্য্য নাই, এইরূপ হেতু প্রদর্শন করাইয়া কেবল-তর্কের অনাদর করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রানুকূল তর্ক হইলে আদৃত হইবে॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ স্বরূপ নিরূপণ।

অনন্তর উপাস্যবর্গের মধ্যে উৎকর্ষ-বাহুল্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতা বলিবার নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপ-পরম্পরা ক্রমশ নিরূপণ করিতেছেন।১০ সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠাদিধামে 'স্বয়ংরূপ', 'তদেকাত্মরূপ' এবং 'আবেশ', এই তিন রূপে বিলাস করিতেছেন।১১

স্বয়ংরূপ।

তন্মধ্যে স্বয়ংরূপ।— অন্যকে অপেক্ষা করিয়া যাঁহার রূপ প্রকট হয় নাই, তাঁহাকেই 'স্বয়ংরূপ' বলে।১২ যথা ব্রহ্মসংহিতায়—"যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, যাদবগণ কুলদেবতা বলিয়া এবং ব্রজবাসিগণ নিজনাথ বলিয়া যাঁহাকে অনুভব করেন, যিনি সুরভাগণের পরি-পালক এবং সর্ব্ববিধ কারণসমূহের অধিপতি, সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর।"১৩ ইতি।

তদেকাত্মরূপ।

অথ তদেকাত্মরূপ।—যাঁহার রূপ, স্বরূপত স্বয়ং-রূপে একতা থাকিলেও, আকারাদি দ্বারা অন্যাদৃশ হইয়া প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে।

তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ।

'বিলাস' ও 'স্বাংশ' ভেদে সেই তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ।১৪

বিলাস।

তন্মধ্যে বিলাস।—স্বয়ংপ্রভুর যে অন্যাদৃশ স্বরূপ লীলাবিশেষহেতু প্রতিভাত হয় এবং শক্তিপ্রকাশে প্রায়ই তাঁহার সদৃশ, তাঁহাকে 'বিলাস' বলে।১৫ যেমন গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, এবং পরব্যোমনাথের বিলাস আদিব্যূহ বাসুদেব।১৬

উৎকর্ষবাহুল্য—শক্তি, গুণ, বিভূতি এবং লীলাহেতুক শ্রেষ্ঠত্ব॥ ১০ ॥ ১১ ॥

দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যা যেমন এক দুই প্রভৃতি সংখ্যাকে অপেক্ষা করিয়া ব্যক্ত হয়, কিন্তু এক কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া ব্যক্ত হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপকে অপেক্ষা করিয়া পরব্যোমনাথাদির রূপ অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া অভিব্যক্ত হয় না, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ॥ ১২ ॥

'পরম' ও 'ঈশ্বর' এই দুই বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনন্যাপেক্ষিতারূপ স্বয়ংভগবত্তা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, অন্যথা কেবল 'ঈশ্বর' বলিলেই হইত॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

কোন কোন গুণে ন্যূন, ইহাই 'প্রায়' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইল॥ ১৫ ॥

স্বাংশ।

অথ স্বাংশ।—যিনি বিলাসসদৃশ অর্থাৎ স্বয়ংরূপে অভিন্ন হইয়া, বিলাস অপেক্ষা অল্পপরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে। যেমন স্ব স্ব ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ।১৭

আবেশ।

অথ আবেশ।—জ্ঞানশক্ত্যাদি বিভাগ দ্বারা জনার্দ্দন যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে 'আবেশ' বলে।১৮ যেমন বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ এবং সনকাদি। দশমস্কন্ধে ৩৯তম অধ্যায়ে অক্রূর মহাশয় যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া যখন বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন, তখন তিনি এই শেষ ও নারদ চতুঃসনাদিকে দর্শন করিয়াছিলেন।১৯

॥ ০ ॥ স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশ, এই ত্রিবিধ ভেদ নিরূপিত হইল ॥ ০ ॥

প্রকাশ।

'প্রকাশ' কোনরূপ ভেদের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা কোন অংশেই স্ব-স্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়।২০ তথাহি— আকার, গুণ ও লীলায় ঐক্য থাকিয়া একই বিগ্রহের

প্রকাশের লক্ষণ।

যুগপৎ অনেক স্থানে আবির্ভাব হইলে, তাঁহাকে 'প্রকাশ' বলে।২১ দ্বারকাতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মন্দিরেই পৃথক্ পৃথক্ সকলের নয়নগোচর ছিলেন। "চিত্রং বতৈতৎ" ইত্যাদি দশমস্কন্ধীয় নারদোক্ত পদ্যই এ বিষয়ের প্রমাণ। তদ্দ্বারাই সেই প্রকাশ সিদ্ধ হইবে।২২ শ্রীকৃষ্ণ যখন চতুর্ভুজ হইলেও কৃষ্ণরূপতা পরিত্যাগ করেন না, অতএব এতাদৃশ চতুর্ভুজও দ্বিভুজের প্রকাশ।২৩

পরব্যোমনাথ এবং বাসুদেব, এই উভয় আকৃতির সাদৃশ্য থাকিলেও মূলদেবতা ও আবরণ ভেদে উভয়ের তারতম্য আছে ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

এই 'আবেশ' গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তিসদৃশ। আবেশ দ্বিবিধ ;—যে সকল মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরপরতন্ত্র বলিয়া অভিমান করেন ; যেমন নারদ, চতুঃসন প্রভৃতি। আর যে সকল মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা 'আমিই ভগবান্' এই অভিমান করিয়া থাকেন, যেমন ঋষভদেবাদি ॥ ১৮ ॥

এই পদ্যোক্ত 'শেষ', ভূধারী 'শেষ' হইতে ভিন্ন ॥ ১৯—২০ ॥

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ এক শরীরে এক সময়ে ষোড়শসহস্র গৃহে ষোড়শসহস্র মহিষীর পৃথক্ পৃথক্ পাণিগ্রহণ করেন, তৎকালে নারদ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥"

এই সকল ভগবৎস্বরূপের বৈকুণ্ঠে পৃথক্ পৃথক্ ধাম নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরেই কথিত হইয়াছে।২৬

[॥৯॥ ইতি স্বয়ংরূপ, বিলাস, স্বাংশ, আবেশ ও প্রকাশলক্ষণ ভগবত্তত্ত্ব নিরূপিত হইল ॥৯॥]

অবতার-তত্ত্ব।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ণ বা স্বয়ংরূপ, সেই অবতারপরম্পরার কথা কথিত হইতেছে।১ পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপাদি, বিশ্বকার্য্যার্থ স্বয়ং অথবা দ্বারান্তর দ্বারা নূতনের

অবতারের লক্ষণ।

ন্যায় আবির্ভূত হইলে, তাঁহাদিগকে 'অবতার' বলে।২

অবতরণের দ্বার কি?

'তদেকাত্মরূপ' এবং 'ভক্ত' ভেদে সেই 'দ্বার' দুই প্রকার। তন্মধ্যে শেষশায়ী প্রভৃতি তদেকাত্মরূপ, আর বসুদেব প্রভৃতি ভক্ত।৩

অবতার ত্রিবিধ।

'পুরুষাবতার', 'গুণাবতার' এবং 'লীলাবতার' ভেদে অবতার ত্রিবিধ।৪ তন্মধ্যে অধিকাংশ অবতারই 'স্বাংশ' এবং 'আবেশ'। ইহার মধ্যে যিনি স্বয়ংরূপ, তাঁহার কথা পরে বলিব।৫

"এ বড়ই আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণ একাকী এক শরীরে এক সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শসহস্র গৃহে ষোড়শসহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।" এই শ্লোকে দেখাইলেন যে, আকারাদির সমতা থাকিয়া একরূপের এক সময়ে অনেক স্থানে আবির্ভাব হওয়ায়, ইহাকেই 'প্রকাশ' বলে॥ ২২ ॥

রুক্মিণীসান্ত্বনাদিস্থলে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপ প্রকট হইলেও, সে সময়ে 'আমি কৃষ্ণ' এই অভিমানই থাকে, কিন্তু পরব্যোমনাথ অথবা বাসুদেবাদি বলিয়া অভিমান হয় না, সুতরাং তাদৃশ চতুর্ভুজও সেই দ্বিভুজেরই প্রকাশ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

অন্যান্য অবতার যেরূপ প্রপঞ্চের মধ্যে প্রকট হন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ শ্বেতবারাহকল্পের বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগস্থ দ্বাপরের শেষে বিশ্বসংসারে প্রকট হইয়া থাকেন। সুতরাং অন্যান্য অবতারের সহিত প্রাকট্যাংশে কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া, সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অবতারমধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥ ১—৫ ॥

পুরুষাবতার। তন্মধ্যে পুরুষের লক্ষণ, যথা বিষ্ণুপুরাণে—"পূর্ব্বোক্ত ষড়্ভাববিকার-বিবর্জ্জিত পুরুষোত্তমের যে অংশ প্রধান-গুণভাক্ অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃতের বীক্ষণাদিকর্ত্তা, যিনি এক অর্থাৎ স্বয়ংরূপে একতা পরিত্যাগ না করিয়াই বহুবিধ স্ববিগ্রহাংশ বিভাগ পূর্ব্বক নিখিলপ্রাণীর বিস্তারকর্ত্তা, যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসংসর্গরহিত হইয়া অশুদ্ধের অর্থাৎ মায়াসংসৃষ্টের ন্যায় প্রতিভাত, এবং যিনি সর্ব্বদা চিচ্ছক্তিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, সেই অব্যয় 'পুরুষকে' সর্ব্বদা প্রণাম করি।" ইতি। 'তস্যৈব অনু' অর্থাৎ 'পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পরমেশ্বরের অনন্তর,' ইহাই শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।৬ এইস্থলে 'কারিকা' অর্থাৎ বৃত্তিদ্বারা শ্লোকের নিষ্কৃষ্টার্থ বলিতেছেন।—পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধান-গুণ-সম্বন্ধের ন্যায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতের বীক্ষণাদিকর্ত্তা, যাহা হইতে নানাবিধ অবতারের আবিষ্কার হয়, শাস্ত্রে তাহাকেই 'পুরুষ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৭ এই পুরুষের অবতারত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—"পরমেশ্বরের আদ্য অবতার 'পুরুষ'।"৮ ইতি।

পুরুষাবতার ত্রিবিধ। এই পুরুষের ভেদ সাত্বততন্ত্রে বলিয়াছেন; যথা—"বিষ্ণু অর্থাৎ মূল সঙ্কর্ষণের পুরুষনামক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে যিনি মহত্তত্ত্বের স্থষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে 'প্রথমপুরুষ' বলে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সমষ্টির অন্তর্যামী, তাঁহাকে 'দ্বিতীয়পুরুষ' বলে। এবং যিনি সর্ব্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টির অন্তর্যামী, তাঁহাকে 'তৃতীয়পুরুষ' বলে। এই ত্রিবিধ পুরুষকে জানিতে পারিলে অনায়াসে সংসারনিবৃত্তি হয়।"৯ ইতি।

শুদ্ধ—সঙ্কল্পমাত্রেই প্রধানাদির বীক্ষণাদি করায় মায়াসংসর্গরহিত, অতএব সর্ব্বদাই শুদ্ধ ॥ ৬—৮ ॥

মহত্তত্ত্বের স্থষ্টিকর্ত্তা—প্রলয়কালে সমস্ত জীব সঙ্কর্ষণের শরীরে লীন হইয়া থাকে, তাহাদিগের উপাধিসৃষ্টির নিমিত্ত সেই পুরুষ যখন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন, সেই সময়ে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হওয়ায় মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত 'মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা' বলিলেন। এই মহত্তত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এবং বিশ্বের অঙ্কুরস্বরূপ। এই প্রকৃতির বীক্ষণকর্ত্তা পুরুষকেই 'প্রথমপুরুষ' বলে। ইনিই সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী ও মহাবিষ্ণু নামে অভিহিত। ইনিই প্রকৃতি অর্থাৎ মহাসমষ্টির অন্তর্যামী। অণ্ডস্থিত—জীবসমষ্টির অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামীকে 'দ্বিতীয়পুরুষ' বলে। ইনিই গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত। ইহারই নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। সর্ব্বভূতস্থ—ব্যষ্টিজীবের অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রত্যেক দেহের

প্রথমপুরুষ।

তন্মধ্যে প্রথমপুরুষ, যথা একাদশে—"আদিদেব নারায়ণ যৎকালে স্ব-স্বরূপ সঙ্কর্ষণকর্তৃক উৎপাদিত পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্মাণ করিয়া স্বাংশ প্রদ্যুম্নরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হন, তৎকালে তিনি 'পুরুষ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।"[১০] ব্রহ্মসংহিতায়ও— "সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে পুরুষ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি হইতে "সেই ভগবান্ আদিপুরুষ নারায়ণ। তাহা হইতে প্রথমত জলের উৎপত্তি হয়, সেই জলকে 'কারণার্ণোনিধি' এবং সঙ্কর্ষণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া 'সঙ্কর্ষণাত্মক' বলে। যাঁহার প্রত্যঙ্গরূপ হইতে অসংখ্য অংশ নিঃসৃত হয়, সেই মহাবিষ্ণু সেই কারণার্ণোনিধিতে যোগনিদ্রা (স্বরূপানন্দরূপ আনন্দসমাধি) প্রাপ্ত হন। কারণজলে ভাসমান সঙ্কর্ষণনামা আদিপুরুষের প্রত্যেক লোমকূপে নিখিল জগতের বীজস্বরূপ জীবনামক চিৎপরমাণুপুঞ্জ নিলীন থাকে। তিনি সেই সকল চিৎপরমাণু প্রকৃতিতে আধান করেন। তদনন্তর অপঞ্চীকৃত মহাভূত দ্বারা আবৃত হিরণ্ময় ব্রহ্মাণ্ডাবলীর উৎপত্তি হয়।" এই পর্যন্ত শ্লোকে এই প্রথম-পুরুষের কথাই বলিয়াছেন।[১১] এই প্রকরণে লিঙ্গ-শব্দ স্বয়ংভগবানের অঙ্গভেদ বলিয়া কথিত।[১২]

দ্বিতীয়পুরুষ।

সেই ব্রহ্মসংহিতায় ইহার পরেই বলিয়াছেন, যথা -"এইরূপে স্বয়ংপ্রভু, প্রদ্যুম্নরূপ এক এক অংশ আবির্ভাবিত করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন।"[১৩] ইতি। মোক্ষধর্মের নারায়ণোপাখ্যানে যে বলিয়াছেন—'যিনি গর্ভোদকশয় প্রদ্যুম্ন, তিনিই অনিরুদ্ধ;' সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, সেই স্বয়ংপ্রভু প্রদ্যুম্নরূপেই হিরণ্যগর্ভের জনক এবং অন্তর্যামী।[১৪]

অন্তর্যামী পুরুষকে 'তৃতীয়পুরুষ' বলে। ইঁনিই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও অনিরুদ্ধ নামে খ্যাত। 'পুর্' শব্দের অর্থ শরীর, তাহাতে নিয়ামকরূপে যিনি বাস করেন, তাঁহারই নাম 'পুরুষ' ॥ ৯ ॥

প্রথমপুরুষ সঙ্কর্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলে, তাহার গুণক্ষোভ হয়; তাহাতে প্রথমত মহত্তত্ত্বের, তাহা হইতে অহঙ্কারের, তাহার সাত্ত্বিকাংশ দ্বারা মনঃ, রাজসাংশ দ্বারা দশবিধ বহিরিন্দ্রিয় এবং তামসাংশ দ্বারা পঞ্চতন্মাত্রসহায়ে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। এই মহত্তত্ত্বাদি তত্ত্বগণই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান। ইহা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইলে, তাহাতে যিনি অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে 'দ্বিতীয়পুরুষ' বলে। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্রষ্টা 'প্রথমপুরুষ'। এই শ্লোকের যে অংশে কারণসৃষ্টির কথা আছে, সেই অংশই প্রথম পুরুষের প্রমাণ ॥ ১০—১৩ ॥

তৃতীয়পুরুষ।

অনন্তর যিনি তৃতীয়পুরুষ, "কেচিৎ স্বদেহান্তঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় দ্বিতীয় স্কন্ধের শ্লোকে, তাঁহাকে শ্রীশুকদেব দেখাইয়াছেন।১৫

গুণাবতার।

অনন্তর দ্বিতীয়পুরুষ গর্ব্ভোদশায়ী হইতে বিশ্বের পালন, সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত আবির্ভূত বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্র, এই তিন গুণাবতারের কথা বলিব।১৬ যথা প্রথমে—"যদ্যপি একই গর্ব্ভোদশায়ী দ্বিতীয়পুরুষ এই বিশ্বের স্থিতি, পালন ও সংহারের নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই প্রকৃতির গুণত্রয়ে যুক্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাহাদিগের অধিষ্ঠাতা হইয়া হরি, বিরিঞ্চি এবং হর, এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞামাত্র ধারণ করেন, তথাপি জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ শুভফল সত্ত্বতনু হরি হইতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।"১৭ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—নিয়ামকতারূপে গুণের সহিত সম্বন্ধকে 'যোগ' বলে। অতএব সেই পুরুষ কখনই গুণের সহিত মিলিত হন না। বিশেষত তন্মধ্যে যিনি স্বয়ং-প্রভুর স্বাংশ বিষ্ণু, তিনি কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হন না।১৮

প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সামান্যবিশেষ বলিয়া অভেদ স্বীকার পূর্ব্বক দুইকেই একতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুত প্রদ্যুম্ন হইতেই ব্রহ্মার জন্ম ॥ ১৪ ॥

তথাচ দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥"

"কোন কোন মহাত্মগণ স্বীয়দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়াকাশে অবস্থিত প্রাদেশপরিমিত, চতুর্ভুজ, পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারী পুরুষকে ধারণায় চিন্তা করিয়া থাকেন।" এই শ্লোক-দ্বারা প্রত্যেক ভূতের অন্তর্যামী পুরুষ অবধারিত হইলেন। অতএব তৃতীয়পুরুষ ক্ষীরাব্ধিপতি অনিরুদ্ধ প্রাদেশপরিমিত ॥ ১৫—১৭ ॥

'প্রকৃতির গুণে যুক্ত' ইহার অভিপ্রায়,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ নিয়ম্য অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়মাধীন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত পুরুষ নিয়ামক অর্থাৎ পরিচালন-কর্ত্তা। তাঁহারা যে ভাবে পরিচালন করেন, গুণ সেই ভাবেই পরিচালিত হয়। এইরূপ গুণের সহিত নিয়ম্য-নিয়ামকতা সম্বন্ধকে 'যোগ' বলে। অতএব সেই পুরুষ কখনই গুণযুক্ত অর্থাৎ গুণবদ্ধ হন না। ব্রহ্মা ও রুদ্র সান্নিধ্যমাত্র রজঃ ও তমোগুণের পরিচালক, বিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্রেই সত্ত্বগুণের উপকারক। স্বাংশ—মূলস্বরূপে অবস্থিত ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা।

তন্মধ্যে ব্রহ্মা।—'হিরণ্যগর্ভ' ও 'বৈরাজ' ভেদে ব্রহ্মা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করেন, সেই সূক্ষ্মরূপকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে। এবং যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, সেই স্থূলরূপের নাম 'বৈরাজ'।১৯ বৈরাজরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি ও বেদ-প্রচারার্থ প্রায়ই চতুর্মুখ, অষ্টনেত্র এবং অষ্টবাহু হইয়া অভিব্যক্ত হন। কখন বা ভগবান্ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, ব্রহ্মার রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ংই সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন।২০ তাহাই পদ্মপুরাণেও বলিয়াছেন—"কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনাপ্রভাবে ব্রহ্মা হন। আর কোন কোন মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন।"২১ ইতি। যে মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তৎকালে বৈরাজ ব্রহ্মা তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকের সুখসম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব, উভয়ই সিদ্ধ হইল।২২ শাস্ত্রে ঈশ্বরাবির্ভাব অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মাকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা সমষ্টিরূপে ভগবানের সন্নিকৃষ্টতা হেতু অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মাকে সক্ষম জানিয়া ভগবান্ স্বশক্তি দ্বারা ক্ষীর-নীরবৎ তাঁহাতে সম্পৃক্ত হইয়া অভিন্নবৎ প্রতীয়মান হন বলিয়া, ব্রহ্মাকে অবতার বলেন। কেহ কেহ বা ব্রহ্মাকে আবেশ অবতার বলিয়া থাকেন।২৩ তাহাই ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন—"সূর্য্য যেমন স্বীয় তেজোমণ্ডল অর্থাৎ সূর্য্যকান্তমণিতে কিয়ৎপরিমিত স্বীয় তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক দাহাদিকার্য্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মাতে স্বীয় সৃষ্টিশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিরচনা করেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।"২৪ ইতি। গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে এই (পূর্ব্বোক্ত জীবকোটি) ব্রহ্মার জন্ম হই-

---

ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে ব্রহ্মা দুইপ্রকার। তন্মধ্যে পূর্ব্বে ঈশ্বরকোটির নিরূপণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি জীবকোটির নিরূপণ করিতেছেন। সূক্ষ্মরূপ—মহত্তত্ত্বশরীর, পরমেশ্বর-মাত্রদৃশ্য ও দেবাদির অগোচর। স্থূলরূপ—সমষ্টিশরীর অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, দেবাদির দৃশ্য এবং তাঁহাদিগের বরদাতা॥ ১৯॥

জীব ও ঈশ্বর ভেদে ব্রহ্মা দুইপ্রকার, ইহা এই বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইল॥ ২০—২২॥

যৎকালে গর্ভোদশায়ী স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তৎকালে ঈশ্বরত্ব অপেক্ষা করিয়া অবতারশব্দ মুখ্য, জীবত্ব অপেক্ষা করিয়া অবতারশব্দ গৌণ॥ ২৩—২৫॥

য়াছে। কোন কল্পে জল-অর্থাৎ গর্ভোদক হইতে, কোন কোন কল্পে, তত্রত্য তেজ বায়ু প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ যে কল্পে পরমেশ্বরের যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেই কল্পে সেই প্রকারে, জন্ম হইয়া থাকে।২৫

শ্রীরুদ্র। শ্রীরুদ্র একাদশব্যূহ অর্থাৎ অজৈকপাৎ, অহির্বধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত, এই একাদশ বিভাগে বিভক্ত। এবং পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী, তাঁহার এই অষ্ট মূর্ত্তি। তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রেরই দশ বাহু এবং পাঁচ-মুখ ও প্রত্যেক মুখে তিন তিন নয়ন।২৬ বিধির ন্যায় অর্থাৎ কোন শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মাকে জীববিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ, কোন কোন স্থানে রুদ্রকেও জীববিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরাণে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তন করায় 'শেষের' ন্যায় ইহারও মীমাংসা করিতে হইবে।২৭ ভগবদবতার রুদ্র তত্ত্বত নির্গুণ হইয়াও, তমোগুণের যোগে অর্থাৎ সান্নিধ্যমাত্র তমোগুণের সাহায্য করায়, সাধারণ লোকের নিকট আপাতত বিকারীর ন্যায় প্রতীত হন। যথা শ্রীদশমে—"রুদ্র গুণসাম্যাবস্থায় নিরন্তর প্রকৃতিযুক্ত, গুণক্ষোভের পর গুণত্রয়যুক্ত এবং দূর হইতে গুণত্রয়ে সংবৃত।"২৮ ইতি। যথা ব্রহ্মসংহিতায়—"দুগ্ধ যেমন বিকারবিশেষের যোগে দধি হয়, কিন্তু সেই দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক্ বস্তু নয়, তদ্রূপ যিনি সংহারকার্য্যের নিমিত্ত রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।"২৯ কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে, রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরুদ্রের জন্ম হইয়া থাকে।৩০ —বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্বর্ত্তি শিবলোকে সর্ব্বকারণস্বরূপ ও তমোগুণসম্বন্ধরহিত যে সদাশিবনাম্নী শিবমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ংভগবান্

ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ; অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব, এই সাতটী আবরণ আছে। তন্মধ্যে জলাবরণস্থ রুদ্র একবদন॥ ২৬॥

স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে অংশ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ভগবানের শয্যারূপ আধারশক্তি 'শেষ' স্বাংশ ঈশ্বরকোটি, ভূধারী 'শেষ' আধারশক্ত্যাবিষ্ট বিভিন্নাংশ জীব। তদ্রূপ স্বাংশ রুদ্র ঈশ্বরকোটি। সংহারিকাশক্ত্যাবিষ্ট বিভিন্নাংশ রুদ্র জীব॥ ২৭॥

এই বাক্যটী লোকপ্রতীতির অনুবাদমাত্র॥ ২৮॥

এই শ্লোকদ্বারা ঈশ্বরকোটি রুদ্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন॥ ২৯—৩১॥

শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।৩১ যথা ব্রহ্মসংহিতায় আদিশিবকথনে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বদা অনুপায়িনী ও বশংবদা সেই রমাদেবী যাঁহার প্রেয়সী, সর্ব্বদা একরূপ চৈতন্যবিগ্রহ ভগবান্ শম্ভু সেই স্বয়ংরূপের অঙ্গবিশেষ। যিনি যোনি অর্থাৎ মহদাদিতত্ত্বের উৎপত্তিস্থান, তিনি অপরা অর্থাৎ ত্রিগুণা শক্তি।"৩২ ইত্যাদি।

শ্রীবিষ্ণু।

শ্রীবিষ্ণু যথা তৃতীয়ে—"যাহাতে জীবের ভোগ্য বস্তুসকল নিহিত আছে, সেই লোকাত্মক-পদ্মে গর্ভোদশায়ী, বিষ্ণু হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যাঁহাকে স্বয়ম্ভু বলিয়া মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই বেদময় বিধাতা যে পদ্মে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন।"৩৩ ইতি। যাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, তিনি ক্ষীরাব্ধিশায়ী। গর্ভোদশায়ীর বিলাস বলিয়া মুনিগণ বিষ্ণুকে নারায়ণ এবং বিরাটের অন্তর্যামী বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।৩৪

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুধামসমূহ।

বিষ্ণুপ্রকাশবর্গের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে যে সকল পুরীর উল্লেখ আছে, আমি সংক্ষেপে সেই সকল পুরীর নির্দ্দেশ করিব।৩৫ যথা—"রুদ্রলোকের উপরিভাগে পঞ্চাযুতযোজনপরিমিত বিষ্ণুলোক নামে সর্ব্বলোকের অগম্য যে লোক আছে,৩৬ তাহারই উপরিভাগে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে লবণসমুদ্রের মধ্যভাগে জলমধ্যে অবস্থিত, যাহাকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মা যাইয়া থাকেন, তাদৃশ বৃহদাকার স্বর্ণময় বিষ্ণুলোক কথিত হইয়াছে।৩৭ যে লোকে জনার্দ্দন বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষপর্য্যঙ্কে বর্ষার চারি মাস নিদ্রা যাইয়া থাকেন।৩৮ মেরুর পূর্ব্বদিকে ক্ষীরোদধির মধ্যে ক্ষীরাম্বুর মধ্যবর্ত্তিনী শুভ্রবর্ণা অন্য একটী পুরী আছে,৩৯ যাঁহাতে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। সেখানেও প্রভু বর্ষার চারি মাস নিদ্রাসুখ অনুভব

সদাশিবতত্ত্ব নির্গুণ ও স্বয়ংভগবানের বিলাস, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৩২ ॥

গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন, চতুর্ভুজ অনিরুদ্ধরূপ আবিষ্কার ও লোকপদ্মে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করিয়া ক্ষীরাব্ধিশায়ী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। বস্তুত বিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ীর বিলাস বলিয়া অভেদহেতু বিষ্ণুকে নারায়ণাদি নামদ্বারাও উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৩৪—৪৪ ॥

শ্বেতদ্বীপ।

স্ফুরেন।৪০ তাহারই দক্ষিণদিকে ক্ষীরার্ণবের মধ্যে পঞ্চবিংশতিসহস্রযোজন পরিমিত 'শ্বেতদ্বীপ' নামে বিখ্যাত পরমসুন্দর একটী দ্বীপ আছে।৪১ যত্রত্য নরগণ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, এমন কি যাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে দেবগণের নয়নও ধর্ষিত হয়।"৪২ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বলিয়াছেন—"যাহা ক্ষীরাব্ধিদ্বারা পরিবেষ্টিত, যাহার বিস্তার লক্ষযোজন, ক্ষীরসমুদ্রের কুন্দকুসুম চন্দ্র ও কুমুদসদৃশ প্রবল তরঙ্গরাশি দ্বারা যাহার নির্ম্মল শিলাতল পরিধৌত, তাদৃশ অতি বৃহৎ সুদৃশ্য কাঞ্চনময় দ্বীপের নাম শ্বেতদ্বীপ।"৪৩—৪৪ ইতি। আরও বলি—বিষ্ণুপুরাণাদিতে এবং মোক্ষধর্ম্মে ক্ষীরাব্ধির উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ আছে, ইহাই বলিয়াছেন।৪৫ উদকসমুদ্রের উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ, ইহাই পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন।৪৬

বিষ্ণু 'সত্ত্বতনু', ইহার অর্থ কি?

সত্ত্বগুণকে বিস্তার করেন বলিয়া শাস্ত্রে বিষ্ণুর নাম 'সত্ত্বতনু' হইয়াছে। সেইরূপ ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর অবতারগণকেও সত্ত্বতনু বলিয়াছেন। অথবা সেই সত্ত্বরূপ তনু তাঁহার বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান বলিয়া, তাঁহাকে সত্ত্বতনু বলা হইয়াছে।৪৭

বস্তুতঃ বিষ্ণু নির্গুণ।

এই হেতু সর্ব্বশাস্ত্রেই বিষ্ণুকে নির্গুণ বলিয়াছেন।৪৮ তথাহি শ্রীদশমে—"হরি নির্গুণ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, প্রকৃতির অতীত, ব্রহ্মাদিদেবতার জ্ঞানপ্রদ এবং সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণতা প্রাপ্তি হয়।"৪৯ ইতি। এই হেতু 'এই সত্ত্বতনু হইতে সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে', ইহাই ভাগবতপদ্যে বলিয়াছেন।৫০

বিষ্ণুভক্তির নিত্যতা।

অতএব শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তিরই নিত্যতা বিধান করিয়াছেন।৫১ তথাহি পদ্মপুরাণে—"সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনই তাঁহাকে ভুলিবে না। শাস্ত্রে যে সকল বিধি ও নিষেধ

কোন কল্পে কোন স্থানে শ্বেতদ্বীপের আবিষ্কার হওয়ায়, সেই সেই কল্প অপেক্ষা করিয়া বর্ণন করায়, পুরাণাদির ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

সত্ত্বগুণাবলম্বি স্বচ্ছচিত্তে আবির্ভূত শুদ্ধজ্ঞানদ্বারা তাঁহার প্রকাশ হয় বলিয়া, সত্ত্বগুণকে তাঁহার বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান বলিলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ অধিষ্ঠান বৈকুণ্ঠ ॥ ৪৭—৫০ ॥

যাহা না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হয়, তাহাকেই 'নিত্য' বলে ॥ ৫১ ॥

আছে, তৎসমুদায়ই উক্ত স্মরণ ও বিস্মরণের অধীন।"৫২ এই হেতু সেই পদ্মপুরাণেই বলিয়াছেন—"চরাচর জগতের মোহ উৎপাদনার্থ সেই সেই পুরাণ ও আগমশাস্ত্র কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন করুন, কিন্তু শাস্ত্রসমুদায়ের রূঢ়িপ্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা বিচারপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সেই সকল বৃত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে এক বিষ্ণুই সর্ব্বার্থরূপে নিশ্চিত হন।"৫৩ শ্রীপ্রথমে—"মুমুক্ষুগণ দেবতান্তরে দোষদৃষ্টি-রহিত হইয়া ঘোরস্বভাব ভূতপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তস্বভাব নারায়ণকলাকে ভজনা করিয়া থাকেন।"৫৪ ইতি। এই শ্লোকে কলা-শব্দ দ্বারা বিষ্ণুর স্বাংশবর্গকে কীর্ত্তন করিয়াছেন।৫৫

বিষ্ণু অপেক্ষা ব্রহ্ম রুদ্রাদির ন্যূনতা।

অতএব শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশবর্গ মৎস্যাদি অপেক্ষা ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি নিখিলদেবগণের সর্ব্বতোভাবে ন্যূনতা প্রকাশিত হইয়াছে।৫৬ যথা সেই প্রথমে—"ব্রহ্মদত্ত অর্হণোদক যাঁহার পাদনখদ্বারা বিসৃষ্ট হইয়া রুদ্রের সহিত সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ হইতে আর ভগবৎপদার্থ কি আছে।"৫৭ ইতি। যথা মহাবারাহে—"মৎস্য, কূর্ম্ম এবং বরাহ প্রভৃতি অভেদহেতু বিষ্ণুর সম বলিয়া, ব্রহ্মাদি দেবতা অসম বলিয়া, এবং প্রকৃতি সমা ও অসমা বলিয়া, অভিহিত হইয়াছেন।"৫৮ এই শ্লোকে প্রকৃতি শব্দ দ্বারা চিচ্ছক্তির কথন হইয়াছে। এই বিষ্ণুর অভিন্ন অথচ ভিন্ন রূপ হওয়ায়, এই শক্তি সমা ও অসমা বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন।৫৯

॥ ১ ॥ [ইতি পুরুষাবতার ও গুণাবতার নিরূপণ।] ॥

লীলাবতার।

অনন্তর যথামতি লীলাবতারের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম। তন্মধ্যে প্রায় অবতারই শ্রীমদ্ভাগবতসম্মত।১

এই শ্লোকদ্বারা হরিভক্তির নিত্যতা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৫২—৫০ ॥

লীলাবতার—যে চেষ্টা বা কার্য্যের সহিত কোনরূপ আয়াসের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্ব্বতোভাবে স্বেচ্ছাধীন, যাহা বিবিধ বৈচিত্রে পরিপূর্ণ ও নিত্য নব নব উল্লাসতরঙ্গে

চতুঃসন। তন্মধ্যে চতুঃসন ॥ ১ ॥ শ্রীপ্রথমে—"সেই 'গর্ব্বোদশায়ী পুরুষ কৌমার অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার, এই চতুঃসনের সর্গ আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়া অস্খলিত এবং অন্যের অসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।"২ ইতি। এই চারিজনই এক অবতার এবং চারিজনের নামের প্রথমে 'সন' এই শব্দ বিদ্যমান থাকায়, এই অবতারকে 'চতুঃসন'নামে নির্দ্দেশ করা হইল।৩ শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তির প্রচারার্থ ব্রহ্মা হইতে এই 'চতুঃসন' অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদিগের আকৃতি পাঁচ অথবা ছয় বর্ষীয় বালকের ন্যায় এবং বর্ণ গৌর।৪

নারদ। শ্রীনারদ ॥ ২ ॥ সেই প্রথমেই—"সেই পুরুষ ঋষিসর্গ প্রাপ্ত করিয়া, দেবর্ষি হইয়া, যাহা হইতে কর্ম্মের বন্ধহারিত্ব হয়, তাদৃশ সাত্বত-তন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চরাত্রনামক আগমশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।"৫ ইতি। ইহলোকে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় ভক্তির প্রবর্ত্তনার্থ হরি, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা হইতে নারদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।৬ চতুঃসন ও নারদ প্রথম ব্রাহ্মকল্পে আবির্ভূত হইয়া সকলকল্পেই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।৭

বরাহ। শ্রীবরাহ ॥ ৩ ॥ সেই প্রথমেই —"এই বিশ্বের মঙ্গলার্থ রসাতলগামিনী পৃথিবীর উদ্ধার করিবার জন্য, ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর, বরাহমূর্ত্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন।৮ শ্রীদ্বিতীয়ে—"অনন্ত ভগবান্ ভূতলের উদ্ধারার্থ 'উদ্যত হইয়া' যৎকালে যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি প্রকটিত করেন, তৎকালে, ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা পর্ব্বতসকল, তদ্রূপ প্রলয়ার্ণবমধ্যে নিকটে সমাগত আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দংষ্ট্রাদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন।"৯

তরঙ্গায়িত, সেই চেষ্টা বা কার্য্যের নাম 'লীলা'। ভগবানের যে সকল অবতারে এইরূপ চেষ্টা বা কার্য্যের প্রাধান্য বা আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারাই লীলাবতার ॥ ১ ॥

এই সকল শ্লোকে 'প্রথম দ্বিতীয়' প্রভৃতি শব্দ, ক্রম অপেক্ষায় না হইয়া, সংখ্যাপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ২—৬ ॥

যে কল্পে ব্রহ্মার জন্ম হয়, তাহাকেই প্রথম ব্রাহ্মকল্প বলে। সেই ব্রাহ্মকল্পে চতুঃসন ও নারদের জন্ম হয়। দৈনন্দিন প্রলয়ে চতুঃসন, নারদ এবং মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মার সহিত নারায়ণের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। পুনর্ব্বার কল্পের প্রারম্ভে নিঃসৃত হন। যাবৎকাল ব্রহ্মার অবস্থিতি, তাবৎকাল চতুঃসনাদিরও অবস্থিতি ॥ ৭—১৯ ॥

ইতি। এই ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেবের বারদ্বয় আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষমন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার এবং হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিবার নিমিত্ত জল হইতে আবির্ভাব হয়। বরাহদেব কদাচিৎ চতুষ্পাদ এবং কদাচিৎ নরবরাহমূর্ত্তি প্রকট করেন। কদাচিৎ মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর, কদাচিৎ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র বর্ণ। অতএব এই বৃহদাকার যজ্ঞবরাহ বর্ণযুগলে যুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবরাহ ও শ্বেতবরাহ।১০—১২ চাক্ষুষমন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র দক্ষ হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়, ইহাই (ষষ্ঠস্কন্ধে) বর্ণিত আছে। অতএব সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম হওয়া উচিত।১৩ তথাহি চতুর্থে—"কালবশত পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলে, চাক্ষুষমন্বন্তরে সেই দক্ষ প্রচেতার পুত্র হইয়া, ঈশ্বরপ্রেরণায় অভিমত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"১৪ ইতি। উত্তানপাদ-বংশসম্ভূত প্রচেতা, সেই প্রচেতার পুত্র দক্ষ, সেই দক্ষের কন্যা দিতি, সেই দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ।১৫ যে সময়ে আদিবরাহের অবতার হয়, সেই কল্পারম্ভে স্বায়ম্ভুবমনুরও পুত্র কন্যা হইতে সুতোৎপত্তি হয় নাই, তখন কোথায় বা প্রচেতার পুত্র দক্ষ, কোথায় বা দিতি, এবং কোথায় বা দিতির পুত্র।১৬ অতএব মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নানুরোধে বরাহদেবের কালদ্বয়োদ্ভূত অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষমন্বন্তরীয় লীলাদ্বয় একস্থানেই বলিয়াছেন।১৭ স্বায়ম্ভুব মুনির প্রতি অগস্ত্য মুনির শাপ হওয়ায়, মন্বন্তরের মধ্যে প্রলয় হইয়াছিল, এ কথা মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে।১৮ চাক্ষুষমন্বন্তরে ভগবদিচ্ছাবশত অকস্মাৎ প্রলয় হইয়াছিল, এ বিষয় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে উক্ত হইয়াছে।১৯ সকল মন্বন্তরের অবসানেই প্রলয় হইয়া থাকে। একথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে বলিয়াছেন।২০ মন্বন্তর অতীত হইলে, নির্দ্দোষ মন্বন্তরেশ্বর দেবগণ মহর্লোকে গমন করিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন।২১ হে যদুনন্দন। মনু, ইন্দ্র, এবং দেবতাগণ সম্মুখযুদ্ধে মৃত ব্যক্তির দুঃখলভ্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন।২২ হে বজ্র! সেই কালে ঐশিকশক্তিসম্পন্ন এবং মহাবেগশালী জলনিধি, সপ্ত পাতালের সহিত পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করেন।২৩ হে যদুকুমার! তখন

সকল মন্বন্তরের অবসানে যে প্রলয় হয়, সে সময়ে পৃথিবী প্রলয়জল দ্বারা আবৃত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রলয়জলে নিমগ্ন হন না॥ ২০—২৯॥

ভূতলস্থ সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল বিখ্যাত অষ্টকুলাচল বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।২৪ হে যদুকুলাবতংস! অনন্তর মহীদেবী তৎকালে নৌকারূপ পরিগ্রহ করিয়া অবিশেষে সমস্ত বীজ ধারণ করিয়া থাকেন।২৫ হে রাজশার্দ্দূল! ভাবী মনু এবং বিখ্যাত সপ্তর্ষিগণ সেই নৌকায় অবস্থান করেন।২৬ সেই সময়ে জগৎপতি হরি, একশৃঙ্গী মৎস্যের রূপ ধারণ পূর্ব্বক, অবলীলাক্রমে সেই নৌকা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।২৭ অনন্তর জগৎপতি মৎস্যদেব হিমালয়পর্ব্বতের শিখরদেশে সেই নৌকা বদ্ধ করিয়া অন্তর্হিত হন। পূর্ব্বোক্ত মন্বাদি সকলেই সেই নৌকায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন।২৮ হে মহারাজ! যতদিন প্রলয়-সলিল অপসৃত না হয়, ততদিন, কাল সত্যযুগসদৃশ হইয়া থাকে। অনন্তর জলও পূর্ব্বের ন্যায় শমতা প্রাপ্ত হয়। তখন ঋষিগণ এবং মনু পূর্ব্বের ন্যায় সৃষ্টিপালনাদিকার্য্যের প্রবর্ত্তন করিতে থাকেন।"২৯ ইতি। মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় হয় না। 'চাক্ষুষমন্বন্তরাবসানে ভগবান্ মায়া দ্বারা স্বাপ্নিক বিষয়ের ন্যায় সত্যব্রতকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন' এই কথা বলিয়া, শ্রীধরস্বামী মন্বন্তরাবসানে প্রলয় স্বীকার করেন না।৩০

মৎস্য। শ্রীমৎস্য॥১॥ শ্রীপ্রথমে—"সেই পুরুষ চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে সমুদ্রপ্লাবনে; মৎস্যরূপের আবিষ্কার পূর্ব্বক পৃথ্বীময়ী নৌকাতে ভাবী বৈবস্বত মনু রাজা সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।"৩১ দ্বিতীয়ে ব্রহ্মার উক্তি—"যুগান্তসময়ে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে, পৃথিবীর আশ্রয় এবং নিখিল জীবনিকরের নিবাসভূত ভগবান্ মৎস্যদেব, ভাবী বৈবস্বত মনু রাজা সত্যব্রতকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং আমার মুখ হইতে স্খলিত বেদমার্গ গ্রহণ করিয়া ভয়ানক যুগান্তসলিলে বিহার করিয়াছিলেন।"৩২ পাদ্মে—"ব্রহ্মা এই প্রকার কহিলে, পরমেশ্বর হৃষীকেশ মৎস্যরূপের আবিষ্কার পূর্ব্বক মহার্ণবমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।"৩৩ ইতি। বরাহদেবের ন্যায় মৎস্যদেবও এই বর্ত্তমানকল্পে বারদ্বয় আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়গ্রীবনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ করেন। অনন্তর চাক্ষুষমন্বন্তরের অবসানে রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করেন।৩৪ অন্ত্য সার্দ্ধপদ্য অর্থাৎ "বিস্রংসিতান্" ইত্যাদি দ্বিতীয়ের শেষার্দ্ধ এবং "এবমুক্তঃ"

শ্রীধরস্বামীর মতে কল্পাবসানেই প্রলয় হইয়া থাকে॥ ৩০—৩৫॥

ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয় পদ্য, এই দেড় শ্লোক দ্বারা স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরীয় মৎস্যাবতারের চরিত কথিত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বসার্দ্ধ অর্থাৎ "রূপং স" ইত্যাদি প্রথমীয় শ্লোক এবং "মৎস্যো যুগান্ত" ইত্যাদি দ্বিতীয়ের পূর্ব্বার্দ্ধ, এই দেড় শ্লোকদ্বারা চাক্ষুষ-মন্বন্তরীয় মৎস্যাবতারের চরিত উক্ত হইয়াছে। অতএব বরাহদেবের ন্যায় মৎস্যাবতারও দ্বিবিধ।* স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এবং চাক্ষুষ-মন্বন্তরে যে মৎস্যাবতারের কথা বলা হইল, এটী অন্য মন্বন্তরের উপলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। যেহেতু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রতি মন্বন্তরেই মৎস্যাবতারের কথা আছে। অতএব প্রতিকল্পেই চতুর্দ্দশবার মৎস্যাবতার হইয়া থাকে।৩৬

যজ্ঞ। শ্রীযজ্ঞ ॥ ৫ ॥ শ্রী প্রথমে—"অনন্তর সেই পুরুষ রুচি হইতে আকূতিতে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পুত্র যামাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন।"৩৭ ইতি। সেই যজ্ঞ ত্রিলোকীর মহার্ত্তি হরণ করায়, মাতামহ মনুকর্তৃক 'হরি' এই নামেও অভিহিত হন।৩৮

নর-নারায়ণ। শ্রীনর-নারায়ণ ॥ ৬ ॥ সেই প্রথমেই—"সেই পুরুষ ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিতে নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে অবতার করিয়া, যাহাতে মনের উপশান্তি অর্থাৎ বিষয়োন্মুখতা নিবৃত্তি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হয়, তাদৃশ অন্যের দুঃসাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।"৩৯ ইতি। এই নর-নারায়ণের হরি ও কৃষ্ণ নামে আর দুই সহোদরের বিষয় শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব চতুঃসনের ন্যায় এই চারিটিতে একটি অবতার।৪০

কপিল। শ্রীকপিল ॥ ৭ ॥ সেই প্রথমেই- "সেই পুরুষ, সিদ্ধেশ্বর কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া, যাহাতে বিবেকপূর্ব্বক তত্ত্ববর্গের নির্ণয় আছে, সেই কাল-বিপ্লুত সাংখ্য, আসুরি-নামক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন।"৪১ ইতি। এই কপিলদেব কর্দ্দম ঋষি হইতে দেবহূতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কপিলবর্ণ অর্থাৎ নীলপীতমিশ্রবর্ণযুক্ত

* যে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতিপাদক হইয়া তদ্ভিন্ন বিষয়েরও প্রতিপাদক হয়, তাহাকে উপলক্ষণ' বলে। 'কাক হইতে দধি রক্ষা কর', এই কথা বলিলে, যেমন 'কাক'দ্রব্য কাককে প্রতিপাদন করিয়া কাকভিন্ন দধির উপঘাতক শৃগাল কুক্কুরাদিকেও প্রতিপাদন করে, তদ্রূপ এই স্থানেও স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তর ও চাক্ষুষ-মন্বন্তরের অবতারদ্বয় সেই সেই মন্বন্তরের মৎস্যাবতার প্রতিপাদন করিয়া বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত মন্বন্তরান্তরের অবতারও প্রতিপাদন করিবে ॥ ৩৬—৪৬॥

বলিয়া, ব্রহ্মা ইঁহাকে 'কপিল' নামে অভিহিত করেন।[৪২] পদ্মপুরাণে—"বাসুদেবের অবতার কপিলদেব ব্রহ্মাদি দেবতা, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, এবং আসুরিনামক ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদার্থে উপবৃংহিত সাঙ্খ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন।[৪৩] অন্য কপিল, বেদ-বিরুদ্ধ এবং কুতর্কজালে পরিপূরিত সাঙ্খ্য অন্য আসুরিকে বলিয়াছিলেন।"[৪৪]

দত্ত বা দত্তাত্রেয়।

শ্রীদত্ত।৮। শ্রীদ্বিতীয়ে—"যৎকালে অত্রি পুত্র-কামনা করিয়া তপস্যা করেন, তৎকালে ভগবান্ তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমাকর্ত্তৃক আমি দত্ত হইলাম' অর্থাৎ 'আমি তোমায় আমাকে দিলাম,' এই হেতু ভগবান্ 'দত্ত' নামে অভিহিত হন। যাঁহার পাদপদ্মের রেণু দ্বারা পবিত্রদেহ হইয়া যদু এবং কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি ভোগ-মোক্ষরূপা যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।"[৪৫] শ্রীপ্রথমে—"অনসূয়ার প্রার্থনায় অত্রির পুত্র হইয়া ভগবান্ শ্রীদত্ত, অলর্ক এবং প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।"[৪৬] ইতি। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে, ভগবান্, অত্রির পত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, অত্রির পুত্র হইয়াছিলেন।[৪৭] তথাহি—"যিনি ভক্তের ইচ্ছাবশত মানুষলোকে শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন, যিনি সর্ব্বজগতের নিদান, সেই ভগবান্ বিষ্ণু অনসূয়াকে বরদান করিয়া তাঁহাতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অত্রির পুত্র হইয়াছিলেন। সেই কালে তাঁহার নাম 'দত্তাত্রেয়' হয়; তিনি ব্রাহ্মণবেশে বিভূষিত।"[৪৮]

হয়শীর্ষা।

শ্রীহয়শীর্ষা।৯। শ্রীদ্বিতীয়ে—"সেই সাক্ষাৎ যজ্ঞ-পুরুষ ভগবান্, আমার যজ্ঞে হয়শীর্ষা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যাঁহার বর্ণ স্বর্ণসদৃশ, যাঁহার শরীরে সমস্ত বেদ এবং বেদ-বিহিত যজ্ঞ বিরাজমান ও যিনি যজ্ঞে যজনীয় দেবতাগণের আত্মা। তিনি যে সময় শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদবাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল।"[৪৯] ইতি। বাগীশ্বরীপতি এই হয়গ্রীব

অত্রি, ভগবৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন, ইহাই চতুর্থস্কন্ধাদির অভিপ্রায়। অনসূয়া সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে পুত্র প্রার্থনা করেন, ইহাই প্রথমস্কন্ধের অভিপ্রায়, তাহারই পোষক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচন। 'আমি দত্ত হইলাম' এই হেতু তাঁহার নাম 'দত্ত', এবং অত্রির পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম 'আত্রেয়'। দত্ত + আত্রেয় = দত্তাত্রেয়॥ ৪৭—৪৯॥

ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া, পুনর্ব্বার বেদের প্রত্যানয়ন করেন।[৫০]

হংস।

শ্রীহংস॥ ১০॥ শ্রীদ্বিতীয়ে—"হে নারদ! উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান উদ্রিক্ত ভক্তিযোগদ্বারা ভগবান্ নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া হংসরূপে তোমাকে ভক্তিযোগ এবং ভগবদ্বিষয়ক ও জীবতত্ত্বের স্বরূপপ্রকাশক জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তগণ যাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন।"[৫১] ইতি। আমি ক্ষীর-নীর-বিভাগের ন্যায় নিখিল-বস্তুবিবেকে সমর্থ, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত জল হইতে রাজহংস অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন।[৫২]

ধ্রুবপ্রিয়।

শ্রীধ্রুবপ্রিয়॥ ১১॥ সেই দ্বিতীয়েই—"ধ্রুব, রাজা উত্তানপাদের সমীপে মাতার সপত্নী সুরুচির বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া, বালক হইয়াও তপস্যা করিবার জন্য বনগমন করিয়াছিলেন। তপস্যা ও স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া, ভগবান্ সেই ধ্রুবকে ধ্রুবগতি অর্থাৎ ধ্রুব-লোক প্রদান করেন। উপরিস্থিত ভৃগ্বাদি-মুনিগণ এবং অধঃস্থিত সপ্তর্ষি-মণ্ডল ঐ ধ্রুবগতিকে স্তুতি করিয়া থাকেন।"[৫৩] ইতি। স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ধ্রুব-প্রিয়ের অবতার কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেস্থানে কোন নামের উল্লেখ নাই। সেই স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে সচরিত যজ্ঞাদি অবতারের কথাও বলা হইয়াছে। তৎকালে পৃশ্নিগর্ভ বলিয়া যাহার প্রসিদ্ধি আছে, পারিশেষ্য-প্রমাণ-দ্বারা সেই 'পৃশ্নিগর্ভই' এই ধ্রুবপ্রিয়ের নাম। "হস্তায়মদ্রিঃ" ইত্যাদি দশমস্কন্ধীয় পদ্যে যেমন অদ্রি-শব্দ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে।[৫৪] তথা শ্রীদশমে (শ্রীকৃষ্ণ

যে সময় হয়গ্রীবের নাসাপুট হইতে বেদ নিঃসৃত হয়, তৎকালে মধু কৈটভ দৈত্য বেদ অপহরণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া বেদের পুনর্ব্বার প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন॥ ৫০॥ ৫১॥

একীকৃত দুগ্ধ ও জল রাজহংসের জিহ্বাস্পর্শমাত্রে পৃথক্ হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে॥ ৫২॥ ৫৩॥

"হস্তায়মদ্রিঃ" এই সামান্য অদ্রি শব্দ যেমন প্রকরণ-বশতঃ অদ্রি-বিশেষ গোবর্দ্ধনকে বুঝাইতেছে, তদ্রূপ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞাদি-অবতারের তত্তৎপালনাদি-চরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু পৃশ্নিগর্ভের কোন চরিত উক্ত হয় নাই। আর এস্থানেও ধ্রুবের বরদানরূপ চরিত কথিত হইয়াছে, কিন্তু নামের উল্লেখ হয় নাই, ধ্রুবের বরদানরূপ চরিত, এবং

দেবকীকে বলিয়াছেন)—"হে সতি! স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে পূর্ব্বজন্মে তুমিই পৃশ্নি হইয়াছিলে। সেই সময় এই বসুদেব 'সুতপা' নামে প্রজাপতি হইয়াছিলেন। তিনি পরম পুণ্যশীল।" "তখন আমি তোমাদিগের পুত্র হই, তৎকালে আমার নাম 'পৃশ্নিগর্ভ' হয়।"৫৫ ইতি। এই স্থানে পৃশ্নিগর্ভের চরিতের উল্লেখ না থাকায় এবং দ্বিতীয়ে ধ্রুবের বরদাতার নামের উল্লেখ না থাকায়, নাম ও চরিত পরস্পর-সাপেক্ষ হওয়ায়, পৃশ্নিগর্ভ নাম ও ধ্রুবের বরদান, এ দুইয়ের এক স্থানে সঙ্গতি হওয়াই যুক্তিযুক্ত।৫৬ যদি ধ্রুবের নিকট আগমনমাত্রেই 'অবতার' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তবে রাম-কৃষ্ণাদিও সময়ে সময়ে অনেক ভক্তের নিকট গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অবতার-কল্পনার প্রসক্তি হয়।৫৭

ঋষভ। শ্রীঋষভ ॥ ১২ ॥ শ্রীপ্রথমে—"সর্ব্বাশ্রম-নমস্কৃত ধীরগণসেবিত পদবী বা পারমহংস্য আশ্রম প্রদর্শন করিবার জন্য, উরুক্রম হরি, আগ্নীধ্রের পুত্র 'নাভি' হইতে মেরুদেবীতে ঋষভ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"৫৮ ইতি। শুক্র ভগবান্ পরমহংসদিগের ধর্ম্ম উপদেশ দিবার জন্য আবির্ভূত এবং সর্ব্বগুণে বরিষ্ঠ হওয়ায়, 'ঋষভ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।৫৯

পৃথু। শ্রীপৃথু ॥ ১৩ ॥ সেই প্রথমেই—"ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, হরি রাজদেহ ধারণপূর্ব্বক, এই পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ বস্তু দোহন করিয়াছিলেন, হে বিপ্রগণ! সেই হেতু এই অবতার অতীব রমণীয়।"৬০ ইতি। মুনিগণকর্ত্তৃক মথ্যমান বেণের দক্ষিণ বাহু হইতে শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি এবং স্বর্ণকান্তি মহারাজ পৃথু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।৬১

চতুঃসন অবধি পৃথু পর্য্যন্ত এই ত্রয়োদশ অবতার স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে আবির্ভূত হন। আর চাক্ষুষীয়-মন্বন্তরে বরাহ ও মৎস্যের পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাব হয়।৬২

নৃসিংহ। অথ শ্রীনৃসিংহ ॥ ১৪ ॥ সেই প্রথমেই—"ভগবান্ অত্যূর্জ্জিত নারসিংহ-বপুঃ প্রকটন পূর্ব্বক, কট-কারী

পৃশ্নিগর্ভ নাম, পরিশেষে এই দুই থাকিল; সুতরাং পারিশেষ্য-প্রমাণ দ্বারা ধ্রুবের বরদাতা ও পৃশ্নিগর্ভ-নামা একই হইলেন ॥ ৫৪—৬১ ॥

সাধারণ-দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার চাক্ষুষীয়-মন্বন্তরে মৎস্যের অভিব্যক্তি বলিলেন। বস্তুত প্রতি মন্বন্তরেই মৎস্যদেবের অবতার হইয়া থাকে ॥ ৬২—৭৩ ॥

(যে মজুর প্রস্তুত করে) যেমন এরকাকে (তৃণ-বিশেষকে) বিদারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে নিপাতিত করিয়া নখদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন।"৬৩ ইতি। পদ্মপুরাণাদিতে এই নৃসিংহের লক্ষ্মীনৃসিংহ প্রভৃতি বহুতর বিলাসমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। তাঁহাদিগের বর্ণ ও আকৃতি নানাবিধ।৬৪ ষষ্ঠ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে সমুদ্রমন্থনের পূর্ব্বে নৃসিংহদেবের অবতার হয়, অতএব চাক্ষুষ-মন্বন্তরীয় কূর্ম্মাদি অবতারের পূর্ব্বেই নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইয়াছিল।৬৫

কূর্ম্ম।

শ্রীকূর্ম্ম॥ ১৫॥ সেই প্রথমেই—"যৎকালে দেবাসুরে মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন করেন, তৎকালে ভগবান্ অজিত (চাক্ষুষ-মন্বন্তরের অবতার) কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ করিয়াছিলেন।"৬৬ ইতি। পদ্মপুরাণে কথিত আছে, এই মন্দরাচলধারী কূর্ম্মই দেবগণের প্রার্থনায় পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধারণ করেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে বর্ণিত আছে, কল্পের আদিতে পৃথ্বীধারণার্থ যে কূর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছেন, তিনিই মন্দরাচল ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রকট হন।৬৭

ধন্বন্তরি ও মোহিনী।

শ্রীধন্বন্তরি ও শ্রীমোহিনী॥ সেই প্রথমেই—"ধন্বন্তরি ও মোহিনীরূপে হরি অভিব্যক্ত হইয়া, ধন্বন্তরিরূপে সুধা আনয়ন পূর্ব্বক মোহিনীরূপে অসুরগণকে মোহিত করিয়া দেবগণকে সেই সুধা পান করাইয়াছিলেন।"৬৮ ইতি। তন্মধ্যে শ্রীধন্বন্তরি॥ ১৬॥ এই ধন্বন্তরি একবার ষষ্ঠ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে, আর একবার সপ্তম বৈবস্বত-মন্বন্তরে, সর্ব্বসমেত দুইবার আবির্ভূত হন।৬৯ প্রথমত চাক্ষুষ-মন্বন্তরে সমুদ্রমন্থনসময়ে দ্বিভুজ ও শ্যামসুন্দররূপ ধারণ পূর্ব্বক অমৃতকমণ্ডলু-হস্তে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তন করেন। বৈবস্বত-মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত আকার প্রকটন পূর্ব্বক কাশীরাজের পুত্র হইয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।৭০ শ্রীমোহিনী॥ ১৭॥ দৈত্যগণের মোহনার্থ এবং মহাদেবের আনন্দ-উৎপাদনের নিমিত্ত ভগবান্ অজিত, মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বারদ্বয় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।৭১

ষষ্ঠমন্বন্তরে নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি এবং মোহিনী, এই চারি অবতার কীর্ত্তিত হইলেন।৭২

বামন। শ্রীবামন ॥ ১৮ ॥ সেই প্রথমেই—"ভগবান্ বামনরূপ প্রকটন পূর্ব্বক স্বর্গের পুনর্গ্রহণ-মানসে বলির নিকট ত্রিপদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়া তাহার যজ্ঞে গমন করেন।"৭৩ ইতি। এই ব্রাহ্মকল্পে তিনবার বামনদেবের আবির্ভাব হয়। প্রথমত ব্রাহ্মকল্পে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বাস্কলি-নামক দৈত্যের যজ্ঞে এবং দ্বিতীয়ত বর্ত্তমান বৈবস্বত-মন্বন্তরে ধুন্ধু-নামা অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। আর সর্ব্বশেষে এই বৈবস্বত-মন্বন্তরের সপ্তম-চতুর্যুগে কশ্যপ হইতে অদিতিতে প্রাদুর্ভূত হন। (ইনিই বলির যজ্ঞে গমন করেন।) এই তিন বামনমূর্ত্তিই প্রতিগ্রহের নিমিত্ত ত্রিবিক্রম-রূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।৭৪

পরশুরাম। শ্রীভার্গব ॥ ১৯ ॥ সেই প্রথমেই—"ক্ষত্রিয়বর্গকে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী জানিয়া, ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া, ক্রোধভরে একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন।"৭৫ ইতি। ইনি গৌরবর্ণ হইয়া জমদগ্নি হইতে রেণুকাতে আবির্ভূত হন। কেহ বা বৈবস্বত-মন্বন্তরের সপ্তদশ-চতুর্যুগে, কেহ বা দ্বাবিংশ-চতুর্যুগে ইহার অবতার বলিয়া থাকেন।৭৬

রাঘবেন্দ্র। শ্রীরাঘবেন্দ্র ॥ ২০ ॥ সেই প্রথমেই—"ভগবান্ দেবকার্য্য-সাধনার্থ রামরূপে নরদেবত্ব প্রকটন করিয়া, সমুদ্রবন্ধনাদিরূপ অসাধারণ প্রভাব দেখাইয়াছিলেন।"৭৭ ইতি। রাঘবেন্দ্র, নবদূর্ব্বাদল-কান্তি ধারণ করিয়া ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের সহিত, বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় চতুর্বিংশ-চতুর্যুগের ত্রেতাতে দশরথ হইতে কৌশল্যাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।৭৮ স্কন্দপুরাণে রামগীতায় বলিয়াছেন,—শ্রীরামের লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন, এই তিন ব্যূহ। তন্মধ্যে ভরত নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গ।৭৯ পদ্মপুরাণে ভরত ও শত্রুঘ্নকে শঙ্খ ও চক্রের এবং লক্ষ্মণকে 'শেষের' অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।৮০

বামনদেব যে মূর্ত্তিদ্বারা ত্রিলোকীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ত্রিবিক্রম ॥ ৭৪—৭৮ ॥

শ্রীরাম আদিব্যূহ বাসুদেব। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, ইঁহারা যথাক্রমে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ॥ ৭৯ ॥

পদ্মপুরাণে রামকে নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৮০—৮৫ ॥

ব্যাস।

শ্রীব্যাস ॥ ২১ ॥ সেই প্রথমেই—"নরগণকে মন্দ-বুদ্ধি জানিয়া, ভগবান্, পরাশর হইতে সত্যবতীতে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া, বেদরূপ কল্পতরুর শাখা-বিভাগ করিয়াছেন।"৮১ ইতি। শ্রীকৃষ্ণ একাদশে বলিয়াছেন, 'ব্যাসের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন'। অতএব বিষ্ণু-পুরাণাদিতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়াই ব্যাসকে বর্ণন করিয়াছেন।৮২ যথা—"কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ ভিন্ন অন্য এমন কে আছেন, যিনি মহাভারত রচনা করিতে সমর্থ।"৮৩ ইতি। নারায়ণোপাখ্যানে শ্রবণ করা যায়, অপান্তরতমা নামে কোন তপস্বী ব্রাহ্মণ, দ্বৈপায়ন হইয়াছেন। বোধ করি, অপান্তরতমা দ্বৈপায়নে সাযুজ্যলাভ করেন, অথবা তিনিই বা বিষ্ণুর অংশ হইতে পারেন। এই জন্য কোন কোন মহাত্মা দ্বৈপায়নকে আবেশ অবতার বলিয়া নির্দেশ করেন।৮৪

বলরাম ও কৃষ্ণ।

অথ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ॥ শ্রীপ্রথমে—"ভগবান্ রাম ও কৃষ্ণ, এই মূর্ত্তিদ্বয়ে বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার অপহরণ করিয়াছেন।"৮৫ ইতি। তন্মধ্যে শ্রীরাম ॥ ২২ ॥ এই রাম, জনক বসুদেব হইতে মাতৃদ্বয়ে অর্থাৎ দেবকী ও রোহিণীতে আবির্ভূত হন। ইঁহার অঙ্গকান্তি নূতন-কর্পূর-সদৃশ, এবং বসন নীলবর্ণ।৮৬ গোলোকে যিনি সঙ্কর্ষণনামে দ্বিতীয় ব্যূহ, তিনিই ভূধারী 'শেষের' সহিত মিলিত হইয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।৮৭ ভূধারী ও ভগবানের শয্যারূপ ভেদে 'শেষ' দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ভূধারী 'শেষ' সঙ্কর্ষণের আবেশ-অবতার, এই হেতু তাঁহাকেও সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। যিনি শয্যারূপ, তিনি আপনাকে দাস এবং সখা বলিয়া অভিমান করেন।৮৮ শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ, পিতা বসুদেব হইতে মাতা দেবকীতে আবির্ভূত হন। ইনি নবমেঘের ন্যায় শ্যামকলেবর এবং দ্বিভুজ হইয়াও কখন কখন চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন।৮৯

বুদ্ধ।

শ্রীবুদ্ধ ॥ ২৪ ॥ সেই প্রথমেই—"কলিযুগের প্রবৃত্তি হইলে, অসুরগণের মোহনার্থ, ভগবান্ গয়াপ্রদেশের ধর্ম্মারণ্যগ্রামে বুদ্ধ-নাম ধারণ পূর্ব্বক অজিন-পুত্র হইয়া আবির্ভূত হইবেন।"৯০

শ্রীবলরাম প্রথমে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হন। পরে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে যোগমায়া দ্বারা রোহিণীগর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছিলেন॥ ৮৬—৯৪ ॥

ইতি। কলিযুগের দুই সহস্র বৎসর গত হইলে, বুদ্ধদেবের অবতার হয়। এই অবতারের মূর্ত্তি পাটল-(শ্বেতরক্ত-) বর্ণ, দ্বিভুজ এবং শিখাবর্জ্জিত।২১ যৎকালে সূত নৈমিষারণ্যে ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন, তৎকালে বুদ্ধের অবতার হয় নাই। সম্প্রতি ধর্ম্মারণ্য-গ্রামে তাঁহার অবতার হইয়া গিয়াছে।২২

কল্কী।

শ্রীকল্কী ॥ ২৫ ॥ সেই প্রথমেই—"কলিযুগের অবসান সময়ে, যৎকালে নৃপতিগণ দস্যুপ্রকৃতি হইবে, তৎকালে জগৎপতি হরি, বিষ্ণুযশা-নামক ব্রাহ্মণ হইতে, কল্কি-নাম ধারণ-পূর্ব্বক আবির্ভূত হইবেন।"২৩ ইতি। যে বসুদেব পূর্ব্বে মনু এবং দশরথ হইয়াছিলেন, তিনিই বিষ্ণুযশা হইয়া আবির্ভূত হইবেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত আছে।২৪ এই কল্কির ঐশ্বর্য্যপরম্পরা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। কোন কোন মহাত্মা প্রতি কলিতেই বুদ্ধ এবং কল্কির অবতার বলিয়া থাকেন।২৫

বৈবস্বত-মন্বন্তরে বামন অবধি কল্কিপর্য্যন্ত এই অষ্টসংখ্যক অবতার কথিত হইলেন।২৬ প্রতিকল্পে প্রায়ই এই সকল অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত এই পঞ্চবিংশতি অবতার 'কল্পাবতার' বলিয়া কথিত হন। (ব্রহ্মার এক দিনের নাম এক 'কল্প'।)২৭

॥ * ॥ [ইতি লীলাবতার-নিরূপণ।] ॥ * ॥

মন্বন্তরাবতার।

অনন্তর মন্বন্তরাবতার—সচরাচর তত্তন্মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশক্রবিনাশ দ্বারা দেবগণের মধ্যে ভগবান্ মুকুন্দের যে ইন্দ্রসাহায্যকর আবির্ভাব, তাহাই 'মন্বন্তরাবতার'।১ যজ্ঞাদি-অবতারের

কল্পাবতার হইলেও যজ্ঞাদি মন্বন্তরাবতার কিরূপে?

কল্পাবতার-মধ্যে নিবেশ হওয়া উচিত হইলেও, সেই সেই মন্বন্তরকালপর্য্যন্ত পালন করায়, তাঁহাদিগকে মন্বন্তরাবতার বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে।২

কাহারও বা মতে কেবল বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয় কলিতে বুদ্ধ ও কল্কীর অবতার হইয়া থাকে। ২৫—২৭ ॥

এই শ্লোকে মন্বন্তরাবতারের লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

স্বায়ম্ভুবীয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যথাক্রমে 'যজ্ঞ' হইতে 'বৃহদ্ভানু' পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ অবতার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।[৩]

১। যজ্ঞ।

'যজ্ঞের' কথা পূর্ব্বেই লীলাবতার-মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই হেতু তাঁহার বিষয় এস্থানে আর লিখিত হইল না।[৪]

২। বিভু।

দ্বিতীয় স্বারোচিষীয়-মন্বন্তরে বিভু॥ ২॥ যথা অষ্টমস্কন্ধে—"বেদশিরানামক পিতা হইতে তুষিতা-নাম্নী জননীতে আবির্ভূত হইয়া, ভগবান্, 'বিভু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।[৫] অষ্টাশীতিসহস্রসংখ্যক মুনিগণ, নিয়ম ধারণপূর্ব্বক সেই কৌমার-ব্রহ্মচারী ভগবান্ বিভুর নিকট ব্রহ্মচর্য্যব্রত শিক্ষা করিয়াছিলেন।"[৬]

৩। সত্যসেন।

তৃতীয় ঔত্তমীয়-মন্বন্তরে সত্যসেন॥ ৩॥ "ভগবান্ পুরুষোত্তম, ধর্ম্ম হইতে সুনৃতাতে সত্যব্রত-নামক দেবগণের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়া, 'সত্যসেন' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।[৭] তিনি ইন্দ্রের সখা হইয়া মিথ্যাপরায়ণ, দুঃশীল ও নিরঙ্কুশ যক্ষরাক্ষস এবং প্রাণি-পীড়ক ভূতগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।"[৮]

৪। হরি।

চতুর্থ তামসীয়-মন্বন্তরে হরি॥ ৪॥ "সেই তামস-মন্বন্তরে ভগবান্, হরিমেধা-নামক পিতা হইতে হরিণী-নাম্নী মাতাতে আবির্ভূত হইয়া, 'হরি' এই নামে বিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইনি কুম্ভীর মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মোচন করেন।"[৯] ইতি। সদাচারপরায়ণ সাধুগণ সর্ব্ববিধ অনিষ্ট বিনাশের নিমিত্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই গজেন্দ্র-বিমোচক হরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন।[১০]

৫। বৈকুণ্ঠ।

পঞ্চম রৈবতীয়-মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ॥ ৫॥ "শুভ্র-নামা পিতা হইতে বিকুণ্ঠা-নাম্নী মাতাতে বৈকুণ্ঠ-নামা দেবগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া, ভগবান্ স্বয়ংও 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।[১১] এই বৈকুণ্ঠ রমাদেবীকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, তাঁহার প্রীতি-সাধনার্থ লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক কল্পনা করিয়াছিলেন।"[১২] ইতি। স্বসামর্থ্য

অন্যান্য লীলাবতার সেই সেই কল্পের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া স্বপ্রয়োজন-সাধনানন্তর স্বলোকে গমন করিয়া থাকেন। মন্বন্তরাবতার স্ব-স্ব-মন্বন্তরাবসানে স্বলোকে গমন করেন॥ ২—২৪॥

দ্বারা, সর্ব্বব্যাপক এবং অব্যয়াত্মা অর্থাৎ নিত্য মহাবৈকুণ্ঠলোকের, সত্যলোকের উপরিভাগে প্রকাশ করাকে এস্থানে 'কল্পনা' বলা হইয়াছে।১৩

৬। অজিত।

ষষ্ঠ চাক্ষুষীয়-মন্বন্তরে অজিত॥ ৬॥ "সেই চাক্ষুষ-মন্বন্তরেও ভগবান্ জগদীশ্বর, বৈরাজ-নামা পিতা হইতে সম্ভূতি-নাম্নী জননীতে স্বাংশরূপে আবির্ভূত হইয়া, 'অজিত' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।১৪ এই অজিত, সমুদ্র-মন্থন করিয়া দেবগণের জন্য অমৃতাহরণ, এবং কূর্ম্মরূপে জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভ্রমমাণ মন্দরাচলকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।"১৫ ইতি।

৭। বামন।

বৈবস্বত-মন্বন্তরাবতার 'বামনদেব' পূর্ব্বে লীলা-বতার-প্রকরণে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।

এক্ষণে, সাবর্ণি প্রভৃতি মন্বন্তরের ভাবী সপ্ত অবতারের বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে।১৬

৮। সার্ব্বভৌম।

অষ্টম সাবর্ণীয়-মন্বন্তরে সার্ব্বভৌম॥ ৮॥ "হরি দেবগুহ্য-নামা পিতা হইতে সরস্বতী-নাম্নী মাতাতে 'সার্ব্বভৌম' নামে প্রাদুর্ভূত হইয়া, পুরন্দর-নামা ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য আহরণ পূর্ব্বক বলিরাজকে অর্পণ করিবেন।"১৭

৯। ঋষভ।

নবম দক্ষসাবর্ণীয় মন্বন্তরে ঋষভ॥ ৯॥ 'আয়ুষ্মন্‌নামক পিতা হইতে অম্বুধারানাম্নী মাতাতে আবির্ভূত হইয়া, ভগবান্ 'ঋষভ'নামে অভিহিত হইবেন। অদ্ভুত-নামা ইন্দ্র তাঁহার উপার্জ্জিত ত্রিলোকী ভোগ করিবেন।"১৮

১০। বিষ্বক্‌সেন।

দশম ব্রহ্মসাবর্ণীয়-মন্বন্তরে বিষ্বক্‌সেন॥ ১০॥ "ভগবান্ বিশ্বজিৎ-নামা পিতা হইতে বিষূচী-নাম্নী জননীতে স্বাংশরূপে অবতরণপূর্ব্বক 'বিষ্বক্‌সেন' নামে অভিহিত হইয়া শম্ভু-নামা ইন্দ্রের সহিত সখ্যবিধান করিবেন।"১৯

১১। ধর্ম্মসেতু।

একাদশ ধর্ম্মসাবর্ণীয়-মন্বন্তরে ধর্ম্মসেতু॥ ১১॥ "হরি আর্য্যক-নামা পিতা হইতে বৈধৃতা-নাম্নী মাতাতে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া, 'ধর্ম্মসেতু' নামে খ্যাতিলাভ করিয়া, লোকত্রয় পালন করিবেন।"২০

১২। সুধামা।

দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণীয়-মন্বন্তরে সুধামা॥ ১২॥ "হরি সত্যসহা-নামক পিতা হইতে সুনৃতা-নাম্নী মাতাতে অংশরূপে আবির্ভূত ও 'সুধামা' নামে অভিহিত হইয়া রুদ্রসাবর্ণি-মন্বন্তর পালন করিবেন।"২১

১৩। যোগেশ্বর।

ত্রয়োদশ দেবসাবর্ণীয়-মন্বন্তরে যোগেশ্বর॥ ১৩॥ "হরি দেবহোত্র-নামা পিতা হইতে বৃহতী-নাম্নী জননীতে অংশরূপে অবতরণপূর্ব্বক 'যোগেশ্বর' নামে বিখ্যাত হইয়া দেবরাজের কার্য্যসাধন করিবেন।"২২

১৪। বৃহদ্ভানু।

চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণীয়-মন্বন্তরে বৃহদ্ভানু॥ ১৪॥ "হে মহারাজ! হরি, সত্রায়ণ নামা পিতা হইতে বিনতা-নাম্নী মাতাতে প্রাদুর্ভূত ও 'বৃহদ্ভানু' নামে বিখ্যাত হইয়া কর্ম্মসন্ততি বিস্তার করিবেন।২৩ ইতি।

মন্বন্তরাবতারসংখ্যা
১৪ – (১ যজ্ঞ। ১ বামন) ১২

লীলাবতার প্রকরণে যজ্ঞ এবং বামনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এস্থানে পুনর্ব্বার উভয়ের গণনা করিলে পুনরুক্তি হয়; অতএব মন্বন্তরাবতার সংখ্যায় দ্বাদশটি অভিহিত হইলেন।২৪

॥ ইতি মন্বন্তরাবতার। ॥ * ॥

যুগাবতার।

অনন্তর যুগাবতার।—বর্ণ এবং নাম দ্বারা হরি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম এবং কলিতে কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।২৫ সেই সেই মন্বন্তরাবতার, উপাসনা

এ স্থানে সাধারণ যুগাবতারের কথা বলা হইল। কিন্তু যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। প্রতিযুগেই সেই সেই মন্বন্তরাবতার যুগাবতার-রূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন, তৎকালে যেমন সেই যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ যে কলিতে স্বর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব অবতরণ করেন, তৎকালে সেই যুগের কৃষ্ণবর্ণ অবতার তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। যে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার হয়, সেই দ্বাপরের সন্নিকৃষ্ট কলিযুগের প্রারম্ভে চৈতন্যদেবের অবতার হইয়া থাকে। অতএব কলিযুগের প্রাসঙ্গিক যুগাবতারের কথাই কীর্ত্তন করিলেন॥ ২৫—২৭॥

'মন্বন্তরাবতার'ই যুগাবতার হইয়া থাকেন। বিশেষের নিমিত্ত সেই সেই মন্বন্তরের সত্যাদি-যুগে যথাক্রমে শুক্লাদিরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন।২৬

অবতার-সংখ্যা। কল্পাবতার পঁচিশটি, মন্বন্তরাবতার দ্বাদশটি এবং যুগাবতার, চারিটি, সমুদায়ে একচত্বারিংশৎ অবতার কথিত হইয়াছেন।২৭

অতীত ও বর্ত্তমান কল্প। ব্রাহ্ম অবধি পাদ্ম পর্য্যন্ত কল্প, সহস্র সহস্রবার অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি বর্ত্তমান এই কল্পের নাম 'শ্বেতবারাহ'।২৮

ব্রাহ্মকল্পের অবতার। ব্রাহ্মকল্পের প্রথম স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে চতুঃসন ও নারদাদির এবং চাক্ষুষমন্বন্তরাদিতে নৃসিংহাদির অভিব্যক্তি হইয়াছে।২৯

মনু ও মন্বন্তরাবতারগণের প্রতিকল্পেই তুল্যনামতা। প্রতিকল্পে প্রায়ই মনুগণের স্বায়ম্ভুবাদি-নামে এবং মন্বন্তরাবতারগণের যজ্ঞাদি-নামে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।৩০ তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবজ্রের প্রশ্ন—"হে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিন্! আপনি যে চতুর্দ্দশ মনুর নাম কীর্ত্তন করিলেন,

---

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চতুর্যুগকে দিব্যযুগ বলে। সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প। এক কল্পের মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়। ব্রহ্মার এক দিনে এক কল্প। কল্পান্তে যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রহ্মার রাত্রি বলে। ইহারই নাম দৈনন্দিন প্রলয়। এইরূপ ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস; দ্বাদশ মাসে বৎসর, এবং পঞ্চাশৎ বর্ষে এক পরার্দ্ধ। এইরূপ দ্বি-পরার্দ্ধ কাল ব্রহ্মার পরমায়ু। দ্বি-পরার্দ্ধ কালের অবসানে প্রাকৃতিক প্রলয় ও ব্রহ্মার পরমপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তখন সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। ত্রিংশৎ কল্পের নাম, যথা—১ শ্বেতবরাহ, ২ নীললোহিত, ৩ বামদেব, ৪ গাথান্তর, ৫ রৌরব, ৬ প্রাণ, ৭ বৃহৎ, ৮ কন্দর্প, ৯ সত্য, ১০ ঈশান, ১১ ধ্যান, ১২ সারস্বত, ১৩ উদান, ১৪ গরুড়, ১৫ কৌর্ম্ম। ইহাকেই ব্রহ্মার পৌর্ণমাসী বলে। ১৬ নারসিংহ, ১৭ সমাধি, ১৮ আগ্নেয়, ১৯ বিষ্ণুজ, ২০ বংশ, ২১ সোমবংশ, ২২ ভাবন, ২৩ বৈকুণ্ঠ, ২৪ আর্চ্চিষ, ২৫ বল্মীকল্প, ২৬ বথান্তর, ২৭ বৈরাজ, ২৮ গৌরী, ২৯ মাহেশ্বর এবং ৩০ পিতৃকল্প। ইহাকেই ব্রহ্মার অমাবাস্যা বলে। প্রথম শ্বেতবারাহকল্পে ব্রহ্মার জন্ম হয়, এই জন্য তাহাকে ব্রাহ্মকল্পও বলিয়া থাকে। এইরূপ প্রথমপরার্দ্ধের অবসানে ভগবানের নাভিসরোবর হইতে এক লোকাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হয়

ইঁহারাই কি প্রতিকল্পে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা অন্য কোন মহাত্মগণ মনু হইয়া থাকেন? আমার এই সংশয় ছেদন করুন।"৩১ শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উত্তর—"হে মহারাজ! এই চতুর্দ্দশ মনুই প্রতিকল্পে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে তুমি কোন সংশয় করিবে না।৩২ তুমি সকল কল্পকেই একরূপ জানিবে। তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছায়, কখন বা কেহ কেহ কোন অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকেন।"৩৩ ইতি।

অবতার অন্য এক প্রকারে চতুর্ব্বিধ।

আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পরাবস্থ ভেদে অবতার চতুর্ব্বিধ।৩৪

আবেশ।

তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে (৪ পৃষ্ঠা) আবেশের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। যেমন কুমার অর্থাৎ চতুঃসন, নারদ এবং বেণদেহজাত পৃথু প্রভৃতি।৩৫ যথা পদ্মপুরাণে—"ভগবান্ হরি, কুমার এবং নারদে আবিষ্ট হইয়াছেন।"৩৬ পুনশ্চ সেই পদ্মপুরাণেই—"শঙ্খচক্রধারী চতুর্ভুজ হরি, পৃথুরাজে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।"৩৭ ইতি। সেই পদ্মপুরাণেই বলিয়াছেন, হরি পরশুরামে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।৩৮ তথাহি—"হে দেবি! ভগবান্ হরির শক্ত্যাবেশাবতার মহাত্মা জমদগ্নিতনয় পরশুরামের চরিত্র তোমাকে বলিলাম।"৩৯ ইতি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কল্কীরও আবেশাবতারত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।৪০ যথা—"ভগবান্ হরি, প্রত্যক্ষরূপে কলিযুগে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হন না, কিন্তু সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরযুগে প্রত্যক্ষরূপে দেখা দিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি শাস্ত্রে 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত হইয়াছেন।৪১ কলিযুগের অবসানে ভগবান্ বাসুদেব, কল্কী-নামক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণে প্রবেশ করিয়া জগৎ পালন করেন।৪২ হরি, কলিযুগে পূর্ব্বোৎপন্ন সেই সেই মহত্তম প্রাণিবর্গে প্রবেশপূর্ব্বক আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।"৪৩

বলিয়া, পিতৃকল্পই পাদ্মকল্প নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার বয়সের পূর্ব্বপরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি দ্বিতীয়পরার্দ্ধের প্রথম শ্বেতবারাহকল্প উপস্থিত॥ ২৮—৩২॥

কোন কোন বিষয় কোন কোন অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকে, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন পুরাণাদির সহিত যদি কোন পুরাণাদির অনৈক্য লক্ষিত হয়, সে সকল 'ভিন্ন ভিন্ন কল্পের কথা' বলিয়া সকল বিরোধেরই পরিহার করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিলে আর কোন শাস্ত্রেরই পরস্পর বিরোধ থাকিবে না॥ ৩৩—৪২॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচনানুসারে কলিযুগে স্বয়ংরূপাদির অবতার নাই, কেবল আবেশা-

ইতি। অতএব কুমার, নারদ, পৃথু, পরশুরাম এবং কল্কীকে যে 'অবতার' বলা হইয়াছে, সেটী ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ।৪৪

প্রাভব ও বৈভব।

অথ প্রাভব ও বৈভব।—যাঁহাদিগের রূপ হরি-স্বরূপ, কিন্তু যাঁহারা পরাবস্থ অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহাদিগকে 'প্রাভব' ও 'বৈভব' বলে। শক্তি-প্রকাশের তারতম্য অনুসারেই ইঁহারা যথাক্রমে 'প্রাভব' ও 'বৈভব' নামে অভিহিত হন।৪৫

বতারই হইয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তমস্কন্ধে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং।" তুমি কলিযুগে ছন্ন অর্থাৎ অন্যরূপাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাক বলিয়া, 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত হইয়া থাক। পুরাণান্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন, "অহমেব কচিদ্‌ব্রহ্মন্! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা॥" হে ব্রহ্মন্! আমিই কখন প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহ হইয়া ভগবদ্ভক্তরূপে সকল লোককে রক্ষা করিয়া থাকি। ছন্নরূপ লিঙ্গ (শব্দের ক্ষমতা) দ্বারা প্রহ্লাদের বাক্যের সহিত এই শ্লোকের একবাক্যতা করিলে, এই শ্লোকটীও কলিযুগ-বিষয়কই হইয়া উঠে। 'অহমেব' এই এব-শব্দ দ্বারা অংশাদির ব্যাবর্ত্তন করিলেন। অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ আমিই, অন্য কেহ নহেন। প্রচ্ছন্ন—অন্য রূপাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, বিগ্রহ—স্বরূপ, যাঁহার, তাঁহাকেই প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ বলে। জীবের বিগ্রহ জীবের স্বরূপ হইতে পারে না। ঈশ্বরে দেহ ও দেহীর বিভাগ না থাকায়, তাঁহার দেহ তাঁহার স্বরূপ। 'কচিৎ' এই চিৎ-প্রত্যয়ের অর্থ অসাকল্য, অর্থাৎ চিৎ-প্রত্যয় দ্বারা সকল সময়ে নহে, কোন সময়বিশেষে, এইরূপ অর্থেরই প্রাপ্তি হইল। ইহা দ্বারা এই অর্থলাভ হইতেছে—আমি স্বয়ং ভগবান্ কোন কলিবিশেষে অর্থাৎ বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি-চতুর্যুগীয় কলিতে প্রেয়সীকান্তিদ্বারা স্ব-স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রপঞ্চের গোচর হইয়া থাকি। আবেশাবতারের স্বাভাবিক বিগ্রহ দর্শন করিলে যখন ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে না, তখন আবার তাঁহাদিগের বিগ্রহকে 'প্রচ্ছন্ন' বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব যে কলিযুগে বিদ্যুদ্গৌর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতরণ করেন, তৎকালে কৃষ্ণবর্ণ কলিযুগাবতার তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। বস্তুত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির বচন সাধারণ কলিযুগের কথা, আর ভাগবতাদির বচন কলিবিশেষের কথা বলিয়াছেন। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে বিশেষের প্রবলতা। অতএব বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি-চতুর্যুগীয় কলিযুগ ভিন্ন অন্য কলিতে স্বাংশাদি-অবতার না হইয়া কেবল আবেশাবতারই হইয়া থাকেন। অন্যথা গর্গ এবং করভাজনের বাক্যের সঙ্গতি থাকে না॥ ৪৩॥

বৈকুণ্ঠাদি হইতে স্বাংশাদির প্রপঞ্চে অবতরণকে মুখ্য অবতার বলে॥ ৪৪॥

প্রাভব দ্বিবিধ। শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা দ্বিবিধ 'প্রাভব' দেখা যায়। তন্মধ্যে একপ্রকার 'প্রাভব' অল্পকালমাত্র অভিব্যক্ত থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের কীর্ত্তিও লোকে বহুলরূপে বিস্তৃত হয় না। যেমন মোহিনী, হংস এবং শুক্লাদি যুগাবতার।৪৬ অন্যবিধ অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী 'প্রাভব'গণ শাস্ত্রপ্রণয়নকর্ত্তা এবং প্রায় সকলের চেষ্টাই মুনিগণের ন্যায়। যেমন ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত এবং কপিল।৪৭

বৈভব। কূর্ম্ম, মৎস্য, নর-নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, প্রলম্বনিহন্তা বলদেব এবং যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার, এই একবিংশতি অবতারকে 'বৈভবাবস্থ' বলে।৪৮—৪৯ এই একবিংশতির মধ্যে নবব্যূহ-মধ্যে কথিত যে বরাহ ও হয়গ্রীব, মন্বন্তরাবতারের মধ্যে প্রধানরূপে কথিত যে হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত এবং বামন, এই ছয় অবতার বৈভবাবস্থ হইলেও পরাবস্থ-সদৃশ।৫০—৫১

কতিপয় অবতারের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী ধামসমূহ। ইঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় অবতারের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে যে স্থানে যে যে ধাম বিরাজমান আছে, তত্তৎ-স্থান শাস্ত্রানুসারে লিখিত হইতেছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির বাক্য তদ্বিষয়ে প্রমাণিত করিব।৫২ তথাহি—"সেই তলাতলের উপরিভাগে মহাতল। ইহার পরিমাণ তলাতল-সদৃশ এবং ভূমি রক্তবর্ণ। এই মহাতলে লক্ষ-যোজন-বিস্তৃত একটী উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। এই স্থানে কূর্ম্মরূপী সাক্ষাৎ হরি বাস করিতেছেন।৫৩ ইহার উপরিভাগে রসাতল। রসাতলের পরিমাণ মহাতল-তুল্য। এই স্থানে তিনশত-যোজন-পরিমিত একটী অপূর্ব্ব সরোবর আছে। তাহাতে মৎস্যরূপী হরি বিরাজমান আছেন।৫৪ নর-নারায়ণ বদরিকাশ্রমে বাস করিয়া থাকেন।৫৫ নৃ-বরাহের বসতিস্থান মহর্লোক। তাঁহার বসতিস্থানের পরিমাণ ত্রিংশল্লক্ষ-যোজন।৫৬ 'শেষের' বসতিস্থান পঞ্চলক্ষযোজন-পরিমিত।৫৭ চতুষ্পাদ-বরাহের বসতিস্থান শেষস্থান-সদৃশ ও স্বয়ংপ্রভ। সকলের

প্রাভবে যে পরিমাণে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, তদপেক্ষা বৈভবে অধিকপরিমাণে শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে॥ ৪৫—৪৯॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা, ইঁহাদিগকেই নবব্যূহ বলে॥ ৫০—৭০॥

নিম্নপ্রদেশে ব্রহ্মাণ্ড-সংলগ্ন, অতিমনোহর যে লোক আছে, ভগবান্ শ্বেত-বরাহ সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন।৫৮ তাহার উপরিভাগে গভস্তিতল-নামক অপর একটী লোক আছে। ইহার পরিমাণ শ্বেতবরাহলোক-সদৃশ এবং ভূমি পীতবর্ণ। এই স্থানে ভগবান্ হযগ্রীব বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার দেহকান্তি শত শত চন্দ্রসদৃশ, এবং বিভূষণ স্বর্ণময়।৫৯ ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে পৃশ্নিগর্ভের বাসস্থান।৬০ যে গোকুলাদির মধ্যে অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন, প্রলম্বারি বলদেবও সেই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন।৬১ আর এই বলদেবেরই অংশভূত সঙ্কর্ষণ পাতালে বাস করিতেছেন। ইনি তালধ্বজ, এবং বাগ্মী অর্থাৎ সনকাদিকে ভাগবত শুনাইয়া থাকেন, ইঁহার কণ্ঠ বনমালায় বিভূষিত, ইনি মস্তকে রত্নপরম্পরায় উজ্জ্বলীকৃত বিচিত্র ফণাবলী ধারণ করিয়াছেন; ইনি হল, মুষল ও খড়্গ দ্বারা অলঙ্কৃত, এবং ইঁহার পরিধেয় নীলাম্বর।৬২ হরির লোক ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে বিরাজমান।৬৩ মহাত্মা বিকুণ্ঠানন্দনের বসতিস্থান স্বর্গলোকে বিরাজিত, আর স্বয়ং যাহাকে প্রকটন করিয়াছেন, সেই বৈকুণ্ঠলোকও তাঁহার বসতিস্থান।৬৪ ভগবান্ অজিতের বসতিস্থান ধ্রুবলোক। মহাত্মা বামনের বসতিস্থান ভুবর্লোক।৬৫ ত্রিবিক্রমের বসতিস্থান তপোলোক, ব্রহ্মলোকস্থিত দিব্য নারায়ণাশ্রম এবং ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে স্বনির্ম্মিত লোক।"৬৬ হরিবংশে দেবরাজ নারদকে এই লোকের কথা বলিয়াছেন।৬৭ তথাহি—"হে ভগবন্! ভগবান্ বিষ্ণু, পাদ-প্রহার দ্বারা আমার এই স্বর্গলোক ভগ্ন করিয়া, স্বর্গের উপরিতন লোকসকলে অপূর্ব্ব লোকপরম্পরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"৬৮ ইতি।

অবতারগণের পরব্যোমস্থ ধাম।

শাস্ত্রে দেখা যায়, পরব্যোমধামে সকল অবতারেরই পরমাশ্চর্য্য বসতিস্থানসকল শোভমান হইতেছে।৬৯ তথাহি পদ্মপুরাণে—"সনাতন বৈকুণ্ঠভুবনে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি পরমোজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি নিখিল অবতার সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন।"৭০ ইতি।

॥ * ॥ [ইতি অবতার ও অবতারগণের স্থান-নিরূপণ।] ॥ * ॥

শ্রীকৃষ্ণের বদরীশাবতারত্ব ও উপেন্দ্রাবতারত্ব খণ্ডন।

অনন্তর যাঁহারা শাস্ত্রার্থের সম্যক্ বিচার না করিয়া আপাত-প্রতীত অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ; কোন স্থানে নর-ভ্রাতা নারায়ণের এবং কোন স্থানে উপেন্দ্রের অবতার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন।১ যথা স্কন্দপুরাণে—"হরির যে অংশদ্বয় নারায়ণ ও নর নামে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া, কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।"২ শ্রীচতুর্থেও কথিত আছে—"ভগবান্ ক্ষীরাব্ধিপুতি হরির নারায়ণ ও নর নামক অংশদ্বয় পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ভূর্লোকে আগমনপূর্ব্বক যদু ও কুরু বংশে কৃষ্ণদ্বয় অর্থাৎ বাসুদেব এবং অর্জ্জুন রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।"৩ এই মতের পোষক শ্রীদশমের পদ্য—"পুরাণ-ঋষি নরভ্রাতা নারায়ণ, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দেবর্ষি নারদকে পূজা এবং অমৃত-সদৃশ মধুর বাণী দ্বারা সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! আমি আপনার সন্তোষার্থ কি করিব?"৪ ইতি। উপেন্দ্রাবতারত্ববিষয়ে

তদবতারবাদীর মতপোষক বচন।

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি, এই ষড়্বিধ লিঙ্গ ও অন্যান্য ন্যায়াদি দ্বারা যাঁহারা শাস্ত্রার্থের সম্যক্ বিচার করিতে অক্ষম, সেই সকল অকোবিদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ, তত্তদবতার বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হইলেও, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাস্ত্রার্থের সম্যক্ বিচার করিতে সমর্থ, সেই সকল সুকোবিদের নিকট স্বয়ংরূপ বলিয়াই নিশ্চিত হইয়া থাকেন। যে হেতু জন্মগুহ্যাধ্যায়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" অর্থাৎ মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারাবলী কেহ বা সর্ব্বোদশায়ীর অংশ, কেহ বা কলা, কিন্তু বিংশতিতম অবতারে যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ পুরুষাদি অবতারের অংশী। ইহার সহিত সকল শাস্ত্রের একবাক্যতা করিয়া বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান অন্যান্য বচনাবলীর অর্থান্তর করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হইবে। অন্যথা শাস্ত্র বিগীত-বচন হইয়া উঠেন॥ ১॥

বাস্তবার্থ।—শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন, ধর্ম্মপুত্র নর-নারায়ণকে, পাইয়া—আত্মসাৎ করিয়া—আপনাতে প্রবেশ করাইয়া, চন্দ্রবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইলে স্বাংশবর্গ যে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, ইহা নির্ণীতই আছে। যদ্যপি কারিকা দ্বারা পরে বাস্তবার্থ বলিবেন, তথাপি সুগমার্থ এস্থানে বলা হইল॥ ২॥

বাস্তবার্থ।—হরির অংশ নারায়ণ এবং নর, দ্বাপরশেষে কৃষ্ণদ্বয়ে অর্থাৎ বাসুদেব ও অর্জ্জুনে, আগত অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন॥ ৩

হরিবংশে ইন্দ্রের বচন, যথা—'হে মুনে! আমি পূর্ব্বে যে যজ্ঞভাগ বিষ্ণুকে অর্পণ করিতাম, সেই যজ্ঞভাগ এই কৃষ্ণকেই দান করিয়াছি। হে নারদ! আমি স্নেহবশত শ্রীকৃষ্ণকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা (বামন) বলিয়া জানি।"৫ ইতি। শ্রীকৃষ্ণ নরভ্রাতা নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অবতার, এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যে হেতু, নারায়ণ ও উপেন্দ্র অংশরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন।৬ "এতে চাংশকলাঃ" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বদরীপতি নারায়ণকে অংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, আর হরিবংশে উপেন্দ্রকে স্পষ্টই অংশাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৭ তথাহি ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি—"পূর্ব্বকালে অদিতি তপস্যাদ্বারা পরমাত্মা বিষ্ণুকে আরাধনা করেন। ভগবান্, অদিতির আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, সুরোত্তম! আমি তোমার সদৃশ পুত্র ইচ্ছা করি।৮ তখন বিষ্ণু বলিলেন, লোকে আমার সদৃশ অপর কোন পুরুষ নাই। অতএব আমিই অংশরূপে তোমার পুত্র হইব।"৯ ইতি। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থভাব অগ্রে সুস্পষ্টরূপে পরিকীর্ত্তিত হইবে। শাস্ত্রে সম্পূর্ণাবস্থকে 'পরাবস্থ' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থাপন্ন, সেই হেতু তাঁহাকে বদরীপতি নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অংশ বলিয়া স্থাপন করা অত্যন্ত অসঙ্গত।১০ এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত বচনপরম্পরার অর্থের বিভিন্ন গতি অর্থাৎ পরাবস্থপরতা দেখিতে পাওয়া যায়।১১ তন্মধ্যে "ধর্ম্মপুত্রৌ" ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা।—সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন, নর ও নারায়ণকে, পাইয়া—আত্মসাৎ করিয়া, চন্দ্রবংশে প্রকটতাকে, গত—প্রাপ্ত, হইয়াছেন।১২ "তাবিমৌ" ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা।—কর্ত্তৃভূত হরির অংশ নারায়ণ ও নর, এই দ্বাপরযুগের অবসানে, কর্ম্মভূত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে, আগত—প্রাপ্ত, হইয়াছেন। অর্থাৎ নারায়ণ ও নর দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন।১৩ "সংপূজ্য" ইত্যাদি

তন্মতের খণ্ডন আরম্ভ।

পরাবস্থের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।

সেই সেই বচনের বাস্তবার্থ।

বাস্তবার্থ।—পুরাণ ঋষি—বেদের উপদেষ্টা, এবং নরসখ—নরের সহিত বিহরণশীল, নারায়ণ অর্থাৎ পুরুষত্রয়ের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, ক্ষত্রলীলায় আবিষ্ট হইয়া, ঋষিবর্য্য নারদকে বিধিপূর্ব্বক পূজা, ও পরিমিত বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন॥ ৪॥

ইন্দ্র, অজ্ঞতা ও মাৎসর্য্যবশত ঐই বাক্য বলায়, ইহার বাস্তবার্থ কথিত হয় নাই॥ ৫—১৪।

শ্লোকের কারিকা।—কল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করায়, যিনি পুরাণ-ঋষি বলিয়া কথিত; নার অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, এবং অনিরুদ্ধ এই ত্রিবিধ পুরুষের আশ্রয় হওয়ায়, যিনি নারায়ণ বলিয়া উক্ত; আর নরের অর্থাৎ মর্ত্ত্য-লোকের সহচর হওয়াতে যিনি নর-সখা বলিয়া কথিত হইয়াছেন; সেই শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যধর্ম্মের অনুকরণ করিয়া, নারদকে পূজা করিয়াছিলেন। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ নারায়ণরূপে নারদের গুরু, তথাপি ক্ষত্র-লীলার অনুসরণ করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।১৪ "ঐন্দ্রম্" ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা।—ইন্দ্র অজ্ঞতা এবং মাৎসর্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া, এই কথা বলিয়াছিলেন।

স্বসিদ্ধান্তস্থাপন।

এই সকল কারণে শ্রীকৃষ্ণ, বদরীপতি নারায়ণ এবং উপেন্দ্রের অবতার, এ কথা কোনরূপেই সম্ভাবিত হইতে পারে না।১৫

পরাবস্থ।

অথ পরাবস্থ। যথা পাদ্মে—"নৃসিংহ, রাম এবং কৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ষাড়্গুণ্য বিদ্যমান আছে। যেমন প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের উৎপত্তি হইলেও সকল প্রদীপই সমান-ধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাম ও নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইলেও, এই তিনই ষাড়্গুণ্যের পরাবস্থাপন্ন।"১৬ ইতি।

নৃসিংহ।

তন্মধ্যে শ্রীনৃসিংহ।—"যিনি প্রহ্লাদের হৃদয়ে আনন্দঘনরূপে বিরাজমান, এবং ভক্তবৃন্দের অবিদ্যা-বিদারক, যাঁহার অঙ্গকান্তি শারদীয়চন্দ্রসদৃশ, সেই সিংহাস্য হরিকে বন্দনা করি।"১৭ "যাঁহার তুণ্ডাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করিতেছেন, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে লক্ষ্মী অবস্থিত এবং হৃদয়ে অত্যূর্জ্জিত সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি দেদীপ্যমানা, আমি সেই নৃসিংহ—

এতাদৃশ অজ্ঞতা ও মাৎসর্য্য-পরিপূরিত বাক্য তত্ত্বনির্ণায়ক হইতে পারে না॥ ১৫॥

ঐশ্বর্য্য (প্রভাবাতিশয়), বীর্য্য (মণি, মন্ত্র এবং মহৌষধের ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাব), যশঃ (সদ্গুণশালী বলিয়া বিখ্যাতি), শ্রী (সর্ব্ববিধসম্পত্তি), জ্ঞান (সর্ব্বজ্ঞতা), বৈরাগ্য (প্রপঞ্চে অনাসক্তি), এই ছয় গুণকে ষাড়্গুণ্য বলে। তিনেতেই সমভাবে ষাড়্গুণ্যের পরিপূর্ত্তি বলিলেও, উত্তরোত্তর ষাড়্গুণ্যপূর্ত্তির আধিক্য আছে। এক দীপ হইতে নানা দীপের উৎপত্তি হইলেও, যেমন মূল দীপের প্রাধান্য আছে; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবতারান্তরের অভিব্যক্তি হওয়ায়, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তার আধিক্য থাকিবে। বস্তুত সাধারণ প্রতীতি অনুসারে এই শ্লোক বলিয়াছেন॥ ১৬ ২৪॥

দেবকে ভজনা করি।"[১৮] "যাঁহার গম্ভীর গর্জনোদ্যম, বিধাতাকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, দেবর্ষি নারদ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সেই স্তম্ভপুত্র নৃসিংহদেবের অমর্ষ বর্ণন করিয়াছিলেন।"[১৯] যথা শ্রীসপ্তমে—"সেই নৃসিংহদেবের শটা দ্বারা আহত হইয়া জলদাবলী বিশীর্ণ, নেত্রজ্যোতির্দ্বারা গ্রহগণ হতপ্রভ, এবং নিশ্বাসবায়ু দ্বারা জলনিধিসমূহ বিক্ষোভিত হইয়াছিল। আর তাক্রোশ-শব্দ শ্রবণ করিয়া দিগ্‌গজগণ ভয়ে স্বস্ব দিক্ পরিত্যাগ করিয়াছিল।[২০] তাহার শটার আঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিমানাবলী আকাশমার্গকে সঙ্কুলিত করিয়াছিল। পাদাপীড়িত হইয়া পৃথিবী স্বস্থানভ্রষ্টা, বেগদ্বারা ভূধরগণ উৎপতিত এবং অঙ্গজ্যোতির্দ্বারা আকাশ ও দিক্‌সকল নিস্তেজ হইয়াছিল।"[২১] ইতি। "সিংহ যেমন অন্যের নিকট উগ্রমূর্ত্তি হইয়াও স্বীয় সন্তানগণের নিকট সর্ব্বদা অনুগ্র, তদ্রূপ এই নৃসিংহ অন্যের নিকট উগ্র হইয়াও স্বীয় ভক্তের নিকট সর্ব্বদাই অনুগ্র।"[২২] এই নৃসিংহদেবের পরমানন্দময় মহিমা নৃসিংহতাপনীগ্রন্থে সুব্যক্ত রহিয়াছে।[২৩] জনলোক এবং সর্ব্বোপরি বিরাজমান বিষ্ণুলোক অর্থাৎ পরব্যোম, এই নৃসিংহদেবের আবাসস্থান।[২৪]

রাঘবেন্দ্র।

শ্রীরাঘবেন্দ্র।—অশেষ মাধুর্য্য এবং সদ্‌গুণরাশির বহুলরূপে অভিব্যক্তি হওয়ায়, নৃসিংহদেব হইতে রঘুদেবে ষাড়্‌গুণ্যপূর্ত্তির আধিক্য আছে।[২৫] পাদ্মে—"যিনি মৃত্যুঞ্জয়ের শরাসন ভঞ্জন করিয়াছিলেন, এবং যিনি জানকী-হৃদয়ের আনন্দপ্রদ-চন্দন-স্বরূপ, সেই সর্ব্বেশ্বর রঘুনন্দনকে বন্দনা করি।"[২৬] রামার্চ্চনচন্দ্রিকাগ্রন্থে এই রঘুনাথের জন্মোৎসব বর্ণিত আছে।[২৭] যথা—

শ্রীরামের জন্মপত্রী।

"যৎকালে সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি, এই পাঁচ গ্রহ, স্ব স্ব উচ্চস্থানে অর্থাৎ মেষ, মকর, কর্কট, মীন এবং তুলার দশমাদি অংশে যথাক্রমে অবস্থিত; বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কটরাশিগত এবং সূর্য্য মেষরাশিগত হইয়াছিলেন, তৎকালে, যাঁহার বৈভব লোকাতীত, সেই অনির্ব্বচনীয় কোন মুখ্য তেজ, রাক্ষসকুলরূপ কাষ্ঠরাশিকে

নৃসিংহে প্রভাবাতিশয়ের এবং রঘুনাথে মাধুর্য্যাতিশয়ের আবিষ্কার হওয়ায়, নৃসিংহ হইতে শ্রীরামে ভগবত্তার আধিক্য আছে॥ ৫—২৭॥

দশমাদি অংশে—অর্থাৎ রাশিমাত্রকে ত্রিশ ভাগ করিয়া মেষের দশমাংশে সূর্য্য, মকরের

দগ্ধ করিবার জন্য, অতিপবিত্র অযোধ্যারূপ অরণি হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"২৮ একাদশে—"হে ধর্ম্মিষ্ঠ! যে চরণ, পিতা দশরথের আজ্ঞায়, অন্যের সুদুস্ত্যজ ও দেবগণেরও অভীপ্সিত রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, এবং প্রেয়সী সীতাদেবীর অভীষ্ট কনকমৃগে অনুধৃত হইয়াছিলেন, হে, পুরুষোত্তম! তোমার সেই চরণারবিন্দ বন্দনা করি।"২৯ শ্রীনবমে—"যিনি ব্রহ্মাদি-দেবগণের প্রার্থনায় লীলাময়ী তনু প্রপঞ্চ-গোচর করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার অধিক ও সমান নাই, সেই রঘুপতির, অস্ত্র দ্বারা রাক্ষসকুল-সংহার এবং সমুদ্রে সেতুবন্ধন, কীর্ত্তিমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আর শত্রু-বিনাশের নিমিত্ত বানরগণ কি সেই রঘুপতির সহায় হইতে পারে? অর্থাৎ সে কেবল তাঁহার বিনোদনমাত্র।৩০ মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ, পুণ্যশ্লোক-নরপতি-সভায়, অদ্যাপি যাঁহার দিগন্তব্যাপী এবং পাপঘ্ন যশোরাশি গান করিয়া থাকেন, আর ত্রিদিবপতি ও বসুধাধিপতিগণের কিরীট-সমূহ যাঁহার চরণারবিন্দযুগলের পরিচর্য্যা করে, আমি সেই রঘুপতির শরণ লইলাম।"৩১ ইতি। এই দুই শ্লোকের কারিকা।—তন্মধ্যে "আত্তলীলাতনোঃ" ইহার ব্যাখ্যা।—আত্ত—প্রকটিত, লীলাতনু—লীলাময়ী তনু; যিনি লীলাময়ী তনুকে প্রকটিত করিয়াছেন। "অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ"—সাম্য—সম (সম-শব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় দ্বারা সাম্যপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে), ধাম—স্বরূপ। যাঁহার ধাম অধিক এবং সম রহিত, অর্থাৎ কুত্রাপি যাঁহার অধিক এবং সমান নাই। ইহা দ্বারা যাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্বাধিক, ইহাই নিশ্চয় হইল।৩২ "নাকপাল" ইত্যাদির ব্যাখ্যা।—নাকপাল—ইন্দ্রাদিদেবতা। বসুপ—বসুধাধিপ।৩৩ বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৩৪ পদ্মপুরাণে রামকে নারায়ণ এবং লক্ষ্মণাদিকে যথাক্রমে শেষ, চক্র এবং শঙ্খ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।৩৫ এই রাঘবেন্দ্রের বসতিস্থান, মধ্যদেশস্থিত অযোধ্যাপুরী এবং মহাবৈকুণ্ঠলোক।৩৬

তৃতীয় অংশে মঙ্গল, কর্কটের অষ্টাবিংশ অংশে গুরু, মীনের সপ্তবিংশ অংশে শুক্র এবং তুলার বিংশ অংশে শনি থাকিলে॥ ২৮—৩৪॥

কোন কল্পে বাসুদেবাদি, কোন কল্পে বা নারায়ণাদি, রামাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এইরূপে উভয় শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার করিতে হইবে॥ ৩৫—৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। বিল্বমঙ্গলে—"পদ্মনাভের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বিবিধ অবতার থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণ ভিন্ন এমন কেহই বা আছেন, যিনি লতা পর্য্যন্তকেও প্রেম দান করিয়া থাকেন।"৩৭ পারমৈশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যামৃতের অলৌকিক সমুদ্র এই দেবকীনন্দনের পরিচয় অগ্রে প্রদান করিব।৩৮ ব্রজ, মধুপুর, দ্বারকা ও গোলোক, এই চারি স্থানে তাঁহার বাস, ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।৩৯

নৃসিংহ ও রাঘবেন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমতা নিবাসার্থ বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়া।

যদি বল, পূর্ব্বোক্ত বাক্য দ্বারা রাম ও নৃসিংহের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমতা হইয়া উঠিল। এই আশঙ্কা-পরিহারার্থ এই স্থানে বিষ্ণুপুরাণের প্রক্রিয়া দেখাই-তেছি।৪০ সেই বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ অংশে মৈত্রেয়-প্রশ্ন—"হিরণ্যকশিপুর এবং রাবণের দেহে বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইয়া, যে দৈত্য দেবগণেরও দুর্লভ ভোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই, সেই দৈত্য আবার শিশুপাল-দেহে কি করিয়া শাশ্বত শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিল?"৪১-৪২ শ্রীপরাশরের উত্তর—"অখিললোকের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের কর্ত্তা ভগবান্, দৈত্যেশ্বরের বধার্থ অলৌকিক শরীর গ্রহণপূর্ব্বক নৃসিংহমূর্ত্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তৎকালে হিরণ্যকশিপুর নৃসিংহদেবে 'ইনি বিষ্ণু' এই বুদ্ধি না হইয়া, কোন পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে হইয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকবশতঃ মৃত্যু-সময়ে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কেবল তাঁহার হস্তে বিনিপাতনফলে, রাবণ-দেহে ত্রৈলোক্য-সুদুর্লভ নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল।৪৩ এই হেতু সেই অনাদি-নিধন পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে, মনোবৃত্তির বিষয় করিতে না পারায়, তাহার মন তাঁহাতে বিলীন হইতে পারে নাই।৪৪ রাবণ-দেহে কামপরতন্ত্রতাহেতু জানকীতে আসক্তচিত্ত হইয়া, দাশরথিরূপে প্রকট ভগবানের রূপ দর্শনমাত্রই করিয়াছিল। কিন্তু মরণ-সময়ে শ্রীরামে বিষ্ণু-বুদ্ধি না হইয়া, তাহার অন্তঃকরণে কেবল মনুষ্যবুদ্ধিই উদিত হইয়াছিল। পুনর্ব্বার শ্রীরামহস্তে বিনিপাতমাত্রের ফলে শিশুপাল-দেহে অখিলভূমণ্ডলের শ্লাঘনীয় চেদিরাজবংশে জন্ম এবং অপ্রতিহত

নৃসিংহদেবে ঐশ্বর্য্যাধিক্য, শ্রীরামে মাধুর্য্যাধিক্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য তুল্যরূপে বিরাজমান, এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তার অতিশয় প্রকটিত আছে॥ ৩৮—৪৮॥

ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল।৪৫ কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণে বাসুদেবাদি সমস্ত ভগবন্নামের হেতু বিদ্যমান রহিয়াছিল, অর্থাৎ শিশুপাল সেই সকল নাম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে 'বিষ্ণু' বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল। বহুজন্ম পর্য্যন্ত ভগবানকে বিদ্বেষ করায়, তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অতএব অনবরত বৈরানুবন্ধবশতঃ নিন্দা-তর্জ্জনাদিতে সেই সকল ভগবন্নামের উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল বৈরের প্রভাবে অটন, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কোন অবস্থাতেই, প্রফুল্ল-পদ্মপত্র-সদৃশ অমল-লোচনযুগলে রমণীয়, সাতিশয় উজ্জ্বল পীতবসনবিশিষ্ট, দীপ্যমান কিরীট, কেয়ূর ও বলয় দ্বারা সুশোভিত, সুবলিত ও আয়ত চতুর্ভুজ-ভূষিত, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম দ্বারা অলঙ্কৃত, সেই ভগবদ্রূপ, কিছুতেই শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই।৪৬ অনন্তর আক্রোশাদিতে, সেই নামের উচ্চারণ এবং সেই রূপের ধ্যান করিতে করিতে, অন্তসময়ে দ্বেষাদি-জনিত অপরাধ ক্ষালিত করিয়া নিজ বিনাশের জন্য ভগবৎ-প্রক্ষিপ্ত সুদর্শন-চক্রের কিরণমালায় উজ্জ্বলীকৃত অক্ষয়-তেজোরূপ, পরব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল।৪৭ ভগবৎস্মরণপ্রভাবে যাহার সমস্ত কর্ম্মবন্ধ ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই শিশুপাল, তৎক্ষণাৎ ভগবৎপ্রেরিত সুদর্শন দ্বারা ব্যাপাদিত হইয়া, তৎসমীপে উপস্থান পূর্ব্বক তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল।৪৮ হে মৈত্রেয়! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সকল প্রশ্নের এই প্রত্যুত্তর দিলাম। বৈরানুবন্ধেও এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া যখন সুরাসুরের দুর্লভ ফল লাভ করিতে পারা যায়, তখন ভক্তিমানেরা যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি?"৪৯ ইতি। সেই দুই দৈত্য

বিষ্ণুপুরাণোক্ত শিশুপালাদি অসুর, ভগবৎপার্ষদ জয় বিজয় নহেন।

পূর্ব্বে ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয় ছিলেন, পরাশর এ কথা না বলিয়া, তাহাদিগের তিনবার জন্ম হইয়াছিল, এই মাত্রই বলিয়াছেন।৫০ অতএব সেই ভগবৎপার্ষদদ্বয় যে, সকল কল্পে অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, ইহা পরাশরের

নৃসিংহ এবং রামে তাদৃশী শক্তির অভিব্যক্তি ছিল না, যদ্দ্বারা নাম শুনিয়া সাধারণের তাঁহাতে বিষ্ণুবুদ্ধি এবং রূপ দর্শন করিয়া চিত্ত আবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশী মোক্ষজনিকা মনোরঞ্জনা শক্তির অভিব্যক্তি আছে, যাহাতে নামশ্রবণ ও রূপদর্শন মাত্রই তাঁহাতে চিত্তের আবেশ এবং মরণসময়ে দর্শনমাত্রই সাধারণের মুক্তি হইতে পারে॥ ৪৯॥ ৫০॥

অভিপ্রেত নহে। তাহা না হইলে, প্রতি কল্পেই ভগবৎপার্ষদের পতন হয়, এ কথা বড়ই অসঙ্গত।৫১ পরাশর, যে গদ্যদ্বারা মৈত্রেয়ঋষির প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে শ্লোক দ্বারা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।৫২ ভগবান্ যে অলৌকিক নৃসিংহ-রূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাতে হিরণ্য-কশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি হয় নাই, কিন্তু কোন পুণ্যরাশি-সমদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া নিশ্চয় হইয়াছিল। উদ্রিক্ত রজোগুণের প্রভাবে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় 'ইহা একটী তেজস্বী প্রাণী' এইরূপ ভাবনাবশত, অন্তসময়ে সেই রূপের চিন্তা করিতে পারে নাই। সুতরাং সেই রজোভাব-সংসর্গে কেবল নৃসিংহ-হস্তে মরণ জনিত, সর্ব্বোত্তম এবং সুদুর্লভ ভোগসম্পত্তি রাবণ-দেহে লাভ করিয়াছিল।৫৩—৫৫ বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় এবং অতিশয় বিদ্বেষের অভাব বশত, তাঁহাতে আবেশ-সন্ততি হইতে পারে নাই। বেণরাজ প্রভৃতির ন্যায় আবেশরহিত দ্বেষ কেবল নরকের কারণই হইয়া থাকে।৫৬ কিন্তু, রাবণ-দেহে তাদৃশ সম্পত্তি লাভ যে কেবল নৃসিংহদেবের হস্তে মরণের ফল, ভগবানের অসাধারণ গুণপরম্পরা স্মরণ করিয়া, ইহাই গদ্যস্থ 'এব'শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।৫৭ অত্যন্ত আবেশ না হইলে নিন্দাদিজনিত দোষরাশির শান্তি হইতে পারে না। দোষক্ষয় না হইলেও ভগবানের শুদ্ধস্বরূপ অনুভবের বিষয় হয় না।৫৮ অতএব পরব্রহ্ম ভগবান্ নৃসিংহদেব সম্মুখে প্রকট থাকিতেও, হিরণ্যকশিপু তাঁহাতে সাযুজ্য

বিষ্ণুপুরাণীয় গদ্যের ব্যাখ্যা।

ভগবানের যেমন সিসৃক্ষাবৃত্তি আছে, তেমন যুযুৎসাবৃত্তিও রহিয়াছে। ক্রীড়াকৌতুকী মহারাজ, প্রতিকূলভাবাপন্ন ক্রীড়কের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন; যৎকালে ক্রীড়কেরা উপস্থিত না থাকেন, তৎকালে স্বীয় পার্ষদবৃন্দকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া, তাঁহাদিগের সহিতই ক্রীড়াকৌতুক সম্পাদন করেন, এবং তাঁহারাও প্রতিকূলভাবাবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিয়া মহারাজের সন্তোষবিধান করেন। তদ্রূপ যখন ভগবানে যুযুৎসাবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন তিনি প্রতিকূলভাবাপন্ন যোগ্যবল জীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া, কৌতুক নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু, যৎকালে তাদৃশ যোগ্যবল জীব উপস্থিত না থাকেন, তৎকালে স্বীয় পার্ষদবৃন্দকে প্রতিকূলভাবাবিষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধলীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন, আর পার্ষদেরাও প্রতিকূলভাবাবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভুর সন্তোষ সম্পাদন করেন। অতএব বলিলেন, প্রতিকল্পে ভগবৎপার্ষদের পতন অসঙ্গত হয়। বিষ্ণুপুরাণে সাধারণকল্পের লীলা-কথা, এবং শ্রীমদ্ভাগবতে কল্প-বিশেষের কথা বর্ণিত হইয়াছে॥ ৫১—৭৮॥

লাভ করিতে পারে নাই।৫৮ রাবণ হইয়াও তাহার চিত্ত মহাকামার্ত্ত হওয়ায়, মরণ-সময়েও শ্রীরামে, তাহার হিরণ্যকশিপুর ন্যায় মনুষ্য-বুদ্ধি ছিল।৫৯ এই হেতু সেই দৈত্য, শিশুপাল হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বোত্তম ভোগ-সম্পত্তি লাভ করে।৬০ রমাপতি বিষ্ণুতে বাসুদেবাদি-নাম-প্রবৃত্তির যে সকল কারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণেও সেই সকল নামের কারণ বা প্রবৃত্তির হেতু বিদ্যমান ছিল। সেই নাম-যোগহেতু সে তৎকালে 'আমার পূর্ব্বজন্মদ্বয়ে হন্তা এই শ্রীকৃষ্ণ' ইহাই নিশ্চয় করিয়া, সাতিশয় দ্বেষ জনিত আবেশ-বশত নিরন্তর নিন্দা-তর্জনাদিতে সেই সকল নাম কীর্ত্তন করিত।৬১—৬২ আর তাদৃশ চতুর্ভুজাদি রূপ দর্শনেও 'বিষ্ণু' বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায়, নামের ন্যায় পরমাবিষ্ট হইয়া, সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই সেই রূপও সে চিন্তা করিত। তাহাতে দ্বেষ-জনিত পাপরাশি ভস্মীভূত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত সুদর্শনচক্র-প্রভাবে তাহার দৈত্যভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। সুতরাং তৎকালে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া সে অত্যুজ্জ্বল নরাকৃতি পরব্রহ্ম দর্শন করে।৬৩ আর তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুদর্শন দ্বারা দৈত্য-দেহ নিপাতিত হইলে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।৬৪ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষজনিত অত্যাবেশবশত শিশুপাল তাহাতে সাযুজ্য লাভ করিয়াছিল, এই কথা বলিয়াও, এই শ্রীকৃষ্ণে বাল্যলীলাচ্ছলে পূতনাদির মোক্ষ এবং অবতারান্তরে ঐশিক চেষ্টাতেও কালনেমি প্রভৃতির মোক্ষাভাব আলোচনা করিয়া, পরাশর পুনর্ব্বার "অয়ং হি ভগবান্" ইত্যাদি পদ্য কীর্ত্তন করিলেন।৬৫ পদ্যস্থ 'হি'শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি। যে হেতু এই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বিদ্বেষ্টার চিত্তও শীঘ্র আকর্ষণ করেন; সেই হেতু 'দ্বেষাদিতেও কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিলে যে উত্তমগতি প্রদান করেন,' ইত্যাদি মাহাত্ম্য তাঁহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।৬৬ এইরূপ নিরপেক্ষভাবে পদ্যের অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে অবগত হইয়া, সেই অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই কৈমুত্য-ন্যায়ে ভজনীয়রূপে ঈপ্সিত হইতেছেন।৬৭

শ্রীকৃষ্ণে নিখিল ভগবন্নামের প্রবৃত্তির কারণ।

নারায়ণের ভিন্ন ভিন্ন নামের শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্তি

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে 'দৈত্যারি' প্রভৃতি নামাবলীর প্রবৃত্তির হেতু শ্রবণ কর।৬৮ যে সকল নাম যে কারণে নারায়ণে প্রবৃত্ত, তন্মধ্যে কতিপয় নাম সেই কারণে এবং কতিপয় নাম অন্য কারণে শ্রীকৃষ্ণে

হেতুসাম্যে প্রবৃত্ত নাম।

প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।৬৯ দৈত্যারি, পুণ্ডরীকাক্ষ, শার্ঙ্গী, গরুড়বাহন, পীতাম্বর, চক্রপাণি, শ্রীবৎসাঙ্ক এবং চতুর্ভুজ প্রভৃতি নামসকল তুল্য কারণে নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।৭০ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র বলিয়া 'বাসুদেব' এবং মধুবংশে জাত বলিয়া 'মাধব' নামে অভিহিত হন।৭১ শ্রীহরিবংশেও—

হেতু ভেদে প্রবৃত্ত নাম।

"যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদরে দামবন্ধন করায়, সেই নামেই ব্রজে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'দামোদর' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"৭২ সেই হরিবংশেই—"শকটের নিম্নবর্ত্তী লঘুপর্য্যঙ্কে শয়িত শ্রীকৃষ্ণ সেই শকটের অধোভাগে শয়ন করিয়াই, যে ধাত্রী-বেশ ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বিষাক্ত স্তন অর্পণ করিতেছিল, সেই মহাকায়া ও মহাবলা, নীচাশয়া ও ভয়ঙ্করী, শকুনী-রূপা রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়াছিলেন।৭৩ তৎকালে ব্রজবাসিগণ মৃতা রাক্ষসীকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,-'এই শ্রীকৃষ্ণ আবার জন্মগ্রহণ করিলেন'। এই নিমিত্ত তিনি 'অধোক্ষজ' নামে অভিহিত হইয়াছেন।"৭৪ ইতি। 'এই শ্রীকৃষ্ণ আবার যেন শকটের অধঃস্থিত অক্ষে জন্মগ্রহণ করিলেন, এই হেতু তাঁহাকে অধোক্ষজ বলে,' টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।৭৫ সেই হরিবংশেই ইন্দ্রের উক্তি।—"আমি দেবগণের ইন্দ্র, আর তুমি গো-গণের ইন্দ্র, হইলে, এই নিমিত্ত ভূমণ্ডলে সকল লোক তোমাকে 'গোবিন্দ' বলিয়া চিরকাল কীর্ত্তন করিবে।"৭৬ সেই হরিবংশেই (ইন্দ্রের উক্তি)—"হে কৃষ্ণ! গো-গণ যেমন তোমাকে আমার উপরিভাগে ইন্দ্ররূপে স্থাপিত করিলেন, তেমনই স্বর্গে দেবগণ তোমাকে 'উপেন্দ্র' বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন।"৭৭ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"হে জনার্দ্দন! দুরাত্মা কেশিদানবকে বধ করায়, তুমি লোকে 'কেশব' নামে অভিহিত হইবে।"৭৮ ইতি। ইত্যাদি নামসকল হেতুভেদে এই শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু নারায়ণে এই সকল নামের প্রবৃত্তির পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত আছে।৭৯

নিমিত্ত-ভেদে বাসুদেবাদি নামের শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্তি দেখাইলেন। নারায়ণে এই সকল নামের প্রবৃত্তির কারণ পৃথক্। যথা—বাসু—সর্ব্ববিধ প্রাণী, তাহাতে যিনি অন্তর্যামি-রূপে অবস্থিত, তিনি 'বাসুদেব'। মা—লক্ষ্মী, ধব—পতি, যিনি লক্ষ্মীর পতি, তিনি 'মাধব'। দাম—কাঞ্চী, তদ্দারা যাঁহার উদর অর্থাৎ মধ্যদেশ শোভিত, তিনি 'দামোদর'। অধঃ—নিম্ন, অক্ষজ—ইন্দ্রিয়সুখ; যিনি ইন্দ্রিয়সুখকে অধঃ করিয়াছেন, তিনি 'অধোক্ষজ'। গো—বেদ-

গীতাবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণুপুরাণোক্ত হতারি-গতি-দায়কত্বের সমর্থন।

বিদ্বেষ্টা অসুরগণ, কৃষ্ণকে না পাইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন অবতার হইতে, মুক্তিলাভ করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ (অগ্রে গীতাপদ্যোক্ত) 'এব'কারদ্বয়ে এই কথাই বলিয়াছেন।৮০ তথাহি শ্রীগীতাশাস্ত্রে—"সেই বিদ্বেষ্টা, ক্রূর ও অমঙ্গলস্বরূপ নরাধমদিগকে আমি নিরন্তর আসুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি।৮১ হে কৌন্তেয়! সেই সকল মূঢ় জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করিয়া, আমাকে না পাইয়াই, অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"৮২ ইতি। আমার শত্রুগণ কৃষ্ণরূপী আমাকে যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত অধম যোনি লাভ করিয়া থাকে, এই অর্থই (গীতা-শ্লোকে) সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।৮৩

অতএব নৃসিংহ, রাম এবং কৃষ্ণ এই তিনের মধ্যে এই শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে কি-ই বা বিস্ময় হইতে পারে? যে হেতু তাদৃশ অর্থাৎ হতারিগতিদায়কত্ব স্বভাব অন্যাবতারে পরিদৃষ্ট হয় না।৮৪ অতএব স্বায়ম্ভুবাগমে অর্থাৎ শিবাগমে চতুর্দশাক্ষর মন্ত্রের বিধানস্থলে রাম ও নৃসিংহাদি এই শ্রীকৃষ্ণের আবরণরূপে পূজ্য হইয়াছেন।৮৫

ভগবৎস্বরূপমাত্রেরই পূর্ণতা।

এই স্থানে এতাদৃশ আপত্তি উদ্ভাবিত হইতে পারে যে, মহাবরাহপুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়—"সেই পরমাত্মা হরির সর্ব্ববিধ দেহই নিত্য এবং সর্ব্ববিধ দেহই জগতে পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে; ঐ সকল দেহ হানোপাদান-শূন্য, সুতরাং কখনই প্রকৃতির কার্য্য নহে। সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ব্ববিধ গুণে যুক্ত এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জিত।" ইতি। আবার নারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন—"বৈদূর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীলপীতাদিচ্ছবি ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবান্

লক্ষণা বাণী, বিদ-ধাতুর অর্থ লাভ, বেদ দ্বারা যাঁহার লাভ হয়, তিনি 'গোবিন্দ'। উপ—হীন, ইন্দ্র—দেবরাজ, যিনি দেবরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি 'উপেন্দ্র'। ক—ব্রহ্মা, ঈশ—রুদ্র, বেঞ্ ধাতুর অর্থ তন্তুবিস্তার, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মা ও রুদ্রকে পরিচালিত করেন, তিনি 'কেশব'॥ ৭৯॥ ৮০॥

'আসুরীষ্বেব', 'মামপ্রাপ্যৈব' এই দুই 'এব'কার দ্বারা আপনা ভিন্ন অন্যাবতারে হতারি-গতিদায়কত্ব স্বভাব প্রকট হয় না, ইহাই ব্যক্ত করিলেন॥ ৮১—৮৫॥

অচ্যুত উপাসনাভেদে স্ব-স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।” ইতি। অতএব কি নিমিত্ত সেই সকল অবতারের তারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন ?৮৬

তবে অংশত্ব ও অংশিত্ব কেন ?

উক্ত আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, সর্ব্বেশ্বরতা-হেতু সকল অবতার পরিপূর্ণ হইলেও, সেই সকল অবতারে সমস্ত শক্তির অভিব্যক্তি হয় নাই।৮৭ যাঁহাতে সর্ব্বদা শক্তির অল্প পরিমাণে প্রকাশ হয়, তাঁহাকে ‘অংশ’ এবং যাঁহাতে স্বেচ্ছাক্রমেই নানা-প্রকার শক্তির প্রকাশ হয়, তাঁহাকে ‘পূর্ণ’ অর্থাৎ ‘অংশী’ বলে।৮৮ ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা, এবং তেজঃ প্রভৃতি গুণকে, ‘শক্তি’ বলে।৮৯ শক্তির অভি-ব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিই তারতম্যের কারণ।৯০ গ্রামনগরাদি-দাহে, দীপ এবং অগ্নিপুঞ্জের শক্তি সমান হইলেও, অগ্নিপুঞ্জ হইতেই শীতাদির আর্ত্তিনাশজনিত সুখাতিশয় হইয়া থাকে।৯১ এইরূপেই গুণাদির আবিষ্কারানুসারে, ভক্তাদির সংসার-নাশজনিত যথাযোগ্য সুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে।৯২

একই স্বরূপে একত্ব ও পৃথক্ত্ব, অংশত্ব ও অংশিতা।

আরও—অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির প্রভাবে, সেই একই পুরুষোত্তমে একত্ব ও পৃথক্ত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব, ইহার কিছুই অসম্ভাবিত হয় না।৯৩ তন্মধ্যে একত্ব-সত্ত্বেও পৃথক্-প্রকাশিতা, যথা শ্রীদশমে (নারদের উক্তি)—“বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শ-সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।”৯৪ ইতি। পৃথক্ত্বেও একরূপতাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে—“সেই নির্গুণ, নির্দ্দোষ, আদিকর্ত্তা, পুরুষোত্তম, দেব হরি, বহুরূপ হইয়া পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন।”৯৫ ইতি। একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—“তুমি বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি, অতএব সাধকগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া, তোমার পূজা করিয়া থাকেন।”৯৬ ইতি।

ঈশ্বরে দেহদেহীর ভেদ না থাকায়, এস্থানে দেহরূপেই নির্দ্দেশ করিলেন। যদি সকল অবতারই সর্ব্বগুণে পূর্ণ হইলেন, তবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে কেমন করিয়া শ্রেষ্ঠ বলিতেছ ? ইহাই এস্থানে পূর্ব্বপক্ষ॥ ৮৬—৯৩॥

একই শরীরে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এই শরীর সৌভরি প্রভৃতির ন্যায় কায়ব্যূহ নহে॥ ৯৪॥

“বহুরূপ হইয়াও একরূপ” এই কথা দ্বারায়, অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যে তাঁহার পৃথক্প্রকা-শিতাসত্ত্বেও একরূপতা সংঘটিত হয়, তাহাই প্রতিপন্ন হইল॥ ৯৫—১০০॥

ভগবান্ পরস্পরবিরুদ্ধ বিবিধ অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয়।

আর কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন—"যিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন। এই সকল গুণ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত।৯৭

ভগবান্ বিরুদ্ধশক্তির আশ্রয় বলিয়া যে অনিত্যত্বাদি দোষেরও আশ্রয়, তাহা নহে।

তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষের আহরণ হইতেই পারে না। অথচ ঐ সকল গুণ কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সর্ব্বতো-ভাবে সংগৃহীত হইবে।"৯৮ ইতি।

ষষ্ঠস্কন্ধীয় গদ্য দ্বারা ভগবানের পরস্পরবিরুদ্ধ অচিন্ত্য শক্তির সমর্থন।

শ্রীষষ্ঠস্কন্ধীয় গদ্যেও পরস্পরবিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হইয়াছে, যথা—"হে ভগবন্! তোমার বিহারযোগ বা ক্রীড়াসম্বন্ধ দুর্ব্বোধের ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য-কারণ-ভাব তোমাতে দেখা যায় না; যেহেতু তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীর-চেষ্টা-রহিত ও স্বয়ং অগুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, স্ব-স্বরূপ দ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর, অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই।৯৯ হে প্রভো! তুমি কি প্রাকৃত ব্যক্তি দেবদত্তের ন্যায় এই সংসারে দেবাসুর-সংগ্রামরূপ গুণবিসর্গমধ্যে পতিত হইয়া পরাধীনতাবশত আত্মীয়কৃত সুখদুঃখাদি-ফল নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক? অথবা আত্মারাম এবং উপশমশীল রূপে থাকিয়াই অপ্রচ্যুত-চিচ্ছক্তি-প্রভাবে উদাসীন অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর? ইহা আমরা জানি না।১০০ যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, যাঁহার গুণপরম্পরা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসনকর্ত্তা, যাঁহার মাহাত্ম্য কাহারই বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না, এবং বস্তুস্বরূপাসংস্পর্শী বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্কজালে আচ্ছাদিত শাস্ত্র দ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাদিগণের বিবাদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেই অচিন্ত্য-শক্তিশালী তোমাতে উক্ত উভয়ই অবিরুদ্ধ। সমস্ত মায়িকসংসারাতীত কেবল (বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানময়) তোমাতে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অথবা সগুণ ও নির্গুণ, এই দুইটি যে তোমার দুইটি ভিন্ন স্বরূপ, তাহা নহে; ভাবনাভেদে তোমার একই স্বরূপের

দুইপ্রকার প্রতীতি মাত্র। তবে যাহাদিগের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের বুদ্ধি, সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আভাসিত করিয়া থাক।"১০১ ইতি। এই স্থানে কারিকা।—শরীরের চেষ্টা, ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ড-চক্রাদি সহায় ব্যতীত, বিকারশূন্য তোমার কর্ম্ম অতিশয় দুর্গম।১০২ গুণবিসর্গ-শব্দ দ্বারা দেবাসুরের যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে। তাহাতে, পতিত—আসক্ত, ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা বলে। যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার পারবশ্য কৃপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না)।১০৩ তুমি সেই হেতু, স্বকৃত—আত্মীয়কৃত অর্থাৎ আপন দেবগণকর্ত্তৃক অর্জ্জিত, সুখ-দুঃখাদিরূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর?।১০৪ অথবা আত্মারামতা প্রযুক্ত তাহাতে একেবারে উদাসীনতা অবলম্বন কর?—ইহা আমরা জানি না। কিন্তু (বিরুদ্ধ-গুণশালী) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে।১০৫ 'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয়, এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি বিশেষণপঞ্চক তাহাতে হেতু।১০৬ তন্মধ্যে 'ভগবৎ'শব্দ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা সদ্গুণশালিতা এবং 'কেবল' পদদ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে।১০৭ ব্রহ্মত্বহেতু সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, 'ভগবতি' ইত্যাদি গুণদ্বয় দ্বারা ভক্তপক্ষপাতিতার সম্ভাবনা আছে।১০৮ যদি বল, একই স্বরূপের যুগপৎ দ্বিরূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন, "অর্ব্বাচীন" ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহারা বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর—অগোচর।১০৯ অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও, তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ যেরূপ ভক্তিহীন বাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপই চিন্তাতীত। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ-কার্য্যসমূহের আশ্রয় হইতে দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্ত্য।১১০ ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"অচিন্ত্য বিষয় একমাত্র শব্দ-প্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।" আর স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—"অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই।" প্রাকৃত মণি-মহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।১১১

তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অনবগাহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।১১২ অজ্ঞান এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না।১১৩ যেহেতু 'উপপ্লুত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে, 'ভগবতি' ইত্যাদি যড়্বিধ-বিশেষণ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য নিষ্ফল হইয়া উঠে।১১৪ অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা, বিশ্বপালকত্ব এবং তাহাতে ঔদাসীন্য, এই দুই বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশত সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের মতি নানাভাবে ভাবিত, সুতরাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তুমিও তাহাদিগের মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক।১১৫ যদি বল, কেবল-জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানা-ধর্ম্মাশ্রয় বস্তুকে ভগবান্ বলায়, তাহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে? এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য বলিয়াছেন, "স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ"। এতদ্দ্বারা কখনই তাঁহার স্বরূপের দ্বৈত বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে।১১৬

ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব দুইটি পৃথক্ স্বরূপ নহে, একই স্বরূপের দুইটি পৃথক্ ধর্ম্মমাত্র।

অতএব তাঁহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ-প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে; ইহা তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে।১১৭ তৃতীয়স্কন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে।—"নিরীহের কর্ম্ম, অজের জন্ম, কালস্বরূপের শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মারামের ষোড়শসহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।"১১৮ ইতি। সেই সকল কর্ম্মাদি অবাস্তব না হইলে কখনই তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। তাঁহার যেমন যেমন ইচ্ছা উদ্ভাবিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেই রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।১১৯ এই প্রকার প্রাসঙ্গিক বিষয় সমাধান করিয়া, এক্ষণে প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপতা নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভগবানে বিরুদ্ধশক্তিমত্তার অন্য এক প্রকারে সমর্থন।

'শ্রীকৃষ্ণ কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন, কারণ তিনি ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর অবতার' এই রূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন।

যদি বল, যিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ী, আর যিনি অন্তর্যামী পুরুষ গর্ভোদশায়ী, ইঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রতিপন্ন হইতেছে না? ।১২০ তথাহি শ্রীপ্রথমে—"ভগবান্ পরব্যোম-নাথ সর্ব্বাবতারের পূর্ব্বে মহদাদি-তত্ত্ব দ্বারা বিশ্ব রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া, পুরুষাকার রূপেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।"এই রূপ, সম্যক্ সত্তা এবং ষোড়শশক্তিযুক্ত।১২১ ওই পরব্যোমনাথ, দ্বিতীয়পুরুষ প্রদ্যুম্নের রূপে গর্ভোদকে শয়ান হইয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে, তাঁহার নাভি-হ্রদস্থ পদ্মে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতির গুরু ব্রহ্মা জন্মিয়াছিলেন।১২২ এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার পাদাদি-অবয়বের সন্নিবেশসাদৃশ্যে পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই ভগবানের রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং উর্জ্জিত অর্থাৎ মায়াধ্বংসক।১২৩ মনীষিগণ, জ্ঞাননেত্র দ্বারা সেই রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। উহা অসংখ্য চরণ, উরু, বাহু, বদন, মূর্দ্ধা, শ্রবণ, অক্ষি, নাসা, মৌলি, বসন এবং কুণ্ডল দ্বারা অদ্ভুতরূপে শোভমান।১২৪ এই পুরুষরূপ, নানাবিধ অবতারের প্রবেশ ও নির্গমস্থান এবং ক্ষয়-বিনাশশূন্য। যাঁহার অংশের অংশ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ দেব, তির্য্যক্ এবং নরাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন।"১২৫ ইতি। এই সকল শ্লোকের কারিকা।—আদিতে—সর্ব্বাবতারের পূর্ব্বে, ভগবান্ পুরুষোত্তম, মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা চতুর্দ্দশভুবনের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, পৌরুষ—পুরুষাকার, অথবা পুরুষাভিধ, রূপ—আনন্দ-চিন্মূর্ত্তি, গ্রহণ—প্রাদুর্ভাব, করিয়াছিলেন।১২৬ সম্ভূত-শব্দের অর্থ সম্যক্ সত্য, অথবা জগতের সিসৃক্ষাযুক্ত। ষোড়শ কলা যাঁহাতে বিদ্যমান আছে, তাঁহার নাম 'ষোড়শকল'।১২৭ বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রদর্শনানুসারে সেই ষোড়শ কলাকে 'শক্তি'

ষোড়শ শক্তি।

বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এবং ইহা ভক্তিবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থেরও সম্মত।১২৮ "শ্রী, ভূ, কীর্ত্তি, ইলা, লীলা, কান্তি ও বিদ্যা এই সাত এবং বিমলাদি অর্থাৎ বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা ঈশানা ও অনুগ্রহা, এই নব, এই মুখ্যা ষোড়শ শক্তি।"১২৯ ইতি। পূর্ব্বে এই পৌরুষরূপ ত্রিবিধরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মহৎস্রষ্টৃ-রূপ বলিয়া, অণ্ডস্থ অর্থাৎ গর্ভোদশয়-রূপ বলিতেছেন।১৩০

যিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ব্ভোদকে শয়ান হইলে, যাঁহার নাভিহ্রদস্থ পদ্মে ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন, ইহাতে সুস্পষ্টই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ পুরুষরূপের কথা বলা হইয়াছে।১৩১ যাঁহার নাভিহ্রদস্থ পদ্মের, অবয়ব—কর্ণিকাদি, সংস্থান—বিন্যাসবিশেষ, তদ্দ্বারা, লোকের—সমস্ত জগতের, বিস্তার—বিততি, কল্পিত হইয়াছে।১৩২ তিনি যে রূপ প্রকটন করিয়া শয়ন করেন, তাহা শুদ্ধসত্ত্ব এবং উর্জ্জিত।১৩৩ "পশ্যন্তি" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা সেই রূপকেই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এই রূপ, নানাবিধ অবতারের উদ্গম-স্থান।১৩৪ যথা একাদশে—"আদিদেব পরব্যোমনাথ, যৎকালে প্রথম পুরুষরূপে, উৎপাদিত পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে দ্বিতীয়-পুরুষরূপে প্রবেশ করেন, তৎকালে 'পুরুষ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"১৩৫ এই শ্লোকের সার্দ্ধকারিকা।—এই শ্লোকে, নারায়ণ—পরব্যোমনাথ, আত্মা দ্বারা—পুরুষরূপ দ্বারা,—প্রথম পুরুষরূপ দ্বারা, সৃষ্ট পঞ্চভূতের সাহায্যে, বিরাট্তনুর সৃষ্টি করিয়া, স্বাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয়-পুরুষরূপে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া 'পুরুষ' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।১৩৬ যদি বল, ইহাদ্বারা প্রস্তুত অর্থাৎ 'সেই দুই পুরুষ অপেক্ষা কৃষ্ণের আধিক্য নাই' এই প্রস্তাবিত বিষয়ের কি উপযোগিতা হইল? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন।—গর্ব্ভোদশায়ীর বিলাস যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, তিনি লোকপদ্মে প্রবেশপূর্ব্বক 'বিষ্ণু' এই নামে অভিহিত হইয়া, ক্ষীরাব্ধিতে শয়ন করিতেছেন।১৩৭ এই বিষ্ণুই দেবাদি স্থাবরপর্য্যন্ত প্রাণিবর্গের হৃদয়ে অন্তর্যামী হইয়া নানারূপের ন্যায় অবস্থিত আছেন।১৩৮ সাত্বততন্ত্রে 'তৃতীয়-পুরুষ সর্ব্বভূতস্থ' বলিয়া বিষ্ণুর যে রূপের উল্লেখ আছে, তাহা এই গর্ব্ভোদশায়ী বিষ্ণুর বিলাসমূর্ত্তি।১৩৯ অতএব দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া যে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন, তিনিই অবতীর্ণ হইয়া 'কৃষ্ণ' এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত।১৪০ অনন্তর শ্রীদশমে সেই দেবগণের প্রতি যেরূপ আকাশবাণী হইয়াছিল, তদনুসারে তোমাদিগের এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতেছি।১৪১ যথা—"পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ বসুদেবগৃহে প্রাদুর্ভাব করিবেন, তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনার্থ দেবস্ত্রীসকল জন্মগ্রহণ করুন।"১৪২ ইতি এই

'উক্ত গর্ভোদশায়ীর বিলাস ক্ষীরাব্ধিপতির অবতার শ্রীকৃষ্ণ,' এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ।

উক্ত পূর্ব্বপক্ষসমূহের উত্তরপক্ষ।

শ্লোকের কারিকা।—পর শব্দটী পুরুষের এবং সাক্ষাৎ-শব্দটী ভগবানের বিশেষণ থাকায়, মহৎস্রষ্টা পুরুষ যে এই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ইহা স্থিরীকৃত হইল।১৪৩ এই সিদ্ধান্তে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদেরও সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায়। যে হেতু "অংশ-ভাগেন" এই পদের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে, যৎকর্ত্তৃক অংশদ্বারা মায়ার ভাগ হইয়াছে। ভাগ—ভজন। এই ব্যাখ্যা দ্বারা পুরুষ যে, শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ইহা নিশ্চয় করিয়া, স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা স্থাপন করিয়াছেন।১৪৪ আরও বলি, সেই দশমেই দেবকীকৃত-স্তবে নিরূপিত হইয়াছে,১৪৫ যথা—"যে তোমার অংশের অংশ ও তদংশভাগ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, হে বিশ্বাত্মন্! অদ্য আমি সেই তোমার শরণাগত হইলাম।"১৪৬ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—যাঁহার অংশ পুরুষ, তদংশ প্রকৃতি, তদংশ গুণসমূহ, তাহার ভাগ অর্থাৎ পরমাণ্বাদি দ্বারা, এই বিশ্বের উদ্ভবাদি হইয়া থাকে।১৪৭ আরও সেই দশমেই—"হে প্রভো! তুমি নারায়ণ নও। হে অধীশ! যে হেতু তুমি সর্ব্ববিধ প্রাণীর আত্মা, এবং অখিললোকের সাক্ষী, অতএব নর-ভূ অর্থাৎ পরমাত্মোৎপন্ন-জল অর্থাৎ কারণার্ণব ও গর্ভোদককে আশ্রয় করিয়া যিনি নারায়ণ-নামা, তিনি তোমার অংশ। সেই পুরুষনারায়ণত্ব পরমার্থসত্য, মায়িক অর্থাৎ অনিত্য নহে।"১৪৮ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—"জগত্রয়ান্তোদধি-সংপ্লবোদে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বারা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া, অনন্তর যাহাতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যাপ্ত, তাদৃশ অদ্ভুত পরমৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, অপরাধীর ন্যায় বলিলেন, তুমি নারায়ণ নও।১৪৯ হে অধীশ!—ঈশগণ—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরাশিস্থিত অন্তর্যামিপুরুষসকল, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও তুমি অধিক, অতএব তুমি অধীশ। হি—যেহেতু, সর্ব্বদেহীর—বৈকুণ্ঠস্থ জীবের সহিত সমষ্টির, তুমি প্রকাশক; সেই অখিললোকের স্বয়ং সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টাও তুমি।১৫০ অতএব নর-ভূ জলকে আশ্রয় করিয়া যিনি নারায়ণ-নামে অভিহিত, তিনি তোমার, অঙ্গ—অংশ। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তি-বৈভবে পরিপূর্ণ তোমার ঐশ্বর্য্য চতুষ্পাদ, পুরুষনারায়ণের মায়াশক্তি-বৈভবরূপ ঐশ্বর্য্য একপাদ।১৫১ তুমি গীতাতে বলিয়াছ, 'আমি একাংশদ্বারা এই সকলকে ধারণ করিয়া আছি', তোমার এই অংশত্ব সত্য, বিরাট্‌রূপের ন্যায় মায়িক নহে।১৫২ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়—"যাঁহার এক-নিশ্বাসকাল অবলম্বন করিয়া, লোমকূপসম্ভূত

জগদণ্ডনাথ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র স্বীয় স্বীয় অধিকারে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ, আমি সেই গোবিন্দকে ভজনা করি।"১৫৩ ইতি। অতএব পুরুষ যদি এই কৃষ্ণের অংশ হইলেন, তবে সেই পুরুষের বিলাস ক্ষীরাব্ধি-নায়ক সুতরাং কৃষ্ণের অংশ।১৫৪

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাব্ধিপতির কেশের অবতার, এতাদৃশ মতের স্থাপন ও খণ্ডন।

যদি বল, যিনি যদুকুলে অবতীর্ণ, দ্বিতীয়স্কন্ধে বিধাতা তাঁহাকে কি নিমিত্ত 'সিতকৃষ্ণকেশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন?১৫৫ তথাহি—"যাঁহার পদবী লোক-গোচর হয় না, অসুরসেনা দ্বারা নিপীড়িতা পৃথিবীর ক্লেশবিনাশার্থ, সেই 'সিতকৃষ্ণকেশ' অংশরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, অসাধারণ মহত্ত্ব-সম্ভূত কার্য্য করিবেন।"১৫৬ ইতি। এই আশঙ্কা-পরিহারার্থ বলিতেছেন, ওহে! তুমি এরূপ বলিতে পারিতেছ না; এই শ্লোকের অর্থ করি, শ্রবণ কর। 'কলা দ্বারা—শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধি দ্বারা, সিত—বদ্ধ, হইয়াছে, কৃষ্ণ—অতি-শ্যাম, কেশ, যৎকর্ত্তৃক তিনি' এই রূপ সমাস। ইহা দ্বারা তাঁহার বৈদগ্ধীবিশেষের উৎকর্ষ কথিত হইল।১৫৭ অথবা যিনি, কলা দ্বারা—অংশ দ্বারা, সিতকৃষ্ণকেশ, অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ-কেশকলাপে সুশোভিত ক্ষীরাব্ধিপতি যাঁহার অংশে আবির্ভূত, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।১৫৮ আরও বলি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন, প্রলয়াব্ধিস্থিত এই পুরুষ তোমার পিতা অনিরুদ্ধ।১৫৯ সেই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্রের প্রশ্ন—"আপনি কল্পান্তে পুনঃপুনঃ বালকরূপে যাঁহাকে দর্শন করিলেন, অথচ চিনিতে পারিলেন না, তিনি কে? ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার অতীব কৌতূহল হইতেছে।"১৬০ মার্কণ্ডেয়ের উত্তর—"আমি বারংবার ওই জগৎপতি দেবকে দেখিয়াছি, কিন্তু পুনঃপুনঃ দর্শনেও, প্রলয়সময়ে তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া, তাঁহাকে জানিতে পারি নাই।১৬১ প্রলয়ান্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে জানিলাম, সেই জগৎপতি, তোমার পিতা অনিরুদ্ধ।"১৬২ ইতি। ইহার কারিকা।—অন্যথা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার হইলে, মুনিবর বলিতেন যে, তিনি তোমার প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণ। (কারণ বজ্রের পিতা অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পিতা প্রদ্যুম্ন, আর প্রদ্যুম্নের পিতা শ্রীকৃষ্ণ। তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণ বজ্রের প্রপিতামহ হইলেন।)১৬৩ অতএব কেশাবতার বলিয়া যে ভ্রম ছিল, তাহা সুদূরপরাহত হইল।১৬৪

'শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমপতি নারায়ণের প্রথমব্যূহ বাসুদেবের অবতার,' এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন।

যদি বল, পুরুষাদি অপেক্ষা সেই অঘনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা হউক। কিন্তু যিনি বাসুদেব, তিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-নিষেবিত, ত্রিপাদবিভূতি পরব্যোমে ও পাদ বিভূতি জগতে নানা রূপের ন্যায় অবস্থিত, আর উদীয়মান পরার্দ্ধ বালমার্ত্তণ্ড অপেক্ষাও তাঁহার দ্যুতি সুমধুর। তিনি কোন স্থানে নবঘনশ্যাম, কোন স্থানে বা বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণ। তিনি মহা-বৈকুণ্ঠনাথের বিলাস বলিয়া বিশ্রুত, তিনি সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং তিনি বল, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবান্বিত।১৬৫ পরব্যোমনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ' নামে বিখ্যাত ব্যূহ-চতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব আদিব্যূহ এবং চিত্তে উপাস্য, যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বের অধিষ্ঠান।১৬৬ শ্রীসঙ্কর্ষণ

দ্বিতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ।

ইঁহারই স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস। সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয়-ব্যূহ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ বলিয়া 'জীব'ও বলিয়া থাকে।১৬৭ অসংখ্য শারদীয় পূর্ণশশধরের শুভ্র কিরণ অপেক্ষাও তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর, তিনি অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য। তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান করিয়াছেন, এবং তিনি স্মরারাতি রুদ্র ও অধর্ম্ম, অহিকুল, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্যামী থাকিয়া জগতের সংহারকার্য্য সম্পাদন করেন।১৬৮ সেই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি তৃতীয়-ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিতত্ত্বে

তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন।

এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃতবর্ষে গুণগান করিতে করিতে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। কোন স্থানে দাহোত্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, কোন স্থানে বা নবীন-নীল-জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বীয় স্রষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা, নিখিল প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্যামী হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন।১৬৯ চতুর্থ-ব্যূহ অনিরুদ্ধ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মন-

চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ।

স্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্যামী হইয়া জগতীয় পালন করেন।১৭০

চতুর্ব্যূহের অধিষ্ঠাতৃত্ব-সম্বন্ধে মতভেদ।

মোক্ষধর্ম্মে, প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।১৭১ পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন অহঙ্কারের এবং অনিরুদ্ধ মনের অধিদেবতা ; ইহা সর্ব্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত।১৭২

চতুর্ব্যূহের স্থান।

পরব্যোমের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে।১৭৩ আর পাদবিভূতিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চমধ্যে ক্রমে চারি স্থানে এই বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি বাস করিতেছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন, এবং শুদ্ধজলনিধির উত্তরতীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্তশয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন।১৭৪ কোন

নব-ব্যূহ।

সাত্বততন্ত্রে নববিধ ব্যূহ কীর্ত্তিত আছেন। বাসুদেবাদি চারি অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং নারায়ণাদি পাঁচ অর্থাৎ নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ, ও ব্রহ্মা, এই নব ব্যূহ। তন্মধ্যে ব্রহ্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (৯ পৃষ্ঠা দেখ) শ্রীহরি অর্থাৎ ঈশ্বরকোটি-পরিগণিত বুঝিতে হইবে।১৭৫ এই নব-ব্যূহের মধ্যে বাসুদেবাদি ব্যূহ-চতুষ্টয় সর্ব্বাতিশয়ী, সকলেই চতুর্ভুজ এবং নিরবধি-পরমৈশ্বর্য্য-নিষেবিত।১৭৬ তন্মধ্যে বাসুদেব পূর্ণানন্দস্বরূপ, এবং ঐশ্বর্য্যাদিতে পরব্যোম-

নব ব্যূহের মধ্যে বাসুদেব।

নাথের সদৃশ। যেহেতু তিনি তাঁহার সমস্ত আদি-পার্ষদবর্গের মধ্যে মুখ্য।১৭৭ বোধ করি, সেই বাসুদেবই কৃষ্ণ-নামে অভিহিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেহেতু সকল পুরাণ এবং ইতিহাসাদিতে শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব-নামে বিখ্যাত।১৭৮

'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের অবতার' এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবাবতারত্ব আশঙ্কা করিয়া, পরিহার করিতেছেন।—তোমার এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত হয় না ; ইহার সমাধান করিতেছি, শ্রবণ কর। আদিব্যূহ বাসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে।১৭৯ তথাচ শ্রীপ্রথমে—"এই সকল অবতারের মধ্যে কেহ বা গর্ব্ভোদশায়ীর অংশ, কেহ বা কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ সকলের

মূলতত্ত্ব।"১৮০ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—পুন্নামার—পুরুষের, অর্থাৎ গর্ভোদশায়ীর, এই—বরাহ-মৎস্যাদি, অংশ—অবতার, আর কুমারাদি কলা। তু—ভিন্নোপক্রম, অর্থাৎ পৃথক্ বাক্যের আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ পুরুষোত্তম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ মূলতত্ত্ব। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবাবতারত্বের নিরাস করা হইল।১৮১ শ্রীদশমেও এইরূপ বলিয়াছেন—"যিনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, ভক্তের ইচ্ছানুযায়িনী যাঁহার ইচ্ছা, যিনি কখনই ভূতময় হন না, শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সেই সাক্ষাৎ ভগবান্। তোমার মহিমা, আমি ব্রহ্মা ও যখন একাগ্রচিত্তদ্বারা জানিতে পারিলাম না; তখন দেববপুঃ বাসুদেব হইতেও তোমার মাহাত্ম্য অতিশায়ী। অতএব আত্মসুখানুভূতিরূপ ব্রহ্ম হইতেও যে তোমার মহিমা অধিক, এ কথা আর কি বলিব।"১৮২ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—যাঁহার বপু বা বিগ্রহ নিজ নামে 'দেব' এই শব্দে খ্যাত,—দেব—বাসুদেব, বলিয়া, যাঁহার বপু বিখ্যাত, সেই ব্যূহসকলের প্রথম যে বাসুদেব, তিনিই দেববপু। তাঁহা হইতেও, সাক্ষাৎ বিদ্যমান তোমার, মহি—মাহাত্ম্য, ক—বিধাতা অর্থাৎ আমি, জানিবার নিমিত্ত অক্ষম। আত্মসুখানুভূতি হইতে—ব্রহ্ম হইতে, যে, তোমার মহিমা অধিক, এ কথা আর কি বলিব।১৮৩ এই শ্লোকের এইপ্রকার অর্থ কৈমুত্যন্যায় দ্বারা লব্ধ হইয়াছে।১৮৪ কৈমুত্যন্যায় ন্যূনে এবং অধিকে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ন্যূনে কৈমুত্যন্যায় যথা।—শতকোটি সূর্য্য অপেক্ষাও তেজস্বী যে কৌস্তভ-মণি, তাহা যে প্রদীপ হইতেও দীপ্তিমান্, এ কথা আর কি বলিব।১৮৫ অধিকে কৈমুত্যন্যায় যথা।—যে অন্ধকার একটী প্রদীপকেও পরাভব করিতে পারে না, সে যে, সূর্য্যকোটিসদৃশ কৌস্তভমণিকে অভিভব করিতে অক্ষম, এ কথা আর কি বলিব।১৮৬ অতএব এই শ্লোকে, ন্যূন হইতেও ন্যূনে কৈমুত্যন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে।১৮৭ মদনুগ্রহ—আমাতেই যাঁহার অনুগ্রহ হইয়াছে, যেহেতু অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য দেখাইয়া, যিনি আমাকেই প্রচুর অনুগ্রহ করিয়াছেন।১৮৮ স্বেচ্ছাময়—

এই সকল অবতার দ্বিতীয়পুরুষের অংশ-কলা, এই কথা বলায়, অবতারমধ্যে কথিত শ্রীকৃষ্ণেরও পুরুষাবতারত্বের আশঙ্কা হওয়ায়, পুনর্ব্বার পৃথক্ বাক্যদ্বারা বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্'। 'ভগবান্' এই পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতারত্বের নিরাস, এবং 'স্বয়ং' এই পদ দ্বারা তাঁহার পরব্যোমনাথাদি ভগবদ্রূপেরও মূলতত্ত্বতা সমর্থন করিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্যোমনাথের বিলাসমূর্ত্তি বাসুদেবের অবতার, ইহা কখনই সম্ভাবিত হয় না॥ ১৮১—১৯০॥

যিনি ভক্তবর্গের সর্ব্বাভীষ্ট দানের নিমিত্ত স্বেচ্ছাময়।। ভূতময় নহে—ইহা দ্বারা পুরুষত্ব (কারণার্ণবশায়িতা) নিরস্ত হইল, অর্থাৎ তিনি কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণের অবতার নহেন। যেহেতু এই পুরুষ (সঙ্কর্ষণ), ভূতগণের অর্থাৎ সর্ব্ববিধ জীবের পরমাশ্রয়।১৮৯ আন্তর—নিরুদ্ধ, মন, ইহাদ্বারা মনের একাগ্রতা বলা হইল। পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ দ্বারা মহিমা জানিবার সম্ভাবনা থাকিলেও ব্রহ্মা বলিলেন, আমি জানিতে পারিলাম না,—এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হইল।১৯০ ব্রহ্মা জানিয়াই বাসুদেব এবং ব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সাতিশয় অধিকরূপে সমর্থন করিলেন।১৯১

বাসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণদেবতা।

অতএব স্বায়ম্ভুবাগমে চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান-বিধানস্থলে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের আবরণ-দেবতারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।১৯২ ক্রমদীপিকাতেও অষ্টাক্ষর মন্ত্রের পদ্ধতিতে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহকে গোকুলনাথের আবরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।১৯৩

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার সমাধান।

যদি বল, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে কেন শ্রেষ্ঠ বলিলে? যেহেতু ব্রহ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐক্যই প্রসিদ্ধ আছে।১৯৪ সকল শাস্ত্র এক ভগবান্‌কেই পুরুষ, পরমাত্মা, ব্রহ্ম এবং জ্ঞান ইত্যাদি বহুরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন।১৯৫ তথাচ স্কন্দপুরাণে—"একই ভগবান্‌কে, অষ্টাঙ্গ যোগীরা পরমাত্মা, ঔপনিষদেরা ব্রহ্ম, এবং জ্ঞানযোগীরা জ্ঞান বলিয়া অবধারণ করেন।"১৯৬ শ্রীপ্রথমস্কন্ধেও বলিয়াছেন—"তত্ত্ববেত্তারা এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।"১৯৭ ইতি। এই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন।—তুমি সত্যই বলিয়াছ, কিন্তু তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর; যথা—"বহুগুণাশ্রয় এক ক্ষীরাদি দ্রব্য যেমন চক্ষুরাদি পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা নানারূপে পরিগৃহীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ উপা-

---

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা বাসুদেবের মহিমা অধিক, তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অধিক, ইহাই ব্রহ্মস্তুতিশ্লোকদ্বারা সমর্থিত হইল॥ ১৯১—১৯৬॥

স্কন্দপুরাণ ভগবদাদি বস্তুকে জ্ঞান, এবং প্রথমস্কন্ধ জ্ঞানকে ভগবদাদি বস্তু বলায়, বস্তুগত কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, ইহাই প্রতিপক্ষের অভিপ্রায়॥ ১৯৭—২২॥

সনাভেদে নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।"১৯৯ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—এক ভগবানে বহুবিধ স্বরূপের বিদ্যমানতা থাকিলেও, উপাসনানুসারে সেই সেই উপাসকে তদুপযোগী স্বরূপেরই প্রকাশ হইয়া থাকে।২০০ যেমন রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ নয়নদ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর ইত্যাদিরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ উপাসনাভেদে বহুপ্রকারে প্রতীত হইয়া থাকেন।২০১—২০২ যেমন দুগ্ধাদির মাধুর্য্য, এক রসনাই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে; আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদির মধ্যে স্বীয় স্বীয় বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয়স্থানীয় অন্যান্য উপাসনাবর্গ কেবল স্বস্বোপযোগী সেই সেই স্বরূপের গ্রহণ করিতে সমর্থ, চিত্তস্থানীয় ভক্তি কিন্তু তত্তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই গ্রহণ করিতে পারেন।২০৩—২০৪ এইরূপ প্রধান প্রধান শাস্ত্রে, ব্রহ্ম হইতে মাধুর্য্যাদি গুণের আধিক্যবশত, শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে।২০৫ তথাচ শ্রীদশমে—"হে বিভো! যদ্যপি অগুণ এবং সগুণ দুই-ই তুমি, তথাপি অন্যথারূপে না হইলেও, বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা নির্বিকার, নীরূপ বিজ্ঞানবস্তুরূপে এবং অনন্যবোধ্যরূপে অগুণ ব্রহ্মের মহিমা বরং বোধগোচর হইতে পারে,২০৬ কিন্তু এই বিশ্বের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ সগুণ তোমার গুণাবলী গণনা করিতে কাহারা সমর্থ হয়? যাহারা অতীব নিপুণ, তাহারা যদি দীর্ঘকালে পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা এবং সূর্য্যাদির কিরণপরমাণুও গণনা করিতে পারে, তথাপি সগুণ তোমার গুণ সংখ্যা করিতে পারে না।"২০৭ ইতি।

ভগবদ্গুণ অপ্রাকৃত।

যদি বল গুণমাত্রই প্রকৃতিকার্য্য, অতএব মরীচিকাসদৃশ, তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?২০৮ তুমি এ কথা বলিতে পারিতেছ না। ভগবানের

জ্ঞানযোগদ্বারা ভগবৎস্বরূপের নির্বিশেষাকারে অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ হয়, আর ভক্তিযোগদ্বারা বিচিত্র-অনন্ত-স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট ভগবদ্রূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং স্বরূপশক্তির বৈচিত্রী হেতু ব্রহ্ম অপেক্ষা ভগবানের উৎকর্ষ সাধিত হইল॥ ২০৩—২০৬॥

এই শ্লোক দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মে কোনরূপ গুণের আবিষ্কার নাই, এবং শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত গুণের অভিব্যক্তি আছে, ইহাই সমর্থন করিলেন॥ ২০৭॥ ২০৮॥

গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না। তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই সুখস্বরূপ।২০৯ তথাচ ব্রহ্মতর্কে—"ভগবান হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্। অতএব বিষ্ণু এবং মুক্ত-জীবের গুণ, কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।"২১০ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসর্গ নাই; সেই পরমশুদ্ধ আদিপুরুষ হরি প্রসন্নতা বিস্তার করুন।"২১১ তথাচ সেই বিষ্ণুপুরাণেই—"হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ ব্যতীত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, এবং তেজঃ, ইহারা ভগবৎ-শব্দের অভিধেয়।"২১২ পদ্মপুরাণেও—"পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে।"২১৩ শ্রীপ্রথমেও—"হে ধর্ম্ম! যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণপরম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি, যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহত্ত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেই সকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।"২১৪ ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরিমিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দঘনবিগ্রহ।২১৫

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃতগুণবিশিষ্ট ও সূর্য্যতুল্য, আর ব্রহ্ম নির্ধর্মক ও কৃষ্ণসূর্য্যের প্রভাতুল্য।

নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ এবং অমূর্ত্ত ব্রহ্ম, সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।২১৬ গীতাতে সেইরূপ বলিয়াছেন—"হে পার্থ! যে সাধক অব্যভিচারি-ভক্তিযোগ দ্বারা আমার সেবা করেন, তিনি প্রাকৃতগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হন।২১৭ নিরাকার ব্রহ্ম (চৈতন্যরাশি), অব্যয় অমৃত (নিত্যমুক্তি), নিত্যধর্ম্ম (শ্রবণাদি ভক্তিযোগ) এবং ঐকান্তিক সুখ (প্রেমভক্তি), এই সকলের আমিই পরমাশ্রয়।"২১৮ ইতি। এই দুই শ্লোকের কারিকা।—সেই সাধক ব্রহ্মে ভাব অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হইয়া, তত্রস্থ লীলাবিগ্রহ আশ্রয় করিয়া, আনন্দঘনমূর্ত্তি আমাকে প্রেমভক্তি দ্বারা ভজনা করেন; ব্যাখ্যেয় শ্লোকের ইহাই অভিপ্রায়।২১৯ যেহেতু প্রেমসেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তির ফল। কেবল-ব্রহ্মভাব কিন্তু বিদ্বেষ-

যেমন আকাশ স্বরূপত নির্ম্মল হইলেও তাহাতে মিথ্যাভূত নীলিমার আরোপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বস্তুত নির্গুণব্রহ্মেও প্রাকৃত গুণপরম্পরার আরোপ করা হয়॥ ২০৯॥

গুণাতীত বস্তুতে প্রকৃতিগুণের সংসর্গ কখনই হইতে পারে না॥ ২১০—২৮৯॥

দ্বারাও লাভ হইতে পারে।২২০ যদি বল, তুমি যদুকুলসম্ভূত, তোমাকে ভজনা করিলে কিপ্রকারে ব্রহ্মভাব সম্পন্ন হইতে পারে ? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত, "ব্রহ্মণো হি" এই শ্লোক বলিলেন। হি—যেহেতু, অহং—তোমার সম্মুখস্থিত আনন্দপূর্ণ চিদ্ঘনবিগ্রহ আমি, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের, প্রতিষ্ঠা—পরমাশ্রয় ; ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ সূর্য্য যেমন কিরণরাশির আশ্রয়, তদ্রূপ চিদ্ঘনবিগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পরমাশ্রয়।২২১ অব্যয় অমৃত—নিত্যমুক্তি। শাশ্বতধর্ম্ম—ভগবদ্ধর্ম্ম। ঐকান্তিক সুখ—প্রেমভক্তিরসোৎসব, যে প্রেমভক্তিরসোৎসব মোক্ষসুখেরও তিরস্কার করিয়া থাকে।২২২—২২৩ ব্রহ্মসংহিতায় আরও বলিয়াছেন—"অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ-বসুধাদি-বিভূতি দ্বারা ভিন্ন যে নিষ্কল, অনন্ত এবং অশেষস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি প্রভাযুক্ত যাঁহার প্রভা, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।"২২৪ ইতি। এই শ্লোকের দুইটী কারিকা।—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে বসুধাদি-বিভূতি দ্বারা যিনি, ভিন্ন—ভেদপ্রাপ্ত, এবং যিনি নিষ্কলাদিস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম সদাপ্রভাবযুক্ত যে গোবিন্দের প্রভা, আমি সেই গোবিন্দকে ভজনা করি ; ইহাই শ্লোকের সুস্পষ্ট অর্থ।২২৫

'শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমপতি নারায়ণের বিলাস' রামানুজীয়গণের এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন।

যদি বল, হে কৃষ্ণপারম্যবাদিন্ ! তোমার অভিপ্রায় আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি ; তুমি বলিতেছ, পরব্যোমনাথের অবতার শ্রীকৃষ্ণ।২২৬ জন্মাদিলীলা প্রকটন-হেতু অবতার বলিয়া কথিত হইলেও, অন্যাবতার অর্থাৎ রাম-নৃসিংহ হইতেও উৎকর্ষবাহুল্য থাকায়, শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমনাথের বিলাসমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন।২২৭ যাঁহার সমান এবং অধিক বৈভব অন্যের নাই, সেই পরব্যোমনাথের উৎকর্ষ শ্রুতি, স্মৃতি এবং মহাতন্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রাহ্মকল্পে (যে কল্পে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে) তিনি ব্রহ্মাকে মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থিত স্ব-স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।২২৮ তথাহি শ্রীদ্বিতীয়স্কন্ধে—"ভগবান্ পরব্যোমনাথ ব্রহ্মকর্তৃক আরাধিত হইয়া, তাঁহাকে পরব্যোম-নামক স্বীয় লোক দেখাইয়াছিলেন। যাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ

বৈকুণ্ঠধামের নিত্যতা।

নাই। যাহা হইতে সংক্লেশ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ), বিমোহ (অবিবেক), এবং সাধ্বস (পতনভয়) ব্যপগত হইয়াছে।

যাঁহারা ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষগণ, যাহার স্তুতি করিয়া থাকেন।২২৯ যে লোকে রজঃ, তমঃ ও তাহাদিগের সহচর প্রাকৃত-সত্ত্ব এবং কালবিক্রম নাই। যেখানে মায়া নাই, অতএব অপর অর্থাৎ মায়াকার্য্য মহদাদিতত্ত্বও নাই, ইহা আর কি বলিব। যেখানে সুরাসুরগণের সুপূজিত হরির পার্ষদগণ বিরাজমান রহিয়াছেন।২৩০ তাঁহারা সমুজ্জ্বল ও শ্যামকান্তি, তাঁহাদের নয়নযুগল পদ্মপলাশসদৃশ, বস্ত্রযুগল পীতবর্ণ এবং অঙ্গ সুকুমার। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ ও পরমরমণীয়। তাঁহাদিগের নিষ্কাদি-আভরণ প্রভাশালী উৎকৃষ্ট মণিসমূহে খচিত। প্রবাল, বৈদূর্য্যমণি (নীলপীতচ্ছবি মণি) ও মৃণালের ন্যায় তাঁহাদের অঙ্গকান্তি। তাঁহারা চাকচিক্যশালী কুণ্ডল ও মৌলিমালায় বিভূষিত এবং অতিতেজস্বী।২৩১ ওই লোক চতুর্দ্দিকে মহাত্মগণের দীপ্তিশালী ও শোভমান বিমানসমূহে বিরাজিত। আকাশ যেমন সবিদ্যুৎ মেঘমালায় শোভমান হয়, তদ্রূপ ঐ লোক, বরতরুণীর অঙ্গকান্তি দ্বারা বিরোচমান হইতেছে।২৩২ ঐ লোকে সম্পত্তিরূপা শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ বিভূতি দ্বারা শ্রীহরির চরণসেবা, এবং দোলায় উপবেশন পূর্ব্বক গ্রীষ্মাদি ঋতুগণে মিলিত বসন্তঋতুকর্ত্তৃক গীয়মানা হইয়া, স্বয়ং প্রিয়তম হরির লীলা গান করিতেছেন।২৩৩ ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠলোকে নিখিলভক্তের স্বামী, শ্রীপতি, যজ্ঞফলদাতা, জগৎপালনকর্ত্তা এবং সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি নিজ পার্ষদপ্রবরকর্ত্তৃক পরিষেবিত প্রভু হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন। যিনি ভক্তের প্রতি সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন, যিনি সৌন্দর্য্য দ্বারা নিখিল-নেত্রের উন্মাদকর, যাঁহার বদন সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন ও সস্মিত, নয়ন অরুণবর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুচতুষ্টয় সুবলিত, পরিধান পীতাম্বর, এবং বক্ষঃস্থল শ্রীচিহ্নে চিহ্নিত। যিনি চতুষ্টয়, ষোড়শ এবং পঞ্চ (হ্লাদিনী, কীর্ত্তি, করুণা ও তুষ্টি এই চতুষ্টয়, পূর্ব্বোক্ত শ্রীপ্রভৃতি সপ্ত ও বিমলাদি নব এই ষোড়শ, এবং সাংখ্য, যোগ, তপঃ, বৈরাগ্য ও ভক্তি এই পঞ্চ) শক্তি দ্বারা পরিবৃত ও সর্ব্বারাধ্য আসনে বিরাজমান এবং অন্যত্র অস্থায়ী স্বীয় ভগ-(ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-) বিশিষ্ট হইয়া যে ঈশ্বর স্বীয় ধামে নিরত।"২৩৪ ইতি। এই শ্লোকসকলের কারিকা।—যৎ—যাহা অপেক্ষা, পর—উৎকৃষ্ট, অন্য পদ কুত্রাপি নাই। সংক্লেশ—অবিদ্যাদি পঞ্চ, বিমোহ—নির্বিবেকতা, সাধ্বস—পতন হইতে ভয়, এই সকল সংক্লেশাদি যে লোকে নাই, ব্রহ্মা তাহাকে দর্শন করেন। স্বদৃষ্ট—

আত্মার অর্থাৎ হরির সাক্ষাৎকার, তদ্‌বিশিষ্ট জনকর্ত্তৃক যে লোক, ঈড়িত—স্তুত।২৩৫ যে লোকে রজঃ ও তমোগুণ নাই, তাহাদিগের সহচর সত্ত্বগুণও নাই। ইহা দ্বারা, বৈকুণ্ঠে যে প্রাকৃত গুণ নাই, ইহাই প্রদর্শিত হইল। কাল-বিক্রম—সর্ব্ববিধ্বংসকারিতা, যে লোকে নাই। সর্ব্ববিধ অনর্থের হেতু যে মায়া, তাহা যে লোকে নাই, অতএব, অপর—মহদাদিবিকার, যে সেখানে নাই, তাহা আর কি বলিব। ইহা দ্বারা বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যসিদ্ধতা প্রতি-পাদিত হইল।২৩৬ যে স্থানে হরির শ্যাম, অরুণ, হরিৎ এবং শুক্লবর্ণ পার্ষদগণ, শ্যামাদিবর্ণ পরমেশ্বরকে উপাসনা করিয়া তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের শ্যামাদিকান্তিও অনাদিসিদ্ধ।২৩৭ যে লোকে লক্ষ্মীর অংশসম্ভবা সম্পদ্‌রূপিণী শ্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিবিধ বিভূতি দ্বারা হরির মান—সেবা, রচনা করিতেছেন। কুসুমাকর—ঋতুরাজ বসন্ত। গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতুগণে পরিবৃত সেই বসন্তকর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রীয়মানা হইয়াও যে শ্রী স্বয়ং কেবল প্রিয়তম হরির গুণই গান করিতেছেন। এ স্থানে শতৃ-প্রত্যয়ান্ত 'গায়তী' পদ দ্বারা তিঙন্ত ক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে।২৩৮ সেই লোকে ব্রহ্মা যে পরমে-শ্বরকে দেখিয়াছিলেন, তিনি কি প্রকার? দৃগাসব—সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি সান্দ্রানন্দ দ্বারা জনগণের চক্ষুঃ অতিশয় মাতাইয়া তোলেন বলিয়া, সেই হরি আসব (মধুস্থানীয়)।২৩৯ পীতাংশুক-পদ দ্বারা হরির শ্যামবর্ণতা ব্যঞ্জিত হইল।২৪০ অধ্যর্হণীয়-শব্দ দ্বারা শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডোক্ত 'মহাযোগপীঠ' কথিত হইয়াছে, এবং এই গ্রন্থে পরেও তাহা বলা হইবে।২৪১ হ্লাদিনী, কীর্ত্তি, করুণা এবং তুষ্টি এই চারি শক্তি; আর ষোড়শশক্তি এই গ্রন্থে পূর্ব্বেই (৪৮ পৃ০) প্রদর্শিত হইয়াছে।২৪২ বিদ্যা-শক্তির পঞ্চপর্ব্ব সাংখ্য প্রভৃতি পাঁচটি 'পঞ্চ শক্তি'।২৪৩ সেই সাংখ্যাদি পঞ্চ, পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন—"সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ এবং হরিভক্তি, ইহাকে পঞ্চপর্ব্বা বিদ্যা বলে, যে বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানিজন হরির সহিত সম্মিলিত হয়েন।"২৪৪ ইতি। সেই যোগপীঠ এই পঞ্চবিংশতি শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত। ভগ—ঐশ্বর্য্যাদি, স্ব—অসাধারণ, অর্থাৎ তাদৃশ অসাধারণ ভগবিশিষ্ট। অন্যত্র বিরিঞ্চ্যাদিতে, অধ্রুব—অস্থির এবং ক্লিশ; অর্থাৎ যে ঐশ্বর্য্যাদি বিরিঞ্চ্যাদিতে অস্থির এবং কৃশরূপে অবস্থিত।

চারি ও ষোড়শ শক্তি।

পঞ্চশক্তি।

স্বধামে—বৈকুণ্ঠে, রমমাণ—সর্ব্বদা রতিবিধানকর্ত্তা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে সর্ব্বদা নিরত। কিংবা, স্বধাম—স্বরূপভূতশক্তি শ্রী, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি শ্রীতে সর্ব্বদা নিরত।২৪৫ তথা চ ভার্গবতন্ত্রে—"শক্তি এবং শক্তিমানের কোন প্রকারেই ভেদ নাই। শক্তি অভিন্না হইলেও 'স্বেচ্ছা' প্রভৃতি-শব্দ দ্বারাও কথিত হইয়া থাকেন।"২৪৬ ইতি। কিন্তু

শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই।

পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় মহাবৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠপতি, বৈকুণ্ঠমহিষী ও বৈকুণ্ঠপরিকর বর্গের বর্ণনা।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—"প্রধান এবং পরব্যোমের অন্তরালবর্ত্তিনী বিরজা-নাম্নী নদী। এই শুভদায়িনী নদী তত্রস্থ মূর্ত্তিমান্ বেদগণের অঙ্গস্বেদজনিত জলরাশি দ্বারা প্রবাহিত।২৪৭ এই বিরজানদীর পারে পরব্যোমে, ত্রিপাদবিভূতিযুক্ত, সনাতন, অমৃত (অতিশয় মধুর), শাশ্বত (নবায়মান), নিত্য (জন্মানন্তরাস্তিত্বরহিত), অনন্ত (বৃদ্ধিরহিত), শুদ্ধ বা অপ্রাকৃত সত্ত্বময়, দিব্য (লোকাতীত), অক্ষর (অপক্ষয়শূন্য), ব্রহ্মের পদ (উপলব্ধিস্থান), অনেককোটি সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজোময়, অব্যয়, সর্ব্ববেদময়, শুভ্র (নির্ম্মল অর্থাৎ উপাধিশূন্য), চতুর্বিধপ্রলয়রহিত, অসংখ্য (পরিমাণাতীত), অজর (বিপরিণামরহিত), সত্য (বাধরহিত), জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় রহিত, হিরণ্ময় (চিদ্ঘন), মোক্ষস্থান, ব্রহ্মানন্দসুখাত্মক, সাম্য ও আধিক্য রহিত, আদ্যন্তরহিত (জন্মনাশশূন্য), শুভ, প্রভাদ্বারা অতীব অদ্ভুত, মনোহর এবং নিত্যই নবনবায়মান আনন্দের সাগর, ইত্যাদি গুণযুক্ত সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক।২৪৮ সূর্য্য, চন্দ্র ও অনলের আলোক উহাকে প্রকাশ করে না। যে স্থানে গমন করিলে আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই বিষ্ণুর পরম ধাম।২৪৯ শাশ্বত, নিত্য এবং অচ্যুত, বিষ্ণুর সেই পরমধাম, শতকোটি কল্পেও কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না।"২৫০ সেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই অগ্রে বলিয়াছেন—"যাঁহারা লক্ষ্মীপতির পদারবিন্দে একমাত্র ভক্তিরসানুভব দ্বারা বিবর্দ্ধিত, সেই ভগবৎ-পাদসেবায় নিরত মহাভাগ মহাত্মগণ, বিষ্ণুর সেই প্রেমসুখদায়ক পরমধামে গমন করিয়া থাকেন। উহা নানাবিধ জনপদে সমাকীর্ণ, এবং প্রাকার, বিমান ও রত্নময় সৌধমালায় পরিবৃত।২৫১ ঐ লোকমধ্যে মণি, কাঞ্চন ও বিচিত্রচিত্র যুক্ত প্রাকার, চতুর্দ্বার এবং পুরদ্বারে পরিবৃত অযোধ্যা-নাম্নী অপূর্ব্ব পুরী বিদ্যমান

আছে।২৫২ ঐ নগরী চণ্ডাদি দ্বারপাল, এবং কুমুদাদি দিক্‌পতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। উহাঁর পূর্ব্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্র, পশ্চিমদ্বারে জয় ও বিজয় এবং উত্তরদ্বারে ধাতা ও বিধাতা দ্বারপাল।২৫৩ হে শুভাননে! ঐ পুরীর পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, এই অষ্টজন দিক্‌পতি।২৫৪ ঐ নগরী কোটিবৈশ্বানরসদৃশ গৃহপরম্পরায় আবৃত এবং আরূঢ়-যৌবন অপূর্ব্ব নিত্য নরনারীগণে পরিবৃত।২৫৫ উহার মধ্যভাগে মণিময়প্রাকারসংযুক্ত, শ্রেষ্ঠ তোরণসমূহে সুশোভিত, বিবিধ বিমান, অনুত্তম গৃহ ও প্রাসাদমালায় পরিবৃত এবং দিব্য অপ্সরা ও স্ত্রীগণে সর্ব্বতঃ-সমলঙ্কৃত হরির মনোহর অন্তঃপুর বিরাজমান।২৫৬ এই অন্তঃপুরমধ্যে সহস্র সহস্র মাণিক্যস্তম্ভযুক্ত, নিত্যমুক্ত জনগণে সমাকীর্ণ, সামগান দ্বারা সুশোভিত এবং বিবিধমহোৎসবান্বিত, পরমসুন্দর রত্নময় রাজোচিত মণ্ডপ বিরাজমান আছে।২৫৭ এই মণ্ডপমধ্যে সর্ব্ববেদময় রমণীয় নির্ম্মল সিংহাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ বেদময় নিত্য-বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক, পাদপীঠরূপে অবস্থিত হইয়া সেই সিংহাসন ধারণ করিয়া আছেন।"২৫৮ সেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই—"এই সিংহাসনের মধ্যভাগে বহ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, কূর্ম্ম, নাগরাজ, বিনতানন্দন বেদময় গরুড়, সমস্ত ছন্দ এবং সর্ব্ববিধ মন্ত্র পীঠরূপে অবস্থিত আছেন। ঐ যোগপীঠ সর্ব্বাধার ও দিব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।২৫৯ 'হে শুভদর্শনে পার্ব্বতি! সেই যোগপীঠের মধ্যে নবোদিতসূর্য্য-সদৃশ অষ্টদল পদ্ম আছে,—সেই পদ্মমধ্যস্থিত গায়ত্রীস্বরূপা কর্ণিকাতে, দেবারাধ্য পরমপুরুষ নারায়ণ, লক্ষ্মীর সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন।২৬০ তিনি ইন্দীবরদলশ্যাম; তাঁহার অঙ্গপ্রভা কোটিসূর্য্যতুল্য; তিনি নিত্যযৌবনশালী ও ক্রীড়াপরায়ণ; তাঁহার অঙ্গ স্নিগ্ধ এবং অবয়ব সুকোমল।২৬১ তাঁহার সুকোমল করপদ্ম ও ও চরণপদ্ম বিকসিত-রক্তপদ্ম-সদৃশ, নয়নযুগল প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকতুল্য, এবং ভ্রূলতা-যুগল অতীব সুরম্য।২৬২ তাঁহার নাসা, কপোল ও মুখকমল উপমারহিত, দন্ত-পংক্তি মুক্তাফলসদৃশ, এবং সুস্মিত ওষ্ঠাধর প্রবালতুল্য।২৬৩ তাঁহার সুস্মিত মুখপঙ্কজ পূর্ণসুধাকরসদৃশ, এবং কর্ণালম্বি-কুণ্ডলযুগল নবোদিত-দিনকরতুল্য।২৬৪ তাঁহার নীলবর্ণ কেশকলাপ সুস্নিগ্ধ ও কুটিল, আর সেই কেশকলাপ কবরী-বদ্ধ হইয়া পারিজাত ও মন্দার কুসুমে শোভমান হইতেছে।২৬৫ তাঁহার কণ্ঠস্থ

কৌস্তুভমণি প্রাতঃকালীন দিনমণিসদৃশ এবং কম্বুগ্রীবা মুক্তাহার ও স্বর্ণমালায় অলঙ্কৃত।২৬৬ তাঁহার উন্নত অংসচতুষ্টয় সিংহস্কন্ধসদৃশ, বাহুচতুষ্টয় পীন, সুবলিত ও আয়ত এবং তিনি অঙ্গুরীয়, কেয়ূর ও বলয়দ্বারা সুশোভিত।২৬৭ তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কোটি-কোটি-নবসূর্য্যসদৃশ কৌস্তুভমণি প্রভৃতি ভূষণ ও বনমালায় বিভূষিত।২৬৮ বিধাতার জন্মস্থান নাভিপঙ্কজদ্বারা তিনি শোভা পাইতেছেন, এবং তিনি নবোদিত-সূর্য্যসদৃশ সুস্নিগ্ধ পীতবসন পরিধান করিয়া আছেন।২৬৯ তাঁহার চরণযুগল নানারত্নখচিত নূপুরদ্বারা বিভূষিত এবং নখপংক্তি চন্দ্রিকা-সমন্বিত চন্দ্রতুল্য।২৭০ তিনি নিখিল সৌন্দর্য্যের নিধি, তাঁহার শরীর-লাবণ্য কন্দর্প-কোটি-তিরস্কারী, অঙ্গ দিব্যচন্দনে চর্চ্চিত, ঊর্দ্ধবাহুযুগলে শঙ্খ ও চক্র বিরাজিত, এবং অধোবাহুদ্বয় বর ও অভয়প্রদ।২৭১ স্বর্ণপ্রতিমাসদৃশী, সুবর্ণ ও রজত মালায় অলঙ্কৃতা অতিতেজস্বিনী মহালক্ষ্মী এই নারায়ণের বামাঙ্কে অবস্থান করিতেছেন।২৭২ ইনি সর্ব্বসল্লক্ষণসম্পন্না ও নবযৌবনা, ইঁহার কর্ণযুগল রত্নময় কুণ্ডলে অলঙ্কৃত, এবং কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ ও ঈষৎ কুঞ্চিত।২৭৩ ইঁহার অঙ্গ দিব্যচন্দনে চর্চ্চিত ও দিব্যকুসুমে সুশোভিত, এবং কুন্তলভার মন্দার, কেতকী ও জাতীকুসুমদ্বারা সুবিরাজিত।২৭৪ ইঁহার ভ্রূ, নাসা ও শ্রোণিতট পরমশোভান্বিত, পয়োধর পীন ও উন্নত এবং সুস্মিত মুখপঙ্কজ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ।২৭৫ ইঁহার কর্ণস্থ কুণ্ডল তরুণাদিত্যের ন্যায় তেজস্বী, অঙ্গপ্রভা দাহোত্তীর্ণ সুবর্ণতুল্য এবং আভরণসকল তপ্তকাঞ্চনময়।২৭৬ ইনি চতুর্ভুজবিশিষ্টা এবং স্বর্ণপদ্ম, নানারত্নখচিত স্বর্ণপদ্মের মালা, হার, কেয়ূর, বলয় ও অঙ্গুরীয় দ্বারা বিভূষিতা।২৭৭ ইঁহার ঊর্দ্ধস্থভুজযুগলে প্রফুল্ল পদ্মযুগল, এবং অপর করদ্বয়ে স্বর্ণময় বীজপূর ফল (টাবালেবু) বিরাজিত।২৭৮ এতাদৃশী নিত্য অনপায়িনী মহালক্ষ্মীর সহিত মহামহেশ্বর ভগবান্ নারায়ণ, পরব্যোমাখ্য নিত্যধামে সর্ব্বদা পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন।২৭৯ হে শুভাননে গৌরি! তাঁহার উভয় পার্শ্বে ভূ, ও লীলা, এই শক্তিদ্বয় সমাসীনা রহিয়াছেন।২৮০ আর পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে স্থিত যোগপীঠস্থ পদ্মের অষ্টদলাগ্রে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা এবং ঈশানা, সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্তা এই অষ্টশক্তি, পরমাত্মার মহিষীরূপে অবস্থান করিয়া সুধাকরপ্রভ দিব্যচামরসমূহ ধারণ পূর্ব্বক নিজপতি অচ্যুতের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।২৮১ যাঁহাদিগের হস্তে লীলাকমল, অঙ্গপ্রভা কোটি বৈশ্বানর-

সদৃশ, অবয়ব সর্ব্ববিধ সল্লক্ষণযুক্ত, এবং বদনমণ্ডল সুধাকরপ্রতিম, সেই অপ্রাকৃত পঞ্চশত অপ্সরাগণে এবং অন্তঃপুরবাসিনী অন্যান্য সীমন্তিনীগণে পরিবৃত হইয়া রাজরাজেশ্বর পরমপুরুষ হরি শোভা পাইতেছেন।২৮২ আর অনন্ত, বিহগেশ্বর গরুড় ও বিম্বক্সেনাদি সুরেশ্বরগণ, অন্যপরিজন, এবং নিত্যমুক্ত মহাপুরুষগণে পরিবৃত্ত হইয়া, পরমপুরুষ হরি, মহালক্ষ্মীর সহিত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন।"২৮৩ ইতি। এই সকল শ্লোকের কারিকা।—শব্দ বা মুখ্যবৃত্তি এবং অর্থ বা তাৎপর্য্যবৃত্তি দ্বারা একই কথা যে পুনঃপুনঃ কথিত হইতেছে, তাহা কেবল হেতুবাদীদিগের প্রতীতির নিমিত্ত। কেননা, বর্ণনীয় বস্তুটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।২৮৪ লক্ষ্মীপতির নিশ্বাসরূপ বেদগণ বৈকুণ্ঠে মূর্ত্তিমান্ হইয়া আছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে পরমপবিত্র স্বেদজল বিগলিত হইতেছে।২৮৫ পরব্যোম, ত্রিপাদবিভূতির আশ্রয় বলিয়া, সেই পদ বা ধাম ত্রিপাদ্ভূত। যেহেতু সর্ব্ববিধ একপাদবিভূতি মায়িক, বলিয়া কথিত।২৮৬ অমৃত—অতিশয় মধুর। শাশ্বত—মুহুর্মুহুঃ নবায়মান। শুদ্ধসত্ত্ব—অপ্রাকৃত সত্ত্ব। নিত্য, অক্ষর প্রভৃতি, পদ দ্বারা ষড়্বিধ ভাববিকারের (জন্ম, জন্মানন্তরাস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, এবং নাশের) নিষেধ করিলেন।২৮৭ কিঞ্চ

মহাবৈকুণ্ঠের সপ্ত আবরণ ও চতুঃসপ্ততি আবরণ-দেবতা।

অনুত্থাপিত শ্লোকসমূহেরও কারিকা।—পরব্যোমের পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে লক্ষ্ম্যাদির সহিত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহদ্বারা প্রথম আবরণ।২৮৮ তন্মধ্যে পূর্ব্বাদি-দিক্‌চতুষ্টয়ে, বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের পুরী, আর আগ্নেয়াদি-কোণচতুষ্টয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি এবং কান্তির পুরী।২৮৯ কেশবাদি চতুর্বিংশতি মূর্ত্তিদ্বারা দ্বিতীয় আবরণ। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকের এক এক দিকে কেশবাদি তিন তিন মূর্ত্তি অবস্থিত ২৯০ পূর্ব্বাদি দশ দিকে অবস্থিত মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশ মূর্ত্তিদ্বারা তৃতীয় আবরণ।২৯১ পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত 'সত্য,

---

কেশবাদি চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, জনার্দ্দন, উপেন্দ্র, হরি ও কৃষ্ণ। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, এই কৃষ্ণ, যশোদানন্দন হইতে ভিন্ন॥ ২৯০—২৯১॥

অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গজানন, শঙ্খনিধি এবং পদ্মনিধি দ্বারা চতুর্থ আবরণ।২৯২ পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব-বেদ, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম এবং যজ্ঞ দ্বারা পঞ্চম আবরণ।২৯৩ পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অবস্থিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শার্ঙ্গ, হল ও মুষল দ্বারা ষষ্ঠ আবরণ। আর ইন্দ্রাদি দ্বারা সপ্তম আবরণ।২৯৪ "পরব্যোমস্থিত সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, বিশ্বে-দেবগণ, এবং অন্য যে সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ, তাঁহারা সকলেই নিত্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। আর প্রাকৃত স্বর্গে যে সাধ্যাদি দেবগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত।"২৯৫ পরব্যোমে বাসুদেবাদি চতুরধিক-সপ্ততি-সংখ্যক মূর্ত্তির তাবৎ অর্থাৎ চতুরধিক-সপ্ততি-সংখ্যক লোক বিদ্যমান আছে।২৯৬ গর্ভোদশায়ীর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, এই তিন অবতারের মধ্যে বিষ্ণুরই মহত্ত্ব ভৃগ্বাদি ঋষিগণ-কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পুরুষ, (গর্ভোদশায়ী ও কারণার্ণব-শায়ী) যে মহত্তম, তাহা আর কি বলিব। ইহাতেও যে বাসুদেব মহত্তম, ইহা আর কত বলিব। তাহাতে আবার মহাবৈকুণ্ঠনাথ যে মহত্তম, ইহা আর কত বলিব।২৯৭ সদাশিব-নামে বিখ্যাত যে শম্ভু, তিনিও এই মহাবৈকুণ্ঠনাথের

ইন্দ্রাদি—ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান॥ ২৯৪॥

প্রাকৃত স্বর্গস্থিত সাধ্য, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ, পরব্যোমস্থিত সাধ্যাদির আবিষ্ট জীব বিশেষ॥ ২৯৫॥

১ম আবরণে বাসুদেবাদি চতুষ্টয় ও লক্ষ্ম্যাদি চতুষ্টয়, এই অষ্ট, ২য় আবরণে কেশবাদি চতুর্বিংশতি; ৩য় আবরণে মৎস্যাদি দশ; ৪র্থ আবরণে অচ্যুতাদি অষ্ট; ৫ম আবরণে ঋগ্বেদাদি অষ্ট; ৬ষ্ঠ আবরণে শঙ্খাদি অষ্ট; আর ৭ম আবরণে ইন্দ্রাদি অষ্ট, সর্ব্বসমুদায়ে চতুঃ সপ্ততি। ৮+২৪+১০+৮+৮+৮+৮=৭৪॥ ২৯৬॥

সরস্বতীতীরে সত্রযাগার্থি অবস্থিত ঋষিগণের বিতর্ক হয়, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনের মধ্যে কে মহত্তম?' কিন্তু ঋষিগণ এ বিষয়ে কোনরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া, সত্ত্বপরীক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি ভৃগুকে প্রেরণ করেন। তিনি প্রথমত স্বপিতা ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণামাদি কিছুই করিলেন না; তাহাতে ব্রহ্মা ক্রোধান্বিত হইলেন। পরে পুত্র-বুদ্ধিতে ক্রোধানল শান্ত করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ঋষি, ব্রহ্মাতে সত্ত্বগুণের অভাব অনুভব করিয়া, কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব, ভ্রাতৃবুদ্ধিতে ভৃগুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, মহর্ষি বলিলেন, 'তুমি দুরাচার, তোমার আলিঙ্গন চাহি না।' তখন মৃত্যুঞ্জয় এই কথা শ্রবণমাত্রই ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া ভৃগুকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে,

ঈশানকোণের আবরণ।২৯৮ এই সকল প্রমাণদ্বারা বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস। অতএব দীপোত্থদীপের ন্যায় বিলাস (শ্রীকৃষ্ণ) ও বিলাসীর (নারায়ণের) প্রায়ই বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।২৯৯

'শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস,' এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরপক্ষ।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা পরিহারপূর্ব্বক বলিতেছেন—হে মহাবাদিন্! তুমি এ কথা বলিতে পার না। কারণ তুমি এখনও শ্রীকৃষ্ণের গূঢ়-ঐশ্বর্য্য-বিজ্ঞান ও রসাস্বাদন বিষয়ে অনিপুণ আছ।৩০০ যেহেতু সর্ব্ববেদান্তের সার এবং বেদকল্পতরুর ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রমাণ।৩০১ তথাহি শ্রীতৃতীয়ে—"যাঁহার সমান ও যদপেক্ষা অধিক নাই, যিনি ত্র্যধীশ, অর্থাৎ পরব্যোমের উপরিস্থিত গোলোক, মথুরা ও দ্বারকার অধিপতি, স্বকল্পভূত পরমানন্দশক্তিপ্রভাবে সমস্ত কাম (অভীষ্ট-সিদ্ধি) যাঁহাতে উপগত আছে, চিরকালজীবী ব্রহ্মাদি লোকপালগণ কোটি কোটি মুকুটদ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তুতি করিতেছেন, সেই সেই ব্রহ্মাদি লোকপালগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে অবস্থিত হইয়া যাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ বলি হরণ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্ অর্থাৎ অন্যকে অপেক্ষা করিয়া তাঁহার স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হয় নাই।"৩০২ ইতি। এই শ্লোকের

দেবী গিরিকন্যা চরণ ধারণপূর্ব্বক ত্রিপুরারিকে সান্ত্বনা করিলেন। ভৃগু সেখানেও সত্ত্ব সম্বন্ধ না দেখিয়া, বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন; তথায় বহির্ব্বনে প্রভুকে না দেখিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক, লক্ষ্মীর ক্রোড়ে শয়ান ভগবান্‌কে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীর সহিত গাত্রোত্থানপুরঃসর ঋষির যথোচিত অভ্যর্থনা হয় নাই বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—'ভগবন্! অদ্য আমি আপনার পাদরেণুস্পর্শে পরম পবিত্র হইয়া লক্ষ্মীর আবাসভূমি হইলাম। আমার কঠিন বক্ষঃস্থলস্পর্শে আপনার কোমল চরণের ত কোন ব্যথা হয় নাই?' ঋষি ভগবানের এতাদৃশ মধুরবচনে পরিতৃপ্ত ও সজলনয়নে পুনর্ব্বার সত্রস্থানে সমাগত হইয়া মুনিগণসমীপে সমস্ত বর্ণন করিলেন। ঋষিগণ ব্রহ্মা ও শিবে রজস্তমোগুণজনিত প্রবল ক্রোধ, আর ভগবানে তাহার অভাবে শুদ্ধসত্ত্বের আবিষ্কার অনুভব করিয়া, বিস্মিত ও মুক্তসংশয় হইয়া বিষ্ণুতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন॥ ২৯৭॥ ২৯৮॥

এস্থলে নারায়ণের স্বয়ংরূপতাবাদীর অভিপ্রায় এই যে, নারায়ণ মূলদীপস্থানীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ তদুত্থদীপস্থানীয়॥ ২৯৯—৩০৪॥

কারিকা।—অন্য অর্থাৎ পরব্যোমনাথপর্য্যন্তের সহিত সাম্য এবং তাঁহাদিগের অতিশয় অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা আধিক্য, এই দুই যাঁহাতে নাই ; এইরূপ সমাসদ্বারা সমস্ত ভগবৎস্বরূপ হইতে, শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপণ হেতু, পরব্যোমনাথ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইল।৩০৩ 'স্বয়ং'পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্যনিরপেক্ষত্ব অর্থাৎ অন্যকে অপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি প্রকাশিত হয় নাই, ইহাই কথিত হইল।৩০৪ নবমে শ্রীরামের "অধিকসাম্যবিমুক্তধামা" এই বিশেষণের যে উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থানে "স্বয়ং" এই পদটি প্রযুক্ত না হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, কৃষ্ণের সহিত রামের একতানিবন্ধনই উক্ত বিশেষণের প্রয়োগ হইয়াছে। কেন না, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের মধ্যে নরলীলা, নরাকার ও নরস্বভাবের সাম্য আছে বলিয়া, শ্রীরামরূপ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়।৩০৫ তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্য—"মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার আমার অন্তরঙ্গ স্বরূপ, কিন্তু ইহার মধ্যে দশরথপুত্র শ্রীরাম আবার সর্ব্বতোভাবে আমার অতিশয় প্রিয়।"৩০৬ ইতি। "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য-বিশেষ-বর্ণনে "স্বয়ং"পদের বারদ্বয় উক্তি, সর্ব্বতোভাবে ইহাই বুঝাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের যে আধিক্য, তাহা যে অন্য অর্থাৎ পরব্যোমনাথের সহিত সাধর্ম্মের ঐক্যনিবন্ধন, তাহা নহে ; তাঁহার আধিক্য অন্যনিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ।৩০৭ ত্র্যধীশ—গোলোক, মথুরা এবং দ্বারকা নামক যে স্থানত্রয়, তিনি তাহার অধিপ বলিয়া অধীশ্বর; অথবা প্রকৃতির নিয়ন্তা, বিরাটের অন্তর্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী, এই তিন পুরুষের উপরিস্থ ঈশ্বর বলিয়া ইনি 'ত্র্যধীশ'।৩০৮ তত্রাপি স্বারাজ্যলক্ষ্মী-নিবন্ধন সমস্ত কাম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ব দ্বারা—আত্মা দ্বারা অথবা আত্মভূতশক্তি দ্বারা, যিনি প্রকাশ পান, তিনি 'স্বরাট্', তাহার ভাব (ধর্ম্ম)—স্বারাজ্য। সেই স্বারাজ্যই, লক্ষ্মী—সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পত্তি; তন্নিবন্ধন সমস্ত কাম, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কাম—শ্রেষ্ঠার্থের বা অভীষ্টার্থের সিদ্ধি।৩০৯ চির—চিরজীবী (দীর্ঘজীবী), লোকপাল—ব্রহ্মাদি, তাঁহাদিগের, কিরীটকোটি—মুকুটের শতার্ব্বুদ। ঈড়িত—সংস্তত। অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দীর্ঘজীবী লোকপালগণের অসংখ্য মুকুট দ্বারা যাঁহার পাদপীঠদ্বয়

পূর্ব্বে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামের একতা আছে। সেই একতার কারণ কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিলেন, 'কেন না', ইত্যাদি ॥ ৩০৫—৩২৫ ॥

(পাদুকাদ্বয়) সম্যক্ স্তুত হইয়া থাকে।৩১০ হীরকাদি রত্নময় মুকুট দ্বারা পাদপীঠের সংঘট্টনজনিত শব্দপরম্পরাকে 'স্তুতি' বলিয়া উৎপ্রেক্ষিত করিয়াছেন।৩১১ স্ব স্ব কার্য্যে অবস্থিত হইয়া সেই সেই ব্রহ্মাদি লোকপাল কর্ত্তৃক ভগবানের আজ্ঞাপালনই 'বলিহরণ'রূপে উক্ত হইয়াছে।৩১২ অনন্তর বর্ত্তমান প্রকরণে, এই বিখ্যাত পৌরাণিকী প্রক্রিয়া লিখিতেছি।৩১৩—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।

প্রায়ই নানাবিধ ও বিচিত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দ ভগবচ্ছক্তিতে প্রকাশমান আছে।৩১৪ তন্মধ্যে শ্রীহরির শক্তির বিচিত্রতা-প্রযুক্ত কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি শতকোটি

কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ।

যোজন।৩১৫ কতিপয়ের নিখর্ব্ব যোজন, কতকগুলির পদ্মাযুত যোজন, আর কতকগুলির বা পরার্দ্ধশত যোজন।৩১৬ তন্মধ্যে কতক ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি, কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ততি, কোন ব্রহ্মাণ্ডে শত, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন ব্রহ্মাণ্ডে

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তি ভুবনসংখ্যা।

অযুত এবং কোন ব্রহ্মাণ্ডে বা লক্ষ ভুবন আছে।৩১৭

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী লোকপালগণ।

সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডবর্গে ব্রহ্মাদি লোকপালগণ নানারূপে বিরাজমান আছেন। সহস্র সহস্র পরম ঋদ্ধিগণ, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবগণ শতমহাকল্পজীবী এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণ পরার্দ্ধমহাকল্পজীবী।৩১৮ সেই সেই ব্রহ্মেন্দ্রাদি লোকপালগণ 'চিরলোকপাল' বলিয়া কথিত আছেন। তাঁহাদিগের কোটি কোটি মুকুট কর্ত্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ স্তুত হইয়া থাকে।৩১৯ শ্রীকৃষ্ণ একদা দ্বারকাধামে সুধর্ম্মা-সভায়

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব পৌরাণিক আখ্যায়িকার স্থূলমর্ম্ম।

বিরাজমান আছেন, এমন সময়ে দ্বারাধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, 'প্রভো! আপনার পাদপদ্মদর্শনে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন।'৩২০ 'কোন্ ব্রহ্মা দ্বারে আসিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।' ভগবানের এই বাক্য শ্রবণমাত্র দ্বারপাল দ্বারদেশে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সনকাদির পিতা চতুরানন আসিয়াছেন।'৩২১ 'আনয়ন কর' শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে, দ্বারপাল ব্রহ্মাকে সভায় উপ-

স্থিত করিলেন। ব্রহ্মা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ?' ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, 'দেব! আগমনের কারণ পশ্চাৎ নিবেদন করিব। কিন্তু নাথ! অদ্য আপনি যে বলিলেন, 'কোন্ ব্রহ্মা', অগ্রে তাহারই রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু আমি ভিন্ন অন্য ব্রহ্মা নাই।৩২২ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া সমস্ত লোকপালগণকে স্মরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইতে লোকপালগণ দ্রুত-বেগে দ্বারকায় সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে অষ্টবক্ত্র, চতুঃষষ্টিবদন, শতমুখ, সহস্রানন, লক্ষবদন ও কোটিবদন বিরিঞ্চিগণ; বিংশতিবদন, পঞ্চাশদানন, শত-মুখ, সহস্রমুখ, লক্ষবাহু এবং লক্ষশিরা রুদ্রগণ; লক্ষলোচন এবং নিযুতনয়ন ইন্দ্রগণ, আর বিবিধাকৃতি ও বিবিধভূষণ অন্যান্য লোকপালগণ, কৃষ্ণের অগ্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদপীঠে প্রণত হইলেন। তখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চতুরানন বিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।৩২৩ আরও

বিষম ব্রহ্মাণ্ডাভিধায়ী পূর্ব-কথিত পুরাণ মতের সহিত সম ব্রহ্মাণ্ডাভিধায়ী বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরবচনের বিরোধ ও তাহার মীমাংসা।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলই দেশত ও জীবত তুল্যরূপ, অর্থাৎ সকল ব্রহ্মাণ্ডেই দেশসকল সমান-পরিমিত এবং ব্রহ্মাদি জীবসমূহ তুল্যায়ুষ্ক।৩২৪ তথাহি—"নরেশ্বর! সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই একরূপ পরিমাণ এবং সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত স্বর্গাদি দেশের বিভাগ ও ব্রহ্মাদি জীবসমূহ তুল্যরূপ।"৩২৫ ইতি। এই উপস্থিত বিরোধের সমাধান করিতেছি।৩২৬ যেহেতু শ্রীকূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন—"যেস্থলে বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, সেস্থলে তাহার অন্যতর বাক্যের অপ্রা-মাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব এরূপ স্থলে যাহাতে উভয় বাক্যের বিরোধ পরিহার হয়, তাদৃশ অর্থেরই কল্পনা করিতে হইবে।"৩২৭ ইতি। হরি

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া ও আখ্যায়িকা অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডভেদে লোকের সংখ্যা ও ব্রহ্মাদি লোকপালগণের আকৃতি এবং জীবনকাল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন, সকল ব্রহ্মাণ্ডেই লোকের সংখ্যা এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণের আকৃতি ও পরমায়ুঃ সমান। সুতরাং বিরোধ হইতেছে॥ ৩২৬॥

বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিলে, অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়ে অপর বাক্যেরও অপ্রামাণ্য হইয়া উঠে; অতএব সেই সকল বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া

কখন কখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যুগপৎ সংহার করিয়া থাকেন।৩২৮ তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—"আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়াছি, জগৎপতি হরি যখন সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের এককালে সংহার করিয়া, প্রকৃতিতে (স্বভাবে অর্থাৎ আত্মারামতায়) অবস্থান করেন, তৎকালে তাহা, তাঁহার রাত্রি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।"৩২৯ ইতি। অতএব হরি সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিয়া যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি করেন, তখন কখন 'বিষম' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আকারে, কখন বা 'সম' অর্থাৎ একরূপ আকারে, সৃষ্টি করিয়া থাকেন।৩৩০ উপোদ্ঘাতকথা (প্রকৃত বিষয়ের পোষণার্থ বিষয়) বলিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।৩৩১ আরও সেই তৃতীয়স্কন্ধেই বলিয়াছেন—"স্বীয় যোগমায়ার প্রভাব দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ, নিজের চমৎকার-কারক, নিখিল-সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধির পরমনিধান, আর যাহাতে অঙ্গপরম্পরা নিখিলভূষণের ভূষণস্বরূপ, এতাদৃশ মর্ত্ত্যলীলার উপযোগি যে বিম্ব (শ্রীমূর্ত্তি) প্রপঞ্চে আনিয়াছিলেন।"৩৩২ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—যে বিম্ব বিবিধ মর্ত্ত্যলীলায় অতিশয় উপযোগি। এই শ্লোকস্থ 'যৎ' এই পদদ্বারা পূর্ব্বগদ্যস্থিত 'বিম্ব' পদ আকৃষ্ট হইয়াছে।৩৩৩ নানাবিধ আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির অভিব্যক্তি হওয়ায়, মর্ত্ত্যলীলা স্বীয় দেবাদিলীলা অপেক্ষা অতীব মনোহারিণী।৩৩৪ বিবিধ সদ্গুণশালী 'সর্ব্ববিধ' অর্থাৎ পরব্যোমনাথ পর্য্যন্ত স্ব-স্বরূপ-পরম্পরার সর্ব্বথা মূলতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই 'বিম্ব' শব্দ দ্বারা ব্যঞ্জিত হইল।৩৩৫ অতএব সেই বিম্ব যে, অশেষ রূপ ও গুণের আশ্রয় হেতু, বিচিত্র নরলীলায় অতিশয় যোগ্য, ইহাই কথিত হইল।৩৩৬ স্বযোগমায়া—চিচ্ছক্তি। বল—তাহার (যোগমায়ার) সামর্থ্য। দিব্যাতিদিব্য লোকে যাহার গন্ধমাত্রও সম্ভব নহে, অহো! আমার যোগমায়ার সেই অদ্ভুত প্রভাব অবলোকন কর, এইরূপে তাঁহাকে (সেই যোগমায়ার সামর্থ্যকে), দেখাইবার জন্য—সাক্ষাৎ করাইব (অনুভব করাইব) বলিয়া,

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের অসাম্যাতিশয়ত্ব বা অসমোর্দ্ধত্ব।

সত্যান্তর করিতে হইবে। যেহেতু ঋষিবাক্যাদিতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব, এই চতুর্ব্বিধ দোষের সম্ভাবনা নাই॥ ৩২৭—৩৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বিম্ব-স্বরূপ, পরব্যোমনাথাদি সেই বিম্বের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। যেমন প্রতিবিম্বের মূল বিম্ব, তদ্রূপ পরব্যোমনাথাদির মূল শ্রীকৃষ্ণ॥ ৩৩৫—৩৪২॥

নূতনের ন্যায় যে বিশ্ব প্রকটিত করিয়াছেন। ঈদৃশ সেই জগন্মোহন রূপ, যে যোগমায়া হেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই "স্বযোগমায়া" ইত্যাদি পদের ইহাই অভিপ্রায়।৩৩৭ নিজের—আপনার এবং পরব্যোমনাথাদি আত্মদর্শীর, বিস্মাপন—নবনবায়মানরূপে অতীব চমৎকারক।৩৩৮ সৌভগর্দ্ধি—অতিশয় চমৎকারক সৌন্দর্য্যরাশির পর্য্যকাষ্ঠা। তাহার পর-পদ—নিত্য উৎকর্ষ-সম্পত্তির পরমাশ্রয়।৩৩৯ যে বিম্ব-বা শ্রীবিগ্রহের অঙ্গপরম্পরা কৌস্তুভ ও মকরকুণ্ডলাদি ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ শোভাসম্পাদক; এইরূপ সমাসবাক্যদ্বারা, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ যে 'অসমোর্দ্ধ' অর্থাৎ সেই বিগ্রহের যে সমান এবং অধিক নাই, ইহাই বলা হইয়াছে।৩৪০ ভগবান্ ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ উভয়ই সচ্চিদানন্দঘন, অতএব দেহ ও দেহীর কোনরূপ বিশেষ না থাকিলেও, 'রাহুর মস্তক' ইত্যাদির ন্যায় অভেদেও ভেদকল্পনা ঔপচারিক বা আরোপিত।৩৪১ তথাচ শ্রীকূর্ম্মপুরাণে—"এই পরমেশ্বরে কখনই দেহ-দেহি-ভেদ বিদ্যমান নাই।"৩৪২ ইতি।

ভগবানে দেহ-দেহি ভেদ বাস্তবিক নহে, ঔপচারিক বা আরোপিত।

কিন্তু শ্রীদশমে শ্রীপুরস্ত্রীগণের উক্তিতে বলিয়াছেন—"ব্রজগোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই আচরণ করিয়াছিলেন; যেহেতু তাঁহারা এই শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার, সাম্য ও আধিক্য রহিত, স্বয়ংসিদ্ধ, প্রতিক্ষণে নবনবায়মান, অন্যত্র দুর্লভ, এবং যশঃ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়স্বরূপ রূপ, নয়ন দ্বারা অনুবরত পান করিয়া থাকেন।"৩৪৩

'শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস' এই পূর্ব্বপক্ষের পূর্ব্বোক্ত উত্তরপক্ষ ব্যতীত অন্য-প্রকার উত্তরপক্ষ।

তথাহি শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"হে আর্য্য! অদ্য এই বৃন্দাবনভূমি ধন্যা। আপনার পাদস্পর্শদ্বারা অত্রস্থ তৃণ-বীরুধ্, নখস্পর্শ দ্বারা তরু-লতা, কৃপাকটাক্ষ দ্বারা যমুনাদি নদীগণ, গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত, পক্ষিগণ ও মৃগগণ, এবং মহাবৈকুণ্ঠমহিষী যাহাতে সর্ব্বদা সস্পৃহা, সেই ভুজান্তর (বক্ষঃস্থল) দ্বারা গোপীগণ ধন্যা।"৩৪৪ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—শ্রীবৃন্দাবন

নারায়ণমহিষী লক্ষ্মীর কৃষ্ণস্পৃহা।

'অসমোর্দ্ধ' ও 'অনন্যসিদ্ধ' এই দুই বিশেষণ দ্বারা, কৃষ্ণভিন্ন অন্য স্বরূপে যে তাদৃশ রূপ সর্ব্বথা দুর্লভ, ইহাই বলা হইল॥ ৩৪৩—৩৫৩॥

ও শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের মাধুর্য্যদর্শনে নিরতিশয় সতৃষ্ণচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা নিজেরই উৎকর্ষে পর্য্যবসায়িত হয় দেখিয়া, বলদেবকে নিমিত্ত করিয়া ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন।৩৪৫ অতএব বলদেবের উৎকর্ষবর্ণন কখনই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে। বলদেবের সহিত সখ্যভাবহেতু শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে পরিহাস করিয়াই উঁহা বলদেবকে বলিয়াছিলেন।৩৪৬ তোমার, ভুজান্তর—বক্ষঃস্থল, তদ্দ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণ ধন্যা। যৎস্পৃহ—নারায়ণের মহিষী হইয়াও লক্ষ্মী যে বক্ষঃস্থলের অভিলাষ করিয়া থাকেন।৩৪৭ সেই লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলের স্পৃহামাত্রই আছে, কিন্তু পাইবার যোগ্যতা নাই।৩৪৮ লক্ষ্মী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠপতির বক্ষঃস্থলস্থা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল স্পৃহা করিয়া, স্ব-পতি নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের উৎকর্ষ দেখাইলেন।৩৪৯ এই প্রকরণে একটী পদ্মপুরাণের উপাখ্যান লিখিতেছি।৩৫০—লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অবলোকনে তাঁহাতে লোলুপ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার তপস্যার কারণ কি?' লক্ষ্মী কহিলেন, 'আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে অভিলাষ করি।' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তাহা বড়ই দুর্লভ।' লক্ষ্মী পুনর্ব্বার বলিলেন, 'নাথ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় হইয়া তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি।' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে।' লক্ষ্মীও স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩৫১ যথা শ্রীদশমে নাগপত্নীগণ বলিয়াছেন—"লক্ষ্মী পরম-সুন্দরী হইয়াও তোমার যে চরণরেণুর অভিলাষে সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ ও নিয়ম ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।"৩৫২ ইতি। এই শ্রীকৃষ্ণের নামেরও মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়রূপে কথিত হইয়াছে।৩৫৩ যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—"বৈশম্পায়নকথিত পরম পবিত্র সহস্র-নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফললাভ হয়, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের শত-নামের মধ্যে যে কোন একটী নাম একবার কীর্ত্তিত হইলে, সেই (ভারতোক্ত-সহস্র-নামের তিনবার পাঠের) ফল প্রদান করিয়া থাকেন।"৩৫৪ স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—"যিনি মধুর হইতেও মধুর, যিনি

লক্ষ্মীর কৃষ্ণস্পৃহাসম্বন্ধে পদ্মপুরাণীয় উপাখ্যানের স্থূলমর্ম্ম।

নারায়ণ-নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য।

সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মঙ্গলদায়ক, যিনি সমস্ত বেদবল্লীর উপাদেয় ফল এবং চিদেক-স্বরূপ, সেই কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাসহকারে অথবা অবহেলাপূর্ব্বক একবারমাত্রও পরিকীর্ত্তিত হইলে, হে শৌনক! তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।”[৩৫৫] ইতি।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ।

অতএব স্বয়ং-পদের অভ্যাস-(পুনঃপুনঃ কথন-) নিবন্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ংরূপ, ইহাই ভাগবতাদিগ্রন্থে ব্যক্ত আছে।[৩৫৬] যথা শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—“শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার শরীর। তিনি অনাদি ও আদি। গো-পালন তাঁহার লীলা বলিয়া, তাঁহার একটি নাম ‘গোবিন্দ’। তিনি নিখিলকারণের কারণ।”[৩৫৭] ইতি। যথাচ—“যে পরমপুরুষ, রামাদিমূর্ত্তিসমূহে নিয়মিত শক্তির অভিব্যক্তি করিয়া প্রপঞ্চে নানাবিধ অবতার করিয়াছেন; আর শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।”[৩৫৮] ইতি।

'নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস 'নহেন' এই নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন আর শ্রুতিসমূহেরও উহাই তাৎপর্য্য।

অতএব মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণও এই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।[৩৫৯] সুতরাং শ্রুতিগণ মিলিত হইয়া সমস্ত-বেদের সারস্বরূপ যে স্তব করেন, তাহার তাৎপর্য্য-বেত্তা নারদ, অন্য কাহাকেও প্রণাম না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন।[৩৬০]—“সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার” ইত্যাদি।[৩৬১]

'শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরান্তে প্রাদুর্ভূত হন, নারায়ণ কিন্তু অনাদি, অতএব নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের 'বিলাস' হইতে পারেন না,' নারায়ণের স্বরূপত্ববাদীর এতাদৃশ আপত্তির নিরাসার্থ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার অনাদিত্ব প্রতিপাদন।

যদি বল, ‘এই শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগের অবসানে প্রাদুর্ভূত হন, আর সেই মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ কিন্তু অনাদিসিদ্ধ, অতএব নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, এ কথা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?’[৩৬২] তাহা বলিতে পার না। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনাদি-সিদ্ধ, তাঁহার জন্মলীলাও তেমনই অনাদি; কেবল স্বেচ্ছাবশতই প্রপঞ্চে পুনঃপুনঃ তিনি ঐ জন্মলীলা প্রকট করিয়া থাকেন।[৩৬৩] তথাচ শ্রীতৃতীয়ে—“স্বীয় শান্তরূপ অর্থাৎ ভক্ত বসুদেবাদি, বিকৃত

মহাভারতীয়-আনুশাসনিক-পর্ব্বে সর্ব্বাবতার-সম্বন্ধি নামের এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কেবল শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি নামের কীর্ত্তন করা হইয়াছে॥[৩৫৪–৩৫৫]

ও ভয়ঙ্করাকার কংসাদি দৈত্য কর্তৃক পীড্যমান হইলে, অরণি (অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ) হইতে যেমন অগ্নি প্রকট হয়, তদ্রূপ প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত লোকের অধীশ্বর, দয়ার্দ্রহৃদয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "অজ হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথাদি রূপান্তরের সহিত যোগপ্রাপ্ত হইয়া, নিজলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।"৩৬৪ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—স্ব—ভক্ত, স্ব এবং শান্তরূপ, এইরূপ সমাস; শান্তি—ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি, শান্ত—ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিশালী।৩৬৫ স্বশান্তরূপ—সেই বসুদেবাদি ও নন্দাদি (নিত্যসিদ্ধ) এবং সাধু (সাধক)। সেই বসুদেবাদি হইতে ভিন্ন—স্বশান্তবিরুদ্ধ কংস প্রভৃতি অসুরাদি। স্বরূপ—সুষ্ঠু অরূপ (সু + অরূপ = স্বরূপ); অরূপতা—বিরূপতা, অর্থাৎ ভয়ানক ও অতিশয় বিকটাকার। সুস্পষ্টই এই অর্থ কথিত হইয়াছে।৩৬৬ অভ্যর্দ্দ্যমান—সেই কংসাদি কর্তৃক (সেই স্বশান্তরূপ বসুদেবাদি), সর্ব্বতোভাবে মহার্ত্তি-প্রদান-পূর্ব্বক পীড্যমান হইলে, যিনি দয়ার্দ্রহৃদয় হন। পর—মায়াসম্বন্ধবর্জিত গোলোকাদি। অবর—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল। সেই সকল পর এবং অবরের, ঈশ—অধিনায়ক।৩৬৭ মহান্—অতিশয় পরমমহত্তম। পরব্যোমনাথ এবং অষ্টব্যূহই সেই অতিশয় পরমমহত্তম।৩৬৮ তন্মধ্যে পরব্যোমনাথের বাসুদেবাদি-চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ যে অতিশয় উৎকর্ষশালী, তাহা সাধুগণের সম্মত। এই সকল শ্রীকৃষ্ণব্যূহ, স্বীয় বিলাস পরমব্যোমনাথব্যূহের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চে আগমন পূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।৩৬৯ অংশ—তাঁহার প্রসিদ্ধ অবতার যে পুরুষাদি, আর শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব, এবং অজিতাদি।৩৭০ তাঁহাদিগের সহিত, এই শ্রীকৃষ্ণ, যুক্ত—সর্ব্বদা যোগপ্রাপ্ত হইয়া, অবস্থান করেন।৩৭১ অতএব শ্রীবৃন্দাবনে সেই সেই অবতারাদির লীলা প্রকট দেখা যায়।৩৭২ "এই বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকে" যে ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডকোটি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহাই বৈকুণ্ঠনাথের লীলা। যেহেতু স্বাংশ-দ্বারেই সেই লীলা প্রকাশিত হয়।৩৭৩ মথুরা

নারায়ণব্যূহ কৃষ্ণব্যূহেরই বিলাস।

শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণাদির অন্তর্ভাব ও নারায়ণাদি-লীলার প্রকাশ।

দশমস্কন্ধে ৮৭তম অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রুতিস্তবের তাৎপর্য্যগোচর এই শ্রীকৃষ্ণ; এই নিমিত্ত দেবর্ষি নারদ নারায়ণাদিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেস্থানে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন॥ ৩৬০—৩৭৯॥

ও দ্বারকাদিতে বাসুদেবাদি রূপে বাসুদেবাদির যে সকল লীলা প্রকাশ হয়, তাহা ব্রজমধ্যেও বাল্যক্রীড়া দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। যেমন শ্রীদামা গরুড় হইলে, শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ এবং তৎকালে দ্বাদশ আদিত্য আসিয়া প্রণাম করিলে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশবাহু হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন।৩৭৪ তদ্রূপ দৈত্যসংহারিকা সঙ্কর্ষণলীলাও তিনি প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের শ্রীমূর্ত্তিসকল অদ্যাপি মাথুরমণ্ডলে বিরাজমান আছেন। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি এবং বরাহপুরাণাদিতে ঐ সকল মূর্ত্তির কথা শুনা যায়।৩৭৫ এইরূপে শেষশায়িরূপ মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা মাথুরমণ্ডলে পুরুষলীলাসমূহেরও যথাযথ আবিষ্কার করিয়া থাকেন।৩৭৬ শ্রীকৃষ্ণ যখন যখন সেই সকল লীলার আবিষ্কার করেন, পুরাণসমূহেও অমনি সেই সকল লীলার উপাখ্যান প্রচারিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে।৩৭৭ ভগবান্ স্বীয় লীলায় যে সকল রামাদি রূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সকল মূর্ত্তি অদ্যাপি প্রতিমারূপে মাথুরমণ্ডলে বিরাজমান আছেন।৩৭৮ গো-পরার্দ্ধের পয়োরাশি দ্বারা ক্ষীরসমুদ্রের আবিষ্কার ও গোপগণকে দেবাসুর করিয়া, স্বয়ং অজিত-রূপে সেই ক্ষীরবারিধি মন্থন করিয়াছিলেন।৩৭৯ অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন— "যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্বাহু, যিনি শ্বেতদ্বীপপতি, যিনি নরসখ নারায়ণ, তিনিই ভগবান্ পুরুষোত্তম বৃন্দাবনবিহারী নন্দনন্দন।৩৮০ যেমন মহাগ্নি হইতে শতসহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই লীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর অন্যান্য অনন্ত অবতারগণ পুনর্ব্বার তাঁহাতেই একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"৩৮১ ইতি। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত-কারণ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের মহদংশের সহিত যোগ সিদ্ধ হইল।৩৮২ অতএব পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে কেহ নরভ্রাতা নারায়ণ, কেহ উপেন্দ্র, কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা পুরুষ, আর কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত নারায়ণাদিরূপ অংশ হইতে আবিষ্কৃত তত্তল্লীলামাত্র দর্শনে সেই সেই মুনিগণ তত্তৎ চরিতের অনুগামী হইয়া তত্তৎ রূপে (নারায়ণাদিরূপে) শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন।৩৮৩

ভগবানের অজত্ব ও জন্মিত্বের অবিরোধ স্থাপন।

উপোদ্ঘাত-কথা সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃত বিষয় লিখিত হইতেছে।৩৮৪ অজ—জন্মহীন হইয়াও, জাত—জন্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।৩৮৫ যদি

• ব্রহ্মার বৎস ও বৎসপালহরণকালে এই লীলার প্রকাশ হয়॥ ৩৭২—৩৮৯॥

'বল,' একের অজত্ব ও জন্মিত্ব বিরুদ্ধ হয় (অজ কখনই জন্মগ্রহণ করেন না, জাত বস্তু কখনই অজ হইতে পারে না)। এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিলেন,' ভগবান্—অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভব অর্থাৎ যাঁহার ঐশ্বর্য্যবৈভব কাহারই বুদ্ধিগোচর হয় না।৩৮৬

জন্মাদিলীলার আবিষ্কার কিরূপ?

অনল যেমন তত্তৎস্থানে তেজোরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও কোন হেতু বশতঃ মণি (পাষাণবিশেষ) ও কাষ্ঠাদি হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কখন কোন কারণ নিবন্ধন অদ্ভুত ও অনাদি জন্মাদিলীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।৩৮৭

জন্মাদিলীলা আবিষ্কারের মুখ্য ও গৌণ কারণ।

স্বীয় লীলাকীর্ত্তির বিস্তারহেতু সাধক ভক্তমণ্ডলীকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই, তাঁহার জন্মাদিলীলা আবিষ্কারের মুখ্যহেতু।৩৮৮ আর ভয়ঙ্কর দানবদল কর্ত্তৃক পীড্যমান পূর্ব্বাবিভূর্ত বসুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও যে তাঁহার প্রাদুর্ভাবের হেতু, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।৩৮৯ পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণের যে প্রার্থনা, তাহা তাঁহার প্রাদুর্ভাবের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ কারণ।৩৯০

ভক্তজনের অদ্যাপি সেই সেই লীলা দর্শন।

যদি কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠাভরে আর্ত্ত হইয়া অদ্যাপি দেখিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে কৃপানিধি হরি তাঁহাদিগের সমক্ষে সেই সেই লীলা তৎক্ষণাৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।৩৯১ কোন কোন ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম, প্রেমভরে বিবশ হইয়া, অদ্যাপি বৃন্দাবনমধ্যে ক্রীড়াসক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।৩৯২

ভগবৎপার্ষদ ও ভগবানের নিত্যমূর্ত্তিতা ও তদ্বিষয়ে পুরাণাদির বচন।

যখন তাঁহার পার্ষদগণও নিত্যমূর্ত্তি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন, তখন সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে, নিত্যমূর্ত্তি, ইহাতে, আর বিচিত্রতা কি আছে।৩৯৩ তথাপি শুষ্কবাদনিষ্ঠ হেতুবাদীদিগের বাক্যরোধের

ভূভারহরণ ভগবৎপ্রাদুর্ভাবের মুখ্য কারণ হইতে পারে না। কারণ ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট তাদৃশ জীবও ভূভারহরণে সক্ষম, তন্নিমিত্ত ভগবানের অবতার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভক্তের আর্ত্তি শান্তি করিতে একমাত্র ভগবান্ই সমর্থ। শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব প্রভৃতির ন্যায় ভক্তজনকে নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা আনন্দপ্রদান এবং অত্যাচারী দানবদলের বিনাশদ্বারা বসুদেবাদি প্রিয়জনের প্রতি অনুগ্রহ, এই দুইটিই ভগবানের জন্মলীলাবিস্তারের মুখ্য কারণ ॥ ৩৯০ ॥ ৩৯১ ॥

জন্য পুরাণাদির বচন লিখিত হইতেছে।৩৯৪ তথাহি, শ্রীভাগবতে ব্রহ্মস্তুতিতে বলিয়াছেন—"ভগবন্! তুমি অনন্ত এবং নিত্যানন্দবিগ্রহ ও নিত্যজ্ঞানতনু। এই জগৎ তোমাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব জগৎ যদিও মায়া হইতে উদ্ভূত, সুতরাং নশ্বর, তথাপি তুমি যখন উহার অধিষ্ঠান, তখন অধিষ্ঠানভূত তোমারই গুণে উহা সৎ বা স্বতন্ত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।"৩৯৫ শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও—"ভগবান্ শ্রীহরির রূপ অনাদেয় এবং অত্যাজ্য। উহার আবির্ভাব এবং তিরোভাবই গ্রহণ ও মোচন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।"৩৯৬ শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—"জগৎপতি ভগবানের অবতার, মূর্ত্তি, রূপ, গন্ধ, ঐশ্বর্য্য, সুখ এবং অনুভব, সকলই নিত্য।"৩৯৭ পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাস ও অম্বরীষের সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীব্যাসবাক্য—"মধুসূদন! আমি লোচনদ্বারা তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। উপনিষদ্‌গণ সত্য, পরব্রহ্ম, জগৎকারণ এবং জগৎপতি বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন, নাথ! সেই রূপ আমার নয়নগোচর হউক।"৩৯৮ শ্রীকৃষ্ণবাক্য—"তোমাকে আমার বেদগোপিত স্বরূপ দেখাইব, দর্শন কর।" "রাজন্! তৎপরে কিশোরমূর্ত্তি, নবঘনশ্যাম, গোপীগণপরিবৃত, গোপবালকদিগের সহিত হাস্যপরায়ণ, কদম্বমূলে সমাসীন, পীতবসন গোপরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি দর্শন করিলাম।"৩৯৯ সেই পদ্মপুরাণেই পরে বলিয়াছেন—"তদনন্তর বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ মৃদুমধুর হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিলেন, 'তুমি অলৌকিক, সনাতন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পূর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন, এই যে আমার রূপ দর্শন করিলে, ইহার পর আর তত্ত্ব নাই।৪০০ বেদগণ এই রূপকেই সর্ব্বকারণকারণ, সত্য, সর্ব্বব্যাপি, পরমানন্দ, চিদ্ঘন, শাশ্বত এবং মঙ্গলময় বলিয়া থাকেন'।"৪০১ শ্রীবাসুদেব-উপনিষদে—"আমার আদিমধ্যান্তশূন্য, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ, অবয় এবং অদ্বয় ব্রহ্ম, এই রূপ, ভক্তি দ্বারা জানিতে পারা যায়।"৪০২ ইতি। যদি

নিত্যমূর্ত্তিত্বের বিরুদ্ধে আশঙ্কাবাক্য।

বল, শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃ অরূপ (অদৃশ্য), কিন্তু মায়িকবিগ্রহযোগে নয়নগোচর হইয়া থাকেন।৪০৩ তথাহি মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বচন যথা—"আমি রূপবান্ বলিয়া

এই সকল শাস্ত্র, যুক্তি এবং মহদনুভব দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা যে অনাদি, ইহাই প্রতিপাদিত করিলেন ॥ ৩৯২ ॥

আবির্ভাবক নিত্য হইলে আবির্ভাব্য লীলাও সুতরাং নিত্য হইবে, এই জন্য আবির্ভাবক-নিত্যতা প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—'যখন তাঁহার' ইত্যাদি ॥৩৯৩—৪১৭ ॥

নেত্রগোচর হইয়া থাকি, ইহা তুমি মনে করিও না। আমি সকল কার্য্যে সমর্থ এবং জগতের গুরু। অতএব ইচ্ছা করিলে, মুহূর্ত্তকালমধ্যে নাশ পাইতে বা অদর্শন হইতে পারি।৪০৪ হে নারদ! সমস্তভূতগুণযুক্ত অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি-যুক্ত রূপে আমাকে যে দেখিতেছ, এ আমার সৃষ্ট মায়া, আমাকে এ প্রকারে জানা তোমার উচিত নহে।"৪০৫ ইতি। তথাচ পদ্মপুরাণে—"বেদ এবং স্মৃতি যাঁহাকে অকর্ত্তা ও নাম-রূপরহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তিনিই পরমেশ্বর ভগবান্ হরি।"৪০৬ ইতি। এই বিষয়ের সমাধান যথা শ্রীবাসুদেবাধ্যাত্মে—

উক্ত আশঙ্কাবাক্যের সমাধান।

"হরির গুণের অপ্রসিদ্ধিবশত অর্থাৎ তাহা সাকল্য রূপে বলিতে না পারায়, তিনি 'অনামা' বলিয়া এবং রূপ অপ্রাকৃত হওয়ায় 'অরূপ' বলিয়া কীর্ত্তিত হন'। আর প্রকৃতিসম্বন্ধে শ্রীহরির কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই-ই, এই জন্য পুরাবেত্তারা সেই পুরাণপুরুষকে 'অকর্ত্তা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।"৪০৭ ইতি। এইহেতু মোক্ষধর্ম্মের সেই বচন যোগ্যই হইয়াছে।৪০৮ তথাহি—রূপী বলিয়া যেমন প্রাকৃত ব্যক্তি নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ভগবান্ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, তুমি এরূপ নিশ্চয় করিও না।৪০৯ ভগবান্ এই কথা বলিয়া রূপবত্তা থাকিতেও আপনার অদৃশ্যত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর এতদ্দ্বারা স্বীয়-স্বরূপের অপ্রাকৃতত্বও দেখাইয়াছেন।৪১০ সেই রূপের দর্শন এবং অদর্শনে আমার অকুণ্ঠিত

ভগবদিচ্ছাই ভগবন্মূর্ত্তি-দর্শনের কারণ।

ইচ্ছাই কারণ, এই অভিপ্রায়ে আবার স্বয়ং "ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়ং" এই অর্দ্ধপদ্য বলিলেন। নশ্যেয়ং—অদৃশ্য হইতে পারি। যেহেতু 'নশ্' ধাতুর অর্থ অদর্শন।৪১১ তথাপি আমাকে যে ভূতগুণে যুক্ত বলিয়া দেখিতেছ, এ মায়া, আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি এ প্রকারে আমাকে জানিও না।৪১২ মায়া-শব্দে কোন স্থানে চিচ্ছক্তিরও অভিধান আছে।৪১৩

কোন কোন্ স্থানে মায়া-শব্দের অর্থ চিচ্ছক্তি।

"মায়ানাম্নী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তিদ্বারা (চিচ্ছক্তি-দ্বারা) যুক্ত বলিয়া সনাতন বিষ্ণুকে 'মায়াময়' বলিয়া থাকেন।" মধ্বাচার্য্য নিজকৃত বেদান্তভাষ্যে এই (চতুর্ব্বেদশিখা-উপনিষদের) শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন।৪১৪ তন্মধ্যে কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছায় ভগবন্মূর্ত্তির প্রকাশের কথা সেই মোক্ষধর্ম্মেই বলিয়াছেন—"অনন্তর দেবদেব সনাতন

উক্ত 'স্বেচ্ছৈকপ্রকাশত্ব' সম্বন্ধে পোষক প্রমাণ।

ভগবান্, সেই উপরিচর বসুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া, অন্যের অদৃশ্য হইলেও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন।"৪১৫ "তৎপরে বৃহস্পতি, ক্রোধপূর্ব্বক 'সবেগে স্রুক্ (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) উত্তোলন' করিয়া তদ্দ্বারা আকাশকে আহত করিতে করিতে রোষভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।"৪১৬ "এই যজ্ঞে দেবগণ প্রত্যক্ষ হইয়া প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কি নিমিত্ত বিভু হরি এই যজ্ঞে দর্শন প্রদান করিলেন না?৪১৭ অনন্তর সেই মহীপাল উপরিচর বসু এবং সদস্যগণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ সেই সুরাচার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।"৪১৮ "হে বৃহস্পতে! তুমি যাঁহাকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছ, তিনি ক্রোধশূন্য; তুমি এবং আমরা তাঁহার দর্শনে সমর্থ নহি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান।"৪১৯ সেই মোক্ষধর্ম্মে একত, দ্বিত, এবং ত্রিত নামক ঋষিত্রয়ের বাক্য—"অনন্তর সেই যজ্ঞের অবভৃতসময়ে বাগ্দেবী অলক্ষিতভাবে থাকিয়া ভগবানের আনন্দ সঞ্চার করিতে করিতে স্নিগ্ধ এবং গম্ভীর বচনে বলিয়াছিলেন।" "হে ভক্তবর্গ! তোমরা জিজ্ঞাসু, অতএব কি প্রকারে সেই বিভুকে দর্শন করিবে?"৪২০ ইতি। অতএব সেই ভগবান্ নিজ ইচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ং-প্রকাশ-শক্তি দ্বারা নয়নে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু নেত্রের বিষয় বলিয়া নেত্রে অভিব্যক্ত হন না।৪২১ যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে—"ভগবান্ স্বভাবত অব্যক্ত হইয়াও নিজশক্তি (স্বরূপশক্তি) দ্বারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। সেই স্বরূপশক্তি ব্যতীত কে অপরিমেয় প্রভু পরমাত্মা হরিকে দেখিতে পায়?"৪২২ ইতি। পদ্মপুরাণেও বলিয়াছেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সুতরাং অধোক্ষজ (অচাক্ষুষ) হইয়াও স্বীয়শক্তিপ্রভাবে ভক্তজনের নয়নে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।"৪২৩ ইতি। ভগবানের যে বিগ্রহ সর্ব্ব-

---

অন্য দেবগণ প্রত্যক্ষ হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ইহাতেই অধ্যর্য্যু বৃহস্পতির ক্রোধ হইয়াছিল॥ ৪১৮—৪২০॥

ভগবান্ কৃপাশক্তিদ্বারা ধ্যাতৃবর্গের নয়নদ্বারে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। কৃপাশক্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতে নয়নদ্বয়ের সামর্থ্য হয় না। এতদ্দ্বারা ভগবদ্রূপের চিদ্-ঘনতা সিদ্ধ হইল॥ ৪২১—৪২৭॥

ব্যাপী, সে-ই বিগ্রহই পরিচ্ছিন্ন। অতএব একই

ভগবদ্বিগ্রহের যুগপৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব।

কৃষ্ণের একদা দ্বিরূপতা (সর্ব্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব) বিরাজমান রহিয়াছে।৪২৪ যথা শ্রীদশমে—"যাঁহার অভ্যন্তরদেশ ও তৎপ্রতিযোগী বহির্দ্দেশও নাই, যাঁহার পূর্ব্ব ও অপরও নাই, যিনি জগতের অন্তর্বহির্দ্দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন এবং যিনি জগন্ময়, যশোদা সেই অব্যক্ত, অধোক্ষজ, নরাকার শ্রীকৃষ্ণকে আত্মজ-বোধে প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।"৪২৫ ইতি। এই দুই শ্লোকদ্বারা দামবন্ধনসময়ে ব্রজরাজনন্দনের দ্বিরূপতাই অভিব্যক্ত হইয়াছে।৪২৬

শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা।

সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসমূহেও সুস্পষ্টই শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা শুনিতে পাওয়া যায়।৪২৭ যথাচ শ্রীপ্রথমে শ্রীদ্বারকাবাসিগণের উক্তি—"অহো! যদুবংশ সাতিশয় শ্লাঘ্যতম। অহো! মধুবন অতীব পুণ্যতম। যেহেতু পুরুষোত্তম শ্রীকান্ত, স্বীয় জন্মদ্বারা যদুকুলকে এবং বিহারদ্বারা মধুবনকে সৎকৃত করিতেছেন।"৪২৮ ইতি। দ্বারকাবাসিগণের উক্তিতে বর্ত্তমানকালের উপপাদক "অঙ্কতি" এই ক্রিয়াপদ, শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে।৪২৯ শ্রীদশমে শ্রীশুকের উক্তি—"যিনি জনগণের নিবাস বা আশ্রয়স্বরূপ, দেবকীতে যাঁহার জন্মের প্রসিদ্ধি, যাদবগণ যাঁহার পরিকর, যিনি নিজ ভক্তরূপ বাহুদ্বারা অধর্ম্মকে দূরে উৎসারিত, স্থাবর ও জঙ্গম নিখিলপ্রাণীর সংসার বিনাশ এবং সুস্মিত শ্রীমুখদ্বারা ব্রজবনিতা ও পুরবনিতা গণের কাম (প্রেম) বর্দ্ধন করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় উৎকর্ষের আবিষ্কারপূর্ব্বক সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইতেছেন।"৪৩০ শ্রীস্কন্দপুরাণে শ্রীমথুরাখণ্ডে শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য—"বৃন্দাবনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বৎস-

---

দ্বারকালীলার অন্তর্গত হস্তিনাপুরাদিলীলা, এই নিমিত্ত পরবর্ত্তী শ্লোকটী হস্তিনাপুরবাসিনী কুরুরমণীগণের উক্তি হইলেও দ্বারকাবাসীর উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৪২৮॥

যে ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রারম্ভ হইয়াছে, কিন্তু পরিসমাপ্তি হয় নাই, সেই ক্রিয়াকেই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়া বলে। অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে সেই সেই লীলা ধারাবাহিকরূপে বিদ্যমান থাকায়, কোন কালেই সেই সেই লীলার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব "অঙ্কতি" এই পদদ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্য॥ ৪২৯—৪৩৪॥

দেবের সহিত ব্রজবালকবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বৎস ও বৎসতরীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।”৪৩১ ইতি। যৎকালে নারদ-যুধিষ্ঠিরসংবাদ হয়, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায়; তথাপি “ক্রীড়তি” এই বর্ত্তমান ক্রিয়াপদের প্রয়োগ, কৃষ্ণলীলার নিত্যতা ব্যক্ত করিতেছে।৪৩২ পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শ্রীপার্ব্বতীর প্রতি শ্রীরুদ্র-বাক্য—“যেখানে কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, অহো! সেই মধু-পুরীই ধন্যা। সেই স্থানে মুনি ও দেবগণ, সকলেই সর্ব্বদা বাস করিতে অভিলাষ করেন।”৪৩৩ ইতি।

লীলাপরিকরবর্গ।

ব্রজবাসী, যাদবগণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবেরতনয় নল-কূবর-মণিগ্রীব প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি মুনিগণ, কেশি প্রভৃতি দানবগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগগণ, এবং শঙ্খচূড় প্রভৃতি যক্ষগণ, ইঁহারা সকলেই লীলাপরিকর।৪৩৪

লীলা দ্বিবিধ,—প্রকট ও অপ্রকট।

‘প্রকট’ ও ‘অপ্রকট’ ভেদে সেই লীলা দ্বিবিধ।৪৩৫ তথাহি—সেই শ্রীকৃষ্ণ, স্বরূপভূত অনন্ত প্রকাশ ও লীলা দ্বারা সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতেছেন। কদাচিৎ তিনি সেই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশে স্বপরিবারের সহিত জগদন্তরে প্রাদুর্ভূত হইয়া জন্মাদিলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন।৪৩৬ সেই লীলা-নাম্নী শক্তিই

লীলাপরিকরগণের ভগবৎ প্রাতিকূল্যের কারণ।

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে সেই সকল পরিকর-দিগের সেই সেই (অনুকূল ও প্রতিকূল) স্বভাব উদ্ভাবিত করিয়া দেন।৪৩৭ প্রপঞ্চের গোচর হইলে,

প্রকট ও অপ্রকট লীলার লক্ষণ।

সেই লীলাকে ‘প্রকট’ লীলা বলে। তদ্ভিন্ন আর সমস্তই ‘অপ্রকট’ লীলা। এই অপ্রকট লীলা প্রপঞ্চের গোচর হয় না।৪৩৮ তন্মধ্যে প্রকট লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকায় গমনাগমন হইয়া থাকে।৪৩৯ যে যে লীলা গোকুলাদির অন্যতম স্থানে অপ্রকট হয়, সেই সেই লীলা সেই গোকুলা-দিরই অদৃশ্য প্রকাশমধ্যে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই “জয়তি জননিবাসঃ” ইত্যাদি শ্লোকসমূহ বারংবার প্রকাশ করিতেছেন।৪৪০

নিত্যধামে লীলাপরিকরের মধ্যে যে দনুজাদির উল্লেখ হইল, তাঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত॥ ৪৩৪—৪৪৭॥

প্রকটলীলার আরম্ভপ্রকার।

ব্রহ্মার আদেশে দেবাদির অংশপরম্পরা অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বসুদেবাদির অংশ স্বর্গস্থিত যে কশ্যপাদি, তাঁহারা নিত্যলীলাস্থিত বসুদেবাদি অংশীর সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া, শূর প্রভৃতি হইতে মথুরাতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন।৪৪১ মহালক্ষ্মীপতি নারায়ণ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, মথুরায় আবির্ভাবের অভিলাষী হইয়া প্রথমত সঙ্কর্ষণব্যূহের আবির্ভাব করেন, তাহার পর সেই পরমেশ্বর আপনার অন্তরস্থিত প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক আর দুইটি ব্যূহকে যথাসময়ে আবিষ্কৃত করিবেন স্থির করিয়া আনকদুন্দুভির হৃদয়ে প্রকট হন।৪৪২ অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণার্থ বৈবস্বত-মনন্তরীয় অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের দ্বাপরশেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ, বসুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণরূপের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া, আনকদুন্দুভির হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হন।৪৪৩ দৈবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃতদ্বারা লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধির আবিষ্কার করেন।৪৪৪ অনন্তর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে মহানিশায়, এই শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া, কংসকারাগারস্থ সূতিকাগৃহে তাঁহার শয্যায় আবির্ভূত হন।৪৪৫ জননী প্রভৃতি ইহাই মনে করেন যে, লৌকিক রীতিতেই শিশু পরম সুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।৪৪৬ এই শ্রীকৃষ্ণ, কি দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ, উভয়রূপেই

শ্রীকৃষ্ণ কখন কখন চতুর্ভুজ হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার কৃষ্ণত্বের হানি হয় না।

মনুষ্যের ন্যায় চেষ্টা, গুণ এবং তদনুযায়ী প্রভাবের অনুবর্ত্তন করেন, সুতরাং কখনই কৃষ্ণত্ব পরিত্যাগ করেন না।৪৪৭ তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ-রূপকেই প্রধান বলিয়াছেন। কিন্তু মহৈশ্বর্য্য গূঢ় বা আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া, কোন কোন স্থানে দ্বিভুজত্বকে অপ্রধানের ন্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেহেতু 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম গূঢ়' এইরূপ খ্যাতি আছে।৪৪৮ অনন্তর বসুদেব, মহাবনে যশোদার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, সেই স্থানে নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া, সেই যশোদার কন্যাকে লইয়া নিঃসৃত হন।৪৪৯ এইরূপে সেই এই শ্রীকৃষ্ণ, অনাদিকাল হইতে যশোদার নিত্যপুত্ররূপে বিরাজমান থাকায়, প্রকট-

* সপ্তমস্কন্ধে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, 'হে মহারাজ! নরাকৃতি পরব্রহ্ম গূঢ় হইয়া তোমাদিগের গৃহে বাস করিতেছেন' ॥ ৪৪৮ ॥ ৪৪৯ ॥

লীলায় দেবকীর ন্যায় সেই যশোদাকেও দ্বার করিয়া আবিভূর্ত হইলেন।৪৫০ অনন্তর ব্রজরাজকৃত উৎসবে প্রকট হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে বাল্যাদি-লীলা প্রকাশ করেন। তিনি কোটি কোটি অপ্রকট-প্রকাশেও ঐ সকল লীলা করিতেছেন।৪৫১ প্রেষ্ঠজনের আনন্দপ্রদ এবং নিজেরও চমৎকারকারক সেই সেই লীলার উল্লাসদ্বারা শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিলাস করিয়া থাকেন।৪৫২ নন্দ-যশোদার অসমোর্দ্ধ বাৎসল্য-বশে ভগবান্ নিত্যই আপনাকে তাঁহাদিগের পুত্র বলিয়াই জানেন।৪৫৩

"বসুদেবগৃহে প্রথমব্যূহ বাসুদেবের, আর নন্দগৃহে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব", ইহা কোন কোন ভাগবতের মত।

এই প্রকরণে কোন কোন পুরাতন ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন।—বসুদেবগৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব, আর গোকুলে যোগমায়ার সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, প্রাদুর্ভূত হন।৪৫৪ আনকদুন্দুভি গোকুলে গমনপূর্ব্বক, যশোদার সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া, কেবলমাত্র একটি কন্যাই দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই কন্যাটিকে লইয়া, মথুরায় আগমন করিলেন। এদিকে বাসুদেবও লীলাপুরুষোত্তমে প্রবিষ্ট হইলেন।৪৫৫ ঐ বিষয় অতীব রহস্য বলিয়া, শ্রীশুকদেবাদি কথাক্রমে সেই সেই স্থানে বলেন নাই। কিন্তু প্রসঙ্গবশত কোন কোন স্থানে সূচনা করিয়াছেন।৪৫৬ যথা শ্রীদশমে—"মহাত্মা নন্দ আত্মজ উৎপন্ন হইলে একান্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।"৪৫৭ তথা সেই দশমেই বলিয়াছেন—"উদারচেতা নন্দ প্রবাস হইতে আগমন করিয়া, নিজ পুত্রকে লইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক পরমা-

---

যৎকালে দেবকীদেবী চতুর্ভুজরূপ সংবরণ করিতে প্রার্থনা করেন, তৎকালে ভগবান্ চতুর্ভুজরূপ আচ্ছাদন করিয়া যশোদার হৃদয়স্থিত দ্বিভুজরূপে প্রকাশমান হইয়াছিলেন; ইহাই বৈষ্ণবতোষণীসম্মত। ("~~শিশোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" ভা০ ১০।৩।৪৬ এই শ্লোকের তোষণী দেখ।~~) অতএব এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে দ্বার করিয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত চতুর্ভুজরূপে এবং যশোদাকে দ্বার করিয়া তদীয়-হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বসুদেব যশোদার হৃদয়ের ধন দ্বিভুজমূর্ত্তি তাঁহার শয্যায় রক্ষা করিয়া তদীয় গর্ভসম্ভূতা যোগমায়াকে কংসবঞ্চনার্থ আনয়ন করেন॥ ৪৫০—৪৫৬॥

এই শ্লোকে 'আত্মজ' ও পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে 'স্বপুত্র, গোপিকাসুত এবং পশুপাঙ্গজ' এই তিনটি শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজেশ্বরের পুত্র, ইহাই প্রতিপাদিত হইল॥ ৪৫৭- ৪৬০॥

নন্দ লাভ করিয়াছিলেন।"৪৫৮ তথাচ—"এই ভগবান্ গোপিকাসুত দেহাভিমানীদিগের সুখলভ্য নহেন।"৪৫৯ তথাচ সেই দশমে শ্রীব্রহ্মস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যাঁহার কণ্ঠে বনমালা, বামপাণিতলে দধ্যোদনগ্রাস, বামকক্ষে বেত্র ও শৃঙ্গ, জঠরপটসন্ধিতে বেণু, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপা শ্রী এবং পদতল অতীব কোমল, সেই পশুপাঙ্গজ (নন্দাঙ্গসম্ভূত) শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি স্তুতি করি।"৪৬০ তদনুরূপ শ্রীযামলের বচনও উদাহরণ করিয়া থাকেন—"যদুবংশসম্ভূত কৃষ্ণ অন্য (পৃথক্), যিনি পূর্ণ, তিনি ইঁহার পর অর্থাৎ মূলতত্ত্ব। তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না।৪৬১ তিনি সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কোনকালেই চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্বদা বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।"৪৬২ ইতি।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা ও দ্বারবতীলীলা।

অনন্তর প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরপুত্রতা আচ্ছাদন ও স্বীয় বসুদেবপুত্রতা প্রকাশ করিয়া মথুরায় গমন করেন। যে বাসুদেব, দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ, উভয়রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।৪৬৩ শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরীতে মধুপুরের সেই সেই

এই শ্লোকের বাস্তবার্থ—যদুসম্ভূত অর্থাৎ বসুদেবনন্দন বলিয়া বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ, অন্য—অন্যপ্রকাশ। ইহার পর যে প্রকাশ, পূর্ণ—পূর্ণতম, বলিয়া বিখ্যাত, তিনি অপ্রকট-প্রকাশে বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না, অর্থাৎ অপ্রকট প্রকাশে বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া, প্রকট-প্রকাশে যদুপুরী গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬১ ॥

এই পুরাতন ভাগবতগণের মতে গ্রন্থকারের সম্মতি নাই। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, ব্রজবাসীদিগের বিরহ, মাতা, পিতা এবং প্রেয়সী গোপীদিগের সান্ত্বনার্থ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রজে উদ্ধবের প্রেষণ, শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ ব্রজবাসীদিগের কুরুক্ষেত্রে গমন, দন্তবক্রবধানন্তর শ্রীকৃষ্ণের পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন, এই সকল বর্ণনা অনর্থক হইয়া যায়। যদি এ কথা বল, যখন আদিব্যূহ বাসুদেব নন্দ-নন্দনের অন্তর্ভূত রহিয়াছেন, তখন সেই নন্দনন্দনের মথুরাদি গমনের বাধা কি? অতএব অন্তর্গতাদ্যব্যূহ নন্দ-নন্দনই মথুরায় গমন এবং তিনিই পুনর্ব্বার দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন করেন? তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ তাহাতে যামল বচনের সঙ্গতি হয় না। অতএব অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ না করিয়া, সর্ব্বদা ব্রজেই ক্রীড়া করেন। প্রকট-প্রকাশে ব্রজ হইতে পুরীতে গমন করিয়া থাকেন। এইরূপ সিদ্ধান্তে কোন গ্রন্থেরই অসঙ্গতি হয় না। অতএব যামলবচন অপ্রকটলীলাবিষয়ক। ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ॥ ৪৬২—৪৬৩ ॥

লীলা প্রকাশ করিয়া, আবার দ্বারকায় সেই সেই লীলা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, দ্বারকায় গমন করেন।৪৬৪ শ্রীকৃষ্ণ, সেই দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন-নামক তৃতীয়ব্যূহের প্রকটন করেন। যাঁহা হইতে অনিরুদ্ধ-নামক চতুর্থ-ব্যূহের প্রকাশ হয়।৪৬৫ এইরূপে দ্বারকাতেই এই ব্যূহচতুষ্টয়ের অতীব চমৎকারজনক বহুবিধ বিবাহাদি লীলাও বর্ণিত আছে।৪৬৬

দ্বারকায় ৩য় ও ৪র্থ ব্যূহের প্রকাশ।

প্রকটলীলায় ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিনমাস বিরহ হইয়াছিল। তাহাতেও আবির্ভাবসদৃশী শ্রীকৃষ্ণের 'বিস্ফূর্ত্তি' হইত। তিনমাসের পর তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ 'সঙ্গতি' হইয়াছিল।৪৬৭ এই শ্রীকৃষ্ণের 'আবির্ভাব' ও 'আগতি' হেতু সেই 'সঙ্গতি' দুইপ্রকার।৪৬৮ তন্মধ্যে আবির্ভাব।—বিরহজনিত ক্লান্তির উদ্রেকে যে সকল প্রেষ্ঠজনের চিত্ত অধীর হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া হঠাৎ তাহাদিগের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হন।৪৬৯ সেই প্রেষ্ঠজন, যে অবধি উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শ্রবণ করেন, তদবধি বনমালীর ব্রজে প্রাদুর্ভাব হয়।৪৭০ দ্বারকাস্থ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রাদুর্ভাব, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদিতে নানারূপে বারংবার বর্ণিত আছে।৪৭১ যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আবির্ভূত হইয়া বিহার করেন, তৎকালে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন স্বপ্ন বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন।৪৭২ অথ আগমন।—স্বজনবর্গের প্রতি প্রেম এবং নিজবাক্যের সত্যতা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রথাদিতে অধিরূঢ় হইয়া,

প্রকটলীলায় ব্রজে তিনমাস বিরহ। বিরহে বিস্ফূর্ত্তি।

সঙ্গতি।

সঙ্গতি দ্বিবিধ,—আবির্ভাব ও আগতি।

আবির্ভাব।

আগতি।

শ্রীকৃষ্ণের আপনাতে প্রথমব্যূহের স্ফূর্ত্তি ছিল; দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ, তৃতীয় প্রদ্যুম্ন এবং চতুর্থ অনিরুদ্ধ, এই ব্যূহচতুষ্টয়॥ ৪৬৩—৪৭১॥

যদি বল, মথুরাগমনের তিনমাসের পর শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ নয়নগোচর হইলেন, কেবল যে নয়নগোচর হইলেন, তাহা নহে, ব্রজবাসিগণ এরূপ অনুভবও করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার সহিত বিহার করিতেছি। আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের এই আকস্মিক দর্শন ও সম্মিলন লাভের পর হইতে তাঁহার মথুরাগমনসম্বন্ধে ব্রজবাসিগণের মনের কিরূপ ভাব উপস্থিত হয়? এই আকাঙ্ক্ষায় বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিয়া গ্রন্থকার বলিলেন, আবির্ভাবের পর হইতে ব্রজবাসিগণ মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই অন্যত্র গমন করেন নাই, পূর্ব্বে যে শুনিতে পাই, তিনি মথুরায় যান, সে আমাদিগের স্বপ্নমাত্র॥ ৪৭২—৪৭৩॥

পুনর্ব্বার আপনার প্রিয় গোষ্ঠে আগমন করিয়া থাকেন।৪৭৩ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়বচন, যথা শ্রীদশমে—"নিজের মথুরাগমনে সেই গোপীদিগকে অদৃশ দুঃখান্বিতা দেখিয়া, 'আমি শীঘ্রই আসিব' এইরূপ প্রেমযুক্ত দূতবাক্য দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।"৪৭৪ তথা—"হে পিতঃ। আপনারা ব্রজে গমন করুন। আমরা সুহৃদ্‌গণের সুখসম্পাদন করিয়া স্নেহদুঃখিত জ্ঞাতিবর্গ আপনাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অচিরেই ফিরিয়া আসিতেছি।"৪৭৫ ইতি। নিজের প্রিয়তম যদুমন্ত্রী উদ্ধবদ্বারাও পুনর্ব্বার এই বাক্যের অসন্দিগ্ধতা তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন।৪৭৬ যথা সেই দশমেই—"নিখিল যদুকুলের প্রতিকূল কংসকে রঙ্গস্থলে সংহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, আপনাদিগের সমীপে সমাগত হইয়া তিনি অতিশীঘ্রই তাহা সত্য করিবেন।"৪৭৭ ইতি। দ্বারকাবাসিগণের বচনে সেই শ্রীকৃষ্ণবাক্যের সত্যতা প্রকটিত হইয়াছে।৪৭৮ যথা শ্রীপ্রথমে—"ভো অম্বুজাক্ষ। আপনি যখন সুহৃদ্‌গণকে দেখিবার জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কুরু অথবা মধু দেশে গমন করেন, তখন আমাদিগের ক্ষণকাল কোটিবর্ষ বলিয়া বোধ হয়। হে অচ্যুত! সূর্য্য ব্যতীত যেমন নয়ন অন্ধ হইয়া যায়, তোমাকে না দেখিয়াও আমাদিগের তাদৃশী অবস্থা হইয়া থাকে।"৪৭৯ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—ভো অম্বুজাক্ষ! সুহৃদগণের—নন্দাদির, দেখিবার ইচ্ছায়, অপসরণ—আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মধুপুরে গমন, করিয়াছিলেন। মধু—মথুরা। সে সময় মধুপুরীতে সুহৃদ্বর্গ বিদ্যমান না থাকায় মথুরা-শব্দে সুস্পষ্টই মথুরামণ্ডলস্থ ব্রজকেই বুঝাইতেছে।৪৮০ রথারূঢ় হইয়া মথুরায় গমনপূর্ব্বক, দন্তবক্রকে নিহত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, এ কথা পদ্মপুরাণে সুস্পষ্ট উক্ত আছে।৪৮১ সেই গদ্য ও পদ্য যথা—"শ্রীকৃষ্ণ ও সেই দন্তবক্রের নিধনসাধনান্তে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া, নন্দব্রজে গমনপূর্ব্বক, উৎকণ্ঠিত মাতা এবং পিতাকে অভিবাদন ও আশ্বাস প্রদান করিলে, তাঁহারাও অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তিনি গোপবৃদ্ধগণকে প্রণাম ও আশ্বাসপ্রদান করিয়া, বহুবিধ রত্ন বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা তত্রস্থ সকলকেই পরিতৃপ্ত করিলেন।৪৮২

কালযবনবধের পর শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াপ্রভাবে সমগ্র মথুরাবাসীকে দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং এস্থলে মথুরা বলিতে ব্রজ। ৪৮০, ৪৮৩।

শ্রীকৃষ্ণ পবিত্র তরুগণে পরিবৃত রমণীয় যমুনাপুলিনে গোপীগণের সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে গোপবেশ প্রভু, রমণীয় লীলানন্দ এবং বহুবিধ প্রেমরস আস্বাদন করিতে করিতে, দুইমাস বৃন্দাবনে বাস অর্থাৎ প্রকটলীলা করিলেন।৪৮৩ ইতি।" ইহার কারিকা। —"উত্তীর্য্য" এই পদদ্বারা যে উত্তরণের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই উত্তরণের অর্থ আপ্লবন অর্থাৎ অবগাহন। দুষ্টের বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্নানপূর্ব্বকই ব্রজে আগমন করা উচিত।৪৮৪ অতএব প্রকটলীলাতেও অতি অল্পকালই বিরহ হইয়া থাকে। এই হেতু ধামত্রয়ে অর্থাৎ গোকুলে, মধুপুরে এবং দ্বারকায়, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বিহার করিতেছেন।৪৮৫

ব্রজলীলার নিত্যতা।

পদ্মপুরাণে ব্রজাগমনকাল যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে আর একটি কৃষ্ণ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।৪৮৬ যথা—"অনন্তর স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তত্রস্থ নন্দগোপাদি এবং পশু, পক্ষী ও মৃগাদি, সকলেই বাসুদেবের প্রসাদে দিব্য-রূপ ধারণ ও বিমানে আরোহণ করিয়া পরমবৈকুণ্ঠলোক লাভ করিলেন।৪৮৭ ইহার দুইটী কারিকা।—ব্রজেশ্বরাদির অংশ যে দ্রোণাদি সুবতার করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই বৈকুণ্ঠে পাঠাইলেন; এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।৪৮৮ অতিশয় প্রিয়তম ভক্ত ব্রজবাসীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন।৪৮৯

নন্দাদির অংশ দ্রোণাদির বৈকুণ্ঠে গমন ও অংশী নন্দাদির ব্রজের অপ্রকট প্রদেশে অবস্থান।

স্কন্দপুরাণে অযোধ্যামাহাত্ম্যে যেমন লক্ষ্মণের শেষাত্মতা শ্রবণ করা যায়।৪৯০ তথাহি—"তদনন্তর দেবরাজ শেষাত্মতাপ্রাপ্ত, সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে সর্ব্বসমক্ষে মধুর-বচনে বলিলেন।৪৯১ ইন্দ্র কহিলেন। হে লক্ষ্মণ! শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় পদে আরোহণ কর।

অংশীর সহিত অংশের সাযুজ্য ও কার্য্যাবসানে পুনর্ব্বার অংশী হইতে নিষ্কাসন প্রতিপাদনার্থ লক্ষ্মণের দৃষ্টান্ত।

যেমন সঙ্কর্ষণব্যূহ লক্ষ্মণ, শ্রীরামের সহিত অবতীর্ণ হইলে, পাতালতলস্থ ভূধারী শেষ তাঁহাতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, পরে দেবকার্য্য নির্বৃত্ত হইলে, শেষ, লক্ষ্মণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাতালে, এবং লক্ষ্মণ বৈকুণ্ঠপদে গমন করেন; তদ্রূপ ব্রজেশ্বরাদির অংশ দ্রোণাদি প্রকট-লীলায় ব্রজেশ্বরাদিতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, পরে প্রকটলীলার সমাপ্তি হইলে ব্রজেশ্বরাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয়পদে গমন এবং ব্রজেশ্বরাদি অপ্রকটপ্রকাশে অবস্থান করেন। অতএব অংশীতে অংশের যোগ ও তাহা হইতে নির্গম, শাস্ত্রসিদ্ধ॥ ৪৯০—৪৯৪॥

হে বীর! হে রিপুনিসূদন! তুমি দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, এক্ষণে স্বীয় সনাতন পরমবৈষ্ণবপদে গমন কর। তোমার মূর্ত্তি, ফণামণ্ডল-বিরাজিত শেষও সমাগত হইয়াছেন।"৪৯২ ইত্যাদি। তদনন্তর—"দেবগণে পরিবৃত দেবরাজ, লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, ভূভারধারণক্ষম শেষকে পাতালে প্রস্থাপিত করিয়া, পরমাদরে লক্ষ্মণকে যানে আরোপণ করাইয়া, স্বয়ং স্বর্গে গমন করিলেন।"৪৯৩ ইতি।

দ্বারকালীলার নিত্যতা।

শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে দ্বারকার লীলা অপ্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তৎকালে মুনিশাপাদিরূপা মায়া প্রকাশ করিয়া থাকেন।৪৯৪ দেবাদির অংশাবতরণ-সময়ে যাঁহারা যদুগণে অবতার করিয়াছিলেন, ক্ষীরোদনাথ সেই সকল দেবতার সহিত স্বধামে গমন করেন।৪৯৫ আর নিত্যলীলার পরিকর যে, যাদবাদি, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন।৪৯৬

মাথুর, দ্বারকা, গোকুল ও গোলোক।

মাথুর ও দ্বারকা ভেদে শ্রীকৃষ্ণের ধাম দ্বিবিধ। তন্মধ্যে গোকুল এবং মধুপুরী ভেদে মাথুর ধামও দ্বিবিধ।৪৯৭ গোলোক বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের ধাম, তাহা গোকুলেরই বিভূতি। যথা ব্রহ্মসংহিতায় সেই গোলোকের কথা শ্রবণ করা যায়।৪৯৮ "গোলোক-নামক স্বীয় ধাম এবং তন্নিম্নস্থ যথাক্রমে হরি, শিব ও দেবীর সেই সেই ধামে যিনি সেই সেই প্রভাবাতিশয় আবিষ্কার করিয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।"৪৯৯ ইতি। সেইরূপ অগ্রেও কহিয়াছেন—"যে গোলোকে সকল কান্তাই লক্ষ্মীরূপা, কান্ত পরমপুরুষ, বৃক্ষ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, স্বাভাবিক কথাই গান, স্বাভাবিক গমনই নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী এবং চন্দ্রাদি জ্যোতি ও রস-গন্ধাদি ভোগ্য বস্তু, চিদানন্দময়, যেহেতু উহারা পর অর্থাৎ পরমেশ্বরেরই অংশভূত।৫০০ যে স্থানে সুরভীসমূহ হইতে সেই বিপুল ক্ষীরসাগর নিঃসৃত হইতেছে, আর যেখানে নিমেষার্দ্ধ-নামক কালগতিও পরিলক্ষিত হয় না, আমি সেই শ্বেতদ্বীপের ভজনা করি। পৃথিবীতে বিরল-

---

শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে, ক্ষীরাব্ধিনাথ অনিরুদ্ধ তাঁহাতে এবং দেবাদির অংশও যাদবাদিতে প্রবিষ্ট হন। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অন্তর্দ্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত ক্ষীরোদনাথ, যাদবগণ হইতে নিষ্ক্রান্ত সেই দেবতাদির সহিত, পুনর্ব্বার স্বপদে আরোহণ করেন॥ ৪৯৫—৪৯৭॥

গোকুলের অপ্রকট প্রকাশকে গোলোক বলে॥ ৪৯৮—৫০০॥

প্রচার কতিপয় সাধু যাঁহাকে 'গোলোক' বলিয়া জানেন।"৫০১ ইতি।'

গোলোক গোকুলের বৈভব কেন?

গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমাধিক্যহেতু গোলোককে গোকুলের বৈভব বলা হইল।৫০২ যথা পাতালখণ্ডে—"বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী মধুপুরী ধন্যা। এই মধুপুরীতে একদিনমাত্র বাস করিলেও হরিভক্তি সঞ্জাত হয়।৫০৩ অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং দ্বারাবতী, এই সাত পুরী মোক্ষদায়িনী।৫০৪ হে দেবি! এই সাত পুরীর মধ্যে মাথুরমণ্ডল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মাথুরের মহিমাতিশয় শ্রবণ কর।"৫০৫ ইতি।

মথুরামণ্ডলের নিত্যতা।

মাথুর যে নিত্যলীলাস্থান, ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। অতএব পদ্মপুরাণেও এই মাথুররূপের নিত্যতা বলিয়াছেন।৫০৬ "আমার মথুরা, বৃন্দাবন, যমুনা, গোপিকন্যা এবং গোপবালক, ইহাদিগকে নিত্যরূপ বলিয়া জানিবে।"৫০৭ ইতি। সেই ভূমিস্বরূপ অদ্ভুত

পরিচ্ছিন্ন হইলেও লীলানুসারে মথুরামণ্ডলের বিস্তার ও সঙ্কোচ।

মাথুরমণ্ডল পরিচ্ছিন্ন হইয়াও কৃষ্ণের লীলানুসারে বিস্তৃত এবং সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।৫০৮ এই মাথুরমণ্ডলেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পর্য্যাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মা এই বৃন্দাবনের চতুর্ম্মুখ-নামক প্রদেশে তাহা অনুভব করিয়াছেন।৫০৯ অতএব রাসলীলাসময়ে সেই যমুনাপুলিনে যে শতকোটি গোপী পরিমিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?৫১০ স্ব-স্ব লীলাপরিকর ভক্ত ভিন্ন অন্য কেহই যাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না, তত্তল্লীলাদির অবসরে যাঁহাদিগের আবির্ভাব হওয়া উচিত,৫১১ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এক সময়ে একস্থানে থাকিয়াও যাঁহারা পরস্পর নিশ্চয়ই সর্ব্বথা অসংপৃক্ত,৫১২ আর যাঁহারা কৃষ্ণের বাল্যাদি লীলাদ্বারা বিভূষিত, সেই সকল পর্ব্বত, গোষ্ঠ ও

এই শ্লোকে ও পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শ্লোকে গোলোকের সর্ব্বোর্দ্ধে অবস্থিতি এবং অসাধারণ মহিমা দেখাইলেন। নিমেষার্দ্ধ নামক কালগতিও পরিলক্ষিত হয় না—এ কথার ভাবার্থ এই যে, পল, বিপল, অনুপল, দণ্ড, প্রহর, দিন, মাস, বৎসর প্রভৃতি কালাবয়ব বা কালবিভাগ ভগবদ্ধামের অন্যান্য প্রকাশেই আছে, গোলোকে নাই। শ্বেতদ্বীপ—মায়াগন্ধশূন্য বলিয়া শ্বেত, আর সর্ব্বোর্দ্ধ বলিয়া দ্বীপ। নতুবা উহা যে অনিরুদ্ধদেবের ক্ষীরসাগরমধ্যস্থ ধাম, তাহা নহে॥ ৫০১—৫১৬॥

বনাদির বহুবিধ রূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।৫১৩ তিন শ্লোকে কুলক। দর্শনে অধিকারী ও অনধিকারী, উভয়বিধ ব্যক্তিই বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ প্রদেশসকল কৃষ্ণলীলান্বিত হইলেও কখন কখন শূন্যরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন।৫১৪ অতএব প্রভুর পরিকর, ধাম এবং সময়ের অচিন্ত্যপ্রভাব হেতু এই শ্রীকৃষ্ণে কিছুই দুর্ঘট হয় না।৫১৫ বিচক্ষণগণ দ্বারকাতেও প্রভুর লীলাদি এতাদৃশ অচিন্ত্যপ্রভাব বলিয়া জানিবেন।৫১৬ যথা একাদশান্তে—"হরি দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে, যিনি স্মরণমাত্রেই অশেষ অশুভের নাশ এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মঙ্গলত্ব সাধন করেন, হে মহারাজ। সেই শ্রীমৎ ভগবদালয় পরিত্যাগ করিয়া, সমুদ্র অপর দ্বারকাবিভাগকে ক্ষণমধ্যে জলপ্লাবিত করিয়াছিলেন। যেহেতু ভগবান্ মধুসূদন দ্বারকায় নিত্যই সন্নিহিত আছেন।"৫১৭ ইতি। অনন্তর একই ভগবদালয়ে একই সময়ে যে নানাবিধ রূপের ও সময়ের বৈচিত্রী, ভগবদালয় দ্বারকাধামের এই আর একপ্রকার বৈভব, দেবর্ষি শ্রীনারদের দর্শনানুসারে ব্যক্ত আছে।৫১৮ শ্রীকৃষ্ণের লীলানুগত চন্দ্রসূর্য্যাদি অপ্রাকৃত। কিন্তু প্রাকৃত গ্রহ হইতে ভিন্ন হইলেও প্রকটপ্রকাশগত লীলা-পরিকরগণ ঐ চন্দ্র-সূর্য্যকে প্রাকৃতের ন্যায় অনুভব করেন।৫১৯

মথুরামণ্ডলের ন্যায় দ্বারকারও নিত্যত্বাদি।

দ্বারকার চন্দ্র সূর্য্য অপ্রাকৃত।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিবিধ ধামে সর্ব্বদাই বিহার করিতেছেন। তথাপি গোকুলে তাঁহার মাধুরী সর্ব্বাতিশায়িনী।৫২০ তথাচ সম্মোহনতন্ত্রে—"যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র উপাদেয় অবতার বিদ্যমান আছেন, তথাপি সেই সকল অবতারের মধ্যে বালত্ব অতিদুর্লভ।"৫২১ ইতি। এই শ্লোকের কারিকা।—

শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী গোকুলেই সর্ব্বাধিক।

মতান্তরে বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য ভেদে বয়স তিনপ্রকার। তন্মধ্যে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য।৫২২ তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—"আমার ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ

বয়স।
বাল্য।

প্রকটলীলাসময়ে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়া যে ভূভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রকটলীলা সংবরণ করিলে সাগর তাহাই কুক্ষিগত করিয়াছেন॥ ৫১৭—৫২০॥

এস্থলে বাল্য বলিতে বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর। অর্থাৎ ব্রজস্থ রূপ॥ ৫২১—৫৪০॥

ভূরি-ভূরি রূপ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহারা গোপরূপী আমার সদৃশ হইতে পারে না।"৫২৩ ইতি। এই হেতু গোপরূপী অর্থাৎ নন্দনন্দন বিষয়ে মহা-মাহাত্ম্যবিমণ্ডিত, দশাক্ষর অষ্টাদশাক্ষর প্রভৃতি মহামন্ত্র সকল বহুবিধ তন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।৫২৪ গোপালরূপী স্বয়ংভগবান্ সৃষ্টির অগ্রে যাহা বিধাতাকে বলিয়াছেন; সেই সর্ব্বপ্রমাণের শ্রেষ্ঠ গোপালতাপনী শ্রুতিও এইরূপই বলেন।৫২৫ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু এবং শ্রীবিগ্রহের মাধুরী ব্রজেই বিরাজমান আছেন।৫২৬ তন্মধ্যে

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্বিধ মাধুরী।

ঐশ্বর্য্যের।—যাহা পূর্ব্বে কুত্রাপি শুনিতে পাওয়া যায় নাই, তাদৃশ মধুর ঐশ্বর্য্যরাশিকর্ত্তৃক সেব্যমান

ঐশ্বর্য্যমাধুরী।

হইয়া, হরি সেই ব্রজে বিহার করিতেছেন।৫২৭ যে ব্রজে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাগণ সম্ভ্রমে স্তব করিতে থাকিলেও, কেশব তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না।৫২৮ যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীনারদবাক্য—"হে কৃষ্ণ! তুমি দ্বারকানাথরূপে চক্রপাণি হইয়া চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্য বিনাশ করিতে পার নাই, তাহা-দিগকে কিন্তু অভিনব বাল্যলীলায় নিহত করিয়াছ। হে হরে! তুমি মিত্রবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূভঙ্গী বিস্তার কর, তাহা হইলে আকাশস্থ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন।"৫২৯ ইতি। ক্রীড়ার,

যথা পদ্মপুরাণে—"শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার চরিত্রই আশ্চর্য্য, তন্মধ্যে আবার গোপলীলা সর্ব্বাপেক্ষা

ক্রীড়ামাধুরী।

অতিশয় মনোহারিণী।"৫৩০ শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণে—"যদ্যপি আমার নানাবিধ মনো-হারিণী প্রচুর লীলা বিদ্যমান আছে, তথাপি রাসলীলা স্মরণ করিলে আমার মনঃ যে কীদৃগ্ভাবাপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না।"৫৩১ ইতি। বেণুর, যথা—নিখিল

লোকে নাদের যতদূর মাধুরী আছে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদের একটি পরমাণুতেই নিমগ্ন হইয়া যায়।৫৩২

বেণুমাধুরী।

যে মোহন বেণুর ধ্বনি হইলে, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিবর্গ পরমানন্দে নিমগ্ন হওয়ায়, তাহাদিগের ধর্ম্মবিপর্য্যাস হইয়া যায়।৫৩৩ যে মোহন বেণুর ধ্বনি শ্রবণে সদাশিবাদি দেবগণ, "শ্রবণাঞ্জলিপেয় এ কি এক মোহনমন্ত্র অথবা ইহা কি এক পরমাদ্ভুত পদার্থ", এই কথা বলিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন।৫৩৪ যথা শ্রীদশমে—"হে সাধ্বি যশোদে! বিবিধ গোপক্রীড়ায় প্রবীণ তোমার তনয়, যখন

বিম্বাধরে বেণু অর্পণ করিয়া, যাহাতে আপনার বেণুবাদনবিষয়িণী স্বাভাবিকী বহুবিধ শিক্ষা প্রকটিত হইতেছে, তাদৃশী স্বরজাতির আলাপ করিয়াছিলেন,৫৩৫ তখন শঙ্কর বিরিঞ্চি ও শক্র প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তত্ত্বনিশ্চয়ে সন্দিহান হইয়া, গ্রীবা ও চিত্ত আনত করিয়া, বারংবার মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন।"৫৩৬ ইতি। শ্রীদশমের একবিংশ ও পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে ব্রজদেবীগণ বেণুরই মহাদ্ভুত মাধুরীর গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।৫৩৭ শ্রীবিগ্রহের, যথা—যাহার সমান এবং

শ্রীবিগ্রহমাধুরী।

যাহা অপেক্ষা অধিক নাই, তাদৃশ মাধুর্য্যতরঙ্গময় অমৃতবারিধি যিনি, সেই শ্রীনন্দ-নন্দনের রূপ, স্থাবর জঙ্গমের নিরতিশয় উল্লাসবর্দ্ধক।৫৩৮ যথা তন্ত্রে—"যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চল অসংখ্য কন্দর্পের রূপশোভা কর্তৃক নীরাজনার্হ এবং যাঁহার রম্যকান্তি কোন স্থানেই দর্শন ও শ্রবণের বিষয় হয় না, আমি সেই নন্দ-নন্দনের পরম ধ্যানবিধি বলিব।"৫৩৯ শ্রীদশমেও বলিয়াছেন—"ত্রিলোকীর মধ্যে এতাদৃশী স্ত্রী কে আছে, যে তোমার কলপদামৃতরূপ বেণুগীতে বিমোহিত হইয়া, এবং ত্রৈলোক্যসৌভগ এই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, আর্য্যচরিত বা নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? যেহেতু বেণুগীত শ্রবণ ও রূপ দর্শন করিয়া গো, পক্ষী, তরু এবং মৃগ, ইহারাও অঙ্গে পুলক ধারণ করিয়া থাকে।"৫৪০ ইতি।

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতনামক
পূর্ব্বখণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

উত্তরখণ্ড।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণরস-রসিকগণকে নমস্কার।

অথ শ্রীভক্তামৃত।

ভক্তপূজার আবশ্যকতা।

মুকুন্দের আরাধনা যেরূপ আবশ্যক, তদীয় ভক্তবর্গের আরাধনাও সেইরূপই আবশ্যক। অন্যথা দুস্তর অপরাধ হয়।[১] তথাহি পদ্মপুরাণে—"হরিসেবানন্তর মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি ভক্তবর্গের সেবা করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য, না করিলে ঘোরতর অপরাধ হয়।"[২] সেইরূপ হরিভক্তিসুধোদয়েও কহিয়াছেন—"যাহারা গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া, তদীয় ভক্তবর্গের অর্চ্চনা না করে, তাহারা দাম্ভিক, ভগবানের প্রসাদভাজন নহে।"[৩] পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে—"হে দেবি! সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার তদীয় ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর।"[৪] সেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তদীয় ভক্তের অর্চ্চনা না করে, তাহাকে ভাগবত না জানিয়া, কেবল দাম্ভিক অর্থাৎ বিষ্ণুবঞ্চক বলিয়া জানিবে।"[৫]

বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের আরাধনা শ্রেষ্ঠ।

আদিপুরাণে—"হে পার্থ! যাঁহারা কেবল আমাতেই প্রীতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত নহেন; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার ভক্ততম।"[৬]

ভক্তের ভক্তই ভক্ততম।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—"আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।"৭ ইতি।

প্রহ্লাদ।

মার্কণ্ডেয়াদি এই সকল ভক্তবর্গের মধ্যেও প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু স্কন্দপুরাণ এবং ভাগবতাদিতে তাঁহার মহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তিত আছে।৮ যথা স্কন্দপুরাণে রুদ্রবাক্য—"ভক্তই স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, আমি জানিতে পারি নাই। নিখিল হরিভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদ অতিমহত্তম।"৯ শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেরই বাক্য—"হে প্রভো। রজোগুণে উৎপন্ন ও তমোগুণে আবৃত এই অসুরকুলে সম্ভূত আমিই বা কোথায়, আর তোমার কৃপাই বা কোথায়, অর্থাৎ এতাদৃশী ঘটনা বড়ই অসম্ভাবিত। যেহেতু যে পদ্মকরপ্রসাদ কখন ব্রহ্মা, শিব এবং রমাদেবীর মস্তকেও অর্পিত হয় নাই, তাহাই আমার মস্তকে অর্পিত হইল।"১০ সেই সপ্তমস্কন্ধেই (প্রহ্লাদের প্রতি) শ্রীনৃসিংহবাক্য—"আমার ভক্তপুরুষগণ তোমার অনুবর্ত্তী হইবেন। যেহেতু তুমি আমার সমুদায় ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"১১ ইতি।

পাণ্ডবগণ।

এতাদৃশ প্রহ্লাদ অপেক্ষাও পাণ্ডবেরা সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতই স্পষ্টরূপে সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছেন।১২ তথাহি শ্রীসপ্তমস্কন্ধে (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) শ্রীনারদবাক্য—"অহো! নরলোকে তোমরাই সাতিশয় ভাগ্যবান্, যেহেতু তোমাদিগের গৃহে গূঢ়, নরাকৃতি, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম বাস করিতেছেন জানিয়া, জগৎপবিত্রকারী মুনিগণ সর্ব্বদা তোমাদিগের সেই গৃহে আসিতেছেন।১৩ যাঁহা হইতে বিশুদ্ধ মোক্ষানন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে, মহদ্গণের অন্বেষণীয় সেই পরব্রহ্ম এই শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদিগের প্রিয়, সুহৃদ্, মাতুলেয়, আত্মা, পূজ্য, বচনানুবর্ত্তী এবং উপদেশক রূপে বর্ত্তমান।১৪ মহাদেব এবং কমলযোনি প্রভৃতি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা যথার্থরূপে যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না এবং মৌন, ভক্তি ও উপশম সহকারে যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই যদুপতি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।"১৫ ইতি। শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন—"'অহো! প্রহ্লাদের কি সৌভাগ্য! যিনি নৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়াছেন; আমরাই কেবল মন্দভাগ্য' এইরূপে বিষাদগ্রস্ত রাজাকে "যূয়ং" ইত্যাদি তিন শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন।"১৬ এই তিন শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থও শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"প্রহ্লাদের গৃহে

পরব্রহ্ম বাস করিতেছেন না, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রহ্লাদের গৃহে মুনিগণ যাইতেছেন না, আর পরব্রহ্ম প্রহ্লাদের মাতুলেয়াদিরূপেও বর্ত্তমান নাই, পরব্রহ্ম স্বয়ংই প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই; এইহেতু প্রহ্লাদ এবং আমাদিগের অপেক্ষা তোমরাই সাতিশয় ভাগ্যবান্, ইহাই নারদের অভিপ্রায়।"১৭

যাদবগণ।

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকর্ষে থাকাতে মমতাতিশয়-নিবন্ধন কতিপয় যাদব, পাণ্ডব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম।১৮ তথাহি শ্রীদশমে—"অহো ভোজপতে! এই জগতে মনুষ্যমধ্যে তোমরাই সুফলজন্মা, যেহেতু তোমরা যোগীদিগেরও দুর্দ্দর্শ, শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর নয়নগোচর করিতেছ।"১৯ "তোমরা যাঁহার দর্শন, স্পর্শন, অনুগতি ও সম্ভাষণ করিয়া থাক, তোমাদিগের সহিত যাঁহার শয্যা, উপবেশন, ভোজন, যৌনবন্ধ (বিবাহসম্বন্ধ) ও পিণ্ডবন্ধ (দৈহিকসম্বন্ধ) বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যিনি স্বর্গ ও অপবর্গের স্পৃহা উৎসারিত করেন, সংসারপ্রবাহ হইতে পরাঙ্মুখ যে তোমরা, তোমাদিগের গৃহে, সেই বিষ্ণু স্বয়ং প্রকট হইয়াছেন।"২০ তথা—"কৃষ্ণৈকচেতা বৃষ্ণিগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা একত্র উপবেশন, পর্য্যটন, আলাপন, স্নান, ক্রীড়া এবং ভোজনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আত্মসত্তা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই।"২১ ইতি।

উদ্ধব।

সমস্ত যাদব অপেক্ষাও শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রেষ্ঠ; শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার অদ্ভুত মহিমা শুনিতে পাওয়া যায়।২২ তথাহি একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্য—"হে উদ্ধব! তুমি আমার যাদৃশ প্রিয়তম, বিরিঞ্চি, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, মহালক্ষ্মী এবং আমার নিজ বিগ্রহও আমার তাদৃশ প্রীতির বিষয় নহেন।"২৩ তথা—"হে উদ্ধব! ভাগবতের মধ্যে তুমিই আমি।"২৪ ইতি। বাল্যকাল হইতেই গোবিন্দে ইঁহার সর্ব্বোত্তমা ভক্তি।২৫ তথাচ শ্রীতৃতীয়ে—"যে সময় উদ্ধব পঞ্চবর্ষবয়স্ক, তৎকালে তিনি প্রাতর্ভোজনার্থ জননীকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও, বাল্যলীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজায় ব্যাপৃত থাকায়, ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন নাই।"২৬ অতএব সেই তৃতীয়স্কন্ধেই শ্রীভগবদ্বচন—"প্রাকৃতগুণ যাঁহাকে কোনরূপ পীড়া প্রদানে সমর্থ হয় না, সেই প্রভু উদ্ধব কোন অংশেই আমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন।"২৭ ইতি। ইহার অর্থ।—"যদ্গুণৈঃ"—যে উদ্ধবের গুণে, প্রভু যে আমি, সেই আমিও "ন অর্দ্দিতঃ"—যাচিত হই

নাই। অথবা,—"যৎ"—যেহেতু, উদ্ধব, "গুণৈঃ"—সত্ত্বাদিগুণকর্ত্তৃক, "ন অর্দ্দিতঃ"—পীড়িত হন নাই, অর্থাৎ তিনি গুণাতীত। তাহার কারণ, তিনি "প্রভুঃ"—ভক্তিরসাস্বাদে সমর্থ।২৮

শ্রীব্রজদেবীগণ।

এতাদৃশ উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ বরীয়সী। যেহেতু, এই উদ্ধবও ইঁহাদিগের প্রেমমাধুরী প্রার্থনা করিয়া থাকেন।২৯ তথাহি শ্রীদশমে—"এই নন্দব্রজস্থিত গোপীগণই দেহ ধারণের ফললাভ করিয়াছেন। যেহেতু মুমুক্ষু, মুক্ত এবং আমরা (হরিদাস) যে ভাব বাঞ্ছা করিয়া থাকি, ইঁহাদিগের অখিলাত্মা গোবিন্দে সেই ভাবের (অধিরূঢ় মহাভাবের) উদ্ভব হইয়াছে। অতএব যাহাদিগের অনন্তকথায় অনুরাগ নাই, তাহাদিগের চতুর্ম্মুখজন্ম হইলেই বা কি হইবে।"৩০ শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণে ভৃগ্বাদির প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্য—"নন্দব্রজস্থিত গোপীদিগের চরণরেণুলাভের নিমিত্ত, পুরাকালে আমি ষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহাদিগের পাদরেণু লাভ করিতে পারি নাই।"৩১ ভৃগ্বাদিবাক্য—"ভবাদৃশ ব্যক্তিকেও যদি হরিভক্তের পাদরেণু গ্রহণ করিতে হয়, তবে নারদাদি বহুতর তাদৃশ হরিভক্ত ত লোকে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের চরণরেণু পরিত্যাগ করিয়া আপনিও যে গোপীদিগের পাদরেণু গ্রহণে উৎসুক, এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। হে প্রভো! ইহার কারণ কি বলুন।"৩২ শ্রীব্রহ্মার বাক্য—

লক্ষ্মী অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠা।

"হে পুত্র! ব্রজসুন্দরীদিগকে সামান্যা স্ত্রী বলিয়া বোধ করিও না। যেহেতু তাঁহারা মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। শিব, অনন্ত, লক্ষ্মী এবং আমি ব্রহ্মা, আমরা কখনই তাঁহাদিগের সদৃশ হইতে পারি না।"৩৩ আদিপুরাণেও শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্য—"হে প্রভো! ত্রৈলোক্যমধ্যে কোন্ কোন্ ভক্ত আপনার মর্ম্ম জানেন, কোন্ ভক্তগণের প্রতিই বা আপনি সর্ব্বদা পরিতুষ্ট, এবং কোন্ ভক্তগণেই বা আপনার অতুল প্রেম?"৩৪ শ্রীভগবানের বাক্য—"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মা, রুদ্র, মহালক্ষ্মী এবং আমার এই শ্রীবিগ্রহ, এ সকল আমার তাদৃশ প্রিয়তম নহে, গোপীজন আমার যাদৃশ প্রিয়তম।৩৫ ভূতলে আমার কত-কত বা ভক্ত ও অনুরক্ত আছেন, কিন্তু গোপীজন আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম।৩৬ হে পরন্তপ! মুনি, যোগী এবং রুদ্রাদি দেবতা, ইঁহারা আমাকে সেরূপ অনুভব করিতে পারেন না,

গোপীগণ আমাকে যেরূপ অনুভব করিয়া থাকেন।[৩৭] তপঃ (বানপ্রস্থধর্ম্ম), বেদ (ব্রহ্মচারিধর্ম্ম), আচার (গৃহস্থধর্ম্ম) এবং বিদ্যা (জ্ঞানযোগ অর্থাৎ যতিধর্ম্ম), এই চতুরাশ্রমধর্ম্ম দ্বারা আমি বশীভূত হই না, একমাত্র প্রেমই আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে, গোপীগণই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।[৩৮] একমাত্র গোপীগণই আমার মাহাত্ম্য, আমার পূজা, আমার শ্রদ্ধা এবং আমার মনোগত ভাব জানেন, অন্য কেহই আমার মর্ম্ম জানিতে পারেন না।[৩৯] যে গোপীসকল নিজের অঙ্গকেও 'আমার' (শ্রীকৃষ্ণের) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, হে পার্থ! সেই গোপী-গণভিন্ন আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহই নাই।"[৪০] ইতি। উদ্ধব যে এই গোপীগণের প্রেম-মাধুর্য্য প্রার্থনা করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি তাঁহাদিগের পাদরেণুসিক্ত তৃণজন্মও যাজ্ঞা করিয়া থাকেন।[৪১] তথাহি শ্রীদশমে—"অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীদিগের পাদরেণুসেবী, বৃন্দা-বনের গুল্ম, লতা এবং ওষধির মধ্যে কোন কিছু হই; যেহেতু তাঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন।"[৪২] ইতি। এই হেতু কৃষ্ণের উপাসকজন, অগ্রে কৃষ্ণের পরি-চর্য্যা করিয়া, প্রসাদপুষ্পাদিদ্বারা অবশ্যই ব্রজসুন্দরীগণের সেবা করিবেন।[৪৩]

শ্রীরাধিকা।

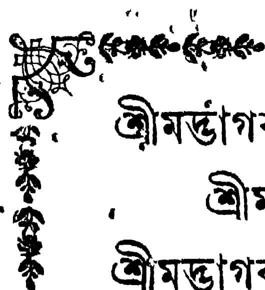
সেই সকল গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা নিরতিশয় বরীয়সী। যেহেতু পুরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্রে তিনি সর্ব্বাধিকরূপে অভিহিত হইয়াছেন।[৪৪] যথা পদ্মপুরাণে—"শ্রীকৃষ্ণের রাধিকা যেমন প্রিয়া, সেই শ্রীরাধার কুণ্ডও তাঁহার সেইরূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীর মধ্যে একমাত্র সেই শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা।"[৪৫] আদি-পুরাণেও—"ত্রিলোকীমধ্যে যাহাতে বৃন্দাবন বিদ্যমান, সেই পৃথিবীই ধন্যা, সেই বৃন্দাবনে আবার গোপিকারাই সর্ব্বাপেক্ষা ধন্যা, তন্মধ্যে আবার আমার রাধিকা ধন্যা।"[৪৬] ইতি।

॥ * ॥ ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীভক্তামৃতনামক উত্তরখণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ * ॥

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতের শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যবংশাবতংস-মহামহোপাধ্যায়-প্রভুপাদ-শ্রীমন্মদনগোপাল-গোস্বামি-কৃত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

॥ * ॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥ * ॥

শ্রীমন্মদনগোপালে সমস্ত সমর্পিত হউক।



শ্রীমদ্ভাগবতশ্লোকং
শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ সহ।
শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ স্বাদ্যং
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ॥

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত

অধ্যাত্মরামায়ণ।

শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক অনূদিত

ও

বহুবিধ অবশ্যজ্ঞাতব্য টীকা-টিপ্পনী সহযোগে ব্যাখ্যাত।

অধ্যাত্মরামায়ণে কি আছে, তাহাও কি বলিতে হইবে? অধ্যাত্মরামায়ণে চিত্তশুদ্ধিসম্পাদক, প্রাণোন্মাদক, কাব্যরসের পূর্ণাধার, পরমার্থরসময়, সুমধুর রামচরিত্র আছে—সঙ্গে সঙ্গে আবার মায়া, জীব, ঈশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, তুরীয়, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, মোহ, তৃষ্ণা, ইহকাল, পরকাল, মুক্তি, স্বর্গ, নরক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি যে সকল কথা, দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া জানা উচিত বা জানিবার চেষ্টা করা উচিত, প্রাঞ্জল, ওজস্বিনী ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, সেই সকল কথার—শাস্ত্রের সেই সকল অতিজটিল তর্কজাল-পূর্ণ তত্ত্বের, অতিসুন্দর ও বিশদ সুমীমাংসা আছে। যদি বঙ্গানুবাদে মূল অধ্যাত্ম-রামায়ণের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, তবে এই বঙ্গানুবাদ পাঠ কর। অন্য অনুবাদ, হয় ত আরও সুলভে পাইতে পার, কিন্তু তাহাতে মূলের ভাষা, ভাব ও সৌন্দর্য্য, সমস্তই উবিয়া গিয়াছে।

ভাই বঙ্গবাসী! ভাল জিনিষের আদর করিতে শিখিবে না কি? কেবল সুলভ খুঁজিও না; সুলভও দেখ, সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটি কেমন হইল না হইল, তাহাও দেখিয়া লও!

এই অধ্যাত্মরামায়ণের মূল্যও সুলভ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে মূল্য ছিল ৩৲ তিন টাকা, এখন হইতে ইহার সুলভ মূল্য ২৲ দুই টাকা ধার্য্য করা হইল।

৭০০ সাত শত পৃষ্ঠারও অধিক, ভাল কাগজ, উৎকৃষ্ট ও নূতন বড় বড় অক্ষরে অতি বিশুদ্ধ ও মনোহর মুদ্রাঙ্কন, এমন একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তকের ২৲ দুই টাকা মূল্য কি অধিক মূল্য?

প্রধান প্রধান মাসিকপত্র ও সংবাদপত্রের বিস্তর প্রশংসাপত্র আছে, সেগুলি স্থানাভাবে প্রদত্ত হইল না।

কলিকাতা, সিমুলীয়া ৬৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, অনুবাদকের নিকট,—অথবা, ৭৪ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

প্রকাশক—শ্রীদ্বারকানাথ চন্দ্র।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামী কর্ত্তৃক অসংখ্য হিন্দুশাস্ত্র হইতে ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ক সারাংশসংগ্রহ। এই প্রাচীন মহাগ্রন্থের পূর্ব্বপ্রকাশিত সংস্করণ ১৭ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত, কিন্তু আমাদের নিজের প্রেসে মুদ্রিত বলিয়া ৫৲ টাকায় দিতে সমর্থ হইয়াছি। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার বৈষ্ণবজগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতবিদ্য গোস্বামী প্রভুগণেরই সর্ব্বাগ্রে। বাঙ্গালার গোস্বামী প্রভুগণ বলিয়াছেন—"আজ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের যতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, কালিকাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত সংস্করণই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ সংস্করণ, অপর একখানিও বর্ত্তমান সংস্করণের সমকক্ষ নহে।" মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ, বহুবিধ পাঠান্তর ও অত্যাবশ্যক টিপ্পনী সম্বলিত এই মহাগ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ, মনোহর মুদ্রাঙ্কন ও বিলাতী বাঁধাই দর্শন করিয়া, পরমমাননীয় গোস্বামী প্রভুগণের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন—"অতি পরিপাটী।" কেহ বলিয়াছেন—"আনন্দে অধীর হইয়াছি!" কেহ

লিয়াছেন—"আনন্দে অভিভূত হইযাছি।" কেহ বলিয়াছেন—"নিত্য-ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী!" বিখ্যাত গোস্বামী প্রভুগণের সবিশেষ সুখ্যাতি ও সমালোচনা ইত্যাদি স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী, হিতবাদী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রেও সবিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। ভক্তপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই গৃহে এই মহাগ্রন্থ এক এক খানি করিয়া রাখা ধর্ম্ম-সঙ্গত কর্ত্তব্য! এই মহাগ্রন্থ গৃহস্থগণের সর্ব্বমঙ্গলাকর। এই মহাগ্রন্থ শ্রীহরিবৎ-পূজনীয়। এই মহাগ্রন্থে, ভক্তপ্রাণ হিন্দুর যাহা কিছু জানিবার ও শিখিবার, সমস্তই সবিস্তার ও সপ্রমাণ বর্ণিত আছে। ডাকে লইলে, মাশুল ।৵৹ ভি, পি, ৵৹, মোট ৫৷৷৵৹ আনা।

প্রকাশক—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।